ভাগবত প্রবেশ

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী
এম. এ. বিদ্যাভূষণ

প্রকাশক :
শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী
৩ বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, হাওড়া-৪

প্রথম প্রকাশ —১৩৬৭

প্রিণ্টার :
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

ভারত সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ভাবনায় শ্রীমদ্‌ভাগবত পারমহংস্য-সংহিতা। সমুন্নতভাব-সমন্বয়, প্রেমসমৃদ্ধ জৈব সংহৃতি ও অপার্থিব নৈতিক সঙ্গতি ইহার মৌলিক ঘোষণা। অনাসক্ত জীবন ছন্দের অভিনব সুর-সংযোজনা ইহার প্রতিটি অধ্যায়েই বিশেষভাবে অনুসন্ধেয়। মানবীয় সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের সহিত চরিতাঙ্কন শিল্পনৈপুণ্যের সহায়ক মনস্তাত্ত্বিক অবধারণার নিষ্ঠাপ্রাচুর্য ইহার একক বৈশিষ্ট্য। ব্যাসদেবের অনবদ্য পারমার্থিক এই রচনাকে চিরন্তনী করিয়া রাখিয়াছে সর্বমানবের রসভাবনার সুপাবনী অমৃতধারা। সহস্রজীবনের দৈন্য, ক্লান্তি, বিষাদ ইহার কণিকাস্পর্শে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

রস সচেতন মনের মূলে ব্যবহারিক জীবনের অসহনীয় নির্মম সংঘাত তাহার নির্মিয়মান সাহিত্যেও অনস্বীকার্য বিপর্যবিবর্তন ঘটাইতেছে। অনাগত সত্যের আবির্ভাব বেদনাক্লিষ্ট মনীষা জননী শিবসুন্দরের সন্ধানে উৎকণ্ঠিতা। বিচ্ছিন্ন জীবনের ঐকান্তিক সাধনার প্রেমসূত্র হারাইয়া বিকরাল কালের ঘূর্ণাবর্তে যখন জীর্ণ তরণী বিপন্না তখন একমাত্র ভাগবতী বিদ্যাই তাহাকে নির্বিঘ্নে অভয় পোতাশ্রয়ের উদ্দেশ প্রদানে সমর্থা।

এই দৃঢ় প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়াই ভাগবত মন্দির দ্বারে রস কণিকা সঞ্চয়নে আমার এই অনাড়ম্বর প্রচেষ্টা। প্রবন্ধগুলি কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় বহুদিন ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছিল। সংকর্ষণ, প্রাণ গৌর, উজ্জীবন, বিবর্তন, সুদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে এইগুলি প্রকাশিত হইলে ঐগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য কেহ কেহ উপদেশ করেন।

যাঁহাদের প্রোৎসাহ বাণী ও অন্তঃপ্রেরণা আমাকে এই বিষয়ে উৎসাহান্বিত করিয়াছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথমেই মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্যের শুভ নাম বলিতে হয়। ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন উহা ভূমিকা স্বরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ বিদ্যাবাচস্পতি, ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ গঙ্গানন্দজী মহোদয়গণের উৎসাহ আমাকে ত্বরান্বিত করিয়াছে।

গ্রন্থমুদ্রণের ভার গ্রহণ করিয়া আমার প্রাণপ্রতিম শিষ্য শ্রীমান নন্দলাল ঘোষ (Scientific Publishing Company) একটি বিশেষ কার্য সম্পাদন করিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। শ্রীমান খগেন্দ্রবাবাজীবন ও অন্যান্য যাহারা মুদ্রণাদি কার্যে সহায়তা করিয়াছেন তাহাদের আশীর্বাদ জানাই।

বিনীত

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

সূচীপত্র

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, এ, পি, এইচ, ডি

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে যে কয়েকটী মহাগ্রন্থ পাঠকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করিতে পারে। রামায়ণ-মহাভারতের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব অবশ্য বেশী, কিন্তু ইহাদের আবেদন মূলত আমাদের সমাজ ও পরিবার জীবনের উপর। রামের পিতৃভক্তি, সীতার পাতিব্রত্য ও রাম লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র ঠিক দেব মহিমার নিদর্শনরূপে নহে, সামাজিক মানুষের অনুকরণীয় ও আদর্শ গুণরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। মহাভারতে ভীষ্মের কৌমার্য-ব্রতের প্রতিজ্ঞাপন ও যুধিষ্ঠিরের সত্য-বাদিতা প্রবাদের মতই আমাদের সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। উভয় গ্রন্থেই বিশেষ কোন প্রতিপাদ্য বিষয়, বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়া ভক্তি রসের প্রচুর ধারা নানা আখ্যায়িকা-উপাখ্যান ও নায়ক চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভক্তি প্রচারই যে উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এ কথা বলা যায় না। আদর্শপূত চরিত্রের প্রতি আমাদের যে ভক্তি, দৈব বিড়ম্বনায় পুণ্যের নির্যাতনে আমাদের যে সমবেদনা স্বতঃই উৎসারিত হয় তাহার অতিরিক্ত বিশেষ কোন ধর্ম সাধনার নির্দেশ বা জীবনদর্শনের ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে প্রকট নহে। ইহা ছাড়া আখ্যান-বৈচিত্র্যও অদ্ভুত ও বিস্ময়রসের উদ্বোধন ইহাদের আকর্ষণের অন্যতম হেতু। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে রামায়ণ

আমাদের পারিবারিক জীবনের সরল কর্তব্যবোধ ও আদর্শ নিষ্ঠার পোষক ও মহাভারত আমাদিগকে বৃহত্তর সমাজ ও ধর্মনীতি ও রাষ্ট্র দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের আবেদন এই দুইটী মহাগ্রন্থের আবেদনের সঙ্গে খানিকটা পৃথক্ জাতীয়। অবশ্য সমস্ত মহাকাব্য-পুরাণের সাধারণ লক্ষণ ইহার মধ্যে সমভাবে বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা মহাভারত অপেক্ষা ভাগবতে আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও কালানুক্রমিক আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত প্রসারিত। মহাভারতে এই লীলার এক অংশ মাত্র বর্ণিত, ভাগবতে ইহা সমগ্রভাবে সমালোচিত। ভাগবতেও কৌতুহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক আখ্যানের অভাব নাই, কিন্তু এই সমস্ত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। ভাগবতের প্রধান ও সর্ব্বব্যাপী উদ্দেশ্য হইল ভক্তিতত্ত্ব প্রতিপাদন ও ভক্তি রসস্ফুরণের উপায় ও উপলক্ষ্য সমাবেশ। ইহার প্রকৃত যোগসূত্র হইল আখ্যানের ঐক্য নহে, ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচারের একাগ্র ও একনিষ্ঠ সাধনা। ইহার বিভিন্ন আখ্যায়িকাগুলি ভক্তি মহাসমুদ্রে ভাসমান দ্বীপাবলির মত, ভগবানের নিকট একান্ত আত্মনিবেদনের সংযোজন ইহাদিগকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। লেখকের প্রধান আগ্রহ ঘটনা-বিবৃতি নহে, ঘটনা হইতে উদ্ভূত নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্বের মীমাংসা ও মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভের পথ নির্দ্দেশে। বাস্তবিক ধর্ম্মতত্ত্বের এত সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা, সেবা, আত্মসমর্পণ ও ভাব বিহ্বল গুণানুকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল উন্মুখতা, এই ভগবৎ-প্রসাদ লিপ্সার মানদণ্ডে জীবনের সমস্ত ধ্যান ধারণা ও ক্রিয়া কলাপের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় দার্শনিক মনীষা ও কাব্যসৌন্দর্যের সহিত ভক্তি রসোচ্ছ্বাসের এইরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয়

জগতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে বিরল। রামায়ণ-মহাভারতে ভক্তির প্রসার অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, আখ্যান-প্রবাহে যেখানে বিশেষ ভাবাবর্ত দেখা দিয়াছে মাত্র সেই সমস্ত আবেগ প্রধান স্থলেই সীমাবদ্ধ অর্জ্জুন-শরোৎক্ষিপ্ত পাতাল প্রবাহিনীর জলধারার মত অসাধারণ অনুভূতির অনুপ্রবেশে তথ্যের সরসভূমি হইতে ক্বচিৎ উৎসারিত। অনেকে মনে করেন যে, এই দুই গ্রন্থে ভক্তিরস-প্লাবিত স্থানগুলি পরবর্ত্তী যুগের সংযোজনা হইতে পারে কিন্তু ভাগবতে এই অমৃতধারা চির-প্রবাহিত, কোথাও ঘটনার চাপে সঙ্কুচিত বা কোন তরলতর রসের মিশ্রণে শীর্ণ বা মন্দগতি নহে। যেমন নদী-জলকে নিয়ন্ত্রিত করা ছাড়া বাঁধের আর কোন স্বতন্ত্র মূল্য নাই, তেমনি কৃষ্ণলীলা বহির্ভূত ভাগবতোক্ত অন্যান্য আখ্যান কেবল এই ভক্তি প্রবাহিনীর বাহন বা আধাররূপেই মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

রামায়ণ-মহাভারতের সহিত ভাগবতের আর একপ্রকার পার্থক্য অনুভূত হয়। এই দুই মহাকাব্য দেব মহিমায় ভাস্বর ও সমুন্নত জীবনাদর্শ-চিত্রণে মনোহর ও মানব সমাজের হিতকর, কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে ভক্ত-সমাজ যেরূপ অলৌকিক প্রতিষ্ঠার দাবী করেন, পুর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে সেরূপ উচ্চ দাবী করা হয় নাই। ভাগবত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাণীময় বিগ্রহ যুগে যুগে তাঁহার অন্তর্হিত দেবসত্তার চিরপ্রকটরূপ ভগবৎ মহিমার শুধু ব্যাখ্যাপক বা প্রখ্যাপক নহে, উহার মূর্ত্ত প্রতীক-রূপী প্রকাশ। রামায়ণ ও মহাভারত শুধু রামের চরিত্র বর্ণনা ও কৃষ্ণের লীলা বিবৃতির জন্য মহীয়ান্, তাহাদের মাহাত্ম্য বিষয়-গৌরবের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ইহারা যে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, ঐশী মহিমার প্রত্যক্ষ রূপান্তর এরূপ দাবী ভক্তির স্বাভাবিক আতিশয্য-প্রবণতা হইতেও উত্থাপিত হয় নাই। রামের ভক্ত ও অনুচর সমগ্র

সমাজেই ব্যাপ্ত, কিন্তু রামের কোন মানবিক প্রতিনিধি এ মরজগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এইরূপ দাবী শুনা যায় নাই। মহাভারতীয় কৃষ্ণের দুরবগাহ লীলা রহস্য ও নিগূঢ় চক্রান্ত বিস্তার আমাদিগকে দূর হইতে আকর্ষণ ও অভিভূত করিয়াছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে তাঁহাকে অনুসরণ করিবার দুঃসাহস কাহারও হয় নাই, ইহাদের বিশেষ আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুশীলন করিবার জন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ও শক্তিশালী সংগঠনে বিধিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রভাব সমাজ জীবনের অস্থিমজ্জাগত হইলেও বাহিরে ইহার অভিব্যক্তি শান্ত, মৃদু ও ভাবোচ্ছ্বাসের তীব্রতা রহিত।

কিন্তু ভাগবত-ধর্ম প্রেমভক্তির অবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যবর্তিতায় এক অসামান্য চৌম্বক শক্তির আধাররূপে পরিগণিত হইয়াছে ; চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সমাজ ইহাকে সাধনা-জীবনের অঙ্গ ও উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া উহার ধর্ম বিশ্বাসের সমস্ত নিষ্ঠা ও সংঘ শক্তির সমস্ত দৃঢ়তা ইহার মধ্যে আরোপ করিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র লীলা বর্ণিত হইলেও বৈষ্ণব সমাজ উহা হইতে কেবল ভক্তি তত্ত্বের সারনির্যাস ও ভগবানের অনুপম মাধুর্য প্রস্রবণ বৃন্দাবন লীলাটুকুই বাছিয়া লইয়া উহাদিগকে বীজ মন্ত্রের মর্যাদা দিয়াছে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবতের মহিমা ঘোষণা করিয়া ইহা যে কৃষ্ণলীলার যুগ যুগান্তর ব্যাপী জীবন নিদর্শন, তুলসী বৃক্ষের মত ভগবানেরই গ্রন্থরূপী বিকল্প এই বিশ্বাস তাঁহার ভক্ত সমাজে বদ্ধমূল করিয়াছেন। এইখানেই রামায়ণ-মহাভারতের সহিত ভাগবতের পার্থক্য। তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতে যাহা সম্ভব হয় নাই, ভাগবতে প্রেম বিগ্রহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মধ্যে, বৃন্দাবন লীলার অখিল-রস-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাত্মক আবির্ভাবের সেই পরিকল্পনাটি বাস্তব সম্ভাব্যতায়

সীমায় অবতীর্ণ হইয়াছে। রাম ও কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ মানবিক রূপ ধারণ করেন নাই, ঐতিহাসিক যুগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্য প্রমাণ ও বুদ্ধিগত বিচার বিতর্কের বিষয় হন নাই। সেই অসম্ভব ভাগবতে সম্ভব হইয়াছে —শচীর দুলাল, নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত মাধুর্যটিকে নিজ দিব্যোন্মাদ ও ভাববিগলিত কীর্ত্তনানন্দের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন, আমাদের গৃহাঙ্গনে পারিজাতের ফুল ফুটাইয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ত্যসংস্করণ শ্রীচৈতন্য ভাগবত; ব্যাসদেবের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত বৃন্দাবন দাস। কৃষ্ণলীলার একটা দিক চৈতন্যলীলায় মূর্ত্ত হইয়াছে বলিয়া ভাগবত সুদূর কল্পলোক নিবাসী হইয়াও বৈষ্ণবের অতি নিকট আত্মীয় ও অন্তরের ধন। আর কোথাও ধর্মগ্রন্থ তত্ত্ব ও অনুভূতি সাধনার তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে নামিয়া মানুষের এত কাছে আসিয়াছে ও তাহার এত প্রিয় হইয়াছে এরূপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এই ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া ভারতের বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর মনীষা ও ভক্তিপ্রবণতা যুগ যুগ ধরিয়া আত্মবিকাশের সার্থকতাবোধ অনুভব করিয়া আসিতেছে। ইহার উপর কত টীকা-টিপ্পনী যে রচিত হইয়াছে, ইহার বিরাট ভাব-হ্রদ হইতে ছোট ছোট প্রণালী বহিয়া ভক্তি রসধারা কত যে গান-যাত্রা-কাব্য নাটকের আকারে আমাদের অনুভূতির মূলে রস সিঞ্চন করিয়াছে, ভাগবত-তত্ত্বকে সরল ও গ্রহণীয় রূপে আমাদের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, ইহার ভাবসত্যগুলি নানা সূক্ষ্ম, খণ্ডিত ও আণবিক আকারে আমাদের মানস আকাশে বিকীর্ণ হইয়াছে, আমাদের নিশ্বাস বায়ু, পরলোক সম্বন্ধে আমাদের সহজ বিশ্বাস ও সংস্কার, জীবনের আদর্শের সহিত—আমাদের অস্পষ্ট-ধারণার সহিত ইহারা অলক্ষ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বাউলের

গানে, কীর্ত্তনের আঁখরে, যাত্রা পাঁচালীর অতি পল্লবিত রস বিস্তারে কথকতার ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যায়, মুমূর্ষুর আত্মসমর্পণে, গৃহীর সংসার বিরক্তির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের, পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ আত্মবিচারে ভাগবত ধর্মের অন্তর্লোক স্পর্শী প্রভাব যে আমাদের মধ্যে কত গভীর ও বদ্ধমূল তাহা প্রমাণিত হয়। রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব সমতল—বাহিনী নদীর মত ধীর, শান্ত ও সাধারণভাবে হৃদয় মনের স্নিগ্ধতা বিধায়ক, ভাগবতের প্রভাব পার্বত্য নির্ঝরিণীর মত সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠা ও অনুষ্ঠানের সংকীর্ণ গিরিসংকট ভেদ করিয়া উচ্ছ্বসিত, বেগবান প্রবাহে আমাদের জীবনকে প্লাবিত করিয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে। এই ভক্তি প্রাধান্য ইহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। জ্ঞান অনুশীলন সাপেক্ষ ও কর্ম অবসর সাপেক্ষ, কিন্তু ভক্তি ভগবৎপ্রসাদে ও সৎসঙ্গের ফলে মানব হৃদয়ে স্বতস্ফূর্ত্ত ও স্বভাব-উৎসারিত হইতে পারে। শরণাগতি ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে আরামপ্রদ, নিঃসংশয় নিশ্চিন্ততা আছে, তাহা জ্ঞান ও কর্ম মার্গে দুর্লভ। প্রেম ও ভালবাসার স্রোতে গা ভাসাইয়া চরম সিদ্ধির ঘাটে পৌছান কাহার না কাম্য? বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের দৃষ্টান্ত, তাঁহার জ্ঞান মার্গ পরিহার করিয়া ভক্তি পথ অবলম্বন যে সমগ্র জাতির চিত্তকে অনিবার্যভাবে ভক্তি অভিমুখী করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞান চর্চ্চার দুরূহতা, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার তত্ত্ব-সমাধানে অক্ষমতা ও ভগবানে সমর্পিত চিত্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম সাধনার জন্য মানস অপ্রস্তুতি সকলকে ভক্তি পথের পথিক করিতে সহায়তা করিয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ম হইতে শক্তি-পূজাতেও এই আত্ম নিবেদনের মনোভাব প্রসারিত হইয়াছে শক্তি-উপাসনার মধ্যেও শক্তির দৃঢ়তা পদাশ্রয়

লাভের ব্যাকুলতায় বিলীন হইয়াছে। শক্তি-সাধকের শক্তিমত্তা সংসারের সুখ দুঃখে উদাসীনতা ও চিত্ত বিক্ষেপকারী প্রলোভন জয়ের নেতিবাচক রূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ভক্তি পথাশ্রয়ী সাধকের পথ আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হইলেও একটী গুরুতর বাধায় অবরুদ্ধ। ভক্তি অনুশীলন করিতে লইলে ভক্তির উপযুক্ত পাত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন —অনুপযোগী পাত্রন্যস্ত ভক্তি বদ্ধ জলাশয়ের মত দূষিত হইয়া উঠে। তাছাড়া অন্তর মধ্যে সেবার আগ্রহ ও শরণাগতির আবেগ যদি পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় না থাকে, যদি দ্বিধা সংশয়ের বাষ্প অনুভূতির নির্মলতা আচ্ছন্ন করে, তবে ইহার ফল সম্পূর্ণরূপে শুভ হয় না। নদীতে যখন কানায় কানায় পূর্ণ জোয়ারের উচ্ছ্বাস থাকে তখনই তাহাতে সাধনার তরণী ভাসাইয়া সিদ্ধির কূলে পৌছান যায়, যে মুহূর্ত্তে জোয়ারে ভাটা আসে, প্রবাহের শীর্ণতার মধ্যে অবিশ্বাসের চড়া জাগিয়া উঠে, স্রোতোবেগ শৈবাল দলের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তখনই মন্দগতি নৌকাকে জ্ঞান ও কর্মের গুণ টানিয়া আগাইয়া লইয়া যাইতে হয়, আর যখন স্রোত সমস্ত সরিয়া গিয়া পঙ্ক-স্তর উদ্‌ঘাটিত হয় তখন নৌকা একবারেই চলে না অপরিণত ভাবার্দ্রতার জলাভূমিতে ইহা অসহায়ভাবে আটকাইয়া যায়।

ভক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত পাঠ বিষয়েও আজকাল অনেকটা শৈথিল্য আসিয়া পড়িয়াছে। অধুনাতন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের মত ভাগবতের দিকে ততটা আকৃষ্ট হন না। উহার ধর্ম্মতত্ত্ব অনুধাবন করা দূরের কথা, উহার অসাধারণ কাব্যোৎকর্ষ ও ভাব গভীরতার রসবেত্তাও বড় একটা দেখা যায় না। যাহা জগতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাহার প্রতি এইরূপ শোচনীয় উপেক্ষা জাতীয় অবনতির একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন। দেবভাষায় যে পরিমাণ ব্যুৎপত্তি

থাকিলে উহার সূক্ষ্ম দুর্গম প্রকাশ রীতির রসগ্রহণ করা সম্ভব হয় তাহাও বর্ত্তমান যুগে মোটেই সুলভ নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য তালিকার মধ্যেও এই মহাগ্রন্থের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় না। কাজেই সাধারণ শিক্ষিত সমাজ ইহার বিষয়বস্তু ও রসসৃষ্টি নৈপুণ্য সম্বন্ধেও একেবারেই অজ্ঞ থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভাগবতের অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে ভারতীয় দর্শন-চিন্তার পটভূমিকায় ইহাকে স্থাপন করিয়া সমগ্র চিন্তা ধারার মধ্যে ইহার স্থানটি নির্ণয় করিতে হইবে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন টীকা টিপ্পনীর মাধ্যমে যুগোচিত ধর্মচিন্তার সহিত কিরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন, মানবের ক্রম পরিবর্তনশীল অধ্যাত্ম আকৃতির সহিত কিভাবে ইহাকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছে, ইহার মূল তত্ত্বকে কিরূপে নানা শাখা প্রশাখার মধ্যে বিচিত্রায়িত করিয়াছেন, তাহাও একটা ব্যাপক ধারণার প্রয়োজন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে ভারতীয় জিজ্ঞাসার বহু বিস্তৃত পরিধির কেন্দ্র-বিন্দুরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবত কেমন করিয়া সমস্ত পরিণতির মূলে ক্রিয়াশীল। এইরূপ একটি তথ্যপূর্ণ সর্বত দৃষ্টি আলোচনা ভাগবতের মহিমা ও সুদূর প্রসারী প্রভাবের উপলব্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

সুখের বিষয় ভাগবতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নানা শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মদর্শী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গুরুস্থানীয় প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহোদয় তাঁহার 'ভাগবত প্রবেশ' গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া বহুকাল হইতে অনুভূত এই অভাবটি মোচন করিয়াছেন। এই তথ্য-সমৃদ্ধ গবেষণামূলক গ্রন্থখানি যখন 'সঙ্কর্ষণ' ত্রৈমাসিক পত্রিকার স্তম্ভে ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছিল তখনই ইহা সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে; প্রবন্ধগুলি একত্রিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতে

যাইতেছে ইহা প্রত্যেক প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুরাগী ব্যক্তির বিশেষ আনন্দের বিষয়। গ্রন্থের দুইশতাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সুপণ্ডিত-গ্রন্থকার ভাগবত-সম্পর্কীয় সমস্যার মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন ও তত্ত্বান্বেষী পাঠককে নূতন অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রাচীনত্ব ও পৌরাণিক মর্য্যাদা সম্বন্ধে প্রচলিত সংশয়-বাদকে লেখক যুক্তি সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে নিরসন করিয়াছেন। গ্রন্থকার ভাগবতের ভাবপরিমণ্ডলে যে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বিরাজমান যথা, দেবী-ভাগবত, মহাভাগবত, অধ্যাত্ম-ভাগবত, ভক্তিরসায়ন, প্রেমপত্তন, —তাহাদের সহিত ইহার সম্বন্ধটি যেরূপ বিশদভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন সেইরূপ অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কাব্য,—যথা জয়দেবের গীতগোবিন্দ, তুলসীদাসের রামচরিতমানস, মন্ত্রভাগবত প্রভৃতির উপরেও উহার সূক্ষ্ম ভাব ও ভাষাগত প্রভাব প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য রসানুভূতির সহিত আবিষ্কার করিয়াছেন। তুলসীদাসের রামচরিতের বর্ণনা ও ভাব কল্পনা বহুস্থলে যে ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ তাহা গোস্বামীজীর পূর্ব্বে কেহ দেখাইয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। তিনি কেবল ভাগবতের স্বরূপ উৎঘাটন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভাগবত সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতিকেও তাঁহার অধ্যয়ন প্রসারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আমাদের গোচরীভূত করিয়াছেন শুধু ভাগবত নহে ভাগবত-শাসিত সমগ্র সুবিশাল সাম্রাজ্যেরই মানচিত্র আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

কিন্তু এইখানেই গোস্বামীজীর প্রতি আমাদের ঋণের শেষ হয় নাই। অতি সূক্ষ্ম সমালোচনা শক্তির পরিচয় দিয়া ভাগবতের বিষয়-বৈচিত্র্য ও একই বিষয়ের মধ্যে সুর ও মনোভাবের সূক্ষ্মতর পার্থক্যগুলি সম্বন্ধেও তিনি আমাদের সচেতন করিয়াছেন। ভাগবতের মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক

মতবাদের—যথা সংখ্যাদর্শন ও লীলাকৈবল্য বাদের সূত্র তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহার মধ্যে প্রবহমান বিভিন্ন তত্ত্ব চিন্তাধারা যথা—গুরুবাদ, জীবসেবার নির্দ্দেশ, অধ্যাত্ম সাধনার বিভিন্ন উপদেশ—সাম্য, মৈত্রীর ইঙ্গিত এমন কি, রাজনীতি-তত্ত্বও লেখকের শ্রমশীলতার দ্বারা একত্র সংগৃহীত হইয়া পাঠকের সম্যক আলোচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিভিন্ন উপলক্ষে উচ্চারিত স্তবাবলী ও উদ্‌গীত সমূহও সূক্ষ্মদর্শী কাব্য সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিশ্লেষিত হইয়া ভাগবতের অতুলনীয় কাব্য সম্পদের পরিচয় বহন করিয়াছে। সাধারণতঃ ভগবানের মহিমা গানের মধ্যে যে বিরাট ভাব-প্লাবনের উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়, অন্তরের যে গভীর আলোড়ন আত্মনিবেদনের প্রগাঢ় শান্তিতে স্তব্ধ হয় তাহাতে ইহার সূক্ষ্মতর ভাবস্পন্দনগুলিকে পৃথক ভাবে অনুভব করিবার মনোবৃত্তি জাগ্রত হয় না। মন্দিরের ধূপ-দীপ নৈবেদ্যের ন্যায় ইহার শঙ্খ ঘণ্টা মুখরিত আরতির ন্যায় ইহার চিরন্তন অপরিবর্ত্তিত আবেদন আমাদের বিশ্লেষণ শক্তিকে অসাড় করিয়া দেয়। ভগবানের নিকট বিশ্বব্যাপী ঐক্য তাঁহার মহিমা উৎসারিত স্তবের মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হয়। কিন্তু গোস্বামীজী বিভিন্ন স্তবগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্য ও আরাধনা বিশেষ মনোভাবের সহিত প্রত্যেকের সঙ্গতিটি চমৎকার ভাবে দেখাইয়াছেন, ভাব মহিমার বিশেষ বিশেষ দিকটি—বিভিন্ন ভাবভাবিত ভক্তের স্তুতির মধ্যে যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা আমরা গোস্বামীজীর প্রসঙ্গে নূতন অনুভব করি। ভাগবতের অন্তর্ভূ্ত গীতিগুলির সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য, অবশ্য এই গীতগুলির মধ্যে আধুনিক যুগের গীতি-কবিতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষিত হয় না। ভাগবতের ছন্দ, অলঙ্কার ও উপমা বৈচিত্র্যের উপর আলোচনা মনোজ্ঞ ও বোধোদ্দীপক। কোন কোন বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী আরও বিস্তারিত

আলোচনা পাঠকবর্গ প্রত্যাশা করিতে পারে, ভাগবতের কাব্যোৎকর্ষের যে ইঙ্গিত মাত্র লেখক দিয়াছেন তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়ত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিষয় হইতে পারে। আশা করি যখন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইবে তখন গোস্বামীজী এই দিকে নজর দিবেন। মানুষ বিশেষত পাঠক সমাজ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ—যাহা পাইল তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও পাইবার জন্য আবদার জানায়। কাব্য রস ও ভোজ্য রস উভয়ত ভূরি ভোজনের পরেও একটু অপরিতৃপ্তি থাকিয়া যায়। ভরসা করি সমস্ত উদারচেতা নিমন্ত্রণকারীর মতই সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ঔদরিকতার এই অতিমাত্রিক লোলুপতাকে স্নেহ-প্রশ্রয়ের চক্ষে দেখিবেন।

গ্রন্থকারকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর উপসংহারের পূর্ব্বে আর একটি খেদের কথা নিবেদন করিব। ভারতবর্ষে বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্মবোধের যে অফুরন্ত প্রস্রবণ একদা প্রবাহিত হইয়াছিল, জড়বাদের শিলাস্তূপ কি তাহার উৎসমুখকে চিরতরে অবরুদ্ধ করিল? যে দেশে ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও জীবন সাধনার তীব্রতম আকুতি মানব সমাজের অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল, যে দেশ দর্শনকে কেবল পুঁথির পাতার মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত করিয়াছিল, যেখানে ইহলোকের সমস্ত প্রচেষ্টার উপর পারলৌকিক কল্যাণের আদর্শ সর্ব্দা প্রসারিত ছিল, সে দেশে যুগ প্রয়োজনের সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন ধর্ম রচনার প্রেরণা কেন কার্য্যকরী হইতেছে না? আমরা কি কেবল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের টীকা ভাষ্য করিয়া বক্তৃতা মঞ্চে ও প্রবন্ধে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মনন-প্রধান আলোচনা করিয়াই আমাদের অধ্যাত্ম আকুতি মিটাইব? নূতন অনুভূতির গভীরতায়

প্রবেশ করিয়া আধুনিক জগতের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে শাশ্বত সত্যকে নূতনভাবে অনুভব করিয়া, প্রতিদিন উপচীয়মান বস্তু সঞ্চয় ও ঘটনাস্তূপের অন্তর্নিহিত দিব্য তাৎপর্যটি আবিষ্কার করিয়া, বিশ্বের অসহনীয় মর্মবেদনার উপশমার্থ কোন অভিনব আত্মসম্বিৎমন্ত্র কি আমরা খুঁজিয়া পাইব না? সকল ধর্মের বাস্তব শক্তি নির্ভর করে উপযোগী প্রতিবেশ রচনার উপর। সাধকের নিভৃত মানসে অনুভূতির যে দীপটি জ্বলে ভক্ত সঙ্ঘের সহযোগিতায় তাহা সহস্র শিখায় প্রসারিত হয়, চিত্ত হইতে চিত্তান্তরে সংক্রামিত হইয়া দেশব্যাপী দীপালি মহোৎসবের সূচনা করে। বুদ্ধদেব নির্জন সাধনার ফলে যে শান্তি করুণার বীজ মন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা বৌদ্ধ সংঘ ও আশ্রমের মাধ্যমে সমস্ত জগতের বায়ু তরঙ্গে ধ্বনিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় চৈতন্যদেব প্রেম-ধর্মের ধারাটি সমগ্র ভারতীয় সমাজে প্রবাহিত করিয়া ছিলেন। রামপ্রসাদ তাহার যুগের মাতৃনির্ভর সমাজ-চেতনাকেই বিশ্বরূপিণী মাতৃ শক্তির ভক্তি-বিহ্বল সুরে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মের মর্ম রহস্যটি নূতন করিয়া অনুধাবন করিয়া বঙ্গ দর্শনের পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। স্বাজাত্যাভিমানের পরিপুষ্ট এই নূতন হিন্দুধর্ম যতটা অন্তঃপ্রেরণায় না হউক, ততটা বাহিরের আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ঈশ্বরানুভূতিকে আধুনিক যুগের প্রগতিশীল চিন্তা ও সৌন্দর্য্যবোধির মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, রামকৃষ্ণদেব ধ্যানবিভোরতার মধ্যে ঐশী শক্তির প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করিয়া অতি সহজ সরল কথায় বর্ত্তমানে যুগের দৈনিক আলাপ আলোচনা ও বৈদিক রীতি প্রভাবিত কর্ম বিধানের মধ্যে এই রহস্য মন্ত্রটি আমাদের শোনাইয়াছেন। বিবেকানন্দ নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ের বজ্র নির্ঘোষে

এই বাণী জড়-কোলাহলে বধির জগতের কর্ণে পৌছাইয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয় যে বর্ত্তমান প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ও আমাদের যুগযুগান্তর ব্যাপী ধর্ম সংস্কার নব প্রকাশের বেদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকাশ এখনও স্বস্পষ্ট হয় নাই। সমাজ মনে ইহার প্রভাব এখনও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্ব্বব্যাপী মানস অতৃপ্তি ও চাঞ্চল্য হইতে একটা তীব্র অভাব বোধের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া হইতেছে এই পর্য্যন্ত বলা যায়। প্রাচীন ধর্মের পুনরুদ্বোধন ঠিক বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের পক্ষে পযাপ্ত কিনা তাহাও সংশয়ের বিষয়। আজ সমস্ত জগৎ হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে ; পরের ঘরের আগুন আমাদের চালে লাগিয়াছে। শান্তি, সংসার-বিবিক্ত আশ্রমের নির্জন সাধনার অবসর আজ আমাদের জীবনে দুর্লভ। আজ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ বাধা অতিক্রম করিয়া সপ্ত সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধানকে বিলুপ্ত করিয়া বিরাট দৈত্যের ন্যায় অতিকায় সমস্যা আমাদিগকে গ্রাস করিতে তাহাদের করাল-দংষ্ট্রা-ভীষণ মুখব্যাদান করিয়াছে। আজ যজ্ঞভূমি শোণিত-প্লাবনে কলুষিত, অশুভ সম্ভাবনার ঘনঘটা যজ্ঞ বিধ্বংসী রাক্ষসের আতাম্র কেশ জালের ন্যায় দিগন্তকে আবিল করিয়াছে। এখন পুরাতন মন্ত্রের প্রাণদায়িনী শক্তির নূতন পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। আজ কেবল ভারতভূমি নয় সমগ্র বিশ্ব এই মন্ত্র প্রয়োগের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ। যদি বিংশ শতাব্দীর নূতন কুরুক্ষেত্রে গীতার অমৃতময়ী বাণী আবার ধ্বনিত না হয়, যদি বর্ত্তমান বিশ্বে দাবদগ্ধ মরুভূমির মধ্যে নব বৃন্দাবনের সৃষ্টি না হয় ও সেখানে বিশ্বমোহন প্রেমের বাঁশরী আবার বাজিয়া না ওঠে. যদি বৈষম্যতপ্ত, ঈর্ষ্যাক্ষুব্ধ সমাজে আবার মৈত্রী-করুণা সাম্যবোধের স্নিগ্ধ বায়ু মন প্রাণকে জুড়াইয়া না দেয়—যদি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বিকারের ঘোর কাটিয়া গিয়া ইহার স্বাভাবিক সুস্থতা ও কল্যাণ বুদ্ধি

ফিরিয়া না আসে তবে ঘরে খিল আঁটিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন কি বিশ্বের আসন্নপ্রায় ধ্বংসকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে? আজ একা বাঁচিবার উপায় নাই, সকলকে লইয়া বাঁচিতে হইবে। বিশ্বযুদ্ধ যদি ধর্ম্মযুদ্ধে পরিণত না হয় তবে যুদ্ধ ধ্বংসোন্মুখতার গতিকে দ্রুততর করিবে মাত্র। ধর্ম—প্রত্নতত্ত্ব নহে, ইহা জীবনের সর্ব্বাধিক প্রয়োজন। প্রত্নতত্ত্বের ভস্মস্তূপের মধ্যে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তবে ইহা ঘাটা নিরর্থক। সেই সুদূর বৈদিক অতীতে প্রজ্বলিত অনির্বাণ হোম শিখা আবার আমাদের ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন অন্তরে দীপ্ত হইয়া উঠুক, আমাদের সমস্ত শাস্ত্র চর্চা সেই অগ্নিকে নূতন করিয়া জ্বালাইবার ফুৎকার বায়ুতে পরিণত হউক, ধর্ম তাঁহার সুদূর উদাসীনত্ব পরিহার করিয়া আমাদের মর্মকোষের প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হউন—বিশ্বনিয়ন্তার নিকট এই ব্যাকুল প্রার্থনা আজ নিখিল বিশ্বের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

ভাগবত প্রবেশ

ভারত সাহিত্যে বেদান্তের অধিকার সর্বত্র। এক অদ্বৈত আনন্দময় বিরাট চৈতন্য, আত্মার অনন্ত বিস্তার বিচিত্র-সাহিত্য। রস-চমৎকৃতির চিরন্তন অমৃত নির্ঝর ঔপনিষদ্ জ্ঞানের ধারা রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ শুধু নয়, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। ভারতের প্রতিটি পরিসরে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত, মনীষার বিকাশে, কৃষ্টির সংগঠনে, চিত্রকলার চারু শিল্পে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, কাব্য, দর্শন ও সাধনায় অপরিসীম প্রভাব প্রতিফলিত করিয়াছে। সামাজিকের দৈনন্দিন জীবন চর্য্যায় রামায়ণ শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। শ্রীরামের পিতৃভক্তি, জানকীর পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণের অননুকরণীয় আনুগত্য, মানবীয় গুণের চরম বিকাশ। মহাভারত বল, বীর্য্য, দক্ষতা, কূটনীতি, ধর্মের সূক্ষ্ম বিচার, উপস্থাপিত করিয়া নৈতিক জীবন-দর্পণে সুবিস্ময়ের চিত্রাঙ্কণ করিয়াছে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রাণতা, পাণ্ডবের পরমেশ্বর নির্ভরতা, ভারত যুদ্ধকে মহাভারতে উন্নীত করিয়াছে। এই দুই মহাগ্রন্থের আবেদন মানবমনে চিরকাল স্মরণীয় কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যে রসধারা উৎসারিত হইয়া সমগ্র ভারতের সাধনার আঙ্গিনায় রস প্লাবন আনিয়া দিয়াছে উহার গৌরব তাহার একক ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত। মীরার গিরিধারী গোপাল, তুকারামের কেশবচৈতন্য, অণ্ডালের রঙ্গনাথ, সুরদাসের কানাইয়া লাল, সকলেই ভাগবতের রসিকেন্দ্র চূড়ামণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন রূপ। সমগ্র ভারত ভাগবত প্রতিপাদ্য যে বেদান্ত বেদ্য পুরুষোত্তমকে পরমারাধ্য বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে সহস্র সহস্র

বৎসরের চেতনায় বন্দনায় আরাধনায়, সেই রসময়কে বাংলার প্রাণও খুঁজিয়াছে তাহার নিজস্ব রীতিতে। বাংলা সাংখ্যের সংখ্যায়-বেদান্তের পরিভাষায়-ন্যায় যুক্তির সতর্কতায় তাঁহাকে ধরিতে চাহিয়াছে। প্রাণের উন্মাদনায়-যুগের চাহিদায়-জীবনের পরিক্রমায় একান্ত আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছে আনন্দময়কে।

বাংলার মনীষা, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার চিত্রকলা, বাংলার গীতি, বাংলার সাহিত্য, বাংলার ধর্ম্ম, বাংলার দর্শন শ্রীমদ্ভাগবতের রসে পরিপূর্ণ। মন্দিরে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা, সঙ্কীর্ত্তনে কৃষ্ণলীলা, যাত্রাগানে, নাটকে, কথকতায়, সর্ব্বত্রই বৃন্দাবনের মাধুরী, মথুরার বিরহ, আর দ্বারকার ঐশ্বর্য্য সংবাদ। ভাগবতের ভাব বাংলায় স্বকীয় সহৃদয়তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। বাংলার প্রাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ত্তিমান শ্রীভাগবত ধর্ম্ম। মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য, অগণিত পদকর্ত্তা এবং বাংলা সাহিত্যের আদিগুরুবর্গ ভাগবতের রসবর্ণনায় যে অনবদ্য চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, উহা শুধু সংস্কৃত বা বাংলার নয়, বিশ্ব সাহিত্যের বিস্ময় এবং কৌতূহলের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

বাংলার প্রধান প্রধান সাধকগণ ভাগবতরসাভিষিক্ত অন্তরে নব-বৃন্দাবনের রচনা করিয়াছেন। ভাগবতের রসধারার সাধনা, প্রজ্ঞান ও বাস্তবজীবনের আঙ্গিনা প্লাবিত করিয়া ইহলোক ও পরলোকের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছে। দেবতার ঐশ্বর্য্যমোহ দূর করিয়া তাহাকে মাটির মানুষের কাছে অতি অন্তরতম বান্ধবের সমপ্রাণতায় একান্ত মধুর, নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে।

বেদ, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত বাংলার প্রাণে প্রচুর জ্ঞানের আলোকপাত করিলেও অধ্যাত্মদীপ—নির্ম্মলভাস্কর—সুরকল্পতরু-রসসাগর-

কবিকামধেনু-পুরাণকৌস্তভ শ্রীমদ্ভাগবত যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ভাগবতের প্রণাম করিয়া ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যোঽয়ং প্রত্যক্ষঃ কৃষ্ণ এব হি।
স্বীকৃতোঽসি ময়া নাথ মুক্ত্যর্থং ভবসাগরে॥

দুরন্ত ভবার্ণবে অভয় আশ্রয় বলিয়া প্রাচীনকালে ভগবানের অভিন্ন অর্চ্চাবতারের ন্যায় ভাগবতকে স্বীকার করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে বলেন—যৎ খলু সর্ব্বপুরাণজাতমাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয়ো দৃশ্যতে।

অন্যান্য সকল পুরাণ আবির্ভাবের পর ব্রহ্মসূত্র রচনারও পর চিত্তের সন্তোষ লাভে বিফল হইয়া নিজকৃত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ সমাধিলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেব প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতেই সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্বান্‌গণেরও পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা হয় শ্রীভাগবতে। 'বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা'।

আমরা যে আকারে এই মহাপুরাণের পরিচয় পাইতেছি তাহাতে দেখা যায়, ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রত্যেক স্কন্ধে কতগুলি অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে কতগুলি শ্লোক, মাঝে মাঝে গদ্যাংশও আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে অন্যান্য পুরাণের মধ্যে চক্রবর্ত্তীতুল্য শ্রীভাগবত ভগবানের স্বরূপ বলিয়া বিশিষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। পদ্মপুরাণ বলেন—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্ নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমং প্রফুল্লম্।
একাদশো যশ্চ ললাটপট্টং শিরোঽপি যদ্দ্বাদশ এব ভাতি॥

নমামি দেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার সংসারসমুদ্রহেতুং ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥

প্রথম ও দ্বিতীয়, দক্ষিণ ও বাম চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ ঐ দুই উরু। পঞ্চম স্কন্ধ নাভি, ষষ্ঠ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম দুইস্কন্ধ ভগবানের দুই বাহু। নবমস্কন্ধ কণ্ঠ। ভগবানের প্রফুল্ল মুখারবিন্দ শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধ। একাদশ ও দ্বাদশ যথাক্রমে তাঁহার ললাট ও শিরোদেশ। করুণার সাগর—তমালশ্যাম—মঙ্গলাবতার—অপার সংসার পারাবারের সেতুস্বরূপ শ্রীভাগবতরূপে ভগবানকে নমস্কার। কৌশিক সংহিতায়ও একটু পরিবর্ত্তিত আকারে অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়। দশম স্কন্ধ ব্রহ্মরন্ধ্র, একাদশ মন ও দ্বাদশ স্কন্ধ সেখানে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বলিয়া বর্ণিত। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নবম স্কন্ধকে শ্রীমুখপদ্ম বলিয়া দশম স্কন্ধকে শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুহাস্য বর্ণনায় অধিকতর মাধুর্য্য পরিবেশন দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভাগবতের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা লইয়া কিছু বিশেষ চিন্তা করিবার আছে। শ্রীধরস্বামী বলেন—

শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসৎ ভক্ত্যালবালোদয়ঃ।
দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখাঃ সহস্রাণ্যলং
পর্ণান্যষ্টাদশেষ্টদোঽতি সুলভো বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি॥

ভক্তির বেষ্টনী মধ্যস্থিত অতি মনোরম ভূমিভাগে কল্পতরু ভাগবত সৃষ্টরূপে অঙ্কুরায়িত হইয়াছে। তাহার দ্বাদশ স্কন্ধে তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় শাখা বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। সেই শাখার আশ্রয়ে সকলের উপরে আঠারো হাজার অতি সুলভ পত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাতে তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় ও আঠার হাজার শ্লোকের সূচনা হইল। গৌরীতন্ত্র বলেন—

গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
পঞ্চত্রিংশোত্তরাধ্যায় স্ত্রিশতীযুক্ত ঈশ্বরি ॥

আঠারো হাজার শ্লোকপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত। কৌশিক সংহিতায় বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যেও তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় বলা হইয়াছে। "দ্বাত্রিংশত্ত্রিশতঞ্চ" এই অংশে তিনশত বত্রিশ অধ্যায় করিয়া কোন পণ্ডিত দশমস্কন্ধের ব্রহ্মমোহন লীলা—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ এই তিন অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলেন। এইরূপ বলা হইলেও ঐ পণ্ডিত সেই তিনটি অধ্যায়েরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অপর সকল ব্যাখ্যাতাই ভাগবতের তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় স্বীকার করিয়াই ব্যাখ্যা করেন। দ্বাত্রিংশৎ চ ত্রয়শ্চ শতানি চ এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় বলিয়া স্বীকার করা হয়। (১) বাসনাভাষ্য (২) সম্বন্ধোক্তি (৩) বিদ্বৎকামধেনু (৪) শুকমনোহরা (৫) পরমহংসপ্রিয়া প্রভৃতি প্রাচীন টীকায় পূর্ব্বোক্ত অধ্যায় সংখ্যা ধরিয়াই ব্যাখ্যা হইয়াছে। কাজেই তিনটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন কারণ নাই। শ্রীজীব বলেন—অধ্যায় ত্রয়মিদং কেনচিদসম্মতমপি বাসনাভাষ্যাদি প্রাচীন টীকাকারৈর্বহুভিঃ সম্মতত্বাৎ সর্ব্বদেশ পুস্তক প্রসিদ্ধত্বাৎ চ লিখ্যতে। (১০।১২।১) কোন্ স্কন্ধে কত অধ্যায় সে সম্বন্ধে বলেন—

স্কন্ধেষু সর্ব্বেষু গতাং ব্রুবেঽহমধ্যায় সংখ্যাং শৃনুত দ্বিজেন্দ্রাঃ।
একোনবিংশা, দশ, রামরামাস্তথৈকত্রিংশদ্রসনেত্র সংখ্যাঃ ॥
নন্দেন্দু সংখ্যাঃ, শরচন্দ্রসংমিতাশ্চতুর্দ্বয়ং চাগ্রিমকে তথৈব।
খনন্দ সংখ্যা বিধুবহ্নিসংখ্যা অধ্যায়সংখ্যাঃ ক্রমতস্ত্রিরূপাঃ ॥

(এই গণনা অনুসারে প্রথমে ১৯, দ্বিতীয়ে ১০, তৃতীয়ে, ৩৩, চতুর্থে ৩১, পঞ্চমে ২৬, ষষ্ঠে ১৯, সপ্তমে ১৫, অষ্টমে ২৪, নবমে ২৪, দশমে ৯০, একাদশে ৩১ ও দ্বাদশ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়।)

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণকে মন্ত্রাত্মক গ্রন্থরূপে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বিবেচনা করা হয়। এই গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ একটি মহাপুরশ্চরণ। অন্য কোন সাধনার সঙ্গে তুলিত করিলে ইহার মর্যাদা হানি হয়। পরম্পরাক্রমে পারায়ণ হওয়াতে প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকার সকলেই সমকণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতে আঠারো হাজার শ্লোক স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই শ্লোকাবলী বা পদাবলী প্রয়োগ মন্ত্রের ন্যায় সিদ্ধিদায়ক বলিয়া সাধুগণ বিশ্বাস করেন। স্থূলদৃষ্টিতে শ্লোকসংখ্যা আঠারো হাজার দেখা যায় না। আমরা গণনা করিয়া দেখিয়াছি গদ্যাংশ ও শ্লোকের যে অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এগার হাজার বাষট্টি সংখ্যা পাওয়া যায়।

অধুনা প্রাচীন কালের ন্যায় শ্লোক গণনার রীতি নাই। সেকালে বত্রিশ অক্ষরে এক শ্লোক ধরা হইত। সেই রীতিতেই লিখিত বিষয়ের বিচার হইত এবং তদনুসারেই পুরস্কারাদি দেওয়া হইত। এই রীতিতে গণনা হইলে প্রায় ১৬০০০ (ষোল হাজার) শ্লোক এই শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক 'উবাচ' এক শ্লোক এবং পুষ্পিকাকে দেড় শ্লোক ধরিলেই আঠারো হাজার শ্লোকসংখ্যা পূর্ণ হয়। এইজন্য পারায়ণ পাঠের সময় 'ইতি' 'অথ' প্রভৃতিকেও উচ্চারণ করিবার বিশেষ বিধি রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্বিতার্থ প্রকাশিকা টীকার রচয়িতা শ্রীগঙ্গাসহায়জী বলেন—"আমি তিনবার অক্ষর গণনা করিয়া দেখিয়াছি উহাতে সতরো হাজার নয় শত সাড়ে আটানব্বই শ্লোক হইয়াছে।" দেড় শ্লোক কম পড়িয়াছে। 'উবাচ' উক্তির মধ্যে কোথাও 'শুক উবাচ' কোথাও 'বাদরায়ণিরুবাচ' এরূপ পাঠভেদ আছে বলিয়া ঐরূপ কম বেশী হওয়া অসম্ভব নয়।

স্কন্দপুরাণ বলেন শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবত একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অতএব দুর্লভ। অনন্ত অক্ষরাত্মক সেই প্রাচীন শ্রীমদ্ভাগবতের সম্যক্

পরিচয় প্রমাণ কে দিবে? শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ভাগবতের দিগ্দর্শন করাইয়া চতুঃশ্লোকী উপদেশ করেন। সীমাবদ্ধ বুদ্ধি মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই রহস্য শুক ও পরীক্ষিৎ সংবাদে আঠারো হাজার শ্লোকে বিবৃত করা হইয়াছে। কলিগ্রাসে পতিত মানবের ইহাই পরম আশ্রয়। উদ্ধব শ্রীভগবানের অপ্রকটকাল সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো, তোমার আনন্দঘনমূর্ত্তির অদর্শন-দুঃখ ভক্তগণ কি অবলম্বন করিয়া সহ্য করিবে? তাহারা যে নিরাকার-ভজন সুখদ বলিয়া বিবেচনা করেন না। প্রিয় ভক্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ ভক্তগণের পরম অবলম্বনরূপে ভাগবতকে স্থাপন করেন।

স্বকীয়ং যদ্ভবেত্তেজস্তচ্চ ভাগবতেঽধাৎ।
তিরোধায় প্রবিষ্টোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবম্॥
তেনায়ং বাঙ্ময়ীমূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ত্ততে হরেঃ।
সেবনাচ্ছ্রবণাৎ পাঠাৎ দর্শনাৎ পাপনাশিনী॥ (পদ্ম পুরাণ)

ভগবান্ নিজের তেজ শ্রীভাগবতে রাখিলেন। শ্রীভাগবত সমুদ্রেই তিনি অন্তর্হিত হইয়া প্রবেশ করিলেন। সেইজন্যই এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীহরির প্রত্যক্ষ বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। ইহার সেবা, শ্রবণ, পঠন, বা দর্শনে পাপ বিনষ্ট হয়।

ষট্ সংবাদযুক্ত গ্রন্থই প্রাচীনগণ প্রমাণ রূপে স্বীকার করিতেন। অর্থাৎ পরম্পরা-প্রাপ্ত জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত, সংস্কৃত এবং অঙ্গীকৃত বিষয়কেই আগ্রহ সহকারে সাধারণ সমাজ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিল। হঠাৎ কোন নূতন বিষয় ভারতীয় সংস্কৃতিযুক্ত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। জ্ঞানী গুণীর সভায় কালে কালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে উহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ভারত-সাহিত্যে ও সমাজে প্রবেশ লাভ করিত।

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথায় ভগবদ্রাতায় কারুণ্যাত
স্বচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যংপরং ধীমহি।

১২।১২।১৯

যিনি এই অতুলনীয় জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে ও বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন সেই শুদ্ধ নির্মল শোকরহিত অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।

শ্রীভাগবত গ্রন্থের এই ষট্‌সংবাদ বিশেষ করিয়া বিবেচনার বিষয়। সর্ব্ব প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় ভাগবত শাস্ত্রের আদি প্রবর্ত্তকরূপে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার অভিন্ন স্বরূপ ভক্তের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। দুইটী ভাগবত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে রহিয়াছে। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ভগবান্ নারায়ণ. দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ভগবান সঙ্কর্ষণ। প্রথম সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা ভগবানের নাভিকমলে অবস্থান পূর্ব্বক ভাগবততত্ত্ব উপদেশ লাভ করেন, দ্বিতীয়ে চতুঃসন সঙ্কর্ষণদেবের কৃপায় ভাগবততত্ত্ব পরিজ্ঞাত হন।

শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মা—দেবর্ষি—বাদরায়ণ—শুক—পরীক্ষিৎ এই ক্রমে একটী সম্প্রদায়ের আবার সঙ্কর্ষণ—সনৎকুমার-সাংখ্যায়ণ—বৃহস্পতি—উদ্ধব—পরাশর—পুলস্ত্য—মৈত্রেয়—বিদুর এই ক্রমে ভাগবত কথিত ও শ্রুত হইয়া নৈমিষারণ্যে লোমহর্ষণ-সুতপুত্র উগ্রশ্রবা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়। প্রধানভাবে শুক পরীক্ষিৎ সংবাদ স্বরূপেই ভাগবতের সাধারণ পরিচয়।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত দ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ॥

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রোদ্বাদশস্কন্ধ সম্মিতঃ।
পরীক্ষিচ্ছুক সংবাদং শৃণু ভাগবতং চ তৎ॥

বেদকল্পতরুর ফল বলিয়া শ্রীভাগবতের পরিচয় দেওয়ার মূল রহস্য ইহার মাধুর্য্য ইঙ্গিতে। বৃক্ষের রস মধুর, তাহার পরিচয় ফলেই। বেদের ফল ভগবানের লীলারসাস্বাদন। তাঁহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত কখন কোথায় কাহার নিকট বলা হয়, সে সম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে এই মহাপুরাণ সর্ব্বকালে সর্ব্বসমাজে বিশেষ সমাদর পাইয়াছে তাহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বা কলিযুগের প্রারম্ভ হওয়ার ত্রিশ বৎসর পর প্রথমতঃ শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে শুভ ভাদ্রমাসের নবমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উপদেশ করেন। উহার পর দুই শত বর্ষ অতীত হইলে আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গোকর্ণ নামক সাধুশ্রেষ্ঠ তাঁহার ভ্রাতা ধুন্ধুকারীর প্রেতের উদ্ধারের নিমিত্ত ভাগবত-কথা প্রকাশ করেন। ইহার ত্রিশ বৎসর পর কার্ত্তিক মাসে শুক্লা নবমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সনকাদি মুনি দেবর্ষি নারদকে শ্রোতা করিয়া এই সপ্তাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

রাজা পরীক্ষিতেরও পূর্ব্বের কথা—সাংখ্যায়ণ শিষ্য বৃহস্পতি আর বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীমদুদ্ধব। বৃহস্পতি উদ্ধবকে বলেন—ভগবানের উপদেশে ব্রহ্মা ভাগবত লাভ করিলেন আর সেই বলে তিনি সপ্তাবরণ ভেদ করিবার নিমিত্ত উপায়রূপে সপ্তাহ শ্রবণের বিধান করিলেন। আদি-পুরুষ শ্রীভগবান্ পালনাধিকারী শ্রীবিষ্ণুকে জগৎ পালনের সঙ্কেতরূপেও এই ভাগবত উপদেশ করেন। একমাসকাল শ্রীলক্ষ্মী উহা শ্রবণ করেন। শ্রীলক্ষ্মী বক্ত্রী হইয়া দুইমাস কাল শ্রীবিষ্ণুকে এই রসময় কথা শ্রবণ করান। কথিত আছে, শ্রীরুদ্র বৎসরকাল এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সংসার তত্ত্ব সম্যক্ অধিগত করিয়াছেন। গুরু বৃহস্পতির সমীপে এইরূপ

আখ্যায়িকা শুনিয়া উহা বৃন্দাবন ধামে বিরহাতুরা ব্রজগোপীর সমীপে উদ্ধব বর্ণনা করেন। এইভাবে ক্রমশঃ কথা-বিস্তার হয়।

সপ্তাহযজ্ঞে কোন্ দিন কোন্ স্কন্ধের কত অধ্যায় পর্য্যন্ত পঠনীয় উহা আচার্য্যের নিকট জানিয়া লইতে হয়। ভিন্নক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। মাসিক পারায়ণেরও বিশিষ্ট নিয়ম আছে। ভাগবতের পুরশ্চরণ বিধিও দেখিতে পাওয়া যায়।

কৌশিক সংহিতা অনুসারে সপ্তাহ পারায়ণের নিয়ম আছে যথা—

সপ্তাহে পাঠনিয়মং শৃণু শৌনক সংযতঃ।
মনুকর্দম সংবাদ পর্য্যন্তং প্রথমেঽহনি॥
ঋষভাখ্যানপর্য্যন্তং দ্বিতীয়ে দিবসে বদেৎ।
তৃতীয়ে দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্তম স্কন্ধ পূরণম্॥
কৃষ্ণাবির্ভাব পর্য্যন্তং চতুর্থেঽহনি বাচয়েৎ।
রুক্মিণ্যুদ্বাহপর্য্যন্তং পঞ্চমেঽহ্নি বদেৎ সুধীঃ
শ্রীহংসাখ্যান পর্য্যন্তং ষষ্ঠেঽহ্নি বাচয়েদ্ধ্রুবং।
সপ্তমে দিবসে কুর্য্যাচ্ছ্রিমদ্ভাগবত পূরণম্॥

বেদ ও ভাগবত

বেদ সার ভাগবত। সকল বেদ মিলিত কণ্ঠে যে বিষয় প্রতিপাদন করে মুখ্যতম রূপে উহারই সবিশেষ বিবৃতি এখানে দেখা যায়।

সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং।
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্। ১।৩।৪২

প্রথমে এই কথা বলিয়া সমাপ্তিকালেও বলেন—

সর্ববেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

সর্ব্ব বেদান্ত সার ভাগবতে রতি হইলে আর কোথাও মন যাইবে না। ভাগবত রসের এই পরমাকর্ষণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে এই পুরাণে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমারের সমীপে নারদ অধ্যয়নের নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন কতদূর বিদ্যা কি পড়িয়াছ বল? তারপর যে বিদ্যা আছে আমি শিক্ষা দিব। নারদ তখন নিজের বিদ্যার পরিচয় দিয়া বলেন—আমি ঋক্ যজু সাম অথর্ব চারিবেদ তারপর ইতিহাস পুরাণ পঞ্চম বেদও পাঠ করিয়াছি। অন্যান্য বিদ্যার ফর্দ্দে এই পুরাণ ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত। তিন বেদের তাৎপর্য্য প্রণবে, প্রণবের তাৎপর্য গায়ত্রীতে, আর গায়ত্রীর তাৎপর্য ভাগবতের আদ্য পদ্যে। গোপালতাপিনী উপনিষদে বলেন ক্লীমোঙ্কারং চ একত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ। রোহিণীতনয় রাম 'অ'কার। 'উ'কার প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণপুত্র। 'ম'কার অনিরুদ্ধ। অর্ধমাত্রাত্মক কৃষ্ণ। কৃষ্ণেই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা (উ ১৭)। সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়,

পঞ্চভূতাত্মকঃ শঙ্খঃ পরো রজসি সংস্থিতঃ।
চলস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে॥
আদ্যামায়া ভবেচ্ছার্ঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতং।
আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করে স্থিতা॥ ইত্যাদি
ভাগবতে এই বর্ণনা (১২।১১।১৩-১৪)
ধর্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে
ওজঃ সহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ
অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্ ইত্যাদি

ভাষা পৃথক্ হইলেও এই সকল বর্ণনার মধ্যে একটি সুরই রণিত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকশ্রুতি যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী সংবাদে প্রিয় তত্ত্বটির সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। পতির জন্যই পতি প্রিয় নয়, নিজের প্রিয় আত্মার

জন্যই পতি প্রিয় হয়। স্ত্রীর জন্য স্ত্রী প্রিয় নয়, প্রিয় আত্মার জন্যই স্ত্রী প্রিয় হয়। পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নয়, প্রিয় আত্মার জন্যই পুত্র প্রিয় বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে; আত্মাই প্রিয়। সেই প্রিয় আত্মাকে জানিলে সব কিছু জানা হয়। প্রিয় আত্মাই ব্রহ্ম। এই প্রিয়ের সম্বন্ধে ভাগবতে শুনি দেহাত্মবাদীর দেহ প্রিয়। আর সকলে নিজের শরীরের মত প্রিয় নয়। সে নিজের দেহের জন্য সব রকম অকর্ম করিতে পারে। কিন্তু দেহ প্রিয় হইলেও আত্মার মত প্রিয় নয়। দেখা যায় শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা প্রবলরূপেই বর্তমান থাকে। ইহাতেই আত্মার প্রিয়স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাং
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্।
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্॥
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ১০।১৪।৫৪-৫৫

ভাগবতে উল্লিখিত গোপী সম্বন্ধে অনেক কথা কৃষ্ণোপনিষদে দেখা যায়। বনবাসী মুনিগণ গোপীদেহ লাভ করেন। সে কথা এই অথর্ব বেদোক্ত উপনিষদে সুপরিস্ফুট।

শ্রীমহাবিষ্ণুং সচ্চিদানন্দলক্ষণং রামচন্দ্রং দৃষ্ট্বা সর্বাঙ্গসুন্দরং মুনয়ো বনবাসিনো বিস্মিতা বভূবুঃ। তং হোচুর্ণোঽবদ্য মবতারান্ বৈ গণ্যন্তে আলিঙ্গামো ভবন্তমিতি। ভবান্তরে কৃষ্ণাবতারে যূয়ং গোপিকা ভূত্বা মামালিঙ্গথ।

সচ্চিদানন্দ লক্ষণ মহাবিষ্ণু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বনবাসী মুনিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাকে তাহারা বলিলেন,—তোমাকে বড় সুন্দর অবতার বলিয়া দেখা যাইতেছে। আমরা তোমাকে আলিঙ্গন করিব। তিনি বলিলেন, জন্মান্তরে কৃষ্ণাবতারে

তোমরা গোপী হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিও। বৃন্দাবন রহস্য এই উপনিষদে যে ভাবে বর্ণিত উহার অবলম্বনে কৃষ্ণলীলার অধ্যাত্মব্যাখ্যা প্রসারলাভ করিয়াছে বলা যায়।

নন্দ মহারাজ পরমানন্দ স্বরূপ। যশোদা মুক্তিরূপা। মায়া তিন প্রকার। সাত্ত্বিক মায়া রুদ্রশক্তি, ব্রহ্মার শক্তি রাজসী মায়া। অজেয়া রাজসী মায়া। অজেয়া বৈষ্ণবীমায়া নন্দযশোদার কন্যারূপা। তামসী মায়া দানবী। দেবকী ব্রহ্মজননী শ্রুতি প্রশংসনীয়া। বসুদেব বেদ-জ্ঞান মূর্ত্তি। বেদ ব্রহ্মের স্তব করেন। বৃন্দাবনে গোপ, গোপী ও দেবতাগণের সহিত অবতীর্ণ পরমব্রহ্ম। গোপীগণ গোমাতাগণ ঋগ্‌বেদের মন্ত্রমূর্ত্তি। কমলাসন ব্রহ্মা যষ্ঠি স্বরূপ। বংশী রুদ্র, শৃঙ্গ ইন্দ্র। গোকুল বন-বৈকুণ্ঠ। বৃক্ষগণ তপস্বী। ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দৈত্য। গোপবেশ হরি সাক্ষাৎ মায়া বিগ্রহধারী।········বৃন্দাদেবী ভক্তিরূপা, লীলা বুদ্ধি রূপা, সর্ব্বজীব প্রকাশকারিণী। অতএব বিভু শ্রীকৃষ্ণ এই বৃন্দাবন, গোপ, গোপী ও লীলাদি হইতে একান্ত ভিন্নও নহেন, আর অভিন্নও নহেন।

বৃন্দা ভক্তিঃ ক্রিয়া বুদ্ধি সর্বজন্তু প্রকাশিনী।
তস্মান্ন ভিন্নং নাভিন্নমাভির্ভিন্নোন বৈ বিভুঃ ॥

কৃষ্ণোপনিষদের এই উক্তিতে যদি কেহ অচিন্ত্য ভেদাভেদ ভাবনার বীজ অনুসন্ধান করেন, সহসা তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

মহাভারত ও ভাগবত

রাজা পরীক্ষিতের প্রসঙ্গ মহাভারতে বিস্তৃত ভাবেই দেখা যায়। ব্রহ্মশাপের কথা কিন্তু সর্ব্বাংশে ভাগবতের অনুরূপ নয়। রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন। অনেক পশু তাহার বাণে বিদ্ধ হইয়াছে। একটি মৃগ

বাণবিদ্ধ অবস্থায় বনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। তাহাকে আর পাওয়া যায় না। ক্ষুধা পিপাসায় কাতর রাজা শমীক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ইনি শুধু বাছুরীর মুখোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ ফেন খাইয়া অতিকৃচ্ছ্র তপস্যা করেন। মৌনব্রতী সাধু, তাঁহার পুত্র শৃঙ্গী। রাজা আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, আমার বাণবিদ্ধ মৃগটি কোন্ দিকে গেল? মৌনব্রত বলিয়া ঋষি কথা বলেন নাই। শৃঙ্গী কাছে ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। ক্রুদ্ধ রাজা ধনুকের অগ্রভাগে একটি মৃতসর্প লইয়া মুনির গলায় দিলেন। রাজা নগরে চলিয়া গেলেন। শৃঙ্গীর খেলার সঙ্গী তার নাম কৃশ। সে শৃঙ্গীকে এই বলিয়া উত্তেজিত করে "যা যা তোর আর বড়াই করিবার কিছু নাই আমাদের সঙ্গে কথা বলিবারও যোগ্যতা নাই। তোর পিতার গলায় একটা মরা সাপ। তার প্রতিকার হইল না?" কৃশের মুখে আদ্যোপান্ত শুনিয়া শৃঙ্গী অভিশাপ দিয়া বলে—

যোঽসৌ বৃদ্ধস্য তাতস্য তথা কৃচ্ছ্রগতস্য হ।
স্কন্ধে মৃতং সমাস্রাক্ষীৎ পন্নগং রাজকিল্বিষী ॥ ১২ ॥
তং পাপমতিংসংক্রুদ্ধস্তক্ষকঃ পন্নগেশ্বরঃ।
আশীবিষস্তিগ্মতেজা মদ্বাক্যবলচোদিতঃ ॥ ১৩
সপ্তরাত্রাদিতো নেতা যমস্য সদনং প্রতি।
দ্বিজানামবমন্তারং কুরুণামযশস্করম্ ॥১৪॥

(মহা আ ৪২-১২-১৪)

শমীকমুনি পুত্রকে বুঝাইলেন, রাজার দোষ ছিল না। নিরর্থক অভিশাপ। তিনি শান্ত স্বভাব শিষ্য গৌরমুখকে রাজসভায় পাঠাইলেন। গৌরমুখ রাজাকে শমীকমুনির কথা খুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধ ঋষি সব কিছু সহ্য করিতে পারেন। তিনি মৌনব্রত নিয়াছিলেন। জল দিতে

পারেন নাই। তাঁহার পুত্র শৃঙ্গী যুবক। পিতার গলায় মৃতসর্প দেওয়ার অপমান সহ্য করে নাই। সে অভিশাপ দিয়াছে। রাজার মৃত্যু অনিবার্য। মাত্র সাত রাত্রি আয়ু অবশিষ্ট।

রাজা পরীক্ষিতের বয়স সম্বন্ধে মন্ত্রীদের বাক্য জনমেজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পরিশ্রান্তো বয়স্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥ (আ ৪৯ অধ্যায়)

অভিশাপ কালে রাজার ৬০ বৎসর বয়স।

ভাগবতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। এখানে সমীক শিষ্য গৌরমুখ অথবা শৃঙ্গীর বন্ধু কৃশের উল্লেখ নাই। রাজা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া শমীকের আশ্রমে আসিয়া জল চাহিলেন। তখন মুনি শান্তভাবে চক্ষু বুজিয়া ধ্যান মগ্ন, বুঝি বা সমাধিমগ্ন।

অলব্ধ-তৃণ ভূম্যাদি-রসং প্রাপ্তার্ঘ্য সূনৃতঃ।
অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মন্যমানশ্চুকোপ হ॥ ভাঃ ১।১৮।২৮

রাজা মনে করিলেন, তিনি অনাদৃত হইলেন। তাই তিনি ধনুকের অগ্রে মৃত সর্প মুনির গলায় তুলিয়া দিলেন। শৃঙ্গী পিতার অবমাননায় শুধু অভিশাপ দিয়াই শান্ত হয় নাই। পিতার গলায় মৃত সর্প দেখিয়া সে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন রোলে শমীকের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি পুত্র কর্ত্তৃক অভিশাপ বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে শুনিয়া দুঃখ অনুভব করিলেন। সাধু শমীক পরদুঃখকাতরচিত্ত।

ইতি পুত্র কৃতাঘেন সোঽনুতপ্তো মহামুনিঃ।
স্বয়ং বিপ্রকৃতা রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ॥

এদিকে রাজাও নিজকৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। অভিশাপের কথা জানিয়া তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না। বরং

তিনি মুমুর্ষুজনের পরম সেব্য গঙ্গাতীর সমাশ্রয় পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাই সর্ব্ব পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া অনশন ব্রত গ্রহণ করিলেন।

রাজার ব্রতগ্রহণ সংবাদে নানা দিগ্‌দেশ হইতে মুনিগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। এই পুণ্যময় সম্মেলন ক্ষেত্রে শ্রীশুকদেব ভাগবত কীর্ত্তন করেন।

ব্যাসের তপস্যার ফল শুকদেব। ইনি সাধারণ পুরুষ নহেন। বহুকাল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তপস্যা করেন একটি আদর্শ পুত্র লাভের জন্য তাহার তপস্যার অন্তে শঙ্কর পুত্র প্রাপ্তির বর প্রদান করিয়া বলেন—

যথা হ্যগ্নির্যথা বায়ুর্যথা ভূমির্যথা জলং।

যথা চ খং তথা শুদ্ধো ভবিতা তে সুতোমহান্॥

সর্ব্ব প্রকারে বিশুদ্ধ নির্মল চরিত্র এই শুকদেব ব্যাসের পুত্র। ভীষ্মদেব মোক্ষ ধর্ম পর্ব্বে বলেন, যুধিষ্ঠির শ্রবণ কর, ব্যাসদেব একসময় ঘৃতাচী নামে অপ্‌সরাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ঘৃতাচী শুক পক্ষীর রূপ ধরিয়া মুনির সমীপে আগমন করেন। সে সময় ব্যাস অরণীমন্থন করিয়া যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছিলেন। এই অরণীতে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন।

"অরণীং মমন্থ-ব্রহ্মর্ষিস্তস্যাং জজ্ঞে শুকো নৃপ"

(মহা ভাঃ ৩২৪।৯).

রাজর্ষি জনক মিথিলার রাজা। শুকদেব তাঁহার গুরুপুত্র। পিতার আদেশে শুক বিদেহরাজের সমীপে জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছেন। জনক তাহাকে সমাজ-ধর্ম-নীতি ও মোক্ষলাভের উপায় উপদেশ করেন। নিস্পৃহ শুক তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, হিমালয়ের দিকে চলিলেন। পথে দেবর্ষির সহিত দেখা হইল, আরও অনেক দিব্য দর্শন ও জ্ঞান লাভ

করিয়া শুক পিতার আশ্রমে আসিলেন। যে জ্ঞান তিনি রাজর্ষি জনকের সভায় লাভ করিয়াছেন উহা পিতাকে বলিলেন। দেবর্ষির সহিতও এই আশ্রমে তত্ত্বজ্ঞানের বহু সমালোচনা হইল। নিস্তব্ধ আশ্রম বেদধ্বনিতে মুখরিত হইল। শুক নতুন করিয়া পিতার সমীপে অধ্যয়ন করেন। আকাশ বাতাসে যে তত্ত্ব ছড়াইয়া আছে, মায়ার যে বিচিত্র রূপ আছে, কোনো বিষয় উপদেশ করিতে ব্যাস আর বাকী রাখিলেন না। বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডার শুকদেব অব্যাহতগতি সর্ব্বভূতহৃদয়। বৃক্ষ লতা সরিৎ সাগর শৈল কানন সকলের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়া মুক্ত জীবনের আনন্দে শুকদেব বলেন—

পিতা যদ্যনুগচ্ছেন্মাং ক্রোশমানঃ শুকেতি বৈ।
ততঃ প্রতিবচো দেয়ং সর্ব্বৈরেব সমাহিতৈঃ॥

পিতা ব্যাস আমার নাম করিয়া ডাকিলে তোমরা সকলে আমার প্রতিনিধি হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিও। সত্যসত্যই শুকদেবের প্রতি স্নেহবশতঃ সকল দিক্ সকল বন সমুদ্র নদী পর্বত সে দিন হইতে প্রতিধ্বনি রূপে প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিল।

শুকস্য বচনং শ্রুত্বা দিশঃ সর্ব্বাঃ সকাননাঃ।
সমুদ্রাঃ সরিতঃ শৈলাঃ প্রত্যূচুস্তং সমন্ততঃ॥
যথাজ্ঞাপয়সে বিপ্র বাঢ়মেবং ভবিষ্যতি।
ঋষের্ব্যাহরতো বাক্যং প্রতিবক্ষ্যামহে বয়ম্॥

শুকদেবের অভিপতন সম্বন্ধে মহাভারত বলেন পর্ব্বত দ্বিখণ্ডিত হইল। শুকদেব উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে আর দেখা গেল না। পুত্র শোকে অভিতপ্ত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সকলেই তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। স্বয়ং শঙ্কর আবির্ভূত হইয়া বলেন দুঃখ করিবেন না। আপনি আপনার পুত্রের মত ছায়ামূর্ত্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন।

ছায়াং স্বপুত্রসদৃশীং সর্ব্বতো হনপগাং সদা।
দ্রক্ষসে ত্বঞ্চ লোকেস্মিন্ মৎপ্রসাদান্মহামুনে॥ (মঃ ভাঃ ৩৩৩।৩৮)

ভাগবতে ছায়াশুকের উল্লেখ আছে শুকের অভিপতন সংবাদ নাই। ব্যাসের পুত্রের পশ্চাদ্ধাবনের কথা আছে, দেবর্ষি নারদের সান্ত্বনার কথা নাই। শঙ্করের আবির্ভাব কথাও নাই।

মহাভারতের বর্ণনায় কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান মৃত প্রসূত হইলেও তাহাকে বাঁচাইবেন। মৃত শিশুই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কুন্তীর কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ তাহাকে জীবন দান করিলেন। কৃষ্ণ নিজের সত্যবাদিতা ও ধর্ম প্রাণতার দোহাই দিয়া অভিমন্যু পুত্রকে বাঁচাইয়া দিলেন।

যথা মে দয়িতো ধর্মো ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ
অভিমন্যোঃ সুতো জাতো মৃতো জীবত্বয়ং তথা॥
যথাহং নাভিজানামি বিজয়েন কদাচন।
বিরোধং তেন সত্যেন মৃতো জীবত্বয়ং শিশুঃ॥

কৃষ্ণের এই সকল কথা মন্ত্রের ন্যায় মৃত পুত্রকে সঞ্জীবিত করিল, ইহারই নাম পরীক্ষিৎ। ভাগবতের বর্ণনা—উত্তরার গর্ভে ভগবান্ প্রবেশ করিয়া অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে শিশুকে রক্ষা করিয়াছেন, পরীক্ষিতের বাক্যও স্পষ্টার্থ। দ্রোণপুত্রের অস্ত্রহেতু বিপন্ন আমার এই শরীরটিকে আমার মাতার কাতর প্রার্থনায় গর্ভে প্রবেশ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। আমিই একমাত্র কুরুপাণ্ডবের সন্তানবীজ ছিলাম।

দ্রৌণ্যস্ত্র বিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং
সন্তান বীজং কুরুপাণ্ডবানাং
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ॥ ভাঃ ১০।১।৬

'পুরাণ' কথার তাৎপর্য্য

বেদার্থ পরিপূরণেই পুরাণের পুরাণত্ব; শুধু পুরাতন হইলেই পুরাণ বলা যায় না। এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন পুরাণোক্ত অবতারলীলা বেদে অপরিজ্ঞাত ছিল; উক্ত বিষয়গুলি অর্ব্বাচীন এবং সাধারণ লোকেরই গ্রহণীয়; পণ্ডিতগণের নয়। এইরূপ মতবাদ যে সত্যসমালোচনায় আদৃত হইতে পারে না তাহারই সঙ্কেত করিবার নিমিত্ত বেদমন্ত্রে অবতার প্রসঙ্গ কয়েকটির সূচনা দেওয়া হইতেছে। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ ইত্যাদি ঋগ্ বেদ (১।২২।১৭) মন্ত্রে বামনাবতারেরই সূচনা পাওয়া যায়, শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে (১।২।৫।৭)। শতপথ (৭।৩।৩।৫) ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।১৩।১) কূর্ম্মাবতারের সংবাদ দান করেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথে বরাহ অবতারের কথা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পরশুরামের কথা বলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৩।১৭), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০।১।৬), ঋগ্ বেদ খিলসূক্ত দেবকীনন্দন বাসুদেব কৃষ্ণ ও রাধার কথা উল্লেখ করেন। বিচিত্র অবতার প্রসঙ্গ সুপ্রাচীন।

পুরাণ ও মহাপুরাণের যে লক্ষণ বর্ণিত হয়, তাহাতে বেশ পার্থক্য আছে। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ ও মহাপুরাণের দশ লক্ষণ স্বীকার করা হয়। পুরাণ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রথম প্রকাশিত বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণাস্মৃতম্।
অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া ভাঃ ১২।৭।৯

ভাগবতের বর্ণনায় দশটি লক্ষণ যথা—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥

গুণত্রয়ের বিকার স্বরূপ আকাশাদি উৎপত্তির নাম সর্গ। ব্রহ্মা হইতে স্থষ্টিপ্রক্রিয়া বিসর্গ, সৃষ্টি মর্য্যাদার স্থিতি স্থান, ভক্তকে অনুগ্রহ পোষণ কর্ম্মবাসনা উতি—বন্ধনের কারণ। মন্বন্তর সাধুগণের ধর্ম্ম। ভক্ত ও ভগবানের কথা ঈশানুকথা। জীবের লয় নিরোধ। অন্যথারূপ ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান মুক্তি। যাহা হইতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সেই পরমকারণ পরমেশ্বর আশ্রয়তত্ত্ব। এই বিষয়গুলির বর্ণনা ভাগবত

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥

ভগবান্ ব্রহ্মাকে সংক্ষিপ্তভাবে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন ও অধিকারী সম্বন্ধে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন।

সম্বন্ধতত্ত্ব পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অবতার গণনায় প্রধান দ্বাবিংশতি অবতারের সংবাদ আছে। (১) চতুঃসন (২) বরাহ (৩) নারদ (৪) নরনারায়ণ (৫) কপিল (৬) দত্তাত্রেয় (৭) যজ্ঞ (৮) ঋষভদেব (৯) পৃথু (১০) মৎস্য (১১) কূর্ম্ম (১২) ধন্বন্তরি (১৩) মোহিনী (১৪) নৃসিংহ (১৫) বামন (১৬) পরশুরাম (১৭) ব্যাস

(১৮) শ্রীরাম (১৯) বলরাম (২০) শ্রীকৃষ্ণ (২১) বুদ্ধ (২২) কল্কি। (১।৩) স্থানান্তরে এতদ্ভিন্ন ধ্রুব, হয়গ্রীব, হরি, হংস ও মন্বন্তরাবতার-গণের উল্লেখ আছে। (২।৭) ভাগবতের সিদ্ধান্ত ভগবানের অবতার গণনাতীত।

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ"

অভিধেয় বিচারে শ্রবণ কীর্ত্তন লক্ষণ ভক্তি সাধনার কথাই বলিতে হয়। ভগবান্ উদ্ধবের নিকট সর্ব্ব সিদ্ধান্ত সার রূপে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জন স্তপঃসত্যং ভক্তি যোগস্য মদ্গতিঃ॥

গীতা ও ভাগবত

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের তুলনামূলক সমালোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। সর্ব্বোপনিষদ্ সিদ্ধান্তগর্ভ শ্রীগীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীভাগবত। উভয়ের বিষয় ও বিচার এক হইলেও ভক্তিরস পরিবেশন নৈপুণ্যে শ্রীভাগবতের অপূর্ব্বতা অস্বীকার করা যায় না। কোন লেখক শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার প্রপূর্ত্তি বলিয়া ভাগবতের বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়াছেন। শরণাগতির চরম পরিণতি যেরূপে সম্বন্ধানুগ প্রেমের সন্ধান দেয় উহারই বিস্তৃত দর্শন শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অভিসন্ধি-গন্ধ-রহিত ভগবানের সম্বন্ধে যে নিরাবিল প্রেম উহাই শ্রীভাগবতে বর্ণিত পরমপুরুষার্থ। তাঁহার অধিকারী গুরুপদাশ্রয়ী মানবদেহধারী সকলেই। দেশ, কাল বা পুরুষ, নারী, কোন বিচার প্রেম পথের বাধক হইতে পারে না। যে দেশে যে কালে যাহার জন্ম

হউক ভগবৎপ্রেম বিশ্বজনীন সম্পৎ। ভাগবত রসের সীমা নাই উহার অনন্ত উচ্ছ্বাস, অনন্ত স্বাদন। রস ও রসময় ভিন্ন কি অভিন্ন তাহ বুঝাইয়া বলা যায় না। অন্তরে বাহিরে এই ভাগবত রসে পূর্ণাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে আরাধ্য ভগবান্ ও আরাধকের পরস্পরানুপ্রবেশ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই অবস্থায় ভেদরেখা মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইলেও উহা প্রেম সেবার প্রতিকূল বলিয়া ভগবৎ কৃপায় নিশ্চিহ্ন হয় না উহাই ভগবানের বিচিত্র রসাস্বাদনের সহায়ক হইয়া সাধকের সিদ্ধ স্বরূপ প্রকাশ করে এবং তাহাকে অনন্ত আনন্দ জীবনের পথে পরিচালিত করে। ভাগবতেই দেখিতে পাই সেই আহ্বানের সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার সহিত ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বহুস্থানে বর্ণিত বিষয়ের সুরসঙ্গতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যত উপদেশ সেগুলি স্বভাবতই অর্জুনের প্রতি উপদেশ প্রসঙ্গ স্মরণ করাইয়া দেয়। যুদ্ধারম্ভে বিষণ্ণ যোদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অল্পকথায় সমগ্র বৈরাগ্য শাস্ত্রের উপদেশ দান করার ক্রম এবং নিজের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অর্জুনকে নিজানুগ করিবার জোড়ালো আবেগ উহাতে আছে উদ্ধব জ্ঞানী শান্ত ভক্ত। তাঁহারও মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কৃষ্ণসঙ্গহারা হওয়ার আশঙ্কায়। তাহাকে জগৎ জীবের পরমকল্যাণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। উহাতে ধীর গতিতে বিশ্বের সকল জীবের গতি বর্ণনা করিয়া সাধকের অবলম্বনীয় পথ পরিক্রমার একটি বিশদ বিবরণ আছে। গীতায় যে কথাগুলি মাত্র সাত শত শ্লোকে বর্ণিত হয়, ভাগবতে কমবেশী হাজার শ্লোকে উহা বলা হইয়াছে কাজেই গীতার কথা ছাড়াও এই সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত উপদেশ ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যুগধর্ম, যুগে যুগে অবতার প্রসঙ্গ, সংসার গতি মায়া, নিস্তারের উপায়, কর্মাকর্ম বিচার, বর্ণাশ্রম ধর্ম, ত্রিগুণ বিবেক

ঐহিক সুখ ও পারমার্থিক সুখ, বিরাগ, জীবতত্ত্ব, সাধনক্রম, ধ্যানযোগ, অহিংসা, বেদের তাৎপর্য্য, সাংখ্যযোগ ইহাতে আছে।

ভক্তি, ভক্ত ও নিষ্কিঞ্চনের মহিমা, সিদ্ধি, বিভূতি, কর্ম-সন্ন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিধি নিষেধ, বৈদিক যাগযজ্ঞের বিচার, প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন। গীতার বাণী ও ভাগবতের ধ্বনি বহুক্ষেত্রে একরূপ, তাহা না হইবারও কারণ নাই। কেননা উভয়স্থলেই এক বক্তৃত্ব রহিয়াছে। তবে যেটুকু পার্থক্য উহা অবস্থা ভেদ কালভেদ এবং শ্রোতার ভেদ হেতু। গীতায় অর্জুনের উক্তি—

কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে
শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ গী ২।৭

অর্জুন বিষাদগ্রস্ত, দীন চিত্ত, পাপভয়ে ভীত। জ্ঞানহীনের প্রতি যে উপদেশ তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাই জানিবার প্রার্থনা। অর্জুন শিষ্য। কৃষ্ণ গুরু। ভাগবতের বর্ণনা—

শয্যাসনাটন স্থান স্নান ক্রীডাশনাদিষু্।
কথং তাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তা স্ত্যজেমহি॥

শয্যায়, শয়নে, আসনে, ভ্রমণে, অবস্থানে, স্নানে, ক্রীড়ায়, ভোজনে তুমি আমাদের প্রিয় সঙ্গী। তোমাকে ছাড়িয়া কি ভাবে থাকিব? তোমার কথা ভিন্ন অন্য অবলম্বন তো দেখি না। সেই কথা বল। উদ্ধবের এইরূপ কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন—আমার প্রতি মন লাগাইয়া আর সব ত্যাগ করিয়া আমার কথা লইয়াই জীবন ধারণ কর। উদ্ধব বলিলেন—আমি তোমার শরণাগত। বহুবার বলিয়া অর্জুনকে শরণাগতির ভূমিতে উন্নীত করেন গীতায়, আর উদ্ধব বলেন—আমি

তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। শ্বেতাশ্বতর, কঠ ও অন্যান্য উপনিষদের বাণী গীতার শ্লোকে শুধু নয়, ভাগবতেও উদ্ধবের প্রতি উপদেশে ধ্বনিত হইয়াছে। অবতারবাদের যে আদর্শ গীতায় স্থাপন করা হইয়াছে তাহারই বিস্তার ভাগবতে রহিয়াছে। জগতে অপর কোনো গোষ্ঠী স্বয়ং ভগবানের মর্ত্যে আগমন সংবাদ বলিতে সাহসী হইয়াছে বলা যায় না। ভক্ত, শিষ্য, সাধু, বন্ধু ইহাদের দ্বারা পরমেশ্বর ধর্ম রক্ষা করেন কিন্তু তিনি নিজের আসন হইতে নামিয়া আসেন—ইহা কেহ বলে নাই। গীতায় কৃষ্ণ বলিলেন—আমার মায়ায় আমি আসি। "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" এই সংবাদ ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব। ইহাকে অবলম্বন করিয়া অগণিত অবতার কথা প্রচার হইয়াছে। ভাগবতে ভগবানের শুধু ঐশ্বর্য্য ভগবত্তা নয়; মাধুর্যসার প্রকাশিত হইয়াছে। অনাবৃত পরমব্রহ্ম মানুষের সঙ্গে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উদ্ধবের কথায় শুনিতে পাই মায়ার সাগর পার হইবার জন্য তিনি একটি অনায়াস সাধ্য পথ বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন—আমরা তোমার দাস, কোনো সাধন ভজনের রহস্য বুঝি না। বুঝি শুধু তোমার সম্বন্ধ। তোমার উপভুক্ত কুসুমমালিকা নির্মাল্য, গন্ধচন্দনাদি, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি ধারণ করিব, আর তোমার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিয়া দেহধারণ করিব। এই ভাবেই তোমার মায়া জয় করিব। ইহা হইতে আর অনায়াসসাধ্য উপায় কি হইতে পারে?

ত্বয়োপভুক্ত স্রগ্ গন্ধবাসোঽলংকার চর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥ ভাঃ ১১।৬।৪৬

কৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ ব্যপদেশে যে চরম কথাটি বলেন, উহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন—মানুষ যখন সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে আত্মনিবেদন করে তখনই অমৃত লাভ করিয়া আমার সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়া ধন্য হয়।

মর্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াঽত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

ভাঃ ১১।২৯।৩৪

অর্জুন গীতার বাণী শুনিয়া বলেন—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমি এখন মোহ ও সন্দেহ বিহীন হইয়াছি। আমার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি এখন তোমার আজ্ঞা পালন করিব।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বং প্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ১৮।৭৩

ভাগবতে উদ্ধবের কথা—হে জন্মরহিত আদি পুরুষ। আমাকে যে মহামোহান্ধকার পাইয়া বসিয়াছিল তোমার সান্নিধ্য প্রভাবে উহা দূর হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের সমীপে থাকিলে কি আর শীত, অন্ধকার বা ভয় থাকিতে পারে? তুমি দয়া করিয়া তোমার এই ভৃত্যকে যে বিজ্ঞানময় প্রদীপ প্রদান করিয়াছ তাহাতে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আর তোমার চরণাশ্রয় ভিন্ন অপরের শরণাগত হইবে? তোমাকে নমস্কার। শরণাগতকে চিরদিন শিক্ষা দিও, যাহাতে তোমার চরণে নিরবচ্ছিন্না রতি লাভ করিতে পারি। যথা—

যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী।" ভাঃ ১১।২৯।৪০

ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতা

ভাগবতের ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতার যে সকল দোষগুণের কথা আছে সেগুলি বিশেষ করিয়া প্রণিধান যোগ্য। প্রথমে ব্যাখ্যাতার কথাই বলি—

ভগবন্মতিরনপেক্ষঃ সুহৃদো দীনেষু সানুকম্পোযঃ।
বহুধা বোধন চতুরো বক্তা সম্মানিতো মুনিভিঃ॥

বন্ধুভাবাপন্ন-দীনের প্রতি দয়াল্-নিরপেক্ষ-স্বাধীনচেতা ভগবানে আসক্ত বুদ্ধি, বহুদিক্ দিয়া বুঝাইয়া দিতে নিপুণ বক্তাকে মুনিগণ সম্মান করেন। যিনি বাক্যাবলীর পদচ্ছেদ করিয়া বস্তু নিরূপণ করিতে সমর্থ, যিনি সন্ধিসমাসবদ্ধ পদগুলি পৃথক্ করিয়া অন্বয় বা পদগুলির সম্বন্ধ দেখাইয়া দেন, দৃষ্টান্ত, ইতিহাস, উপাখ্যান প্রভৃতির দ্বারা বিষয়টিকে সুখবোধ্য করেন, তিনি আদর্শ ব্যাখ্যাতা।

এই সম্বন্ধে কতগুলি দোষেরও উল্লেখ আছে। শুধু পণ্ডিত হইলেই ভাগবতের বক্তা হইতে পারে না।

অনেকধর্ম্মবিভ্রান্তাঃ স্ত্রৈণাঃ পাখণ্ডবাদিনঃ
শুকশাস্ত্র কথোচ্চারে ত্যজ্যাস্তে যদি পণ্ডিতাঃ ॥

সরাগ ও বিরাগ বক্তার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আসক্তি শূন্য বিরাগ বক্তা শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

বিরক্তো বৈষ্ণব বিপ্রো বেদশাস্ত্র বিশুদ্ধিকৃৎ।
দৃষ্টান্ত কুশলো ধীরো বক্তা কার্য্যোঽতিনিস্পৃহঃ ॥

শ্রোতার শ্রেণী নির্ণয়ে অত্যন্ত সুন্দর কথার অবতারণা করা হইয়াছে। প্রবর ও অবর, শ্রোতা দুই প্রকার। দুই শ্রেণীর শ্রোতার মধ্যে যাহারা প্রশংসনীয় তাহারা চাতক, হংস, শুক ও মীনতুল্য। আচার ও আসক্তির রীতি অনুসারে তাহাদের জাতি বুঝিয়া লইবে। সাধারণতঃ যাহারা ভগবানের প্রিয় শ্রোতা তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যথা—

যঃ স্থিত্বাভিমুখং প্রণম্য বিধিবৎ ত্যক্তান্য বাদো হরে
লীলাঃ শ্রোতুমভীপ্সতেঽতি নিপুণো নম্রোঽথক্লৃপ্তাঞ্জলিঃ ॥
শিষ্যো বিশ্বসিতোঽনুচিন্তনপরঃ প্রশ্নোঽনুরক্তঃ শুচি
নিত্যং কৃষ্ণজনপ্রিয়ো নিগদিতঃ শ্রোতা স বৈ বক্তৃভিঃ ॥

স্থান-নির্ণয়

সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত কথা যে পুণ্যক্ষেত্রে শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার সঠিক নির্ণয় কেহ করিয়াছেন বলিয়া এখনও জানিতে পারি নাই। প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃবর্গের সমীপেও এই প্রসঙ্গে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় নাই। ভাগবতে সেই স্থান—

অথো বিহায়েমমমুং চ লোকং বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবামধিমন্যমান উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্যনদ্যাম্॥ ১।১৯।৫

হরিদ্বার হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ পুর্বে এবং হস্তিনাপুর হইতে ত্রিশ মাইল উত্তরে শুকতাল নামক স্থানটি গঙ্গাতীরস্থ ভাগবত তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীনগণের মতানুসারে এই স্থানেই শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে ভাগবত উপদেশ করেন। এই স্থান হইতে বিজনৌর দশ মাইল এবং মুজফর নগর কুড়ি মাইল দূরে। মুজফর নগর হইতে শুকতাল পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এখানে মেলা হয়। শুকদেবের চরণচিহ্ন এখানে দর্শনীয় এবং তাঁহার আসন একটি বটবৃক্ষের নীচে দেখানো হয়।

রাজা পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করিয়া গঙ্গার তটে বসিয়াছেন। সে স্থানের উচ্চ প্রশংসা করিয়া ঋষি বলিলেন—

যা বৈ লসচ্ছ্রী তুলসী বিমিশ্র কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি রেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি লোকানুভয়ত্র সেশান্ কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ॥
১।১৯।৬

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভ ব্যাখ্যায় এই স্থান সম্বন্ধে যে সূচনা করিয়াছেন আমরা এখানে উহা উল্লেখ করিতেছি—

"যা বৈ গঙ্গা তাদৃশত্বেন স্বয়ং প্রসিদ্ধ পুনর্লসৎ শ্রিয় স্তদানীং প্রচুর তয়া বৃন্দাবন যাতায়া স্তলস্য স্তাভিবিমিশ্রা পুর্ব্বং বিমিশ্রীভূতা ঐক্যং প্রাপ্তা

যা বৃন্দাবন স্থিতাঃ স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিরেণব স্তৈরভ্যধিকং যমুনারূপ মম্বু তস্যাপি নেত্রী বোঢ্রীত্যর্থঃ।" ইহার অনুবাদ করিলে এরূপ দাঁড়ায়— যে গঙ্গা অমর্ত্যনদী বলিয়া স্বয়ং প্রসিদ্ধ তিনি আবার তখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত তুলসীর সহিত প্রচুর ভাবে মিশ্রিত—পূর্ব্বেই বিশেষ রূপে রেণুর সহিত অধিক রূপে মিশ্রিত যমুনারূপ জল তাহারও বহন কারিণী।

এই সঙ্কেত হইতে মনে করা অসঙ্গত হয় না যে, যমুনা ও গঙ্গার মিলন ক্ষেত্র প্রয়াগ তীর্থের বিস্তীর্ণ তটভূমিতে গঙ্গার ধারেই রাজা পরীক্ষিৎ ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়াছেন। মদীয় আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভুও এই কথা আমাকে উপদেশ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে চতুঃসনের উপদেশ প্রসঙ্গেও অনুরূপ উক্তি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই স্থান হরিদ্বার।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামো বিনম্রায় বিবেকিনে।
গঙ্গাদ্বার সমীপে তু তটমানন্দনামকম্॥

আরও দেখা যায় গঙ্গাতটং সমাজগ্মুঃ কথাপানায় সত্বরাঃ ইত্যাদি।

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র মুনি লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবার সমীপে শ্রবণ করেন, সে কথা প্রসিদ্ধই আছে। এতদ্ভিন্ন গোকর্ণ তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে কোন প্রসিদ্ধ গ্রামে ভাগবত বলিয়াছিলেন—তুঙ্গভদ্রাতটে পূর্ব্বমভূৎ পত্তনমুত্তমম্। উদ্ধব বৃন্দাবনে ভাগবত বলেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সে স্থানটি—

গোবর্দ্ধনাদদূরেণ বৃন্দারণ্যে সখীস্থলে।
প্রবৃত্তঃ কুসুমাম্ভোধৌ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনোৎসবঃ॥

গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে অনতিদূরে সখীস্থলী নামক স্থানে কুসুম সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন উৎসব আরম্ভ হইল। তখন সকলেই প্রেমমত্ত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন নিরত। তৃণগুল্মলতাগুলি আনন্দ শিহরণে কম্পিত হইয়া উঠিল

আর কি আশ্চর্য্য সেই ব্রজের লতাবিতান হইতে কুসুমমাল্যাদি ধারণ করিয়া উদ্ধব আবির্ভূত হইলেন।

ভাগবতে সৃষ্টি বর্ণনা

ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখা যায়, উহাদের কল্পভেদে সমাধান করিবার নির্দ্দেশ আছে। মৈত্রেয় বিদুর সংবাদে প্রাকৃত ও বৈকৃত সর্গের যে বিবরণ আছে উহা এইরূপ। প্রথমতঃ মহৎ তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার। ক্রমশঃ সেই অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও মন। সর্বশেষ অবিদ্যা—সুষুপ্তি দশায় ইহার আবরণ শক্তি এবং জাগ্রতে বিক্ষেপ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্য্যন্ত প্রাকৃত সৃষ্টি আর ইহার পর বিকৃত সৃষ্টি। স্থাবর যথা—বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্সার, বীরুধ, বৃক্ষ। তির্যক্ যথা—সর্পাদি। দ্বিখুর যথা—গো, মহিষ, ছাগ, মৃগ, শূকর, গবয়, রুরু, মেষ, উট। একখুর যথা—গাধা, ঘোড়া, খচ্চর, গৌর নামক মৃগ, শরভ ও চমরী। পঞ্চনখ যথা—কুকুর, শৃগাল, বাঘ, বিড়াল, শশক, শল্লক (সজারু), সিংহ, বানর, হাতী, কচ্ছপ এবং গোধা। জলচর মকর প্রভৃতি জীব। খেচর—কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লক, ময়ুর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, ও পেচক, পর্য্যন্ত তির্যক্ সৃষ্টির অন্তর্গত। মনুষ্য এক প্রকার তাহাদের রজোগুণ অধিক, দুঃখেই সুখ সন্ধান এবং কর্ম-তৎপরতা তাহাদের বিশেষ পরিচয়। বৈকারিক দেবসৃষ্টি আট রকম যথা—দেবতা, পিতৃ, অসুর, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধচারণ বিদ্যাধর, ভুতপ্রেত পিশাচ, কিন্নর, কিংপুরুষ। সনক সনাতন প্রভৃতি মুনিগণে প্রাকৃত, বিকৃত দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয় ভাবই আছে।

পঞ্চম স্কন্ধে পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্রের উল্লেখ আছে।

জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর এই দ্বীপগুলিকে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও শুদ্ধ জল সমুদ্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল বর্ণনার রহস্য বুঝিয়া উঠা কঠিন। তবে মনে হয়, রসপদার্থ অফুরন্ত, কাজেই সেই রসকে সমুদ্র বলিয়া উল্লেখ করা কিছুমাত্র দোষের নয়।

প্রধানতঃ জম্বুদ্বীপকে নয়টি বর্ষে বিভক্ত দেখানো হইয়াছে। এই বর্ষগুলি পর্বত সীমান্ত। ইলাবৃত বর্ষের উত্তরে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষ। ইলাবৃতের দক্ষিণদিকে হরিবর্ষ, কিংপুরুষ ও ভারতবর্ষ। পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ এবং পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ। বর্তমান ভূগোলের ভূভাগ হইতে স্বতন্ত্র রীতিতে বর্ণিত হইলেও ঋষিগণের যে বিরাট ভূখণ্ডের স্বষ্ঠু পরিচয় ছিল তাহাব প্রমাণ এই সকল উক্তি হইতে বেশ অনুমান কবা যায়। বহু পর্বত ও নদীব উল্লেখ এই প্রসঙ্গে আছে উহাদের সবগুলির নাম আমাদের পরিচিত না হইলেও হিমালয়, নীলগিরি, গন্ধমাদন প্রভৃতি পর্বত ও গঙ্গা অলকানন্দা, যমুনা, কাবেরী প্রভৃতি নদীর সঙ্গে পরিচয় আছে। পৃথকরূপে ভগবান এই নয়টি বর্ষে উপাসিত। এইভাবে দেখা যায় ইলাবৃতে সঙ্কর্ষণ, ভদ্রাশ্বে হয়শীর্ষ, হরিবর্ষে নৃসিংহ, কেতুমালে নারায়ণ, বম্যকে মৎস্যমূর্তি, হিরণ্ময় বর্ষে কূর্ম, উত্তর কুরুবর্ষে বরাহদেব এবং কিংপুরুষ বর্ষে সীতাপতি রামচন্দ্র আরাধিত হইতেছেন। ভারতবর্ষে ভগবান নরনারায়ণরূপে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপাসিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবত ও সংখ্যাদর্শন

সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে সকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় আছে। এই দর্শনের মূল আচার্য কপিলের নামও অনেকেই জানেন। কপিলের সূত্র, ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা প্রভৃতি প্রধান গ্রন্থ। আমি সেই সাংখ্য দর্শনের

সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে সাংখ্যদর্শনের কথা ভগবান কপিল দেবের মুখে প্রধানভাবে এবং নানা প্রসঙ্গে বহুবার বলা হইয়াছে। তবে একটা বিষয়ের দিকে আপনাদিগকে লক্ষ্য করিবার অনুরোধ করি সেইটি হইল—এই সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের যে মূল সংখ্যা সেই সংখ্যাদর্শন।

ব্রহ্মাণ্ডে যে কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপারে এই সংখ্যার কথাই হয় প্রধান। পৃথিবীর যে কোনো বস্তুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় সংখ্যায়। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক জ্যোতিষী সকলেই এই কথা স্বীকার করিবেন। বস্তুর স্থিতি গতি পরিমাণ সকলই সঠিক সংখ্যা গণনার উপর নিভর করে। আমরা বাল্যকালে শিক্ষা পাই—এক চন্দ্র, দুই পক্ষ, তিন নেত্র, চারি বেদ, পঞ্চবাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু, নব গ্রহ, দশ দিক্, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ নৃশংস, চতুর্দশ মন্বন্তর, পঞ্চদশ তিথি, ষোড়শ কলা, সপ্তদশ মূর্খ, আঠারো পুরাণ, ঊনবিংশ পদচিহ্ন ইত্যাদি। প্রথমটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর পরিচয় সম্যক্‌রূপে না হইলেও সংখ্যার পরিচয় হয়। ক্রমশঃ জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে পদার্থ, পরিচয় হয়। সাংখ্যদর্শন চতুর্বিংশতি পদার্থের সম্যক্ জ্ঞানে পরম মঙ্গল লাভ হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকৃতি ও পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ হইতে নির্মুক্তি এই যথাসংখ্যক তত্ত্বজ্ঞানে।

যোগশাস্ত্র, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত এই গাণিতিক সংখ্যার উপর দিয়া নানাদিক্ দিয়া নির্ভর করে। সংখ্যার আরম্ভ কোথায়? কেহ বলিবেন কিছুই যখন ধরা যায় না, যখন অনন্ত অগণিত অসীমের মুখামুখি আমাদের দাঁড়াইতে হইয়াছে, তখনই অনন্ত অসীমকে সীমার মধ্যে আমাদের বিচারণীয় করিয়া লইবার জন্য—ব্যবহারের জন্য সংখ্যা গণনা আরম্ভ হইয়াছে। হয়তো কেহ বলিবেন—প্রথমটাতেই

অনন্তের—অসীমের ধারণা সম্ভব নয়; এক দুই করিয়া গণনা আরম্ভ হয়। প্রথম সংখ্যা একই সকল সংখ্যার মূল। আবার অপর পক্ষ বলিতে পারে রূপ থাকিলে সংখ্যা সম্ভব হয়, যাহার রূপ নাই, তাহার গণনাও চলে না। অতএব প্রাকৃত সৃষ্ট জগতেই অণু পরমাণুর বিচারে সংখ্যার প্রয়োজন। যেখানে জড় পরমাণু নাই সে বিষয়ে সংখ্যা ব্যবহার সম্ভব নয়। সংখ্যা গণনায় পরিচয় নাই বলিয়া চিৎবস্তু অপরিমেয় অসীম হইয়াই চিরদিন রহিয়াছে। কালের প্রবাহ অনন্তে প্রসারিত হইলেও সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের সীমার মধ্যে দিবস রাত্রির বিভাগ করিয়া কালকেও সংখ্যার মধ্যে ধরিয়া বিভাগ করা হইয়াছে। বস্তুকে বিভক্ত করিতে ও সম্মিলিত করিতেও এই গণনারই প্রাধান্য। জাতীয় জীবন, রাষ্ট্রের যুদ্ধের উপকরণ, গণভোট ও গণতন্ত্র সকলেরই প্রতিষ্ঠা গণনায়।

এক তত্ত্ব হইতে বহুরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার বিস্তার, ভারতীয় মনের বিরাট আবিষ্কার। কোন্ অজানা যুগে বহুরূপ দেখিয়াও তাহার অদেখা অপরিমেয় এক মহাসত্যের অধিষ্ঠান চিন্তা করিবার মত মনের শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল ভারতী; তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে কি? ভাগবতে সত্যং পরং ধীমহি বলিয়া যাঁহার নিরূপণ হইয়াছে—যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন—যাঁহার সত্তায় অপর সকল পদার্থের স্থিতি প্রতিষ্ঠা জ্ঞান অজ্ঞান নির্ভর করে, সেই সর্ব্বাশ্রয় পরমাধার ঔপনিষদ একমেবাদ্বিতীয়ম্ আবিষ্কার কাহার?

আদি স্বর কাহার কণ্ঠে ঝঙ্কৃত? বর্ণমালার প্রতিটি ধ্বনিতে তাঁহার অনুসরণ কোন্ বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছিল? পণ্ডিতেরা বলেন, প্রথম স্বর যে ভাবে অনন্ত শব্দ তরঙ্গে অনুস্যূত, ঠিক সেই ভাবেই প্রথম সংখ্যা অনন্ত সংখ্যা সমুদ্রে নিজের বিলুপ্তি ঘটিতে না দিয়াই অনুপ্রবিষ্ট। একটি মাটির খণ্ড পরিজ্ঞানে মাটির তৈরী সকল আকৃতির তত্ত্ব জানা যায়।

মূলসংখ্যা এক জানিলে ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপক সংখ্যালব্ধ সকলকে জানা যায়। উপনিষদে—একো বশী ইড্যঃ, একো দেবঃ সর্ব্বগুহাধিবাসঃ, একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।

একদা শ্বেতকেতু ভাগিনেয় অষ্টাবক্রের সঙ্গে রাজর্ষি জনকের সভায় উপস্থিত। অষ্টাবক্র মুনির মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম। তাহার অত্যন্ত কুৎসিৎ গতি দেখিয়া দ্বারপাল তাহাকে পণ্ডিত সভায় প্রবেশ দান করিতে নারাজ। মায়ের গর্ভে থাকা কালে জ্ঞানীগুরু অষ্টাবক্র তাহার পিতার বেদপাঠের ভুল ধরিয়াছিলেন। পিতা তখনই গর্ভস্থ সন্তানকে অভিশাপ দেন। আর তাহারই ফলে তাহাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বক্র এবং অপবেব হাস্যোদ্দীপক হয়। তিনি দ্বার রক্ষকের বাধা মানিলেন না। তিনি বলেন—আমি আসিয়াছি অদ্বৈত ব্রহ্মের নিরূপণ কবিতে—দেহের বিচারে তোমাদের মূর্খতার পরিচয় দিতেছ। আমাকে পণ্ডিতের সঙ্গে বিচাব করিবার সুযোগ দাও। পথ ছাড। 'ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িতুমাগতোঽস্মি' আমাকে বাধা দিও না। লোক পরীক্ষক দ্বারপাল বন্দী তাহাকে বলে—

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিধ্যতে।
একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা।
যমঃ পিতৃণামীশ্বরশ্চৈক এব॥

তুমি কোন্ একের কথা বলিতে চাও? তুমি অদ্বৈত তত্ত্ব কি বুঝিবে—? তুমি যে বালক।

ক্রিয়া ও কর্ত্তার আশ্রয় এক বুদ্ধি। এই বুদ্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ইহার পর আর কোন্ কথা বলিবে?

অগ্নি যেমন অপরের অপেক্ষা না করিয়া নিজের প্রভায় অপরকে আলোকিত করে, তেমনি বুদ্ধি আর কাহারও অপেক্ষা রাখে না। আমি

ও আমার এই অভিমানের মূল এক বুদ্ধি। এই বুদ্ধিই অগ্নি, বুদ্ধিই সূর্য্য, বুদ্ধিই ইন্দ্র, বুদ্ধিই যম। বুদ্ধিই চরম তত্ত্ব।

জড় বুদ্ধিবাদীর কথায় অষ্টাবক্র বিচলিত হইবার পাত্র নন। এ জাতীয় কথা তিনি পূর্বে শুনিয়াছেন এবং বিচার করিয়াছেন।

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ। জড়া প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে বহু সৃষ্টি করেন একথা নূতন নয়। কিন্তু জড়া চঞ্চলা ক্রিয়াশীলা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন কাহার প্রেরণায়? প্রেরক চেতন এক অদ্বৈত তত্ত্বকে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া?

বন্দী ও অষ্টাবক্রের মধ্যে যে বাক্য বিনিময় হইয়াছিল উহাতে বড় সুন্দর বিষয় স্থান পাইয়াছে। অষ্টাবক্র বলেন—আমার কথার উত্তর দিতে হইবে, আমিও তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব। বন্দী বলেন—একেরই জয় আর সকলই বুদ্ধির স্বপ্ন। তাহার কথার মধ্যে বৌদ্ধ মতবাদ লুকাইয়া ছিল বুঝিয়া অষ্টাবক্র বলেন—তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি না, কেন না এই দেখ একা কোনো কাজ চলে না। চৈতন্য ও বুদ্ধির সহযোগিতা চাই।

অগ্নি ও ইন্দ্র দুই বন্ধু, নারদ ও পর্ব্বতমুনি দুই প্রসিদ্ধ, অশ্বিনীকুমার দুই, রথের চাকা দুই, স্বামী স্ত্রী দুই; বিধাতা সর্বত্র এইরূপ দুইএর উপযোগিতা বুঝিয়াই বিধান করিয়াছেন। বোদ্ধার কর্মাধীনতা স্বীকার করিতে হয়—তাহার এই জাতীয় পরাধীনতাখ্যাপক মীমাংসক মতের দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দী বলেন—আরে দুই কেন হইবে, তিনকেই স্বীকার করিতে হয়। পুণ্য বা পাপ কর্মে দেবতা, স্থাবর ও মনুষ্য এই ত্রিবিধ জন্ম হয়। সাম, ঋক্, যজু. তিন বেদ অনুসারে বাজপেয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান তিন আশ্রমে। অধ্বর্য্য বা যজ্ঞের পুরোহিত, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই ত্রিকালে সবনের বা হোমের জন্য তিন প্রকার। জীবের স্বপ্ন, জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি এই তিন প্রসিদ্ধ অবস্থা তাহাই বা কে না জানে?

অষ্টাবক্র তিন সংখ্যায় দোষ দেখাইয়া বলেন—তোমার নির্ণয় ঠিক শাস্ত্র সম্মত হইল না। এই দেখনা কেন প্রথমতঃ বিদ্বানগণের বিদ্যালাভের কাল চারিটি। আগম কাল, স্বাধ্যায় কাল, প্রবচন কাল ও ব্যবহার কাল। এই ভাবে বিদ্যালাভ না হইলে উহার পূর্ণতা হয় না। তুমি বলিয়াছ তিন আশ্রম ; চতুর্থ মোক্ষাশ্রম বা সন্ন্যাসকে গণনার মধ্যেই ধরা হয় নাই। উহা শ্রুতিসিদ্ধ। তুমি তিন বর্ণেরই উল্লেখ করিয়াছ, শূদ্রকে বাদ দিয়াছ, উহা তোমার দোষ। জ্ঞানযজ্ঞে তাহাদেরও অধিকার আছে। ইহা অস্বীকার করিতে পার না। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রসিদ্ধ চারিটি দিক্। জীবের বিশ্ব চৈতন্য, তৈজস চৈতন্য, প্রাজ্ঞ চৈতন্য এবং তুরীয় চৈতন্য রূপে চতুর্ধা চিন্তা। প্রণবের মধ্যেও অকার, উকার, মকার তাহার পরে অর্দ্ধমাত্রাকে স্বীকার করা হইয়াছে। এই ভাবে প্রণবেও চারিটি অংশ। ইহাতে অর্দ্ধমাত্রাকে অস্বীকার করা যায় না। সকলেই জানে বাণী পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী এই চারি ভাবে ব্যবহৃত হয়।

মুনির বাক্য খণ্ডন করিবার জন্য বন্দী বলেন—পাঁচ সংখ্যাকেই প্রধান বলিতে হয়। পঞ্চাগ্নিকে তুমি কি জান না? গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য এই পঞ্চাগ্নি। উদরে গার্হপত্য, মধ্যদেশে দক্ষিণ, মুখে আহবনীয় ও সভ্য, আর মস্তকে পর্ব্বা নামক অগ্নি অবস্থান করে মনুষ্য শরীরে। এই পঞ্চাগ্নির রহস্য যে জানে তাহাকেই বলে আহিতাগ্নি। পঞ্চপদে পঙ্‌ক্তিছন্দ। অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুহোম এবং সোম যাগ এই পাঁচ রকম যজ্ঞ। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ গ্রহণের উপযোগি ইন্দ্রিয়ও পাঁচটি, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্। ষষ্ঠ বিষয় নাই ইন্দ্রিয়ও নাই। চিৎশক্তির পঞ্চচূড়া যথা—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। পাঁচটি বিষয়ের স্রোত বা পুণ্যময় পঞ্চনদ বিখ্যাত। অষ্টাবক্র

কিন্তু বন্দীর কথার উত্তরে ষষ্ঠ সংখ্যার অবতারণা করিয়া অন্যথা প্রতি উত্তর দান করেন। তিনি বলেন—মনের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিবে কে? মনকে ধরিলে ইন্দ্রিয় ছয়টিই বলিতে হয়, পাঁচটি নয়। শুধু তাহাই কি? ঋতু ছয়টি, এইরূপ গো, নক্ষত্র এবং যজ্ঞও ছয় প্রকার ভেদ করিয়াই বিচার করা হয়। তাছাড়া ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মৃদ্দুর্গ, বনদুর্গ এই ছয়প্রকার দুর্গ। ষডাম্নায় শঙ্করের উক্ত তন্ত্র। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ ও অধঃ এই ছয় মুখে শিব তন্ত্র উপদেশ করেন। তাহার মধ্যে উর্দ্ধাম্নায সুপ্রসিদ্ধ দিব্যভাবপূর্ণ। কার্ত্তিকেয় ষডানন। কৃত্তিকা নক্ষত্রের ছয় মূর্ত্তি বলিয়াইতো কার্ত্তিকেয়ের ছয় মাতা বলা হয়। বন্দী মুনির কথা তর্কের দ্বারা খণ্ডন কবিবার জন্য আবাব বলেন—ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষপশু গ্রাম্যসুখে মোহিত, তাহাদিগকে সপ্ত শ্রেণীতে বিভাগ কবা হইয়াছে। অতএব সপ্ত সংখ্যাকেই প্রধান বলিতে হয়। বেদের ছন্দও সাতটি, সপ্তর্ষি মণ্ডল কে না জানে? মন প্রভৃতির তৃপ্তির কারণ সপ্ত প্রকার ভোগ্য সুখ, আব বীণার ন্যায় দেহী জীব সপ্ততন্ত্রী যুক্ত হইয়া মধুর ধ্বনির ন্যায় কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া নিজেকে মনে করে।

মুনিশ্রেষ্ঠ কিন্তু তার্কিকের কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি অষ্ট সংখ্যার মহিমা বলেন—অষ্টম তত্ত্ব অহংকারকে ছাড়িয়া জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কিছুই সম্ভব নয়। বিষয় জগৎ অষ্টপাদ। এই অষ্টপাদ বিষয়ে গতিসাধক ইন্দ্রিয় যাহার আছে তাহাকে অষ্টপাদ শরভ বা সিংহঘাতী বলা যায়—শরভ কথার মধ্যে (শং মঙ্গলং লভন্তে অস্মাৎ) মঙ্গললাভকারী এই অর্থও নিহিত আছে। সিংহ (দ্বৈতভান) দুঃখ দায়ক তাহাকে বিনষ্ট করে শরভ (মঙ্গলদায়ক অদ্বৈতভাব)। অষ্ট বসু ও যজ্ঞে অষ্টযূপ প্রসিদ্ধ আছে। ইহা ভিন্ন যোগ, বসু, শিবমূর্ত্তি, দিগ্‌গজ, সিদ্ধি, ব্রহ্মশ্রুতি, ব্যাকরণ, দিক্‌পাল, নাগ, কুলাচল এবং ঐশ্বর্য্য ইহাদের সকলেই অষ্টসংখ্যক

বলিয়া প্রসিদ্ধ। জ্যোতিষে অষ্টবর্গ গণনাও উল্লেখযোগ্য। সোনা, রূপা তামা, রাঙ্গ, সীসা, কান্তলোহা, মুণ্ডলোহা ও তীক্ষ্ণলোহা এই সব মিলিয়া হয় অষ্টলোহক। দেবতার অর্ঘ্য অষ্টাঙ্গ, জল, দুধ, কুশ, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, যব, সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ) মিলিত এই অর্ঘ্য দেবতার প্রিয়।

চতুর বন্দী বলেন—তোমাব কথা ঠিক নয়। নব সংখ্যারই প্রাধান্য। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া প্রধান সামিধেনী মন্ত্র ত্রিরাবৃত্তির ফলে নয়টিই। তিনটি গুণ প্রত্যেকে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া নয় সংখ্যা হয়, আবার উহা হইতে অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহ চলে। নয়টি অক্ষরেব চারিটি পাদে বেদের প্রসিদ্ধ বৃহতী নামক ছন্দ হয়। সংখ্যা মাত্র নয়টি, উহারাই নানাভাবে গণনার যোগ্য সকল সংখ্যাব মূল। ইহাকে যত বারই গুণিত কর না তাহার নবত্ব ধর্ম কখনও ত্যাগ করে না। শরীবে নয়টি দ্বার, নয়টি বর্ষ, নয়টি রস, নয়টি গ্রহ কে না জানে? পূজায় নবদুর্গা ও জ্যোতিষে নবনাড়ী চক্র প্রসিদ্ধ।

অষ্টাবক্র বলিলেন—দশটি দিক্, দশেবই দশগুণ সহস্র। মানুষের দেহে দশটি প্রজ্ঞা মাত্রা। শত সহস্র অযুত যত সংখ্যাই বল না সকলই দশের গুণ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শত দশেতি দাশতয্যাম্ ইত্যাদি বেদমন্ত্রে সেই দশেরই মহিমা কীর্ত্তিত। গর্ভবতী দশ মাসই গর্ভ ধারণ করে। বন্দী বলেন—তোমার কথা ঠিক হইল না, জীবের একাদশ ইন্দ্রিয় শব্দাদি একাদশ বিষয়ে নিযুক্ত, শুধু মর্ত্ত্যলোকে নয়, স্বর্গেও একাদশ রুদ্র প্রসিদ্ধ। অতএব এগার সংখ্যারই মহিমা অনেক। অষ্টাবক্র বলেন—তাহা নয়। বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ মাস, জগতীচ্ছন্দে দ্বাদশাক্ষরে একপাদ, প্রাকৃত যজ্ঞও দ্বাদশ প্রকার, দ্বাদশ আদিত্যের কথা কেই বা না শুনিয়াছে? অতএব এই দ্বাদশ সংখ্যারই প্রাধান্য।

বন্দী কিন্তু এই মত খণ্ডনের জন্য বলেন—আরে তিথির মধ্যে ত্রয়োদশী তিথিই প্রশস্ত, এই পৃথিবী ত্রয়োদশ দ্বীপবতী।

ত্রয়োদশী তিথি রুক্তা প্রশস্তা ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ। আর বলিতে পারিলেন না। শ্লোকের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়া অষ্টাবক্র বলিলেন, আরে বল না কেন—ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ॥ এই ভাবে মুখের কথা টানিয়া শ্লোকের অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করিয়া অষ্টাবক্র বন্দীকে বাক্‌যুদ্ধে সংখ্যামাত্রের সঙ্কেতে পরাজিত করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত বাদানুবাদেব মধ্যে সংখ্যাগুলির উল্লেখ বেদ বেদান্ত প্রথিত তত্ত্ব সমালোচনা। ইহার মধ্যে যে অসাধারণ দার্শনিক সমস্যা বিজড়িত আছে উহার ব্যূহ ভেদ করা খুবই শক্ত ব্যাপার। কর্ম্ম কাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ডের সমস্ত বিষয় এই কথার মধ্যে সংখ্যাদ্বারা সঙ্কেতিত। ত্রয়োদশী তিথি প্রশস্ত, ত্রয়োদশ দ্বীপ এই পৃথিবীতে আছে, আপাততঃ দৃষ্টিতে কথাগুলি তেমন কঠিন নয়। ইহার মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে বিচিত্র ব্যাপারের। যেমন বন্দীর কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ (মহাভারত টীকাকার) বলেন—ব্রহ্মলোকে যাহারা গমন করে তাহারাই জ্ঞান লাভ করে, আবার কেহ বলে সত্যযুগেই জ্ঞান হয়, কলিতে নয়, এরূপ মতবাদ ঠিক নয়। দেশ বা কালের অপেক্ষা করিয়া চিত্তশুদ্ধির কথা বলা উচিত নয়। উহা মানুষের চেষ্টায় হইয়া থাকে। বন্দীর বাক্যের উদ্দেশ্য এইরূপ। ত্রেতা, দ্বাপব বা কলি দোষযুক্ত কোন কালেই চিত্তশুদ্ধি, আত্মদর্শন নাই। ভূর্লোকাদি ছয়টি লোকে এবং সপ্ত পাতাল এই ত্রয়োদশ ভুবনে কোথাও তাহা নাই। একমাত্র সত্যযুগে সত্যলোকেই আত্মদর্শন আছে। অতএব সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী তিথিও আত্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রশস্ত নয়, আর ত্রয়োদশ ভুবন যজ্ঞ তপস্যা কোনটিই এমন কি আত্মচর্চ্চাও কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না।

শ্লোকের শেষাংশে অষ্টাবক্র বলেন—দশটি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই তেরটি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ যজ্ঞে প্রবৃত্ত। সঙ্গহীন স্বতন্ত্র আত্মাকেও এই বুদ্ধি প্রভৃতির যোগে মনে হয় যেন উহাদের সঙ্গে আসক্ত হইয়াছে। অতএব বুদ্ধি প্রভৃতির শোধন প্রয়োজন। এই বিষয়ে উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য হইতে পারে না। জ্ঞানকাণ্ডের উপদেশ শুনিলে বুঝা যায়, ইহকালেই এবং এই সংসারে থাকিয়াই মুক্তি লাভ করা যায়। ব্রহ্মলোক বা সত্যযুগের অপেক্ষা নাই। ধর্ম্মাদিদ্বাদশ ও স্বরূপ আচ্ছাদক অজ্ঞানের দোষ তেরটি অতিক্রম করিয়া গেলে বুদ্ধি প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়, তখন অদ্বৈত ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হয়। সেই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার নিমিত্তই আমি আসিয়াছি।

বন্দী ও অষ্টাবক্রের কথা চিন্তা করিলে বুঝা যায় সংখ্যাসমূহের নিজস্ব ধর্ম্মও স্বীকার্য। অঙ্কশাস্ত্রের মত জ্যোতিষ শাস্ত্রও সংখ্যার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের আবিষ্কার কিছু কিছু করিয়াছে। তাহাতেই এক শ্রেণীর লোক এই সংখ্যা সম্বন্ধে এবং তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে খুবই সজাগ। প্রথমে আমরা পাশ্চাত্য মতানুসারে বর্ণমালা ও তাহাদের আঙ্কিক ধর্ম্ম লইয়া একটু আলোচনা করিব। অনেকে ইহার মৌলিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ।

ইংরেজী বর্ণমালা একাদিক্রমে নয় সংখ্যায় বণ্টন করা হইয়াছে। যথা—

A	J	S	…	১
B	K	T	…	২
C	L	U	…	৩
D	M	V	…	৪
E	N	W	…	৫
F	O	X	…	৬
G	P	Y	…	৭
H	Q	Z	…	৮
I	R	…	…	৯

আবার ১ হইতে ৯ এর সৌভাগ্যাদি গুণধর্ম্ম প্রভৃতি যথাক্রমে বণ্টন করা হইয়াছে যথা—

এক সংখ্যা সাহস, প্রভুত্ব, চিন্তাশীলতা, স্বাধীন জীবন সূচনা করে। সাধারণতঃ এক অঙ্কের প্রভাবে সর্দ্দার, আবিষ্কারক, পর্যটক এবং মৌলিক প্রযত্নশীল করে। এই প্রভাব দেশ, গ্রাম, তিথি, বার, বৎসর, মাস বা যে কোনো নামের আঙ্কিক তরঙ্গে দেখা যায়। এই প্রকার অন্যান্য সংখ্যা সম্বন্ধেও। দুইএর প্রভাব কোমলতা, বন্ধুত্ব, শান্তিপ্রিয়তা। ইহার তরঙ্গে জন্ম হইলে প্রিয় ও প্রীতিধর্ম্মমগ্ন হয়। চাতুয, দয়া ও বিশ্বাস জীবনকে চালিত করে। ইহাদের নিন্দা করিলে বা অপছন্দ করিলে জীবন একান্ত দুর্বিসহ হইয়া যায়। স্বভাব শান্ত ও গৃহস্থালী সম্বন্ধে সজাগ।

তিন সংখ্যার তরঙ্গ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার তরঙ্গের মিশ্রণ বলা যায়। ইহার প্রভাবে বিচিত্র চরিত্র—হয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আর না হয় পাঁচজনের সঙ্গে দোদুল্যমান চিত্ততা। নানাদিকে সামর্থ্যের প্রকাশ—সহজলভ্য সফলতা—সাধারণ ভাবে সুখ। জীবনের স্বচ্ছন্দগতি এবং কোনো দুঃখে অভিভূত না হওয়া ইহার বিশেষত্ব।

চার সংখ্যার প্রভাব বর্ত্তমান জগতের হিসাবে বড ভাল নয়। উহাতে আর্থিক অনটন—একঘেয়ে কাজ—ক্ষুদ্র ব্যাপার এবং বহু পরিশ্রমে অল্প লাভপ্রভৃতি ইঙ্গিত করে। মাঝে মাঝে অসাফল্য, প্রেরণাহীন এবং অস্বচ্ছন্দজীবন বুঝায়।

পাঁচ সংখ্যা উৎসাহের উৎস। অবিলম্বিত বিচার চাতুর্য্য আবার বিচার বিহ্বলতা ও অস্থিরতা ইহাদ্বারা সূচিত হয়। প্রচুর যোগ্যতা প্রদর্শন ও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব কিন্তু এই তরঙ্গে দীর্ঘকাল একটি বিষয়ে লাগিয়া থাকা এবং বড় কিছু করা সম্ভব হয় না। অন্যান্য সংখ্যা-তরঙ্গের প্রভাবে ইহার পরিবর্ত্তন এবং লোভনীয় অনুভব দান করে।

ছয় সংখ্যা নির্ভরযোগ্য সরলতার পরিচায়ক। শান্তিপ্রিয় অথচ তাহার নীতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

সাত সংখ্যায় বুঝায় একাকী, সঙ্গীহীনতা এবং ভুল বুঝিবার ভাব। ইহার প্রভাবে সুন্দর উৎসাহ দেখা যায়, নম্রতা, কবিত্ব প্রভৃতি থাকিলেও লোকের কাছে তাহারা তেমন আগ্রহে গৃহীত হয় না। তাহাদের চারিত্রিক লজ্জার নিমিত্ত অতি অল্প লোকেই তাহাদিগকে বুঝিয়া উঠিতে পারে। অর্থ সম্বন্ধে এই সংখ্যা অসফল।

আট সংখ্যা বাস্তব জীবনে প্রাচুর্য্য, সফলতা ও সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করে রাষ্ট্রিক সেনাবিভাগ, বাণিজ্য বা সামাজিক বহু ব্যাপারের সূচনা ইহাতে আছে। তবে দুর্বলের উপর দলনের স্বভাবও দেখা যায়।

নয় সংখ্যা সফলতায় আটেরই মত কিন্তু এই সংখ্যার তরঙ্গ সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, সাহিত্য, নাটক ও কাব্য। খুবই অনুভূতির তীব্রতা এবং খুব শক্তিশালী তরঙ্গ এই নয় সংখ্যায়। ইহার প্রভাবে হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি হইতে পারে। এই সাধারণ নিয়ম ভিন্নও কতগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে করা যাইবে। কাহারও নাম বিচার করিতে হইলে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় তাহা দেখাইতেছি। যেমন রাম নামে R A M A এই কয়টি বর্ণের সংখ্যাতরঙ্গ R = ৯, A = ১, M = ৪, A = ১, এই চারি সংখ্যার যোগফল ৯ + ১ + ৪ + ১ = ১৫ এই পনর সংখ্যার দুইটি সংখ্যার যোগফল ৬, অতএব রাম এই নামের লোকের চরিত্র সম্বন্ধে আলোকপাত করিবে ৬ সংখ্যা। উহার তরঙ্গ দেখ। সরলতা নীতিপরায়ণতা ইত্যাদি লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা হউক বৈজ্ঞানিকগণ হয়তো উহার মধ্যে হঠাৎ কোনো কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সন্ধান না পাইয়া এরূপ রীতিকে একটা খামখেয়ালী বলিয়াই মনে করিবেন।

মানবদেহের ইন্দ্রিয়গুলিকে নানাভাবে গণনা দেখা যায়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়কে ধরিয়া দশ, মনকে লইয়া একাদশ!

মহাভারতের নানাস্থানে সংখ্যা করিয়া বস্তুর নির্দ্দেশ আছে আমরা এখন উহার কয়েকটি উল্লেখ করিব। মূর্খ ১৭ প্রকার যথা—(১) যে গায়ে পড়িয়া নিজের শিষ্য ভিন্ন অপরকে শিক্ষা দিতে যায়। (২) যে অল্পলাভেই খুসী হইয়া যায়। (৩) যে নিজের উপকারের আশায় হিংসাপরায়ণ শত্রুর কাছে প্রার্থনা করে। (৪) স্ত্রীলোকের উপকার করিয়া যে উপকৃত হইবার আশা করে। (৫) যাচ্ঞার অযোগ্য পাত্র ক্রুর কৃপণের সমীপে যে কিছু পাইবার জন্য প্রার্থনা করে। (৬) কিছু ভালকাজ করিয়া যে আত্মপ্রশংসা করে। (৭) ভাল ঘরে জন্মিয়াও যে অন্যায় কার্য্য করে। (৮) দুর্বল হইয়াও যে বলবানের সঙ্গে বিরোধিতা করে। (৯) অশ্রদ্ধালুকে যে উপদেশ করে। (১০) অপবিত্র অযোগ্য বস্তু যে প্রার্থনা করে। (১১) যে শ্বশুর হইয়াও পুত্রবধূর কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা লাঞ্ছনা হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রতীকার করে না। (১২) বধূর পিতা প্রভৃতির সাহায্য লাভ করিয়া যে বউমার কাছে সম্মানের দাবী করে। (১৩) পরের ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া যে ফলের আশা করে। (১৪) যে সাধ্বী পত্নীকে তিরস্কার করে। (১৫) যে কিছু পাইয়া উপকৃত হইলেও বলে তাইত মনে করিতে পারিতেছি না। (১৬) দান করিয়া যে অপরের নিকট বলিয়া বেড়ায়, এবং (১৭) যে দুষ্ট লোকের সমর্থন করে, ইহারা মূর্খ। (মঃ ভাঃ উঃ ৩৭)

সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে পাঁচটি শক্তি থাকা প্রয়োজন। প্রথম এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইল বাহুবল বা শরীরের সামর্থ্য। দ্বিতীয় মন্ত্রীবল, তৃতীয় ধনবল, চতুর্থ পিতৃপিতামহের আভিজাত্য বল, পঞ্চম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল হইল প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের বল। (মঃ ভাঃ উঃ ৩৮)

বিদ্যাশিক্ষার্থীর দোষ সাতটি যথা—(১) আলস্য। (২) মদমোহ (৩) চপলতা। (৪) দলে থাকা। (৫) উদ্ধত স্বভাব। (৬) অহঙ্কার। (৭) লুব্ধতা। বিদ্যার শত্রু তিনটি—(১) শিক্ষকের কথা না শুনা। (২) সব বিষয়ে তাড়াহুড়া। (৩) আত্মপ্রশংসা। (ঐ ৪০)

সনৎসুজাত বলেন—দ্বাদশটি গুণ, দ্বাদশটি দোষ এবং ত্রয়োদশ সংখ্যক নৃশংস। গুণের অধিকারী হইয়া দোষ ত্যাগ করিবে এবং নৃশংস হইবে না। গুণ—(১) ধর্ম, (২) সত্য, (৩) দম, (বহিরিন্দ্রিয় সংযম), (৪) তপস্যা (ক্লেশ সহিষ্ণুতা), (৫) অমৎসরতা (অহিংসা), (৬) লজ্জা, (৭) সহিষ্ণুতা, (৮) পরের দোষ না দেখা, (৯) পূজা, হোম, সেবা, (১০) দান, (১১) ধৈর্য্য, (১২) শাস্ত্রানুশীলন। দোষ—(১) ক্রোধ, (২) কাম, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৫) অতৃপ্তি, (৬) নিষ্ঠুরতা, (৭) পরের দোষ দেখা, (৮) নিজের উপর গুরুত্ব আরোপ করা, (৯) শোকাভিভূত হওয়া, (১০) লোভ, (১১) ঈর্ষা, (১২) পরনিন্দা। নৃশংস—(১) পরের দোষ দেখাইয়া নিজের গুণ প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত, (২) পরদার রত, (৩) আত্মাভিমানী, (৪) সর্ববিষয়ে কোপন স্বভাব, (৫) যাহার বন্ধুতার স্থিরতা নাই, (৬) সামর্থ্যসত্ত্বে যে রক্ষা করে না, (৭) ভোগলিপ্সু, (৮) ক্রমশঃ অধিকতর ক্রুদ্ধ, (৯) দান করিয়া যে অনুতাপ করে (১০) কৃপণ, (১১) নিপীড়নকারী, (১২) অপরের দুঃখে সুখী। (১৩) স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ। (ঐ ৪৩)

বিদ্যা চার ভাগে বিভক্ত। উহার পূর্ণতার নিমিত্ত (১) আচার্যের উপদেশ, (২) নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ, (৩) কালের প্রভাবে বুদ্ধির পরিপাক, (৪) সমপাঠীর সহিত বিচার প্রয়োজন। (ঐ ৪৪)

দ্বাদশ পুগ সহিত নদীর কথা সনৎসুজাতের প্রসঙ্গে দেখা যায়। পুগ শব্দের অর্থ 'সমূহ'। (১) চিত্তাদি পুগঃ (২) স্মরণাদি পুগঃ (৩) শ্রোত্রাদি

পূগঃ (৪) শ্রবণাদি পূগঃ (৫) বাগাদি পূগঃ (৬) বচনাদি পূগঃ (৭) শব্দাদি পূগঃ (৮) বিষয়াদি পূগঃ (৯) প্রাণাদি পূগঃ (১০) শ্বসনাদি পূগঃ (১১) সংস্কার পূগঃ (১২) স্বকৃতাদি পূগঃ। এতৈর্মহা পূগবরৈরবিদ্যা নদ্যামধশ্চোপরি চৈতি জীবঃ॥ অবিদ্যা নদীর মধ্যে ও উপরে মায়ামুগ্ধ জীব এই দ্বাদশ-পূগাভিভূত হইয়া বিচরণ করে। (ঐ ৪৬)

ভূমির গুণ বর্ণনায় সঞ্জয় বলেন, এই ধরণী গায়ত্রীরূপা। গায়ত্রী ত্রিপদা এবং চব্বিশ অক্ষর সমন্বিতা। এই ভূমি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণময়ী এবং চব্বিশটি তত্ত্ব লইয়া বর্ত্তমান। দুই প্রকার প্রাণী এক স্থাবর অপর জঙ্গম। জঙ্গমে ত্রিবিধ ভেদ যোনিজ, স্বেদজ জরায়ুজ। ইহাদের মধ্যে মানব ও পশু শ্রেষ্ঠ। সাত শ্রেণীর আরণ্য ও সাত শ্রেণীর গ্রাম্য পশু। গ্রাম্যগণের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, অরণ্যবাসীর মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। সকল জীবই জীবন ধারণের জন্য পরস্পর পরস্পরের উপর নানাবিষয়ে নির্ভর করে। উদ্ভিজ্জ পাঁচ প্রকার। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী ও তৃণ, পূর্ব্বোক্ত চতুর্দশ এবং উদ্ভিজ্জ পঞ্চ এবং মহাভূত পঞ্চকের সমষ্টি চতুর্বিংশতি সংখ্যা গায়ত্রীর উদ্দেশ করে। এইভাবে স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতে ব্যাপ্তরূপে যে গায়ত্রীকে জানে। তাহার আর ভয় নাই। (মৃঃ ভীঃ পঃ ৫)

ব্রহ্মলোক হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা সাতটি নামে প্রবাহিত। (১) বস্বোকসারা (মন্দাকিনী); (২) নলিনী, (৩) পবিত্র সরস্বতী, (৪) জম্বুনদী, (৫) সীতা, (৬) গঙ্গা ও (৭) সিন্ধু। ইহারা সপ্তগঙ্গা বলিয়া খ্যাত। (ঐ ৭)

মহাভারতে বিবিধ প্রসঙ্গে তত্ত্ব এবং বস্তু নির্দেশে সংখ্যার ব্যবহার করা হইয়াছে। এইগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বহু বিষয়ে নূতন আলোক পাত করা সম্ভব হয়। এখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের কয়েকটি সংখ্যা দর্শন করিব।

শ্রীভগবানের অবতার গণনায় 'জন্মগুহ্য' অধ্যায়ে দেখিতে পাই এক দুই করিয়া দ্বাবিংশতি সংখ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে কল্কি অবতার পর্য্যন্ত নাম করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে অবতার সংখ্যা গণনাতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সকল অবতারের সঙ্গে এক শ্রীকৃষ্ণেরই যে সম্বন্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বাশ্রয়, এই মূল সূত্রের সন্ধানও এখানেই আছে।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১।৩।২৮

মানুষের ক্রমহীয়মান বুদ্ধির অনুমান করিয়া সর্ব্বমানবের হিতকারী ভগবান ব্যাসদেব তাহার অন্তরে প্রকাশিত অনাদি বিজ্ঞান মহান্ সত্যের অভিন্ন স্বরূপ অখণ্ড বেদকে সাম, ঋক্, যজু এবং অথর্ব্ব এই চারিভাগে চাতুর্হোত্র যজ্ঞের উপযোগী করিয়া দিলেন এবং ইতিহাস ও পুরাণরূপে পঞ্চম-বেদ প্রকাশ করিলেন। ১।৪।২০

বৃষমূর্ত্তি ধর্ম্মের (১) তপ, (২) শৌচ, (৩) দয়া ও (৪) সত্য এই চারিটি পদ। (১) দ্যূতক্রীড়া, (২) পানাগার, (৩) বেশ্যাদ্বার ও (৪) পশুহত্যাস্থান এই চারিটি কলির থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ক্রমে সে সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। ১।১৭।৩৮

সহস্রশির মহাপুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন চিন্তা করা হয়। বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের নাভির ঊর্দ্ধে সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং নিম্নে সপ্তপাতাল। পরমেশ্বরকে ত্র্যধীশ বলা হইয়াছে। তিনি ত্রিলোকের এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের নিয়ন্তা।

ব্রহ্মা বলেন—দ্রব্য কর্ম্ম কাল স্বভাব জীব যাহাই বল সব কিছুই বাসুদেব। নিখিল বস্তুর পরমাশ্রয় সেই নারায়ণ ভিন্ন বেদ, দেবতা, চতুর্দ্দশ ভুবন, যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা, জ্ঞান, গতিমুক্তি কোনোটিরই অস্তিত্ব নাই। তিনি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা, তিনি অখিল জগতের আড়ালে কুটস্থ

হইয়া আছেন। নির্গুণ হইলেও তাঁহারই তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ইহা দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্যের সমাধান হয়। কার্য্য, (১) কারণ (২) কর্তৃত্ব (৩) দ্রব্য (মহাভূত) (১) ক্রিয়া (২) ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের দেবতা (৩) আশ্রয়ে নানা ভাবে মুক্ত পুরুষকেও ঐ মায়ায় আবদ্ধ করে। সৃজনাভিলাষী পুরুষের অধিষ্ঠানে ত্রিগুণের সাম্য পরিত্যাগে পরিণামে **মহৎ** তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই মহৎ হইতে তমঃ প্রধান সত্ত্বরজময় দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক ত্রিবিধ **অহংকার** উৎপন্ন হয়। (১) বৈকারিক (২) তৈজস ও (৩) তামস এই তিন রকম অহংকার। তামস অহংকার হইতে **আকাশ**। তাহার গুণ শব্দ। আকাশ হইতে শব্দস্পর্শ গুণময় **বাতাসের** সৃষ্টি। বাতাস হইতে শব্দস্পর্শরূপগুণযুক্ত **তেজ** বা অগ্নি সৃষ্টি! উহা ইহাতে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস যুক্ত **জলের** সৃষ্টি। এই জল হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধযুক্ত **ক্ষিতি** তত্ত্বের সৃষ্টি। বৈকারিক দশ দেবতা সৃষ্টি যথা (১) দিক্, (২) বাত, (৩) অর্ক, (৪) প্রচেতা, (৫) (৬) অশ্বিনী কুমার দুই, (৭) অগ্নি, (৮) ইন্দ্র, (৯) উপেন্দ্র, (১০) মিত্র। ইন্দ্রিয় দশটি—চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। এই সকল তত্ত্ব ও চতুর্দশভুবন পরমপুরুষের অবয়ব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? (ভাঃ ২।৫।)

ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, এবং সন্ন্যাস এই তিনটি আশ্রম ভগবানের তিন পাদ বিভূতি অমৃতময়। গার্হস্থ্য ত্রিলোকের অন্তর্গত একপাদ বিভূতি। (২।৬।১৯)

মৈত্রেয় বিদুর সংবাদে সৃষ্টির ক্রম ও সংখ্যা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১। মহৎ সৃষ্টি। ২। অহঙ্কার সৃষ্টি। ৩। পঞ্চ তন্মাত্র—দ্রব্য শক্তিযুক্ত এবং পঞ্চমহাভূতের কারণ। ৪। বৈকারিক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ এবং মন। ৫। অবিদ্যা—আবরণ বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত সৃষ্টি। ৬। স্থাবর সৃষ্টি মুখ্য। স্থাবর পুষ্পভিন্ন ফলদাতা বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্সার—বাঁশ

জাতীয় এবং বৃক্ষ পুষ্পদ্বারা ফলদাতা এই ছয় প্রকার। ৮। তির্য্যগ্‌যোনি সৃষ্টি—ইহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার, দ্বিশফ নয়, একশফ ছয়, পঞ্চনখ দ্বাদশ মকরাদি জলচর। কতগুলি জীব খেচর। ৯। রজোগুণ প্রধান মনুষ্য সৃষ্টি। প্রাকৃত সৃষ্টির পর বৈকৃত দেবসৃষ্টি আট রকম ১। দেবতা, ২। পিতৃ, ৩। অসুর, ৪। গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস, ৬। সিদ্ধচারণ বিদ্যাধর, ৭। ভূত প্রেত পিশাচ, ৮। কিন্নর কিংপুরুষ। ৩।১০।২৫

ভাগবত বলেন, পরমাণু সমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূল আকার ধারণ করে। প্রতিটি সামগ্রীর কারণ সূক্ষ্ম পরমাণু। স্থূল জগতের কারণ পরমাণুপুঞ্জ কোনো পরিমাণ অপ্রাপ্ত অবস্থায় স্বরূপে অবস্থিত যে কৈবল্য তাহাই পরম মহান্। সূর্য্য কিরণের পরমাণু অতিক্রম করিতে যেটুকু কাল উহার নাম পরমাণু কাল। উহার দ্বিগুণ অণু—অণুর তিনগুণ ত্রসরেণু—ত্রস রেণুর তিনগুণ ত্রুটি—একশত ত্রুটিতে বেধ—তিন বেধে এক লব—তিন লবে এক নিমেষ—তিন নিমেষে এক ক্ষণ—পাঁচক্ষণে এক কাষ্ঠা—পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু—পঞ্চদশ লঘুতে এক নাড়ী বা দণ্ড—দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত—ছয় কি সাত দণ্ডে এক প্রহর—চার প্রহর দিবা অথবা রাত্রি। আট প্রহরে এক দিবারাত্রি পূর্ণ হয়। পঞ্চদশ দিবসে এক পক্ষ। দুই পক্ষে এক মাস, পিতৃগণের একদিন। দুই মাসে এক ঋতু—ছয় মাসে এক অয়ন। দুই অয়নে এক বৎসরে দেবতাদের একদিন। (১) সম্বৎসর (২) পরিবৎসর (৩) ইদাবৎসর (৪) অনুবৎসর ও (৫) বৎসর ভেদে এই কালের পাঁচটি পৃথক্ নাম। কোন্ বৎসর কি জন্য পৃথক্ নামে কথিত হয় উহা জ্যোতিষী বুঝাইয়া দেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ পরিমাণ দিব্য দ্বাদশ সহস্র বর্ষ। মনুষ্য পরিমাণে উহার সংখ্যা ৪৩২০০০০ বৎসর। মানুষের পরিমাণে ১৭২৮০০০ বৎসর সত্যযুগ, এইরূপ ত্রেতা ১২৯৬০০০, দ্বাপর ৮৬৪০০০ এবং কলি ৪৩২০০০ বৎসর।

স্তুতিময় ভাগবত

দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মা বলেন—

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকানি পতন্ত্যসৎপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ॥

ভা ২।৬।৩৩

আমার অন্তরের নির্ম্মল উৎকণ্ঠায় হরিকে ধারণ করিয়াছি। ইহাতে আমার বাণী মিথ্যা হয় না। আমার মনের গতি মিথ্যা বিষয়ে যায় না। আমার ইন্দ্রিয়গণও অসৎপথে পতিত হয় না। সেই আমি আমার সবখানি তপস্যা ও জ্ঞানেও মায়াবী জগৎকারণ পরম পুরুষের মহিমা বুঝিতে পারি না। আমি ভগবানের মহিমা বর্ণনা 'ভাগবত' তোমাকে বলিলাম। তুমি উহা বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা কর।

এই উপদেশ আমাদের পাথেয় হউক।

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলী কুরু॥

বিপুলায়তন ভাগবতে স্তব পঁয়ত্রিশটির কম নয়। এই স্তবগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বেদান্ত রহস্যপূর্ণ ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় বেদস্তুতির মধ্যে (১০।৮৭)। কুন্তীকৃত স্তুতির মধ্যে মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুণ্য, শরণাগতি ও সহনশীলতার যে ধ্বনি অনুরণিত হইয়াছে উহা প্রাণীমাত্রের অন্তরকে স্পর্শ করে (১।৮।৩৬)। ভারত বিখ্যাত বীরাগ্রণী ভীষ্মদেবের ইচ্ছা-মৃত্যু-শয্যায় থাকিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনার বাণী উচ্চারিত হয় উহার প্রতিটি অক্ষর তেজগৌরব ছটায় চিরোজ্জ্বল। বীর-অন্তরেব প্রেমাভিনন্দন ভগবানের মহিমাকে যে মধুরতায় রূপায়িত করিয়াছে মুমূর্ষু জনমাত্রের উহা চিরস্মরণীয়। (১।৯।৩৯) জিতং জিতং তেঽজিত ইত্যাদি স্বরের মধ্য দিয়া ঋষিগণ

ভগবানের জগদাশ্রয় স্বরূপের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় (৩।১৩।৩৪)। গর্ভস্থ জীবের ভগবদুদ্দেশ্যে করুণ-বিলাপ মানব-মাত্রের প্রাণে তাহার একান্ত অসহায়তার কথা তীব্রভাবে জাগ্রত করাইয়া দেয় (৩।৩১।২১)।

দেবহূতিমাতা পুত্ররূপে আবির্ভূত কপিলদেবের সমীপে যে আকূতি নিবেদন করিয়াছেন উহার ফল হইয়াছে কপিলদেবের জ্ঞানকর্ম্ম সম্বলিত ভক্তিবিচার। কেমন করিয়া নির্গুণা ভক্তি লাভ করিয়াই মানুষ ধন্য হইতে পারে সে কথা হয়তো দেবহূতি মাতার প্রশ্ন না হইলে পরিস্ফুটরূপে পাওয়া যাইত না। সাধুসঙ্গ ভক্তির মূল একথা কপিল ও দেবহূতির কথা হইতেই জানিতে পারা যায় (৩।৩৩।৬)।

নন্দা অলকানন্দার সলিল সেবিত সুবিখ্যাত অলকাপুরীর সৌগন্ধিক রসের মাধুর্য্য হইতেও অধিকর মোহনীয় কৈলাস পুরীতে সমবস্থিত শঙ্করের স্তুতিতে ব্রহ্মা দক্ষের শিবহীন যজ্ঞের দোষ ক্ষালন করিয়াছেন। এই স্তবে শিবমহিমা কীর্ত্তিত এবং যজ্ঞে তাঁহার অংশাধিকার নিরূপিত হইয়াছে। দক্ষের প্রতি অনুগ্রহ হইল—পুনরায় অসমাপ্ত যজ্ঞের পরিসমাপ্তির জন্য ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়া গেল। যজমান ও পুরোহিত বীরভদ্রের আবির্ভাবে যাঁহাদের অঙ্গহানি হইয়াছিল তাঁহারা পূর্ণাঙ্গ হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন স্তোত্রময় গরুড় বাহনে অষ্টভুজ শ্রীভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দক্ষ প্রজাপতি ঋত্বিক্, সদস্য, শঙ্কর, ভৃগু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, পত্নীগণ ও ঋষিগণ সকলেই স্ব স্ব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথক্ কণ্ঠে সমুচ্চারিত হইলেও যজ্ঞপুরুষ—যজ্ঞেশ্বর—যজ্ঞসম্ভব—যজ্ঞভাবন শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণনায় তাঁহাদের সমপ্রাণতার সুস্পষ্ট সুর শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। (৪।৭।৩৫)

পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালক উত্তানপাদ-নৃপ-তনয়। কঠোর তপস্যায় প্রীত ভগবান যমুনার তীরে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। তখন আনন্দবিহ্বল ধ্রুবের কণ্ঠে ভগবানের গুণকীর্ত্তনে অন্তরের দেবতারূপে—বাণীর প্রবোধক স্বরূপে ভগবানের যে মহিমা প্রকাশিত উহা অনবদ্য ভক্তির মাধুরীতে রসপরিপূরিত। (৪।৯।১০)

স্তোত্রময় ভাগবতে ভগবানের অবতার স্বরূপে পরিপূজিত পৃথিবীর আদিরাজ পৃথুর মহিমা কীর্ত্তনে প্রজার ও রাজার এক মিলনসূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল সুদূর অতীতে ভারতভূমিতে। উহা শাসক ও শাসিতের ভেদ দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। (৪।১৬।১৯) দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত শরণাগত জনগণের অভাব দূর করিবার জন্য রাজশক্তি কি ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার আদর্শ পৃথুচরিত্র। সর্ব্বকামদুঘা বসুমতীর বুক হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প পৃথুর মহিমায় মূক-ধরণী তাঁহার প্রশংসায় মুখরা হইয়াছিলেন। পৃথিবীর দোহনে পৃথুর বীরত্ব বিঘোষিত। (৪।১৭) পৃথু জনগণের সময়ানুরূপ ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আবির্ভূত। "ভবান্ পরিত্রাতুমিহাবতীর্ণো ধর্ম্মং জনানাং সময়ানুরূপং।" (৪।১৯।৩৭) ভবকৃত সঙ্কর্ষণস্তোত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ অনন্তের মহিমা খ্যাপন। উহাতে দেখা যায়, নিখিল বিশ্বের কর্ত্তৃত্বাভিমানীগণ অধোক্ষজ ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে স্তব করেন। হংসগুহ্য স্তোত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিখিল সৃষ্ট পদার্থের মূল কারণ ব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ সেই একতত্ত্ব কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ সর্ব্বকারক।

যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ যদ্‌যো যথাকুরুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্‌প্রসিদ্ধং তদ্‌ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্ ॥ ৬।৪।৩০

বৃত্রাসুরের বধের জন্য দেবতারা মিলিত কণ্ঠে পরমপুরুষের উপস্থান

করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ দর্শনে দেববৃন্দের অন্তর আনন্দরসে পূর্ণ। তাঁহারা অপূর্ব্ব আবেশপূর্ণ গদ্যাত্মক বাণীতে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন—অস্মাকং তাবকানাং তব নতানাং তত ততামহ তব চরণ নলিনযুগল ধ্যানানুবদ্ধ হৃদয় নিগড়ানাং স্বলিঙ্গবিবরণেনাত্মসাৎ কৃতানামনুকম্পানুরঞ্জিত বিশদরুচির শিশির স্মিতাবলোকেন বিগলিত মধুর সুখরসামৃতকলয়া চান্তস্তাপমনঘার্হসি শময়িতুম্। ৬।৯।৪০

আমরা তোমার। তোমাকে প্রণাম করিতেছি। কোমল যুগল চরণ ধ্যানে আমাদের চিত্ত নিবদ্ধ। তোমার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ কর। অনুগ্রহে অভিষিক্ত কর। মধুর হাস্যযুক্ত দৃষ্টিদ্বারা জ্যোৎস্নাবিকীরণ কর। তোমার বাক্যের অমৃতধারায় আমাদের অন্তরের তাপ নিবৃত্ত কর।

ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃ-পুরুষগণ, দেবগণ, নাগগণ, চারণ, বৈতালিক সকলেই স্তব করিয়াছেন। দানবের বিনাশে কৃতজ্ঞতা স্বীকারই এই স্তবের প্রতিপাদ্য বিষয়। (৭।৮) প্রহ্লাদের স্তবটি কিন্তু সাধক জীবনের নির্ম্মল সম্বেদন, স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমুচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি। দেবতার আরাধনা কেমন করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তের জীবনকে সমলঙ্কৃত করে সে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন দেবতা, প্রার্থী নয়। প্রার্থনা করা মানুষের স্বভাব। স্বাভাবিক প্রার্থনা পূরণ করেন দেবতা। দানবকুলে জন্ম বলিয়া নিজের অযোগ্যতার কথা বিশেষ করিয়াই বলা হইয়াছে। দেবতা মানুষের সঙ্গে যুগে যুগে অবতার বিলাসের মধ্য দিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন উহা তিনি মুক্ত কণ্ঠেই বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে দিকে দিকে আকৃষ্ট, হর্ষশোকে বিক্ষুব্ধমন, মানুষ যে কত অসহায় তাহা প্রহ্লাদের বাক্যে স্ফুট হইয়াছে। ৭।৯

গজেন্দ্র নিরুপায় হইয়া দেবতার স্তব আরম্ভ করিলেন। পশুযোনিতেও তাহার পূর্ব্ব সংস্কার অক্ষুণ্ণ আছে। সে বুঝিয়াছে পরমপুরুষোত্তম ভগবান্। দেবতা, অসুর, মর্ত্ত্য, পুরুষ, স্ত্রী, ক্লীব, তির্য্যক্, জন্তু, গুণ, কর্ম্ম, সৎ বা অসৎ কিছুই নয়। যত নিষেধ আছে তাহার পরে অশেষ স্বরূপ তিনি। তাঁহার নিরভিমানিতা ও ভগবানের নির্লেপ স্বরূপের মহিমা-কীর্ত্তন ভগবানকে আকর্ষণ করিয়াছে। ৮।৫

অসুরগণের পরাক্রমে দেবতার দল অভিভূত। তাঁহারা ব্রহ্মার শরণাগত। ব্রহ্মা দেবতাগণকে লইয়া স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন 'হে বরেণ্য দেবতা! তুমি মনোবাক্যের অতীত। বিশ্বের রূপে তুমি অভিব্যক্ত। বৃক্ষের শাখাপল্লবকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে তাহার মূলে যেমন জলসেচনের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সকলের সন্তোষের নিমিত্ত এমন কি নিজেরও মঙ্গলের নিমিত্ত পরমকারণ তোমার আরাধনা কর্ত্তব্য'। ৮।৫

সমুদ্র মন্থনে অমৃত না উঠিয়া বিষ উঠিয়াছে। দেবতাগণ বিপন্ন। শঙ্কর ভিন্ন তাঁহাদের এ বিপদে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। শঙ্করকে তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মরূপে দেখেন। স্তুতির তাৎপর্য্য স্বরূপ কথন। এই আলোচ্য স্তবে উহা সুন্দর বুঝিতে পারা যায়। ৮।৭

বামন দেবের আবির্ভাবের জন্য মুনি কশ্যপ অদিতিকে পয়োব্রতের উপদেশ করিয়াছেন। ব্রতের ফলে নির্ম্মল প্রাণ অদিতি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্যা হইয়াছেন। গর্ভে ভগবান। ব্রহ্মা আসিয়াছেন। গর্ভস্থ ভগবানকে অভিনন্দন জানাইয়া অনন্ত শক্তি পরম দেবতাই যে একমাত্র অবলম্বন উহা বলিয়া গেলেন। ৮।১৭

ইহার পর দেখিতে পাই কংসের কারাগারে দেবকী। ভগবান তাঁহার গর্ভে। দেবতাগণ গর্ভস্থ ভগবানকে স্তব করিয়া দেবকীকে সান্ত্বনা

দেন। তাঁহারা জানেন, কোন নাম ও গুণের দ্বারা ভগবান্ নিরূপণীয় নন। তিনি সত্যস্বরূপ। সত্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা, সত্যই তাঁর বিস্তার। জগতের মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহার ও তাঁহার ভক্তগণের আগমন। ১০।২

কারাগারে ভগবানের আবির্ভাব হইল। বসুদেব ভগবানের রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বুঝিলেন, তাঁহাদের বিপদ মুক্তির নিমিত্তই ভগবান আসিয়াছেন। দেবকী খোলাভাবেই বলিয়া দিলেন, রূপংচেদং, পৌরষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাং সদৃশাম্ কৃষীষ্ঠাঃ, এই ধ্যানগম্যরূপ আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর করিও না। ১০।৩

বৎসচারী নন্দনন্দন গোপাল কৃষ্ণের সঙ্গীগণকে হরণ করিয়া ব্রহ্মা অপরাধী হইয়াছেন। তিনি রাখাল বালক স্বরূপের কাছে অজ্ঞতাহেতু মোহিত হইয়াছেন। তাঁহাতে দেখিতে পাই, তিনি পশুপাঙ্গজরূপে বনফুল মালাশোভিত ময়ুরপুচ্ছ বিভূষণ, বেণুবাদনপরায়ণ, উচ্ছিষ্ট হস্তে খাদ্য বহনকারী জলদকান্তি পীতাম্বর কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া শিশুর মত ক্ষমা চাহিয়াছেন। তিনি বলেন "মায়ের গর্ভে থাকিয়া সন্তান যে মাকে পদাঘাত করে মাতা সন্তানের সেই অপরাধ বিচার করেন কি? বিশ্বে আছে বা নাই বলিয়া যাহা ব্যবহার করি উহা সকলই যে তোমার কুক্ষিগত। আমিও কুক্ষিগত। অজ্ঞ বলিয়া তোমার মহিমা জানিনা, যাহারা জানে বলিয়া অভিমান করে তাহারা জানুক। আমি বুঝিয়াছি, তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন অন্বেষণ করিলেও তোমাকে বুঝা যায় না। আমার ব্রহ্মার জন্ম হইতেও তোমার কৃপাভিষিক্ত ব্রজবাসীর জীবন ধন্য। এখানে তোমার চরণধূলিতে অভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য যে কোন জন্মকে আমি মহাভাগ্য বলিয়া মনে করি। ১০।১৪

কালিয় দমনের পর নাগপত্নীগণের স্তুতি—এই স্তুতি প্রথমটা কালিয়ের অপরাধ স্বীকারোক্তি। দ্বিতীয়তঃ কৃতজ্ঞতা। তৃতীয়তঃ শরণাগতি।

চতুর্থতঃ ক্ষমা প্রার্থনা। কালিয়ের ন্যায় ক্রুর প্রকৃতির জীব কিরূপে শিরোদেশে শ্রীলক্ষ্মী সংলালিত চরণ যুগল সংস্পর্শলাভ করিল, ইহা চিন্তার বিষয়। পত্নীগণ উহার কারণ অন্বেষণ করিয়া বলিলেন—

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ ॥

নিরভিমানীতাই এই সৌভাগ্যের ভূমি। সকল প্রাণীর প্রতি দয়াই ইহার সাধন। সর্ব্বজীবাত্মক ভগবান তাহাতেই সন্তুষ্ট হন।

কালিয়ের স্তুতি ক্ষুদ্র হইলেও যুক্তিপূর্ণ। সে বলে আমরা জন্ম হইতেই খলপ্রকৃতি। আমাদের জাতির স্বভাব ক্রোধ। তোমার মায়ায় আমরা অভিভূত। উহা ত্যাগ করিতে পারি না। তোমারই দেওয়া দোষের জন্য আমাকে অপরাধী করিতে পার না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ যাহা খুসী কর। স্বপক্ষ সমর্থনে আমি কিছু বলিব না। (১০।১৬)

গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের কোপ হইতে কৃষ্ণ গোপগণকে রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রের পূজাও হইল না। গোপগণের শাস্তিও হইল না। শুধু অপরাধী হইলেন ইন্দ্র। জগতের কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার অভিমানই এই দোষের কারণ। ঐশ্বর্য্য মত্ততা কাহাকে না ভুলপথে চালনা করে, ইন্দ্রও সেইরূপ ভ্রমাবর্ত্তে পড়িয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, পরমেশ্বরের সমীপে অহঙ্কার থাকে না। জীবের মোহান্ধকার দূর করিতে সমর্থ গুরু পরমেশ্বর ভিন্ন আর গতি নাই। (১০।২৭)

কেশী বধের পর দেবর্ষি নারদের স্তব ভগবানের ভবিষ্যৎ কার্যসূচী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (১০।৩৭)

মথুরার পথে ব্রহ্মহ্রদে অক্রুর ডুব দিয়াছেন। ব্রহ্মহ্রদ বুঝি বা ব্রহ্ম ভাবই হইবে। অক্রুর দেখেন শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈদিক, তান্ত্রিক,

যাজ্ঞিক, মান্ত্রিক সকলেই এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করেন। তিনি দেখেন ভগবানের কোন মূর্ত্তির বিরোধ নাই। এক মূর্ত্তি এবং বহুমূর্ত্তির উপাসনা, জ্ঞানী, কর্ম্মী বা যাজ্ঞিকের সাধনা সমুদ্রগামী বিভিন্ন নদীর গতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। (১০।৪০)

রাজা মুচুকুন্দ পর্ব্বতগুহায় শুইয়াছিলেন। অনুসরণকারী কালযবন-শত্রুকে কৃষ্ণ সেই স্থানে হইয়া আসিলেন। মুচুকুন্দ জাগিয়া উঠিতেই তাহার রোষানলে শত্রু ভস্মীভূত হইল। কৃষ্ণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভগবানের দর্শনে কৃতজ্ঞ রাজা বলেন—আমি না চাহিতেই তুমি দয়া করিয়া দেখা দিয়াছ। আমি সাধনার যোগ্য মানুষের শরীরে জন্ম বিষয় ভোগেই কাটাইয়া দিয়াছি। পুরুষ নারীকে প্রলুব্ধ করে। নারী পুরুষকে বিমুগ্ধ করে। পরস্পর বঞ্চনায় জীবন অতিবাহিত হয়। তোমার প্রেম যাহারা অন্তরে বহন করেন, তাঁহাদের সঙ্গ প্রভাবে তোমার প্রতি মন লাগে। রাজার কথায় বিষয়ভোগের তিক্ততা ও দোষের রহস্য ধ্বনিত হইয়াছে। (১০।৫১)

ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় মুনিগণ আসিয়াছেন। তাঁহারা লোক সংগ্রহের নিমিত্ত ভগবানের মানুষ ভাবে সাধুগণের মর্য্যাদা রক্ষাদি, বিনয়নম্র বচনাদি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—তোমার মায়া যবনিকায় আচ্ছন্ন-বুদ্ধি মানব কেমন করিয়া তোমার নরলীলায় দেবলীলা অনুভব করিবে। (১০।৮৪)

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ছন্দ গৌরবে অতুলনীয়, বেদান্ত নিরূপণে নির্ম্মল ভাস্কর, উপাসনার সন্ধানে সিদ্ধমন্ত্র রূপ, সকল সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ, বেদার্থ প্রকাশক শ্রুতিগণের স্তবকে ভাগবত মন্দিরে শিরোদেশের মঙ্গল অমৃত কলস বলা যায়। অল্পাক্ষরে উহার তাৎপর্য্য নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ যে বিচার মল্লতা প্রদর্শন করিয়াছেন

এরূপ আর কোন পুরাণের কোনও অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হইয়াছে বলিয়া জানি না। মহাভারতের সনৎসুজাতীয় এই প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য। ঈশ্বর, জীব, মায়া, ভক্তি, জ্ঞান, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের বিচার্য্য বিষয়গুলি অতি নিপুণতার সহিত এই বেদস্তুতির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অকুণ্ঠ হৃদয়ে বলা যায়—এই স্তব অবগত হইলে বেদান্ত বিচারে কোন সন্দেহ থাকে না। (১০।৮৭)

দ্বাদশ স্কন্ধে মার্কণ্ডেয় মুনিপ্রবর কালমূর্ত্তি শ্রীভগবানের যে স্তব করিয়াছেন উহাতে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ সর্ব্ববিষয় এবং সর্ব্ববাদের আশ্রয় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ভাগবতে প্রতিটি স্তব এক একটি বিশিষ্ট বিষয়ের সূচনা করিয়াছে।

ভাগবতের গীত

প্রাচীন কালে গীত শব্দের তাৎপর্য্য কি ছিল বর্ত্তমানে আমরা তাহা বুঝি নাই। ভগবদ্গীতার ন্যায় মহাভারতে গীতা আছে। ভাগবতেও অনুরূপ নয়টি গীত বা গীতা আছে। তবে বিলাপের সুরে আকুল ভাবে কিছু বলিবার নামই গীত বা গীতা? অধ্যাত্ম রামায়ণে রামগীতা, অশ্বমেধ পর্ব্বে ব্রাহ্মণ গীতা, অনুগীতা, দেবী ভাগবতে ভগবতী গীতা, শিবগীতা প্রভৃতির তাৎপর্য্য কি? গীত লক্ষণে দেখিতে পাই—ধাতুমাতু সমাযুক্তং গীতমিত্যুচতে বুধৈঃ। অর্থাৎ নাদাত্মক অক্ষর সমষ্টির নাম গীত। সেই গীত গাত্র ও যন্ত্র ভেদে দ্বিবিধ। এতদ্ভিন্ন নিবদ্ধ অনিবদ্ধ ভেদেও দুই প্রকার। বর্ণাদি বিনা গীত অনিবদ্ধ। তাল, মান, রসযুক্ত নানারূপ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইলে উহাকে গীত বলা হয়। গীত সামবেদ হইতে উদ্ভূত। উহাও স্তবমূলক। দেবতার মহিমাসূচক গীত বার বার আবৃত্তি ও জপেরও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয় পরমাকুলতাই সঙ্গীতের জন্মভূমি।

শ্রীরুদ্র গীত—নমস্কার বাক্য লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। উহাতে পরম দেবতার স্বরূপ নির্ণয় হইয়াছে। সাকার ভগবানের রূপ বর্ণনা আছে। শঙ্কর তাহার উদার বাক্যে যোগ্য ভক্ত-সঙ্গের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ সঙ্গি সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

স্বর্গ ও মোক্ষ সুখও ভগবানের প্রিয়-ভক্ত-সঙ্গসুখের সমীপে অতি তুচ্ছ। দেবতার মহামহিমা বর্ণনা করিয়া তিনি উহার ফলশ্রুতি বলেন।

য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্গীতং ভগবৎস্তবম্।
অধীয়ানো দুবারাধং হরিমারাধয়ত্যসৌ॥
বিন্দতে পুরুষোঽমুষ্মাদ্ যদ্ যদিচ্ছত্যসংত্বরন্।
মদ্গীত গীতাৎ সুপ্রীতাচ্ছ্রেয়সামেকবল্লভাৎ॥

এই গীত ভগবানের স্তব। ইহা পাঠ করিলে হরির আরাধনা হয়। আমার গীতের উচ্চারণে সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবান্ প্রীতি লাভ করেন। ইহা হইতে যাহা ইচ্ছা সকলই লাভ করা সম্ভব। (৪।২৪)

ভারতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ঋষি বলেন এখানকার পর্ব্বত নদীও পুণ্য স্মৃতি বহন করিয়া অধিবাসিগণের অন্তর পবিত্রতায় পূর্ণ করিয়া দেয়। এখানে মহাপুরুষ পুরুষ প্রসঙ্গে অর্থাৎ ভগবানের ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া মানুষ সর্ব্বজীবময় ভগবানকে চিনিয়া বাক্যমনের অগোচর সেই পরমাত্মা বাসুদেবে সর্ব্ব উপাধি নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল ভক্তি লাভ করতঃ ধন্য হয়। এই ভক্তিই অপবর্গ। দেবতারা গান করেন—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্মলব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহাহি নঃ॥

যাহারা পুণ্যময় ভারতের অঙ্গনে জন্ম লাভ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি

স্বয়ং ভগবান্ প্রসন্ন। দেবতা হইলেও আমরা এই সাধনার জীবন প্রার্থনা করি। ধন্য ভারতী।

শ্রীভগবান প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণে অকুণ্ঠ হৃদয়। যাহাতে প্রার্থীর আর কোনদিন প্রার্থনা করিবার কিছু না থাকে, এমন কি, ইচ্ছারও উদয় না হয়--ভগবান্ এরূপভাবে তাঁহার চরণ পল্লব দ্বারা ইচ্ছার কোটরটিকে আচ্ছাদিত করিয়া দেন। ইহা হইতে আর পরম উপকার কি হইতে পারে?—

সত্যং দিশত্যর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎপুনরর্থিতা যতঃ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৫।১৯।২৭

(১) রুদ্র গীত, (২) দেবগীত, (৩) বেণুগীত, (৪) গোপীগীত (৫) যুগ্মগীত, (৬) ভ্রমর গীত, (৭) ভিক্ষুগীত, (৮) ঐলগীত এবং (৯) ভূমিগীত, ভাগবতোক্ত এই গীতগুলির মধ্যে গোপীগীত ও ভ্রমরগীত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। রুদ্রগীত ও ভিক্ষুগীত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মহিমায়।

রাখাল সখা কৃষ্ণ ব্রজের অবিদূরে গোচরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহাতেই মহাভাববতী গোপীর অন্তর ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে। দিনের কথা সবগুলি একে একে স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিতেছে বিরহের তীব্রতার মধ্যদিয়া। এই অবস্থায় গোপীগণের গীতের ধ্বনি। শরতের স্নিগ্ধ শোভাময় বনের মাধুরী কৃষ্ণকে বেণুগীতের প্রযোজনা দান করিয়াছিল একদিন। বনশোভায় মুগ্ধ মোহনের বেণুগান স্থাবর জঙ্গম পশুপক্ষী সর্ব্বভূতের মনোহরণ করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া প্রেম প্রাথর্য্য গোপন করিতে অসমর্থা গোপী উচ্ছ্বসিত আবেগে গৃহরুদ্ধ জীবনের দৈন্য নিবেদন করিয়াছিলেন বেণুগীতের মধুধারায়। তাহারা প্রেমের ছোঁয়ায় বৃন্দাবনের পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা, নদীর জল, এমন কি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে

প্রাণবান বলিয়া দেখিয়াছেন। তাহারা সকলেই কৃষ্ণসেবার সুযোগ পাইয়াছে। ব্রজের মাটি, শূন্যপথে মেঘমালা, কেহ প্রিয়তমের সেবা বঞ্চিত নয়। শুধু বঞ্চিত হইল ব্রজবালা—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো যদ্ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবসকন্দর-
কন্দমূলৈঃ ॥ ১০।১৯।১৮

বিরহাতুরা গোপীগণ যমুনাতীরে সমবেতভাবে রাসমণ্ডল হইতে সহসা অন্তর্হিত কৃষ্ণের পুনরাগমন আকাঙ্ক্ষায় গানের সুরে আত্মনিবেদন করেন। এই গোপীগীতের ভাষা ভাব ও ধ্বনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকে পরাজিত করিয়াছে। ইহাতে যে গতিবেগ, প্রাণের সজীব রস সম্বেদন, অনবদ্য অবিচ্ছিন্ন আকুল ক্রন্দনের রোল অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে, উহা পাষাণেও স্পন্দন জাগাইতে সমর্থ। তাঁহারা গাহিয়াছেন—

তব কথামৃতং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদাজনাঃ ॥

সকল জ্বালার উপশমকারী জীবন রক্ষার মহৌষধি ভগবানের কথামৃত। সাধুগণ উহাকে সর্ব্ববিধ পাপ দূর করিতে সমর্থ বলিয়া প্রশংসা করেন। যাহারা শ্রবণ-মঙ্গল সর্ব্ব সৌভাগ্যের মূল এই কথা গান করেন তাহারা শ্রেষ্ঠ দাতা। গানের মাধুরীতে আকৃষ্ট গোবিন্দ তাহাদের সমীপে ধরা দিয়াছেন। ভাগবতের পাঠক মাত্র তাহা অবগত আছেন। (১০।৩০)

যুগল গীতে দ্বাদশ যুগল অর্থাৎ চব্বিশটি শ্লোক। উহাতে ভগবানের দিনচর্য্যা, বিলাস ও মাধুরীর আস্বাদন। অদর্শন উৎকণ্ঠায় প্রতিটি শ্লোকে প্রাণের আর্ত্তির ভাব নিগূঢ় প্রেম-সম্বেদন ধ্বনিত। গোপীগণ সারাদিন আকুলিতান্তরে সন্ধ্যার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। গোধূলি ধূসরিত বদন, প্রেম ঘূর্ণিত লোচন, প্রিয় বান্ধবগণের মানবর্দ্ধনকারী সুন্দর বনমালী মকর

কুণ্ডল নাচাইয়া প্রফুল্ল বদনে মদমত্ত গজেন্দ্র-গমনে চন্দ্রোদয়ের আনন্দ দানে ব্রজ জনগণের ও গোগণের দিনের তাপ দূর করিয়া ব্রজে আগমন করেন। বর্ণনা নৈপুণ্যে প্রতিটি যুগল শ্লোক স্বতন্ত্র কাব্যখণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মদবিঘূর্ণিত লোচন ঈষন্মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনোমৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডল লক্ষ্ম্যা॥
যদুপতিদ্বিবদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্॥

১০।৩৫।২৫

মহাভাববতী গোপীর মিলন ও বিরহে বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব হয়। মোহন নামক মহাভাবে রসশাস্ত্রে বর্ণিত জল্প, প্রজল্প প্রভৃতি চিত্র জল্পের অভিনব উক্তি সমূহ শোনা যায়। ভাগবত রস কত ধারায় প্রবাহিত হইয়া চমৎকৃতি উৎপাদন করিতে পারে তাহা এই ভাব বিধুরা গোপীর সঙ্গীতে অন্বেষণীয়। রাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিরহে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উহার বর্ণনা আছে।

"উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥" ১০।৪৭

গোপী আবাল্য নিরুপাধি প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আত্ম-নিবেদন করিয়াছে। কৃষ্ণ প্রেমভঙ্গ করিয়া মথুরায় গিয়াছে।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর
ভাঙ্গিলে যে দুঃখপূর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।

গোপী প্রেম বিহ্বল। উদ্ধব আসিয়াছেন, তিনি সান্ত্বনা দিবেন, উপদেশ দিবেন গোপীকে। গোপী যোগী জ্ঞানী নয় যে উপদেশে ব্রহ্ম,

আত্মা, ভগবান বুঝিবে—শান্ত হইবে। হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম মহাভাব, সেই মহা ভাবময়ী শ্রীরাধা ভাবনা করিতেছেন—কৃষ্ণ মথুরায় নাগরীর সঙ্গে আনন্দে আছে, আর আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছে কালো ভ্রমরকে। উদ্ধব যে সত্যই কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কাছে আসিয়া মহাভাববতীর ভাব তরঙ্গ লক্ষ্য করিতেছেন সেই দিকে মোটে দৃষ্টি নাই।

কালো মধুকর ভ্রমর গুন গুন করিতে করিতে রাধার কমল চরণের গন্ধে বার বার কাছে কাছে আসিতেছে। শ্রীরাধা চরণপদ্ম সরাইয়া লইয়া অভিমানের স্বরে চিত্রজল্প বাক্য বলিতেছেন।

ধূর্ত্তের বন্ধু মধুকর ধূর্ত্ত। আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না। তোমার মুখে মাখা ঐ কুমকুম চিহ্ন কোথা হইতে আসিল? কৃষ্ণের বনমালা হইতে? বনমালার ফুলে কুম্‌কুম লাগিয়াছে কেমন করিয়া? বুঝিয়াছি, বলিতে হইবে না। মধুপতি এখন মথুরাস্থিত আমাদের প্রতিস্পর্দ্ধিনী নায়িকার সঙ্গে বিহার করেন। তাহাদের বক্ষস্থিত কুম্‌কুমই বনমালায় লাগিয়াছিল। বেশ উনি যেখানে আনন্দে থাকেন থাকুন। তুমি আর আমাদের কাছে কেন? স্বভাব পরিজ্ঞাত হইলে যাদবগণ তাহাদের সভায় তোমার বন্ধুটিকে আর আদর করিবে না। তুমি যেমন একটি ফুলের মধু গ্রহণ করিয়া অন্যত্র যাও তোমাকে যিনি দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন তিনিও সেইরূপ। আমাদিগকে একবার মাত্র অধরসুধা স্বাদ দিয়া পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন। লক্ষ্মীর মত বিচক্ষণাও কৃষ্ণের বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়াই তাহার পাদসেবা করে। আমরা আর তাহার বাক্যে আকৃষ্ট হইব না। কৃষ্ণ আমাদের পুরাতন বন্ধু। তাহার কথা নতুন করিয়া আর কি বলিবে মধুকর? যাহারা এখন নতুন করিয়া কৃষ্ণপ্রীতি আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদের কাছে গিয়া কৃষ্ণ-কথা বল।

তাহারা তোমাকে পুরস্কার দিবে। ভ্রমর তুমি কি বলিতে চাও, কৃষ্ণ আমাকে প্রার্থনা করেন, সেইজন্য তোমাকে দূত পাঠাইয়াছেন। আরে সে কথা বলিলে কি আমি বিশ্বাস করিব? স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কেহই তাঁহার কাছে দুর্লভ নয়। শ্রীলক্ষ্মীও তাহার পদধূলির সেবা করেন। আমরা কি আর তাঁহার যোগ্য? যাহারা তাঁহাকে উত্তমশ্লোক বলে বলুক। ভ্রমর তুমি আমার পদে নমস্কার করিতেছ কেন? কৃষ্ণের কাছে শিক্ষা পাইয়া তুমি অনুনয় বিনয়ে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু দেখ যাঁহার জন্য আত্মীয় বান্ধব সকলই ত্যাগ করিলাম সে এভাবে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল। এখন আর তাঁহার সঙ্গে কিভাবে সন্ধি হইতে পারে? রামাবতারে বালীকে বধ করিয়া নৃশংসতার বেশ পরিচয় দিয়াছে, স্ত্রী বশীভূত হইয়া শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়াছে, বামনরূপে দৈত্যরাজ বলির সর্ব্বস্ব লইয়াও তাহাকে বন্ধন করিয়া তাঁহার সকল সদ্গুণের পরিচয় দিয়াছে। এরূপ কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের বন্ধুতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কি জানি, তাঁহার কথা যে কোনোমতে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার কথা-গুণে মানুষ নিস্পৃহ হয়, সংসার ত্যাগ করে। কথার মধুতে আকৃষ্ট আমরা কৃষ্ণ-কথা ছাড়িতে পারি না। হরিণী ব্যাধের গানে মোহিত হয়। পরিশেষে বাণ বিদ্ধ হয়। আমাদের দশাও সেই প্রকার কুটিল কৃষ্ণের কথায় মুগ্ধ আমরা পরিশেষে দুঃখ পাইলাম। যা হইবার হইয়াছে, অন্যকথা বল। মধুকর তোমাকে সত্যই কৃষ্ণ পাঠাইয়াছে? তোমার প্রার্থনীয় বিষয় বল। কিন্তু বল দেখি, যদি আমাদিগকে মথুরা যাইবার অনুরোধ লইয়া আসিয়া থাক তবে বলি, উহা কিভাবে সম্ভব হয়? কৃষ্ণ সেখানে সহচরী লক্ষ্মীকে সর্ব্বদা বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। সেখানে আমরা কি করিয়া যাই বলতো? কৃষ্ণ আচার্য্যের গৃহ হইতে বিদ্যালাভের পর মথুরায় ফিরিয়াছেন তো? বৃন্দাবনে পিতা নন্দ

মাতা যশোমতীর কথা তাঁর স্মরণ হয়তো ? এই দাসীগণের কথা কখনও বলে কি ? আহা আমাদের দুর্ভাগ্য আবার কবে সেই সুন্দর অগুরু সুরভিত বাহু স্পর্শ আমরা লাভ করিব তাহা জানি না। ভ্রমরগীতের মাধ্যমে ব্রজ সুন্দরীর অন্তরের প্রেমাদর্শ দিব্য ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। উহা রসশাস্ত্র সমীক্ষায় পরম শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের ভাবনা-বিলাস। প্রসঙ্গটি ভাগবত রসিকগণের পরমাস্বাদ্য ও পরিচিন্তনীয়।

ভিক্ষুগীতের পটভূমিকায় এক কারুণ্যপূর্ণ সুপবিত্র জীবন কথার সঙ্গে পরিচিতি হইয়াছে।

সাত্ত্বিক ভাবপুর্ণ এক ব্রাহ্মণ বন্ধু-বান্ধবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক ত্রিবিধ দুঃখ একটির পর একটি তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ইহা হইতে রেহাই পাওয়া কঠিন। তখন পরমার্ত্তির স্বরে তিনি নিজের দুঃখের জন্য মনকে যে প্রবোধ দিয়াছিলেন, উহারই নাম ভিক্ষুগীত। কাহারও সুখ বা দুঃখের কারণ কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে এই গানে। দেবতা, গ্রহ, কর্ম্ম, বা কাল কেহই দুঃখের কারণ নয়। মনের মধ্যে সুখ ও দুঃখের কারণ নিহিত আছে। এই মনকে দমাইবার জন্যই যত ধর্ম্ম যত শিক্ষা। আমরা নিজেদের সুখ দুঃখের কারণ নিজেরাই—দোষ দিব কাহাকে ? এই সব সবিস্তারে বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ পরমাত্মার নিশ্চয়ে মন ঢালিয়া দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—

অহং তরিষ্যামি দুরন্ত পারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব। ১১।২৩।৫৭

সম্রাট্ পুরূরবা উর্ব্বশীর আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। তাহার সমীপে কিছুদিন অবস্থান করিয়া উর্ব্বশী চলিয়া যান। তখন সম্রাট্ নিজের কামুকতা—প্রলোভন—দুর্ব্বলতা—অসহনীয় মনোবেগ এবং

আচারভ্রংশ প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া কাতরকণ্ঠে নিজের মনের শিক্ষা দিয়া বলেন—

কিং বিদ্যয়া কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতম্॥ (১১।২৬।১২)

সম্ভোগ লালসায় যাহার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে অঙ্গ সঙ্গ মোহের তরঙ্গে তাহার বিদ্যা, তপস্যা, ত্যাগ, জ্ঞান, সব কিছুই ভাসিয়া যায়। সাধু সঙ্গের মহিমা খ্যাপক এই গাথা ঐলগীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভূমিকে জয় করিবার জন্য বীর পুরুষগণ মহাসমারোহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা মনে করে, এই ধরণীর সর্ব্বাধিকারী হইবে। হায় বড়ই পরিতাপের বিষয় তাহারা সমীপবর্ত্তী মৃত্যুকে লক্ষ্য করিতে পাবে না। ভূদেবতা পরস্পর হিংসা পরায়ণ বিশ্বজয়ী বীরপুরুষগণের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, কোথায় গেল পৃথু, পুরূরবা, কোথায় ভরত, অর্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম প্রভৃতি সুপ্রাচীন কালের নৃপতিগণ? কত সম্রাট্ কত বীর কত দানব, শুধু নামে মাত্র উল্লেখযোগ্য। ইহাদের খ্যাতি ক্ষয়িষ্ণু—কীর্ত্তি ক্ষণিক। কেবল সেই পরমপুরুষ ভগবানের মহিমাই চিরন্তন। তাঁহার প্রসঙ্গে ভক্তি লাভ হয়। সকল অমঙ্গল দূর হইয়া যায়। এই গীতের নাম ভূমি-গীত। (১২।৩)

স্তব ও গীত ভিন্ন আখ্যান, উপাখ্যান, চরিত, উপদেশ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কথা ভাগবতে আছে। ঐগুলির পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিলে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ পুরাণের কোন কোন অংশকে যাহারা রূপক বলিয়া বিচার করিতে অভ্যস্ত তাহারাও ইতিহাসের নিগূঢ় সংবাদ এই সকল আখ্যান উপাখ্যান হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন।

ভাগবতে সিদ্ধি

যোগশাস্ত্রে কথিত প্রধান সিদ্ধি সম্বন্ধে ভাগবত বলেন, আঠারোটি সিদ্ধির মধ্যে প্রধান আটটি। আর দশটি গৌণ।

অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকামতাঃ ॥ (১১।১৫।৩)

১। যে সিদ্ধিবলে অণুভাব প্রাপ্ত হইয়া ইথারের মত সর্বত্র প্রস্তরাদিতেও প্রবেশ করা সম্ভব, তাহাকে অণিমা বলে। ২। মহিমা-বলে সর্বত্র অবস্থান করা যায়। ৩। লঘিমা সিদ্ধিতে সূর্যকিরণের সাম্যলাভ করিয়া সূর্যমণ্ডলেও প্রবেশ সম্ভব। ৪। প্রাপ্তি-সিদ্ধি চন্দ্র সূর্য্যকেও গ্রহণ করিতে সামর্থ্য দেয়। ৫। প্রাকাম্য সিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত বিষয় লাভ করে। ৬। ঈশিতা প্রভুত্ব। ৭। বশিতা-সিদ্ধ সকলকে বশ করিতে পারে। ৮। কামাবসায়িতা সকল কামনার পূরণ করে। এই গুলির পর গুণজ সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। যথা—অনূর্মিত্ব বা ক্ষুৎপিপাসা জয়, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, মনোজব, কামরূপ, পরকায়-প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু। দেবতার সঙ্গে ক্রীড়া, সত্য সংকল্প ও অপ্রতিহত আজ্ঞা। ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচটি—ত্রিকালজ্ঞত্ব, অদ্বন্দ্ব, পরচিত্তাভিজ্ঞতা, স্তম্ভন ও অপরাজয়। এই সকল সিদ্ধির জন্য কতপ্রকার কঠিন সাধনার কথা অন্যত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতে কিন্তু ভগবান বলেন—মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা অর্থাৎ আমার ধারণা করিলে এমন কোনো সিদ্ধি নাই যাহা লাভ করা যায় না। এই ভগবৎচিন্তা এবং ধারণার কথাই অপর সকল সাধনার প্রধান ইহাই ভগবতের অভিপ্রায়।

সাংখ্য দর্শনে ২৪ তত্ত্বের বা যোগদর্শনে ২৫ তত্ত্বের নির্দ্দেশ আছে। ভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন ২৮ তত্ত্ব।

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্‌জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥

প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎতত্ত্ব, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, এই নব; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ, পঞ্চ মহাভূত, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ, একুনে এই ২৮টি বিষয়ের জ্ঞান অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে এক ভগবানের অনুপ্রবেশ দর্শনে যে জ্ঞান হয়, উহাই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ।

ভাগবতে সনাতনী নীতি

সমাজ পরিস্থিতির ক্রম বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও আদর্শের রূপান্তর হয়। প্রাচীন পৌরাণিকগণের আদর্শ আধুনিকের সমীপে যথার্থতঃ ধরিয়া দেওয়ার পথে অন্তরায় আছে অনেকখানি। কালের ব্যবধান আমাদের মতবাদকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে নানাদিক্ হইতে, উহা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে ভাগবতে যে নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মকে সর্ব্বকালিক এবং সর্ব্বমানবের চিরন্তন অনুসরণীয় বলা হইয়াছে উহা যে কত সুদৃঢ় সঙ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা উপলব্ধি হইলে কালের ব্যবধানের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। ত্রিশটি লক্ষণ দ্বারা সনাতন ধর্ম্মকে লক্ষিত করা হইয়াছে। ধর্ম শ্রবণাভিলাষী যুধিষ্ঠিরের প্রতি আদর্শ পরোপকারী দেবর্ষি নারদের উপদেশ।

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যং চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্॥
সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্ম বিমর্শনম্॥

অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্ম সমর্পণম্ ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥

সদাচার শিক্ষাদান প্রসঙ্গে যে উদারতা এবং বিশ্বপ্রাণতার কথা রহিয়াছে উহা ভারতীয় ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। এই সাম্যবাদ এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব হইতে পশু পাখী পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। শুধু মানুষকে লইয়া যে সাম্যবাদের প্রসার, এই বিশ্ব সাম্যবাদের আদর্শের সমীপে উহা অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। ভাগবত বলেন—

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্য আত্মনে স্বজনায় চ।
অন্নং সংবিভজন্ পশ্যেৎ সর্বং তৎ পুরুষাত্মকম্ ॥

দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, অন্যান্য প্রাণীবর্গ, স্বজনগণ সকলকে নিজের অন্ন যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিবে এবং সকলকে সেই এক পরমেশ্বরের রূপ বলিয়া দেখিবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কখনও ভাগবত ধর্মের বিরোধ করে নাই। স্ব স্ব জাতি ও বর্ণ অনুসারে কর্ম করিবে। উহা ভক্তির বিরোধি না হইলেই হইল। প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমের কতগুলি বিধি নিষেধ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবত বলেন, যদি কোথাও উহার ব্যতিক্রম দেখা যায়—তবে যে যে লক্ষণ দেখা যায়, সেই লক্ষণকে প্রধান করিয়াই তাহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিবে।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৭।১১।৩৫

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু
স্তং সর্বভূত হৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥ ১।২।২

সর্ব্ব প্রাণীর সঙ্গে যিনি একাগ্রতা অনুভব করেন, সেই পরমশ্রেষ্ঠ মুনি শুকদেবকে নমস্কার।

বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে ব্যষ্টিপ্রাণের চিরন্তনী মৈত্রী প্রচার ভাগবতে দর্শনীয়। মানুষের সঙ্গে পরমেশ্বরের নির্বাধ প্রীতির সুস্পষ্ট বাণী সমুচ্চারিত শ্রীমদ্‌ভাগবতে।

জন্মাদস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ (১।১।১)

আমরা পরমসত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ তিনি। তাঁর অস্তিত্বেই বিশ্বের অস্তিত্ব। তিনি জ্ঞানময় সর্বজ্ঞ। আদি জ্ঞানীর প্রাণেও তিনিই জ্ঞানের প্রেরণা দিয়াছেন। তাঁরই আত্মগোপন শক্তি মায়ার প্রভাব মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান করে। প্রকাশময় পরমসত্যস্বরূপ পরমেশ্বর চিন্তায় মায়ার প্রভাব দূরে যায়। ব্যাসদেব বন্দনাশ্লোকে পরমসত্যের সন্ধানে আহ্বান করিয়াছেন। এই মহাসত্য সর্বপ্রকার ছলনা বা প্রবঞ্চনার অতীত। তাঁর বিমল জ্যোতি কপটতা ধ্বংস করে নিঃসন্দেহে! বিশ্বব্যাপারের মূল রচয়িতা আমাদের বুদ্ধিকে অনুপ্রেরণা দান করুন। প্রণবঝঙ্কারে যে পরমানন্দের সংকেত, ত্রিপাদ গায়ত্রী যাঁর স্বরূপসংবেদন, সামঋক্ যাঁর

মহিমায় মুখর, সেই পরমসত্য আমাদের নিত্য ধ্যানের বিষয় হউক। সত্যসন্ধানে বিশ্বজনের সমান অধিকার। বহুকাল পূর্ব্বেই পরমার্থ বিষয়ে এই বিঘোষণা, কিন্তু তার যোগ্য প্রযোগ আজো হয়নি বলা চলে। প্রসিদ্ধ শ্রীধরস্বামী "ধীমহি" আমবা ধ্যান করি, কথাটিব ব্যাখ্যায় বলেন, "বহুবচনেন কালদেশপরম্পরাপ্রাপ্তান্ সর্বানেব জীবান্ স্বান্তরঙ্গীকৃত্য স্বশিক্ষয়া তান্ ধ্যানমুপদিশন্নেব ক্রোডীকরোতি" দেশ বা কালেব সীমাভুলে শুধু মানুষ নয়, জীবমাত্রকে নিজের প্রিয় অন্তরঙ্গ অনুভবের অংশীদার করার আশায় তাদেব সকলকে আপন কবেছেন এই 'ধীমহি' কথায়। বেদান্তের অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্য যতঃ, তত্তু সমন্বয়াৎ, আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ প্রভৃতি সূত্রের মর্মও রয়েছে এই প্রার্থনায়। জিজ্ঞাসার ফল ধ্যান, ধ্যানকে ছেড়ে অপবোক্ষ জ্ঞান অসম্ভব—পূর্ণজ্ঞানেই পরমানন্দ। শ্রীমদ্ভাগবত সেই পরমানন্দ সন্ধান—বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের অনাদি অনন্ত লীলাদর্শন।

মহাকবি ব্যাসদেব সমাধির আনন্দে মহাসত্যের যে প্রকারটিকে দর্শন করেছেন, ভাগবত সেই মহানুভবের প্রকার বিশেষ। কলহের কাল সমাগত প্রায়। সাধুবা সব নৈমিষারণ্যে বিশ্বকল্যাণ চিন্তায় নিমগ্ন। খুব বড বকমের একটি সাধু সম্মেলন। সত্য, ধর্ম, দয়া, শৌচ ধরণীর বুক হইতে বিদায় নিতে বসেছে দেখে তাঁদের চিন্তা। যাগযজ্ঞ হোম আর কেউ করে না, তপস্যা সংযম ধ্যান, দেবতার পূজা, সব কিছুই যেন একটা উপহাসের সামগ্রী। শুধু ভোগ আর বিলাস ইহলোকের সুখ ভিন্ন আর কিছু চিন্তা কর্বার যেন মানুষের অবসর নেই। সংসারে এই ভোগলোলুপতাই হয়েছে সকলকার এক রীতি। সাধুরা প্রসিদ্ধ পুরাণকথক লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূতকে বলেন,

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ ॥

ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্নবম্॥

কলি আসছে। নৈমিষারণ্যপুণ্যভূমি। ভগবানের কথা নিয়ে আমরা এখানে কোনোমতে রয়েছি। তোমার মত সাধুর আগমন। আমাদের মনে হয়, কলির বিপদ্সাগর পার হবার প্রধান অবলম্বন পেয়েছি। তুমি হরিকথা বল।

উগ্রশ্রবা শুরু করলেন। আত্মার সন্তোষ একমাত্র সেই পরমানন্দময় ভগবৎপ্রসঙ্গেই হয়। যতকিছু সাধনা সবটার ভিতর প্রধান হয়েছে ভগবৎকথারুচি। এতে করেই জ্ঞান বৈরাগ্য আর যাই বল না সব কিছু পাওয়া যেতে পারে। হরিকথা ভিন্ন যা কিছু বল সেগুলি শেষ পর্যন্ত পরিশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (১।২।৮)

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত ভগবানে নির্বাধ ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—আর এতেই আত্মার প্রসন্নতা। সর্বচরাচরাত্মক ভগবানে প্রীতিভক্তি জ্ঞান আর বৈরাগ্যের উদয় করায়। কর্তব্যপালন-ধর্ম ভগবদভিমুখী-ভাব তাঁর কথা-রুচিজনক না হলে শুধু দুঃখময় কর্মেই পরিণত হয়।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু। কেন কোথায় কিভাবে কোথা থেকে কি হলো এসব কথাগুলির উত্তরের জন্য তার প্রকৃতির ভেতরই প্রেরণা অনুভব করে। এটাই তাকে পশুজীবন থেকে পৃথক্ জাতীয়তা

দিয়াছে। এই পরতত্ত্বানুসন্ধানের যোগ্য মনের বৃত্তি যাকে শাস্ত্রের কথায় ধীষণা বলা যায় মানুষের যেমনটি আছে তেমনটি আর কারুর নয়। সৃষ্ট-মানব স্রষ্টাকে জানতে চায়।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

বিচারপরায়ণ সাধুরা তাকে তত্ত্ব বলেন, উহা সেই অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী তাঁকেই ব্রহ্ম আখ্যা দিয়াছেন। যোগসাধকেব অন্বেষণীয় পরমাত্মা তাঁরই নাম। ভক্তি সাধনায় তিনিই সর্বগুণবিমণ্ডিত ভগবান বলে আরাধিত। উপনিষদ্ একেই সত্য বিজ্ঞান আনন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি কথায় ইঙ্গিত করেছেন। তাঁরই দর্শনের নিমিত্ত 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিবিধ্যাষিতব্যঃ' বলা হয়েছে। সর্বকারণ বিশ্বরচয়িতার সম্বন্ধে নানারূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর বিভিন্ন নাম ও রূপের বিলাস। মানুষের মন তাঁর অনুসন্ধানে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অবনত হয়ে তাঁর কাছে শতসহস্রবার পরাজয় স্বীকার করেছে। তাই তাকে সীমাহীন অনন্ত অনাদি বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। বৃক্ষ যেমন তার উদ্ভবের কারণ বীজটির সম্যক্‌রূপ দেখতে সমর্থ হয় না, ঠিক তেমনই সৃষ্টজীব তার জনক স্রষ্টার সম্যক্ পরিচয় দিতে অসমর্থ। শুধু তার আকুতি ও উৎকণ্ঠার বাণীতে সে বিশ্বস্রষ্টার গৌরবগাথা গান করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাঁর দর্শন তাঁর অনুভব তাঁর প্রাপ্তির কথা নিয়ে কত বিচার কত অনুশীলন আর কত চমৎকৃতি। বেদবেদান্ত উপনিষদ পুরাণ পঞ্চরাত্র এই বিরাট সাহিত্য, দর্শনের মূল কথা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রসার হয়েছে অনাদি অনন্ত চির অভিলষিত সত্যমঙ্গল আনন্দময়ের জয়গানে। তাই বিশ্বসাহিত্যের আসরে তার দান করবার অভাব হয় নি কখনো। যে কোনো বস্তুকে প্রধানত

দুই দিক্ দিয়ে বিচার করা চলে। প্রথম শুধু নাম বা জ্ঞানের নির্বিশেষ ভাবে, দ্বিতীয় তাঁর রূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবিশেষরূপে। পরতত্ত্বকে ব্রহ্মভাবে দর্শন নির্বিশেষ দর্শন—তার গুণ কর্মশক্তি অস্বীকার, অননুসন্ধান—গ্রহণা-সামর্থ্য। পরমাত্মা ও ভগবান বলে তাঁর দর্শন সবিশেষ দর্শন—প্রতিটি জীবের অন্তর্যামী, সুখ দুঃখের অংশীদার, সকল কর্মগুণ আর অনন্ত শক্তির পরম উৎস, এইভাবে তাঁকে সম্যক্‌রূপে গ্রহণের আগ্রহ। শুধু শ্রদ্ধালু মননধর্মী শুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানসমবেত ভক্তির প্রাণেই সেই মহিমা প্রকাশ হয়। মহানুভব আচার্যের অনুসরণ করেই তাঁর দর্শন জীবনে সার্থক ও সম্ভব হয়।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

সাধুদের মুখে তাঁর মহিমা শ্রবণে প্রাণের সংশয় দূর হয়ে যায়, ক্রমশঃ হৃদয় নির্মল হয়—ভগবান্ বন্ধুর মত জীবনের সকল কালিমা মুছে দেন। কর্ম-চাঞ্চল্য কামক্রোধ লোভ আরো যত দোষ আছে, সব ধীরে ধীরে বিদায় নেয়। প্রাণের দৌরাত্ম্য শান্ত হয়ে যায় পরমেশ্বরানুশীলনে।

মনের প্রশান্ত ভাবের স্বচ্ছতায় ভগবানের তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠে সবদিক দিয়ে নির্বাধ বিচিত্র সংবেদনে। তখন সাধকের ঈশসম্বন্ধবিহীন সংসারাসক্তি'ও দূর হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বাসনাগ্রন্থি শিথিল, বন্ধন মুক্ত—সংশয় বিলীন, অনির্বচনীয় পরমানন্দ সাক্ষাৎকার।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্টএবাত্মনীশ্বরে॥

এই যে আত্মসাক্ষাৎকার ইহারই জন্য যত সাধনার আবিষ্কার। কর্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞ হোম দানব্রত নিয়ম নিষ্ঠা সব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য এই আত্ম-সাক্ষাৎকারে। অষ্টাঙ্গযোগ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা,

প্রত্যাহার, সমাধি এগুলির নিপুণ অনুশীলনের রহস্যও সেই আনন্দ-দর্শন। আবার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি যত ভক্তির কথা শুনতে পাই সেগুলিরও তাৎপর্য এই দর্শনানুভবের মধ্যেই রয়েছে নিহিত। কোনো সাধক তার জ্ঞানের প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই মহান্ বিরাট্ ব্যাপক বিভু চৈতন্যতত্ত্বকে সর্বভূতস্থ ও সর্বভূতময় সর্বাশ্রয়রূপে দর্শন করে বলেন, তিনি বাসুদেব। তারই মহিমা সর্বত্র অবাধিত। জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনযোগ ক্রিয়াকর্ম ধর্ম তপস্যা প্রাপ্তি গতি সবই সেই বাসুদেব। বাসুদেব ভিন্ন কিছু নেই—কেহ নেই।

বাসুদেব পরাবেদা বাসুদেব পরামখাঃ।
বাসুদেব পরাযোগাঃ বাসুদেব পরাক্রিয়াঃ॥
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরং তপঃ।
বাসুদেব পরো ধর্ম্মো বাসুদেব পরাগতিঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় এই বাসুদেব তত্ত্বের নির্দ্দেশ দেখতে পাই। মহাভারতে এই নামটির তাৎপর্যও লক্ষ্য করবার বিষয়। মহাভারত বলেন,

বাসনাৎ সর্বভূতানাং বসুত্বাদ্দেবযোনিতঃ।
বাসুদেবস্ততো বেদ্যো বৃহত্ত্বাদ্বিষ্ণুরুচ্যতে॥

সর্বজীবগণের মায়াবরণ কর্তা, সর্বজীবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সর্বব্যাপক বিষ্ণুই এই বাসুদেব। বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপ কথা দেখতে পাই,

সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥

সর্বত্র সর্বরূপে তিনি আছেন, তাই পণ্ডিতেরা তাকে বাসুদেব বলেন। শ্রীগীতায় এই বাসুদেবের শরণাগতির প্রশংসা করে বলা হয়েছে—বহু জন্মের সাধনার ফল জ্ঞানলাভ—সত্যকার জ্ঞানেই বাসুদেব সাক্ষাৎকার। এই বাসুদেব সর্বময় সর্বাশ্রয় সর্বানুস্যূত বিরাট্ তুরীয় ব্রহ্মসনাতন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

শ্রীভাগবত এই বাসুদেব লীলা, তাঁরই কথা, আর তাঁরই উপাসনার ক্রম দেখিয়েছে নানাদিক দিয়ে বিচার ক'রে। পুরুষোত্তমযোগে এই বাসুদেবই সর্বজনের ভজনীয় বলে নির্দিষ্ট হয়েছেন। তাই পার্থ সারথি বলেন,

যোমামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥

পুরুষোত্তম রূপে বাসুদেব আরাধনার ফল সর্বজ্ঞতা। যাঁকে জানা হলে সব কিছু জানা হয়—যাঁকে পাওয়া হলে সব কিছু পাওয়া যায়, যাঁর দর্শনে সর্বদর্শন সিদ্ধ হয়, সেই বস্তু শ্রীভাগবত প্রতিপাদ্য ভগবান্ বাসুদেব। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁরই লীলা—তাঁরই শক্তি মায়া—মায়ার সৃষ্টি সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ সম্বলিত বিচিত্র জগৎ। জীব অজীব সর্বত্র সেই বাসুদেব একহয়েও বহুরূপে তাঁরই অভিব্যক্তি। পাপপুণ্য সুখদুঃখ যা কিছু সবটার মধ্যস্থ তিনিই। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা—বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞচৈতন্য মনবুদ্ধি চিত্ত অহংকার প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সর্বত্র সেই বাসুদেবের প্রভাব। তাঁরই লীলায় চতুর্ধা প্রকাশ বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধরূপে—শ্রীরামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্ন বিগ্রহে। এই যে তাঁর বিশ্বব্যাপকরূপ এর সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার জন্যই ভাগবত কথার বিস্তার। ব্যাসের তত্ত্বদর্শন ভাগবত পুরাণ—এই পুরাণের সাধনা সার্থক হয়েছিল রাজা পরীক্ষিতের উদগ্র-উৎকণ্ঠায় আর সুতীব্র লালসায়।

সুত বলেন,

অথেহ ধন্যা ভগবন্ত ইত্থং যদ্বাসুদেবেঽখিললোকনাথে।
কুর্বন্তি সর্বাত্মকমাত্মভাবং ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত্ত উগ্রঃ ॥ (১।৩।৩৯)

ধন্য আপনারা—হরিকথা প্রশ্ন করে আমাকে পবিত্র করেছেন। নিখিলের

প্রাণ বাসুদেবে ঐকান্তিক মনের গতি হলে যে আর জন্ম মরণের ভয় থাকে না। ইহলোক পরলোক সব ভগবান বাসুদেবেরই মহিমা বলে জ্ঞান হয়। আপনাদের অনুগ্রহে আজ আমার মৃত্যুলোকেও অমৃতস্বরূপ বাসুদেব দর্শন হল। সার্থক আপনাদের কাছে আসা।

জীব সেবা

কপিলদেব বলেছেন, আমিই সর্বজীবে অবস্থিত—জীবের রূপে আমায় দেখতে না পেয়ে যে প্রতিমায় আমায় দেখবার চেষ্টা করে তার প্রতিমা-পূজা হয় বিড়ম্বনা।

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতে অর্চাবিডম্বনম্ ॥ ৩।২৯।২১

মানুষকেও নিজের ইষ্ট দেবতা মনে ক'রে সম্মান করতে হবে তবেই ভগবানের বিগ্রহ সেবা প্রতিমা পূজা হবে সার্থক। তাই বলেছেন,

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেবজুহোতি সঃ ॥ ৩।২৯।২২

যে ব্যক্তি সর্বভুতে বর্তমান পরমাত্ম স্বরূপ আমাকে উপেক্ষা ক'রে মোহ বশে কেবল লৌকিক নিয়ম পালন করে, প্রাকৃত জ্ঞানে প্রতিমার পূজা করে, তার পূজা ভস্মে আহুতি দানের মতই নিষ্ফল। শুধু তাই কি? যারা জীবদেহে অত্যাচার করে, কারুর সঙ্গে শত্রুতা করে, কাহাকে হিংসা করে, কাউকে হত্যা করে, তারা কি কখনও শান্তিলাভ করবার অধিকারী —কখনও নয়। আমিই যে সর্বজীবের অন্তরে বাহিরে। কাহাকেও হিংসা করা যে আমাকেই হিংসা করা ভেদজ্ঞান যে আমাকেই অবজ্ঞা। অভিমানীর সুখ কোথায়? জীব হিংসকের পূজা আমি গ্রহণ করি না।

যে সর্ব প্রাণীর মধ্যে নিজেকেই দেখে আর নিজের সত্তায় অপর সকলকে দেখে তাকেই বলব সত্যদ্রষ্টা।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্য ভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৩।২৯।২৩

যারা ভেদবুদ্ধি রাখে, যারা স্বার্থান্ধ হ'য়ে অপরকে ব্যথা দেয়, যারা ক্ষুধার্তকে অন্ন ভাগ ক'রে দিতে কুণ্ঠিত চিত্ত. তাদের দুঃখ কখনও যায় না। আমি তাদের সমীপে মৃত্যুর মূর্ত্তি।

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্ন দৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥ ৩।২৯।২৬

সর্বজীবে সমদৃষ্টি—সব্বার সঙ্গে মিত্রতা—তাদের দান করা—সম্মান দেওয়া সত্যোপাসকের নিত্য কর্তব্য। প্রত্যেকটি জীবের দেহই যে আমার ঘর। এই ঘরে আমাকে দেখাই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন—সুনির্মল তত্ত্বাভিজ্ঞান।

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দান মানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ৩।২৯।২৭

বাংলার শ্রেষ্ঠ আদিকবি বৃন্দাবনদাস ভাগবতের তাৎপর্য যে ভাবে বলেছেন সেটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যা'র ইথে নাহি রতি ॥

ভাগবত বলেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩।২৯।৩৪

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

স্বার্থান্ধ ভোগসর্বস্ব লোকের নিন্দা ভাগবতের সর্বত্রই দেখা যায়। নিজের সুখের জন্য যে অপরের দুঃখ উৎপাদন করে, ভোগের লালসায় হিংসায় প্রবৃত্ত হয়, ন্যায়সঙ্গত জীবিকার পথ পরিত্যাগ ক'রে, অসঙ্গত পথ অবলম্বন করে, তার দুর্দশার শেষ নাই। তারা পরস্ব অপহরণ করিলেও অসন্তুষ্ট চিত্তে চিরদিন দুঃখই অনুভব করে। কৃপণতা তাদের সুখী করতে পারে না। কুণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে স্বচ্ছন্দ গতিও বিনষ্ট হয়।

কুটুম্বভরণেঽকল্যো মন্দ ভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ।
শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণোধ্যায়ন্ শ্বসিতি মূঢ়ধীঃ ॥ ৩।৩০।১২

যারা পরোপকার ভুলে শুধু আত্মসর্বস্ব হয়, তাঁদের ভোগ লালসা দিনের পর দিন একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ভাগবত তাদের আত্মদ্রোহী আখ্যা দিয়েছেন—

স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি।
লব্ধাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিসজ্জতে ॥ ৪।২৩।২৮

নিখিল প্রাণীর অন্তরতম পরমাত্মার সন্ধানে অহিংস জীবন যাপন সাধুগণের প্রদর্শিত পথ, ভগবান্ এই ভাবেই আরাধিত হন। সম ভাবেই অচ্যুত আরাধনা। জীবহিংসা ভগবদ্‌বিশ্বাসীর পথ নয়। ঈশ্বর আরাধনা সাধু পথে চালিত করে।।

নায়ং মার্গোহি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্তিনাম্।
যদাত্মানং পরাগৃহ্য পশুবদ্‌ভূতবৈশসম্ ॥
সর্বভূতাত্ম ভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্।
আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তং পরমং পদম্ ॥ ৪।১১।১০

দুঃখসহিষ্ণুতা, করুণা, অখিলজীবে মিত্রভাব, সমতা রক্ষা, সর্বাত্মা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে। ভগবান প্রসন্ন হলে সর্বজীবের প্রসন্নতা হয়।

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু।
সমত্বেন চ সর্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি॥ ৪।১১।১৩

চিন্তাধারা

ভাগবতে ঘটনার বর্ণনা বা ঐতিহাসিক অংশ হইতেও উপদেশ, স্তুতি ও গীতের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসের প্রয়োগ কোনো না কোনো উপদেশ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই হইয়াছে। ভগবানের লীলার সহিত জড়িত ঐতিহাসিক তথ্যও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকথাশ্রিতরূপেই রাজা ও প্রজার ইতিহাস। ইহা শুধু কালাশ্রিতরূপে বর্ণিত হয় নাই।

অতীতের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎবর্ণনাও পুরাণের একটি বৈশিষ্ট্য। জড়দৃষ্টিতে আমরা সেই ভবিষ্যৎ বিষয়ের কোনো অংশে অন্যথা দেখিয়া পুরাণে অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা করিতে প্রবৃত্ত হই। যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের প্রতি দোষারোপ করিতেও দ্বিধা বোধ করি না। অসহিষ্ণু মন মহত্ত্ব গ্রহণে অযোগ্য।

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, সকল প্রকার সাধনার কথা এবং প্রাপ্তির কথা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইলেও ভাগবত একটি বিশিষ্ট রসধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই রস সম্বেদনের সন্ধান অন্যত্র দুর্লভ। অভিধেয়—সাধন যাহাই হউক না কেন উহার প্রাণ অচ্যুত-ভাব। নির্ম্মল জ্ঞানও আদরণীয় নয়, যদি উহাতে সেই অচ্যুত-ভাব না থাকে। ভগবানের লীলা-নিষেবণ ভাগবত-রস পিপাসুর নিত্য-বিলাস।

প্রথম স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত শুদ্ধ ভক্তিধারার প্রবর্ত্তনে ভাগবতের বৈশিষ্ট্য।

শৃণ্বতাং স্বকথাং কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।

হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥ ১।২।১৭

কৃষ্ণ কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের সকল অশুভ বাসনা দূরীভূত হইয়া যায়। কৃষ্ণই অন্তর্যামীরূপে প্রতি জীবের জন্য উহা করেন। তিনি সাধুগণের পরম সুহৃৎ। রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যে সকল প্রবৃত্তি প্রাণে থাকে ঐগুলি আর চিত্তকে বিদ্ধ করিতে পারে না। প্রাণমন সত্ত্বগুণে প্রভাবান্বিত হইয়া প্রসন্ন হইয়া যায়। প্রসন্নতায় ভগবদ্‌ভক্তির আবির্ভাব হয়। ভক্তি, ভগবৎস্বরূপ অনুভব হইলে আর বাকী রহিল কি? হৃদয়ের সকল গ্রন্থি খুলিয়া গেলে সংশয়ও ছিন্ন হয়, কর্ম্মও শেষ হইয়া যায়। এই জন্যই জ্ঞানীগণ পরম আনন্দ সহকারে আত্মার প্রসন্নতাবিধানকারিণী ভক্তির অনুশীলন করেন। ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সংপ্রসীদতি॥ ১।২।৬

পরম ধর্ম অধোক্ষজ ভক্তি। অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিতেই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ হয়।

ভগবানের মঙ্গলায়তন শ্রীনামের মহিমায় মুখর ভাগবত বলেন—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্

ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্‌বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ ১।১।১৪

অত্যন্ত বিবশ হইয়াও বিপন্ন অবস্থায়ও যদি ভগবানের নাম গ্রহণ করে অনতিবিলম্বে সে বিপন্মুক্ত হয়, কেননা স্বয়ং ভয়ও ভগবানকে ভয় করে।

শুধু পাপ নাশের জন্য নয় অথবা সংসারের সুখ লাভের জন্য নয়।

যাহাদের সংসার বৈরাগ্য হইয়া গিয়াছে, যাহারা মহাযোগী সাধক অকুতভয় হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন শ্রীহরিনামকীর্ত্তন।

এতন্নির্বিদ্য মানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ২।১।১১

যাহার রসনায় ভগবানের নাম সে-ই শুদ্ধ। হউক না কেন অস্পৃশ্য হরিনাম যে উচ্চারণ করে সকল তপস্যা সে করিয়াছে শুদ্ধ হইয়াছে, অনেক যজ্ঞের ফল লাভ করিয়াছে তাহার বেদমন্ত্রও উচ্চারণ হইয়াছে।

ভগবানেব নাম কোনো মতে শ্রবণ হইলেই হইল। যে কোনো অবস্থায় কীর্ত্তন করিলেই হইল। আর্ত্ত-পতিত অথবা কোনোরূপ বিদ্রূপাদি করিয়াই উচ্চাবণ হউক না কেন—হবিনাম তৎক্ষণাৎ সকল পাপ দূর করিয়া দেন। এমন ভগবানকে না ভজিযা মুমুক্ষু আর কাহাকে ভজন করিবে? ৫।২৫।১১

অজামিল কথায় নামেব মহিমা প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুদূতগণ বলেন—অজামিল মৃত্যুকালে বিবশ। কিন্তু তাহার মুখে নারায়ণ নাম। হউক তাহার আবেশ নিজ পুত্রের প্রতি হউক সে মস্তবড পাপী। তাহার মুখে তো ভগবানের নামাক্ষর উচ্চারিত। মরণকালে এই নামাক্ষরই তাহার সকল পাপ নষ্ট করিয়াছে। যে কোনো ভাবে নাম উচ্চারণ হউক অক্ষর তাহার মহিমা ত্যাগ করেনা। অগ্নি সংযোগে তুলারাশি দগ্ধ হইবেই। বুদ্ধি পূর্ব্বক বা অজ্ঞানিত ভাবে অগ্নিসংযোগে পাপতুলা জ্বলিয়া যাইবেই। চেতনালুপ্ত ব্যাধিগ্রস্ত অজানিত ভাবেও ঔষধ খাইয়া সুস্থ হয়। তেমনই মানুষ হরিনাম করিলে যে কোনো অবস্থা হইতে শুদ্ধি লাভ করে। মন্ত্রশক্তি এরূপ অসাধ্য সাধন করে।

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥ ৬।২।১৯

বিদ্যাধর সুদর্শন ভগবানের চরণস্পর্শে মুক্ত জীবনের আনন্দে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।

সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্যস্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥ ১০।৩৪।১৭

ভগবন্ আপনার চরণস্পর্শে ব্রহ্মশাপ মুক্ত হইলাম, ইহা খুব আশ্চর্য্য নয়। কেননা আপনার শুভনাম উচ্চারিত হইলে উচ্চারণকারীকে শুধু নয়, শ্রবণকারীকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া দেয়। সেই আপনি আমাকে কৃপা স্পর্শ দান করিয়াছেন।

নবযোগীন্দ্রের অন্যতম করভাজন বলেন—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ

যত্রসঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥

পণ্ডিতগণ কলির প্রশংসা করেন। যেহেতু তাঁহারা সারাসার বিচার পরায়ণ। তাঁহারা দেখিয়াছেন কলিকালে কেবল নাম সঙ্কীর্ত্তনেই সর্বপ্রকার স্বার্থ লাভ হয়। ১১।৫।৩৬

ভাগবত সমাপ্তিকালেও শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া বলা হইয়াছে—

নাম সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্বপাপ প্রণাশনম্।

প্রণামো দুঃখসমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

যাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তনে সকল পাপ দূর হয়, প্রণামে সকল দুঃখ দূব হয়, সেই পরম পুরুষ শ্রীহরিকে প্রণাম করি। পুর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায় ভাগবতের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য অধ্যাত্ম চেতনায় উন্নয়ন।

প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক ভাগবতে (১২।১১।২২)

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।

গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীততীর্থশ্রবঃশ্রবণমঙ্গল-পাহি-ভৃত্যান্॥

হে কৃষ্ণ, হে অর্জুনের সখা, হে বৃষ্ণিকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ধরণীর দ্রোহকারী রাজন্যবর্গের বংশ ধ্বংসকারী তুমি অক্ষীণবীর্য্য হে গোবিন্দ, গোপবনিতা, ব্রজের অন্যান্য ভৃত্য এবং নারদাদি মুনিবৃন্দ কীর্ত্তিত যশা শ্রবণ মঙ্গল তুমি তোমার ভৃত্য আমাদিগকে রক্ষা কর।

নিদ্রাভঙ্গে হরি স্মরণ করিয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিলে পরমাত্মা পরব্রহ্মকে জানিতে পারে।

যং প্রব্রজন্তমনুপেত মপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু
স্তং সর্ব্বভূত হৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥ ভাঃ ১।২।২

অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার পুর্বেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে মহর্ষি দ্বৈপায়ন 'হা পুত্র কোথায় গেলে' বলিয়া বিরহ কাতরতায় যাহার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং বনের বৃক্ষ সকল প্রতিধ্বনির ছলে মুনিকে সান্ত্বনা দিয়াছিল সেই সর্বভূত হৃদয়জ্ঞাতা ব্যাসপুত্র—শুকদেবকে নমস্কার করি।

যঃ স্বানুভাব মখিল শ্রুতি সারমেক
মধ্যাত্মদীপমতি তিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণ গুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুংমুনীনাম্॥ ভাঃ ১।২।৩

যিনি নিজের অনুভবসিদ্ধ সকল শ্রুতিসার সম্বলিত অধ্যাত্ম-প্রদীপ স্বরূপ পরম গুহ্য পুরাণ ভাগবত জীবগণের অজ্ঞান-অন্ধকার নিস্তারের উপায় স্বরূপে করুণাপুর্ব্বক উপদেশ করিয়াছেন, সেই ব্যাসপুত্র শুকদেবকে আমি বন্দনা করি।

ইহার পর 'ব্যাস' সহিত সূত প্রণাম করিয়া সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক বলেন—

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।

দেবীং সরস্বতীং 'ব্যাসং' ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ভাঃ ১।২।৩

এখানে নারায়ণ ও নর বদরিকাশ্রমে জীবের কল্যাণে তপস্যানিরত নর-নারায়ণ ঋষিযুগল। দেবী সরস্বতী, নদীও বটেন। আর ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরাশরাত্মজ। 'জয়' কথাটি লইয়া বহু গবেষণা এই দেশে ও বিদেশে হইয়াছে। দীর্ঘ আলোচনার অবসর নাই। মহাভারতের টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলেন "জয়াখ্যং মহাভারতম্" মহাভারতের নামই জয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে শুধু মহাভারতের প্রারম্ভেই শ্লোকের উপযোগিতা বুঝা যায়। 'জয়' শব্দ নমস্কার বাচক। জয় শব্দে উৎকর্ষও বুঝা যায়। ইহা ছাড়াও জয় শব্দে যে পুরাণ মাত্রকে বুঝায় সেই সংবাদটিই পাওয়া যায় ভবিষ্যৎ পুরাণে ২য় অধ্যায়ে। জয়োপজীব বিপ্র পুরাণ পাঠক—জয় পুরাণ।

জয়োপজীবো যো বিপ্রঃ সমহাগুরুরুচ্যতে।

বিষ্ণুধর্মাদিত্যধর্মাঃ শিবধর্মাশ্চ ভারত ॥

কার্ষ্ণ্যং বেদং পঞ্চমংতু যন্মহাভারতং স্মৃতং।

'সৌরাশ্চ ধর্মা রাজেন্দ্র নারদোক্তা মহীপতে ॥

জয়েতি নাম এতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

স্কন্দপুরাণের বর্ণনায় কাহার মহিমা কতখানি পুরাণে করা হইল তাহার সূচনা আছে। শিবের দশখানা, ব্রহ্মার চারখানা দুইখানা দেবীর আর অবশিষ্ট দুইখানাতে শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তিত।

অষ্টাদশ পুরাণেষু দশভির্গীয়তে শিবঃ।

চতুর্ভি র্ভগবান্ ব্রহ্মা দ্বাভ্যাংদেবী তথা হরিঃ ॥

ভাগবত বক্তা শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের নানা অবতার প্রসঙ্গ বলিয়াছেন। তাহার পরম আরাধ্য দেবতা যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন—

ভবভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারং।
অমৃতমুদধিতশ্চা পায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥

বেদ প্রকাশক স্বয়ং ভবভয় দূর করিবার নিমিত্ত দুর্গম বেদের সার জ্ঞান বিজ্ঞান সমুদ্র মথন করিয়া অমৃতের মত তুলিয়াছেন এবং ভৃঙ্গের ন্যায় বেদ পুষ্পোদ্যান হইতে মকরন্দ সংগ্রহ করিয়া নিজ ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছেন সেই কৃষ্ণনামা আদি পুরুষোত্তমকে আমি নমস্কার করি।

কলিহত জীবগণের দুর্বুদ্ধির সূচনা করিয়া তিনি বলেন—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানত পাদপঙ্কজং।
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্ন চেতসঃ ॥ ১২।৩।৪৭

পাষণ্ডগণের যুক্তিতে মুগ্ধ হইলে কলির জীব হতবুদ্ধি হইয়া ত্রিলোকনাথ অচ্যুত গোবিন্দের আরাধনায় বঞ্চিত হইবে। ম্রিয়মান আতুর পতিত শায়িত বিপন্ন বিবশভাবেও যাঁর নাম গ্রহণ করিলে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়, পরমগতি লাভ হয়, তাহাকে আরাধনা না করিলে কেমন করিয়া অমঙ্গল দূর হইবে? বিদ্যা তপস্যা যোগসাধনা প্রাণায়াম মৈত্রী তীর্থসেবা ব্রত দান জপ দ্বারা যে শুদ্ধি লাভ সুদূর পরাহত, ভগবান্ অনন্তদেবকে হৃদয়ে ধারণ করিলে অনায়াসে উহা হইবে।

শ্রীশুকদেব রাজাপরীক্ষিৎকে শ্রীভাগবতের তাৎপর্য্য উপসংহার বাক্যে উপদেশ করেন। বিবিধ দুঃখদাবানলে প্রপীড়িত অতি দুস্তর সংসার সাগরের পারে যাইতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের সমীপে পরমপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকথারস সেবা ভিন্ন আর কোনো উপায় (নৌকা) নাই।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতির্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ দুঃখদবার্দিতস্য ॥ ১২।৪।৩৯

কলিমলসংহতিকালনোখিলেশো
হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণং।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষ মূর্ত্তিঃ
পরিপঠিতো ঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ১২।১২।৬৫

কলিকালজনিত সকল অপবিত্রতা দূর করিয়া দিতে যিনি সমর্থ সেই শ্রীহরির গুণ এমন করিয়া আর কোনো শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয় নাই। এই ভাগবতে কিন্তু অশেষ মূর্ত্তি শ্রীভগবানের কথাই নানা কথা প্রসঙ্গে প্রতি পদে বলা হইয়াছে।

ভগবানের মহিমাকীর্ত্তনই মহৎ ফল উহা ছাড়া অন্য কথা বৃথা। ভগবদ্গুণ রমণীয় নিত্য নব মনের মহোৎসব শোকনাশক।

ন যদ্বচ শ্চিত্রপদংহরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং নতু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুত স্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥ ১২।১২।৫০

বিচিত্র পদ বিন্যাসেও যদি জগতের পবিত্রতা বিধায়ক শ্রীহরির যশ কীর্ত্তন

না হয়, সেই কথা উচ্ছিষ্টভোজী ঘৃণিত কাকতুল্য মানুষের সুখের হইতে পারে কিন্তু রাজহংসতুল্য জ্ঞানীর সুখের হয় না। যেখানে শ্রীহরিকথা সেখানেই সাধুগণের বাস।

তদ্বাগ্ বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

সেই কথাই কথা যাহাতে জনগণের পাপ ধ্বংস হয়—যে কথায় প্রতি পদে শ্রীভগবানের—অনন্তগুণময়ের গুণ যশঃ অঙ্কিত হইয়া থাকে—যে কথা সাধুগণ শ্রবণ করেন গান করেন অথবা গ্রহণ করেন।

দ্বাদশস্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে যে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন উহা দেখিয়া ভাগবতের ভাবধারা সম্বন্ধে কোনো শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই বিষয়টি লইয়া বিচার করিয়াছেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ শাস্ত্রার্থ তাৎপর্য্য আচ্ছাদনের জন্য। ভাগবতের তাৎপর্য সম্বন্ধে শুকদেব ভাবিলেন—এই শাস্ত্রের রহস্যবিদ্যার সঙ্গে কাহাকেও সমান বলা যায় না, আর কোনো শাস্ত্রে ইহা হইতে অধিক কোনো সমাধানও নাই। এরূপ সুগোপ্য মহারত্ন আমি প্রাণ খুলিয়া সকলকার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছি। রাজা পরীক্ষিতের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই আমি এই কার্য্য করিয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজগুহ্য বলিয়া গুহ্যবিদ্যার মধ্যেও যে রাজা আবার সকল গুহ্যতম বিদ্যার মধ্যেও যেটি পরমগুহ্যতম সেই ভক্তিযোগ বলিয়াছেন। আমি সেই রহস্য বিদ্যা 'ভক্তিযোগ' উপদেশ করিলাম। 'তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্' ভাঃ২।৩।১০ পরম পুরুষকে তীব্র ভক্তিযোগে উপাসনা করিবে। ন ভজন্ত্যব জানন্তি স্থানাৎ

ভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ (১১।৫) ভজন না করিয়া অবজ্ঞা করিলে প্রাপ্তস্থান হইতে নীচে পতিত হয়। এরূপ শত শত বার ভক্তিই যে সাধন এবং ভক্তিই যে প্রাপ্য ফল ইহা নির্ণয় করা হইয়াছে। কর্ম তো স্বর্গ সুখভোগ প্রদান করিতে পারে। সেই কর্মের কথা ছাড়িয়াই দাও। যে জ্ঞানকে অতি প্রসিদ্ধ মোক্ষ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এই ভাগবতে—(নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত ভাব বর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্

সেই জ্ঞানকে অচ্যুত ভাব ভক্তিভাব না থাকিলে আদর করার কথা নাই। চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও ভক্তি ভিন্ন তাহারা অধঃপতিত হয়, এই কথা বলা হইয়াছে। চতুর্থাশ্রমিনো জ্ঞানিনোঽপি—স্থানাদ্‌ভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ

এই কথায় জ্ঞান হইলেও ভক্তি ভিন্ন মোক্ষ অসিদ্ধই থাকিয়া যায় বুঝানো হইয়াছে। আবার যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, বেদোক্ত কর্মসাধনা, তপস্যা, জ্ঞানবৈরাগ্যে অতি কষ্টে যাহা লাভ করা যায়, উহাই ভগবদ্‌ভক্তিতে অনায়াসে লাভ হয়। জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল ভক্তিতেই মোক্ষ সিদ্ধি হয়, বলা হইয়াছে। ইহাতে মোক্ষের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ কতখানি তাহা বিবেচ্য। তথাপি জ্ঞানেই মোক্ষ এই যে প্রসিদ্ধি তাহাতেও জ্ঞানের সঙ্গে যে ভক্তি মিশ্রিত থাকে সেই ভক্তির গুণেই মোক্ষ লাভ বলিতে হয়। নামে মাত্র জ্ঞান মোক্ষের কারণ, একমাত্র ভক্তিতেই ভগবান্ গৃহীত হন। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য"

"ন তপো নাত্মমীমাংসা"

কিংবা সাংখ্যেন যোগেন ন্যাস স্বাধ্যায়য়োরপি।
কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥

তপস্যা আত্মমীমাংসা সাংখ্য যোগ ন্যাসবিদ্যা স্বাধ্যায় অধ্যয়ন অথবা অন্যান্য সাধন যাহাই বলনা কেন, কিছুতেই আত্মপ্রদ শ্রীহরিকে লাভ করা যায় না। এই সকল বাক্যে ব্রহ্মানুভব বিষয়ে জ্ঞানের সহকারিতাও প্রতিপাদিত হয় নাই। বরং উপক্রম উপসংহার অভ্যাসাদি সর্ব্বত্র ভক্তিই যে সাধন ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে। তথাপি ভাগবতে মধ্যে মধ্যে যে জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির উপন্যাস রহিয়াছে, উহা কেবল ভক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন এবং সেই মতগুলি ভক্তগণকে জানাইবার জন্য।

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বনাৎ যৎ
স্মরণাদপি ক্বচিৎ
অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং
যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি
বিমুচ্যতে সংসারাৎ

'যাহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন বা উচ্চারণ স্মরণে' 'অহো আশ্চর্য যাহার জিহ্বাগ্রে হে ভগবন্, তোমার নাম উচ্চারিত হয় সে গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরও অধিক।'

যাহার নাম একবার মাত্র শ্রবণেও চণ্ডাল পর্য্যন্ত সংসার বন্ধ হইতে মুক্ত হয়।

ইত্যাদি প্রমাণে কিঞ্চিৎমাত্র ভক্তিতেও মোক্ষ লাভ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ভক্ত্যা তয়ৈব নির্ব্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং
পরম পুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবা-
দ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্ত সর্ব্বথা
ময়ি সংজায়তে ভক্তি কোঽন্যাথাস্যাবশিষ্যতে

ভাগবত এরূপভাবে ভক্তিকেই পুরুষার্থ শিরোমণি সিদ্ধান্ত করেন। অন্যান্য

মুনির বাক্য হইতে ভগবদ্ বাক্যের অধিক প্রামাণ্য অথচ ভগবানের সেই বাক্য বলেই আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি। ইহাতে গোপন সত্য রহস্য বস্তু ভক্তি প্রচার করিয়া আমি হয়তো ভগবানের অপ্রিয় কার্য্যই করিয়াছি। ভাগবত বর্ণনা প্রায় সমাপ্তির দিকে চলিল এখন আমি কি কবিব ? যাহা হউক, এখন আমি ভক্তির মহিমা কিছু আবরণ করিয়া রাখি। শুকদেবের বিচারটি এইরূপ—যেমন কোনো মহামূল্য গোপনরত্ন হঠাৎ সকলকে দেখাইয়া ফেলিয়া তাহার পর বিচার পূর্ব্বক উহা অলক্ষিত সম্পূটে রাখিয়া আবার বড কোনো সম্পূটে উহা লুকাইয়া রাখা হয়, সেইরূপ পরম গোপ্য প্রেমভক্তি রত্ন অন্যান্য ছোট বড বিচারের সম্পূট মধ্যে সর্বগুহ্য সম্পূটে রাখা হইয়াছে। এজন্য কর্ম যোগ জ্ঞান তপস্যার কথাই প্রায়শঃ প্রধানভাবে লক্ষ্যের বিষয় হয়, কিন্তু মর্মের কথা কেবল ভাবুক রসিকগণের নিকটই আবিষ্কৃত হয়।

উত্তমশ্লোক বার্ত্তা

শ্রীভাগবত উত্তমশ্লোকের বার্তাই ঘোষণা করেন। প্রথম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণের আহ্বান। কথারুচি মহৎ সেবার ফল, পুণ্যতীর্থ নিষেবণে শ্রদ্ধা লাভ হয়। শ্রদ্ধা ভিন্ন শ্রবণের অভিলাষ হয় না।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ (১।২।১৬)

কৃষ্ণকথা শ্রবণকারীর হৃদয়ে পুণ্যশ্রবণকীর্তনময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাধুগণের সুহৃৎস্বরূপে প্রবেশ করিয়া হৃদয়স্থ সকল অমঙ্গল বিশেষরূপে দূর করিয়া দেন। কৃষ্ণকীর্তনকারী নির্মল হৃদয় হন।

শৃণ্বতাং স্বকথাং কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ (১।২।১৭)

নিত্য নিয়মিত ভগবৎসেবায় ও ভক্তসেবায় ভগবান্ উত্তমশ্লোকের প্রতি নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। ভাগবতসেবাভিন্ন ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। ইহাকেই ঐকান্তিকী, অব্যবহিতা, নিরুপাধিকা পরাভক্তি প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কাম কামনা ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি মানবচিত্তকে স্বচ্ছতা বঞ্চিত করিয়া রাখে শুদ্ধাভক্তির উদয়ে উহারাও দূরীভূত হইয়া যায়।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ (১।২।১৮)

অমঙ্গলদোষ দূরীভূত হইলে ভক্ত ও ভাগবতের সেবায় উত্তমশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়। নিষ্ঠা ভক্তি হইলে ক্রমে প্রেমভূমিকায় পৌছানোর সুযোগ ঘটে লীলাপুরুষোত্তমের আনন্দলীলায় প্রবেশ সহজতর হয়।

পরমোদার লীলাপুরুষোত্তম শ্রীহরিই পুণ্যশ্লোকস্তুত উত্তমশ্লোক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পঞ্চদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে ‘উত্তম পুরুষ’ কথা বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে পুরুষের কথা আছে। উত্তম পুরুষের সন্ধান সেখানে নাই। উত্তম পুরুষের বিষয়ে প্রমাণের অভাব। যোগদর্শন পুরুষ-বিশেষের উদ্দেশ করিয়াছেন। সেই পুরুষবিশেষ ক্লেশ-কর্মবিপাকাশয় প্রভৃতি হইতে একান্ত ভাবে অপরামৃষ্ট-শুদ্ধ, অতএব ঈশ্বর নামে অভিহিত। আর বিশুদ্ধ পুরুষবিশেষঈশ্বর-প্রণিধানে যোগের প্রাপ্য সমাধির আনন্দলাভ করা যাইতে পারে। এখানেও একান্ত কর্তব্য বলিয়া ঈশ্বর প্রণিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। বিকল্পবিধিতেই ঈশ্বর ভাবনার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম-যোগ গীতার বিশেষ সংবাদ। সাংখ্যমতানুসারে পুরুষ অসংখ্য। “পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং।” যোগশাস্ত্র তাহারই মধ্য হইতে বিশেষ পুরুষ ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছে। গীতা বলেন—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

দুই পুরুষ। এক ক্ষর অপর অক্ষর। ক্ষর পুরুষ বিকারময় সকল সংসারের জীব। আর অক্ষর পুরুষ সংসারের বীজ-কূটস্থ পুরুষ। এক ভগবান্ই ক্ষর ও অক্ষররূপে অবস্থান করেন। স্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত বলিয়া জীব ক্ষর। জাতি বুঝাইতে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলকে ধরিয়া একবচন ক্ষর বলা হইয়াছে। সবকালে স্বস্বরূপ হইতে অবিচ্যুত কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। এই দুই পুরুষের কথা বলিবার পর উত্তম পুরুষ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ হয়। অক্ষর কূটস্থ পুরুষ বেদবাক্য অনুসারে ব্রহ্মবাচক। 'এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তীতি' এই শ্রুতি প্রমাণ। 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং' ইহাও বলা হইয়াছে। জ্ঞানযোগীর জ্ঞানানুশীলন এই অক্ষর পরমব্রহ্ম বিষয়ে। জ্ঞানীর ভাবনা হইতেও যোগীর উপাসনার বৈশিষ্ট্য আছে। উহা বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ বলেন—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

ক্ষর ও অক্ষর হইতেও অন্য পুরুষ পরমাত্মা, তাহাকেই উত্তম পূরুষ বলা হয়। তিনি ঈশ্বর। ত্রিলোকে তাঁহারই প্রভুত্ব। বদ্ধজীব জগৎ ধারণ বা পালন করিতে পারে না, মুক্ত পুরুষেরও জগদ্ব্যাপারে হাত নাই। সকলকার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াও নির্বিকারস্বরূপে ত্রিলোক ধারণ পালন করেন বলিয়াই উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে অন্য বা পৃথক্।

শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা। সুস্পষ্ট ভাষায় ভাগবত এই সংবাদ বহন করেন।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।

জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

শুকদেব বলেন—সকল দেহধারী জীবেরই নিজের আত্মা আর সবকিছু হইতে অধিক প্রিয়। আর কৃষ্ণ হইলেন নিখিল প্রাণিগণের আত্মা। সকল জীবের প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা কৃষ্ণ জগতের মঙ্গলের জন্যই দেহধারীর মত কৃপাপূর্বক লীলা করিয়া থাকেন। এজন্যই কৃষ্ণকে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই নিজ পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিকতর প্রীতি করে! যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই! একথা গীতা ও ভাগবত উভয় প্রমাণেই বুঝা যায়। ভক্তগণ ভগবান্ বলিয়া স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপেরই পুরুষোত্তম নামটি আবিষ্কার করেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮॥

আচার্য শঙ্কর বলেন—'নিরতিশয়োঽহমীশ্বর ইতি দর্শয়তি ভগবান্ যস্মাদিতি।' নামটির তাৎপর্য দেখাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে নিরতিশয় ঈশ্বর ইহা বুঝাইবার জন্যই এই শ্লোকের সূচনা। ক্ষর জীব আত্মা, অক্ষর ব্রহ্ম উভয় হইতেই উত্তম বলিয়াই পুরুষোত্তম। উপাসকের বৈশিষ্ট্য হেতু উপাস্যের বৈশিষ্ট্য হয়। কৃষ্ণ বলেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥

বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি হইতেও বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে। ভাগবতে 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই কথা হইতে উক্ত তাৎপর্য উপলব্ধি হয়। একটি সচ্চিদানন্দস্বরূপবস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দ দ্বারা বলা হয়, স্বরূপত তিনে ভেদ নাই। তথাপি জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি তিনটি পৃথক্ সাধনেই তিন স্বরূপে প্রাপ্তির সংবাদ প্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও যোগের ফল মোক্ষ, আর ভক্তিতে প্রেমযুক্ত পার্ষদ দেহ লাভ হয়। অচ্যুতভাববর্জিত অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন কেবল জ্ঞানের আদর নাই। যোগীর

ভগবৎচরণাবলম্বন ভিন্ন শ্রেষ্ঠপদ হইতেও বিচ্যুতির প্রসঙ্গ আছে। জ্ঞানই বল আর যোগই বল, ভক্তির সহায়তা ভিন্ন স্ব স্ব সাধনার ফল দান করিতে পারে না, ইহা বেশ বুঝা যায়। ভক্তি কিন্তু জ্ঞান বা যোগের কোনো অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং সিদ্ধা এবং অভিলষিত প্রেম প্রদানে সমর্থা।

"সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেহঞ্জসা"

ভগবানের উপাসনায় স্বর্গ বা অপবর্গ এমন কি প্রেম পর্যন্ত লাভ হয়। ব্রহ্ম পরমাত্মার আরাধনায় প্রেমলাভের কথা নাই। অতএব ব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসনা হইতে ভগবানের উপাসনার পরম উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে। জ্যোতি, দীপ ও অগ্নিপুঞ্জ তিনই তেজ পদার্থ, এই হিসাবে অভিন্ন। জ্যোতি, দীপাদি হইতে শীতের কষ্ট নিবারণে অগ্নিপুঞ্জেরই উৎকর্ষ। সেইরূপ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ এক অভিন্ন তত্ত্ব হইলেও জ্যোতি, দীপ, স্থানীয় ব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে অগ্নিপুঞ্জ স্থানীয় ভগবানেই উৎকর্ষ, আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তো একেবারে পরম উৎকর্ষ। যেমন অগ্নিপুঞ্জ হইতেও সূর্যের উৎকর্ষ একান্তভাবে স্বীকার্য। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম।

ব্রহ্মোপসনার পরিপাক দশায় যে মোক্ষ বা নির্বাণ উহা তো মহাপাপী অঘ, বক, বা জরাসন্ধ যাহারা ভগবানের সঙ্গে হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারাও লাভ করিয়াছে। এইজন্যই তো শ্রীধর স্বামী এবং মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ 'ব্রহ্মণোপি প্রতিষ্ঠাহং' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ভগবান্ ঘনীভূত ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন—

চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াং।

বিহন্তং ভূভারং দধদবতারং মুহুরহো
বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ ॥

শ্যামজলধরকান্তি বেদবাণীর প্রতিপাদ্য চিদানন্দস্বরূপ ব্রজগোপীর মনোহারী ভবসাগরের অতীত, ভুভার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্‌কে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণ বারংবার ভজন কর। আরও শুন—বংশীধারী নবনীরদ-কান্তি পীতাম্বর অরুণবিম্বফলাকৃতিঅধর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দরবদন কমলনয়ন কৃষ্ণ ভিন্ন আমি আর অন্য কোনো তত্ত্ব জানি না।

বংশবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

এই সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যাহারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় উৎকর্ষ সহ্য করিতে সমর্থ হন না, সেই সকল মূঢ়জন নিরয়গামী হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

প্রমাণতোপি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্যমুত্তমং।
ন শক্নুবন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ ॥

এ পর্যন্ত যে কথা শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয়ের আনুগত্যে আলোচিত হইল ইহাতে গীতোক্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ,ইহাই প্রতিপাদিত হইল। শ্রীভাগবতে এই তত্ত্ব কিভাবে উত্তমশ্লোক পদবাচ্য হইয়াছে তাহাই এখন দেখা যাউক।

• শ্লোক শব্দে পদ্যছন্দোবদ্ধবাক্য এবং যশ বুঝায়। উত্তমশ্লোক কথায় যাঁহার যশঃ উত্তম তাঁহাকেই বুঝাইতে পারে। ভাগবতে উত্তমশ্লোক বলিতে যে শ্রীকৃষ্ণের সমান বা অধিক যশ আর কাহারও নাই তাঁহাকেই

বুঝাইয়াছে। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনির সমাজে এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন—

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ (১।১।১৯)

ভাগবতের প্রথম অধ্যায়েই তাঁহার বিক্রমের কথা—সে প্রসঙ্গ রসিকের শ্রবণে পদে পদে নব নব স্বাদুতা বহন করে।

বিষ্ণুপার্ষদ নন্দ সুনন্দ ধ্রুবলোকে বিষ্ণুর পরম পদে ধ্রুবকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন—

এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমশ্লোকমৌলিনা।
উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি ॥ ৪।১২।২৭

এই শ্রেষ্ঠ বিমান উত্তমশ্লোকমৌলি কর্তৃক প্রেরিত। হে আয়ুষ্মন্ ভক্তপ্রবর, আপনি ইহাতে সশরীরে আরোহণ করুন। 'মৌলি' শব্দে মহাযশশালী যিনিই থাকুন, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিই আপনার জন্য পাঠাইয়াছেন।

যজ্ঞের শেষ ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া পৃথুকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে পৃথু বিনীতভাবে প্রার্থনা করিয়া বলেন—

স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎ পদাম্ভোজ সুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃত তত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥ ৪।২০।২৫

হে উত্তমশ্লোক, মহৎযশা মহতের মুখে আপনার পাদপদ্ম মধুভরা কথা শ্রবণে সাধনহীনেরও তত্ত্বজ্ঞান হয়। আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই। আমার অযুত সংখ্যক কর্ণ হউক। আর কাণ ভরিয়া মহতের মুখে আপনার গুণগান শ্রবণ করি।

আদিরাজ পৃথুর বাক্য শুনিয়া দেবতাগণ পিতৃগণ সাধুব্রাহ্মণগণ সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া বলেন—আপনাকে আমাদের প্রার্থিত নেতারূপে লাভ করিয়া শ্রীভগবানকেই স্বামীরূপে পাইলাম কেন না আপনি উত্তমশ্লোকতম ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুর মহিমাই কীর্তন করিতেছেন।

অহোবয়ং হ্যদ্য পবিত্র কীর্ত্তে
ত্বয়ৈব নাথেন মুকুন্দ নাথাঃ।
য উত্তমশ্লোকতমস্য বিষ্ণো
ব্র্হ্মণ্যদেবস্য কথাং ব্যনক্তি ॥ ৪।২১।৪৯

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কথারম্ভে মহাভাগবতের সংসাবাসক্তি হয় না ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। উত্তমশ্লোকের পাদপদ্ম ছায়ায় যাহাদের চিত্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের আর আত্মীয়ের প্রতি মন যাইবে কেন?

মহতাং খলু বিপ্রর্ষে উত্তমঃশ্লোকপাদয়োঃ।
ছায়া নির্বৃ্ত চিত্তানাং ন কুটুম্বে স্পৃহামতিঃ ॥ ৫।১।৩

সত্যই তো উত্তম শ্রুতিস্মৃতি বাক্যাবলী শ্লোকাকারে যাঁহার মহিমাই বর্ণনা করে সেই উত্তম শ্লোকের চরণকমল মধুতে আসক্ত ব্যক্তির মন অন্যত্র যাইতে পারে না।

প্রাকৃতদেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও ভক্তির স্পর্শে অপ্রাকৃত হয়। স্পর্শমণি লোহাকে সোনা করে সেই রীতিতে। বিবর্তবাদে দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি মিথ্যা, উহাদের সত্ত্বা অস্বীকৃত, নির্গুণতা তো বহুদূরে। উপদেষ্টবা ব্যক্তিই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে গুরুর উপদেশ শূন্যআকাশে বীজ-বপনের ন্যায় বৃথা। ভক্তিই বা কোথায় আর প্রেমই বা কোথায়? তবে মহতের পাদরজোভিষেকে সব কিছুই সম্ভব হয়। তাহার কারণ বর্ণনা করেন জড়ভরত রহূগণ নৃপতির সমীপে।

যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমানোঽনুদিনং মুমুক্ষো
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ৫।১২।১৩

মহাভাগবতগণের সমীপে লৌকিক কথা হয় না। তাঁহাদের মুখে সর্বদা উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবাদ শ্রবণ হয়। প্রতিদিন উহা নিয়মিত সেবায় মোক্ষাভিলাষ দূর হইয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধা রতিমতি হয়।

রাজর্ষি ভরতের সংসার বিমুখতা বলিতে যাইয়া পুর্ব কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্য হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোক লালসঃ ॥

৫।১৪।৪৩

উত্তম শব্দের তাৎপর্য সর্বোৎকৃষ্ট। রূপ, গুণ, লীলা, মাধুয, ঐশ্বয সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট 'যশ' যাহার, সেই শ্রীভগবানের দর্শনে লালসাই ভরতকে সব কিছু ত্যাগের প্রেরণা দিয়াছিল। উত্তমশ্লোক-মহিমা ইহাতে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ বৃদ্ধ হইয়াও আসক্তি ত্যাগ করে না। আর তিনি যুবাবস্থায়ই ত্যাগ করিয়াছিলেন। ত্যাগে তাঁহার কষ্টবোধ হয় নাই। বরং তিনি সুখী হইয়াছিলেন।

অজামিলের মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণের ফলে চারিজন বিষ্ণুদূত আগমন করিলেন। তাঁহারা নামাক্ষর সমুচ্চারণের মহিমা বলেন—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মাদিভি
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ
স্তদুত্তমঃ শ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥ ৬।২।১১

মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী প্রায়শ্চিত্তের যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন উহাতে পাপাচরণশীল ব্যক্তি সম্যক্ শুদ্ধ হন না, ব্রতের দ্বারাও নয়। শ্রীহরির নামাক্ষর সমূহ তাহাতে উত্তম শ্লোকের মহামহিমার উপলব্ধি হয়, উচ্চারণ মাত্র পাপগুলি সমূলে বিনষ্ট করিয়াও অধিক ফলদায়ক হয়। এই নামাক্ষর সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যেমন করিয়াই উচ্চারিত হউক, অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে ধ্বংস করে তেমনই পাপরাশিকে ধ্বংস করে।

অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীৰ্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥ ৬।২।১৮

বৃত্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রাহত হইয়াছেন। তাহার পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কারের ফলে ভক্তিভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রের প্রতি তিনি প্রাণের আবেগময়ী ভাষায় ভগবদ্ভক্তির চরম উপদেশ বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন—আমার স্বকর্ম ফলে আমি এই সংসার চক্রে ভ্রমণ করিব। হে ভগবন্! তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিজের দেহ, পুত্র, পত্নী, গৃহ প্রভৃতিতে আসক্ত হইলেও উত্তমঃশ্লোকজনের সহিত—তোমার ভক্তের সহিত যেন সখ্যভাব লাভ করিতে পারি।

মমোত্তমশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াঽঽত্মজ দারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ॥ ৬।১১।২৭

প্রপন্নভক্ত চিত্রকেতুকে দেবর্ষি নারদ মন্ত্রবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের আরাধনার নিমিত্ত উপদিষ্ট মন্ত্রবিদ্যা চিত্রকেতু সপ্তাহকাল পর্যন্ত কেবল জলমাত্র গ্রহণ করিয়া জপধ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তির প্রাচুর্যে নয়নের ধারা বিগলিত এবং রোমাঞ্চিত দেহে তিনি উত্তমশ্লোক পদারবিন্দকে অশ্রুদ্বারা অভিষিক্ত করেন।

স উত্তমশ্লোকপদাব্জবিষ্টরং
প্রেমাশ্রুলেশৈরুপমেহয়ন্ মুহুঃ।
প্রেমোপরুদ্ধাখিলবর্ণনির্গমো
নৈবাশকং তং প্রসমীড়িতুং চিরং ॥ ৬।১৬।৩২

চিত্রকেতুর অশ্রুধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীভগবান্ উত্তমশ্লোকের পদকমল অভিষিক্ত হইয়া গেল। প্রেমে রুদ্ধ কণ্ঠে একটি কথাও উচ্চারণের সামর্থ্য তাহার ছিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে স্তব্ধ হইয়াই ছিল।

পুংসবনব্রত বিধান কশ্যপ মুনি অদিতিকে উপদেশ করেন। মন্ত্র জপের পর যেভাবে স্তোত্র উচ্চারণ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া তিনি বলেন—

যথা যুবাং ত্রিলোকস্য বরদৌ পরমেষ্ঠিনৌ।
তথা ম উত্তমশ্লোক সন্তু সত্যা মহাশিষঃ ॥ ৬।১৯।১৪

হে উত্তমশ্লোক ভগবান্ বিষ্ণু, তুমি ও শ্রীলক্ষ্মী যেরূপ নিত্যই ত্রিলোকে পরম শ্রেষ্ঠ বরদাতা হইয়া বিরাজিত আছ, তেমন তোমাদের অনুগ্রহে আমারও প্রতি আশীবাদ সত্য হউক।

মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহোদয় উত্তমশ্লোক পদারবিন্দে নিবেদিত-মন ছিলেন। তিনি অপর কোনো সঙ্গ করিতেন না। শ্রীহরির সঙ্গেই তাঁহার পরম আনন্দ। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তিনি উত্তম শ্লোক সঙ্গেই মনটিকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের সমীপে নিজ শিষ্য প্রহ্লাদের কথা বলিতেছেন—

স উত্তমশ্লোক পদারবিন্দয়ো
নিষেবয়াকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া।
তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহু
র্দুঃসঙ্গদীনাস্যমনঃ শমং ব্যধাৎ ॥ ৭।৪।৪২

শঙ্করমোহন নিমিত্ত শ্রীভগবান্ যে মোহিনী-বেশ ধারণ করেন, তাহার মহিমা বর্ণনা করিয়া শুকদেব বলেন—

এতন্মুহুঃ কীর্ত্তয়তোঽনুশৃণ্বতো ন রিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্বচিৎ।

যদুত্তমশ্লোক গুণানুবর্ণনং সমস্ত সংসার পরিশ্রমাপহম্॥

উত্তমশ্লোক গুণানুবর্ণনে সমস্ত সংসারের পরিশ্রম দূর হইয়া যায়। বারবার এই কথা কীর্ত্তনে এবং মনোযোগ পুর্বক শ্রবণে সর্বপ্রকার কর্ম প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হয়।

রাজর্ষি খট্বাঙ্গ দেবগণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন। দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়া দেববৃন্দ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ খট্বাঙ্গকে বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি তাঁর আয়ুষ্কাল আর কতদিন আছে, জানিবার ইচ্ছা করিলে, দেবগণ বলিলেন —আর মাত্র মুহূর্তকাল আপনার আয়ু আছে। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি বিচার করিলেন—এখন আর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় কাহারও বিষয়ে মন দিব না। বাল্যেও আমার মন অধর্মে যাইত না—তখনও উত্তমশ্লোক ভগবান্ ভিন্ন আমি আর কিছু দেখিতাম না—ভাবিতাম না। দেবতাদের বরে আমার অন্য কোনো কামনা পুরণের আকাঙ্ক্ষা নাই? এখন সেই উত্তমশ্লোকের শরণ গ্রহণ করি।

ন বাল্যেপি মতির্মহ্যমধর্মে রমতে ক্বচিৎ।

নাপশ্যমুত্তমশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্বহম্॥ ৯।৯।৪৪

শ্রীরাম রাজা হইয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। যাজ্ঞিক পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত রাজ্য ধনসম্পদ দান করিয়াছিলেন। বৈদেহী নিজের অঙ্গে মঙ্গল চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া অন্য সকল সামগ্রী বিলাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ বাৎসল্য ও ঔদার্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ। ব্রাহ্মণগণ দানের সকল সামগ্রী শ্রীরামকে প্রত্যর্পণ করিয়া

বলেন—হে ভুবনেশ্বর, তোমার গুণে আমরা কি না পাইয়াছি। তুমি আমাদের মনের অন্ধকার দূর করিয়াছ। হে অকুণ্ঠমেধা রাম, তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, তুমি উত্তমশ্লোক ধুর্য্য, তোমাকে নমস্কার। শ্রীরাম উত্তমশ্লোক ধুর্য্য প্রধান—বলিয়া এখানে কীর্তিত।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
উত্তমশ্লোকধুর্য্যায় ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে॥ ৯।১১।৭

সহস্রবাহু অর্জুন, ইনি হৈহয়বংশজাত। বহু সৈন্য পরিজন সহ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া একদা জমদগ্নিমুনির আশ্রমে আসিলেন। মুনির শ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি গাভী। তাহার কাছে প্রার্থনা অনুসারে সব কিছুই পাওয়া যায়। রাজা সপরিজন আশ্রমদ্বারে অভ্যর্থিত হইলেন। সেরূপ ঐশ্বর্য রাজভাণ্ডারেও দুর্লভ। অর্জুন জানিলেন গাভীটির গুণে মুনির এই অতুলনীয় ঐশ্বর্য সম্পদ। তিনি গাভীটি লইয়া যাইবেন মনে করিলেন। মুনি অনিচ্ছুক হইলে বলপূর্বক উহাকে নিবেন বলিয়া সৈন্যদের আদেশ করিলেন রাজা। গাভী লইয়া রাজা আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পরশুরাম আসিয়া সব কথা শুনিলেন। তিনি হাতে পরশু লইয়া ছুটিলেন, সহস্রবাহুর অহঙ্কার চূর্ণ করিতে। একটি একটি করিয়া তাঁহার সবগুলি বাহু ছেদন করিয়া তাহার শাস্তিবিধান করিলেন।

জমদগ্নি মুনির প্রভাব পরশুরাম জানিতেন। কিন্তু একদিন যখন তাঁহার পিতৃদেব ভগবান্ উত্তমশ্লোকে মনটি আবিষ্ট করিয়া যজ্ঞশালায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ব শত্রু ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন। পরশুরাম আশ্রমে ছিলেন না। মাতার করুণ ক্রন্দনে রাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাকে নিহত দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তিনি ক্ষত্রিয় নিধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাগবত বলেন—

দৃষ্ট্বাগ্ন্যাগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিং।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে জগ্মুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ॥ ৯।১৬।১১

রাজা পরীক্ষিৎ চন্দ্রবংশ ও সূর্যবংশের নৃপতিগণের বিবরণ শুনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য তাঁহার পরমাগ্রহ। না হইবে কেন? কেই বা সেই উত্তমশ্লোক গুণানুবাদ শ্রবণ হইতে বিরত হইতে পারে?

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ ১০।১।৪

সংসারের জীব তিন শ্রেণী। এক জীবন্মুক্ত, দুই মুমুক্ষু, তিন বিষয়ী। ভগবানের মহিমামাধুরী মুক্তপুরুষের পরম হর্ষের কারণ হয়। তাই অপর কোন কামনাপুরণের জন্য নয়, শুধু আনন্দেই সে হরিগুণগান করে। দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি। ভবরোগের মহৌষধি বিচারে মুমুক্ষুগণও নামগুণ-লীলাকীর্তন শ্রবণ করেন। সংসারাসক্ত বিষয়ী জীবও হরিকথা শ্রবণকালে কথার গুণে আত্মহারা হইয়া যায়। তাঁহার শ্রবণ সুখদায়ক, মনের বিশ্রাম বলিয়াও তাহারাও হরিকথা হইতে বিরত হয় না। তবে ব্যাধের প্রাণের মত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক—যাহারা ইহকাল পরকালের সুখ সম্বন্ধে একান্ত অন্ধ, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। রাজা পরীক্ষিতের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণই উত্তমশ্লোক।

একবার নয় রাজা পরীক্ষিৎ কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন নিঃসন্দিগ্ধ ভাষায়।

কোন্নু শ্রুত্বাসকৃৎ ব্রহ্মন্নুত্তমশ্লোক সৎকথাঃ।
বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষণ্ণঃ কামমার্গণৈঃ॥

লৌকিক কামনার পুর্তি প্রচেষ্টা বিষাদকে ডাকিয়া আনিবেই। বিশেষ বিচারবান্ পুরুষ এই কামনার জন্য উন্মত্ত হইবেন না। উত্তমশ্লোক সৎকথা শুনিয়া উহাতেই বিশেষজ্ঞ লাগিয়া থাকিবেন কখনও বিমুখ হইবেন না। সেই বাণী সার্থক যাহাতে ভগবানের কথা থাকে। সেই কর্ণ সার্থক যে কর্ণে হরিকথা শ্রবণ হয়। সেই উত্তমাঙ্গ উত্তম যে মস্তক ভক্ত ও ভগবানের উদ্দেশ্যে নত হয়। সেই চক্ষুই সার্থক যাহাতে ভক্ত ও ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শন হয়। ভক্ত ও ভগবানের চরণামৃত ধারণ করিয়াই দেহ সার্থক হয়।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীদামকে দ্বাবকায় পাঠাইবার জন্য তাঁহার স্ত্রী বারংবার অনুবোধ করিয়াছেন। উপরুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন আর কিছু লাভ হউক আর না-ই হউক উত্তমশ্লোক দর্শন এই পরম লাভতো হইবেই। তবে যাই দ্বারকায়, কি হয় দেখি।

স এবং ভার্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মৃদু।
অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমশ্লোক দর্শনম্॥ ১০।৮০।১২

জরা ব্যাধের মুখেও ক্ষমা চাহিবার ভাষায় উত্তমশ্লোক কথাটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। মায়া মুষলের অবশিষ্ট দিয়া লুব্ধক জরা বাণ তৈরী করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বাণ পুরুষোত্তমের চরণে বিদ্ধ করাব পর সে বলে—

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমশ্লোকমেহনঘ॥ ১১।৩০।৩৫

হে মধুসূদন, আমি পাপী, না জানিয়া গর্হিত কর্ম করিয়াছি, উত্তমশ্লোক, অপাপবিদ্ধ, নির্মলস্বরূপ, আমার পাপ তুমি ক্ষমা কর।

রাজা পরীক্ষিৎ ভাগবতে উত্তমশ্লোক গুণানুবাদ প্রাণ ভরিয়া

শুনিয়াছেন। তিনি অভয় হইয়াছেন। তক্ষক দংশনে তাঁহার আর মৃত্যু ভয় নাই। তিনি বলেন—

পুরাণ সংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্।
যস্যাং খলূত্তমশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে।
ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যোমৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্॥ ১২।৬।৫

ভাগবত সিদ্ধান্ত বাক্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় উহা দ্বাদশ স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়ে উত্তমশ্লোক যশ কীর্তনেই পর্যবসিত হইয়াছে। উপক্রম ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ে উত্তমশ্লোকের কথা তুলিয়া উহা শ্রবণে রসজ্ঞ প্রতি পদে স্বাদ্ অনুভব করেন; ইহা লইয়াই ভাগবতের আরম্ভ। উপসংহার ১২ স্কন্ধ ১২ অধ্যায়ে—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাং
যত্তুত্তমশ্লোক যশোঽনুগীয়তে॥

উত্তমশ্লোক ভগবানের যশ কীর্তি মহিমা কীর্তন অত্যন্ত রমণীয়। উহা প্রতিক্ষণে নব নব রূপে রূপায়িত হইয়া মনের মহোৎসব। উহাই মানুষের শোকসমুদ্র শোষণকারী। ভগবদ্ গুণানুবাদের তুলনা আর নাই, ইহাই উপসংহারে বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও দেখা যায়, বিভিন্ন স্কন্ধে বার বার অভ্যাস স্বরূপে উত্তমশ্লোক কথারই আবৃত্তি হইয়াছে। অন্য শাস্ত্র হইতে ভাগবতের অপূর্বতাও এই উত্তমশ্লোক গুণানুবাদ কীর্তনে শ্রবণে। ফলরূপেও এই শ্রীহরিকথা যে প্রতিপদে রুচিবর্ধক, নব নব রসানুভবপূর্ণ মনের মহোৎসব এবং শোকার্ণব শোষণকারক, উহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভাগবত

আদি অন্ত উত্তমশ্লোক বার্তা ও তাৎপর্য ঘোষণা করিয়া পুরাণ সাহিত্যে সম্রাটের আসন লাভ করিয়াছে। সেই ভাগবতের জয় হউক।

শ্রীমদ্ভাগবত ও "উপদেশ"

শ্রীমদ্ভাগবত সমগ্রই উপদেশপূর্ণ। উপদেশ কথার অর্থ মন্ত্র বলা, হিত বাক্য বলা, শিক্ষা দান করা। কতগুলি বিশেষ অংশ উপদেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব সেগুলি পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথম স্কন্ধে দেবর্ষি নারদ ব্যাসকে ভাগবত রচনার উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃ শ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥

মানুষের জীবনে যত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে—তপস্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, সদ্বুদ্ধি বা দান যাহাই বলনা, সব কিছুর সুনিশ্চিত চিরস্থায়ী ফল ভগবানের গুণ বর্ণনা। জ্ঞানীগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। (১।৫।২২)

ধৃতরাষ্ট্রের বার্দ্ধক্যে তাঁহার প্রতি বিদুরের উপদেশ হইতে বিশেষ একটি বিষয়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। "নরোত্তম" এবং "ধীর" মানুষের গতির দুই অবস্থার নির্দ্দেশ এখানে রহিয়াছে।

গত স্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎস বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥

যিনি বিষয় বাসনা এবং অভিমান ত্যাগ করিয়া আত্মীয়দের অজানা-ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া যান তাহাকে বলে ধীর।

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥ ১।১৩।২৭

যিনি নিজের বুদ্ধিতে বা পরের উপদেশে সংসারে আসক্তিহীন হৃদয়ে ভগবান শ্রীহরিকে ধারণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন, তাহাকে বলে নরোত্তম।

ধ্রুবের প্রতি দেবর্ষি নারদের উপদেশ মানব-জীবনেব সর্বাপেক্ষা মঙ্গলতম পথের সন্ধান। তিনি বলেন—

ধর্মাথকাম মোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ।
একমেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্॥

যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গ ফল পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার জানা কর্ত্তব্য যে উহা পাওয়ার একমাত্র উপায় শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর বিদ্যা তোমার সাধনার অবলম্বন হউক্। ইহার তাৎপর্য, সর্বভূতেচরাচরে যাঁহার মহিমা ঐশ্বর্য্য বিরাজিত সেই বিরাট্ আনন্দকে নমস্কার।

রাজা পৃথু প্রজাগণকে উপদেশ করিয়া বলেন—

বিনির্ধূতাশেষ মনোমলঃ পুমানসঙ্গ বিজ্ঞানবিশেষ বীর্যবান্। যদঙ্ঘ্রি-মূলে কৃতকেতনঃ পুনর্নসংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে। তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভিঃ ইত্যাদি। ৪।২১।৩০

পরমেশ্বরের পাদপদ্ম ধ্যানের ফলে মনের দোষ দূর হয়, জ্ঞানের উদয় হয়, আর সংসার দুঃখ থাকে না, অতএব তোমরা কায়মনোবাক্যে সেই ভগবানকে আরাধনা কর। পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের বাক্যেও ভগবানের ভজন সম্বন্ধে উপাদেয় যুক্তি আছে।

জড়ভরতের উপাখ্যানে ব্রাহ্মণ ও রহূগণ সংবাদে অনেকগুলি উপদেশ একত্র দেখিতে পাই। পাল্কীর বেহারার মুখে রাজা রহূগণ আত্মজ্ঞানের যে উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিলে স্বতঃই আমাদের মনে হয় উহা অতীব অভাবনীয়। রাজা সাধুর দর্শনে যাইতেছিলেন। পথের

মধ্যেই অযাচিত ভাবে পরমহংস পদবীতে আরূঢ় এরূপ মহতের দর্শন ঘটিয়া যাইবে ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। ব্রাহ্মণ বলেন—গুণময় বস্তুতে আসক্ত হইয়াই মনের যত দুঃখ। মন যদি গুণাতীত বস্তুকে গ্রহণ করিত তাহার সকল বিপদ কাটিয়া যাইত। ঘৃত যখন প্রদীপের সল্‌তের সঙ্গে দগ্ধ হয় তখন তাহার শিখার ধোঁয়াও থাকে, কিন্তু অগ্নি ঘৃত ও সল্‌তের সঙ্গ বিমুক্ত হইলে তাহার আর ধোঁয়া থাকে না। অগ্নি যখন স্বর্ণপিণ্ডে সংক্রামিত হয় তখন তাহাব উজ্জ্বলতাই প্রধানভাবে দেখা যায়। ঠিক সেই প্রকার মন ভগবানের মাধুর্য্য গ্রহণেব জন্য নিযুক্ত কবা হইলে মনের দৌরাত্ম্য আর থাকে না। মন নির্মল এবং শান্ত হইয়া যায়। ৫।১১

দক্ষতনয় হর্য্যশ্বগণ তপস্যায় প্রবৃত্ত। পিতার আদেশে তাহারা প্রজা-সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। দেবর্ষি নবনারাযণ-আশ্রমে তাহাদের সমীপে আসিলেন। দক্ষেব পুত্রগণকে নিজের পথে অর্থাৎ নিবৃত্তিমূলক প্রেমপথের পথিক করিবার জন্য তিনি উপদেশ ছলে বাক্যকূট প্রকাশ করিলেন। নারদ বলেন—(১) ভূমির অন্ত না জানিয়া (২) যেখানে একমাত্র পুরুষের বাস সেই রাষ্ট্র, (৩) যেখান হইতে কাহাকেও বাহির হইতে দেখা যায় নাই সেই বিল, (৪) বহুরূপা স্ত্রী, (৫) পুংশ্চলীর পতি সেই পুরুষ, (৬) সেই নদী যাহার গতি উভয় দিকে, (৭) পঁচিশ পদার্থ পূর্ণ গৃহ, (৮) বিচিত্র কথাময় হংস, (৯) নিজেই ক্ষুব ও বজ্রাদি দ্বারা নির্মিত ভ্রমণশীল পদার্থ না দেখিয়া এবং (১০) পিতার অনুরূপ আদেশ না বুঝিয়া কিরূপে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইবে?

এই কুট বাক্যের তাৎপর্য সহসা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারতেও এরূপ অনেক কুটবাক্য বা শাস্ত্রগ্রন্থি আছে। ইহাদের মধ্যে গুরুশিষ্য পরম্পরা উপদিষ্ট এবং সাঙ্কেতিক বা পারিভাষিক তথ্য নিহিত থাকে।

শ্রীধরস্বামী "বাচঃ কুটং" এর অর্থ করিয়াছেন "পরোক্ষবাদেন

অর্থান্তরমিব প্রতীয়মানং বচনং।" প্রসঙ্গান্তরের কথা বলিয়া অভিলষিত কোনো বিষয় বুঝাইবার জন্য চাতুর্যপূর্ণ বাক্যই কূট। দশটি কূট প্রশ্নের সমাধান করিতে হর্য্যশ্বগণ বিচার আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাহারা বুঝিতে পারিলেন দেবর্ষির প্রশ্ন তাহাদিগকে বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে উন্মুখ করিতেছে।

(১) প্রশ্নে ভূমি বলিতে সাধারণ ভূমি নয়—উহা ক্ষেত্র বা কর্ম্মময় শরীর, তাহার অন্ত, লিঙ্গ শরীরের বিনাশ বা মোক্ষ। এই মোক্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া অসৎ কর্ম্মে কোনো ফল নাই। (২) একমাত্র পুরুষ বিশ্বের নিয়ন্তা সর্ব্বলোক সাক্ষী। যাহার আধার, আশ্রয় বা বন্ধন নাই সেই স্বতন্ত্র পরমেশ্বরকে জানা প্রয়োজন। অন্যথা সকল কর্ম্মই বৃথা। (৩) যেখানে প্রবেশ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না সেই বিল পরমব্রহ্ম, তাহাকে না বুঝিয়া অসৎ কর্ম্মদ্বারা কি লাভ হইবে? (৪) জীবের বুদ্ধি স্বেচ্ছাচারিণী নারীর ন্যায় মোহ উৎপাদনে সমর্থা বহুরূপা স্ত্রীর সঙ্গে তুলিতা। বুদ্ধির অচ্যুত প্রতিষ্ঠা ভিন্ন কর্ম্মদ্বারা কি ফল হইবে? (৫) মায়ার সঙ্গদোষে সংসারে আবদ্ধ জীবই পুংশ্চলীর পতি, তাহার স্বরূপ জানিয়া তবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। (৬) সৃষ্টি ও সংহার এই উভয়দিকে প্রবাহিত মায়া নদী। (৭) অন্তর্যামী পুরুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্রয়। (৮) বিচিত্র হংস শাস্ত্র। চিৎ ও জড়বস্তুর বিচারে শাস্ত্র মুখর। এই হংস স্বরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য অবধারণ না করিয়া কোনো কর্ম্ম করা নিষ্ফল। হংস দুধ আর জল পৃথক্ করে, শাস্ত্র ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখায়। (৯) কালচক্রই সেই ক্ষুরধার বজ্রসার স্বয়ং ভ্রমণশীল পদার্থ। কালের মহিমা না বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে কোন ফল হইবে না। (১০) পিতার আদেশ অর্থ শাস্ত্রের আদেশ, তাহারও অনুরূপ আদেশ হইতেছে—ত্যাগময় নিবৃত্তির অনুকুল উপদেশ। এই

সকল বিষয় না বুঝিয়া সৃষ্টির কোনো কর্ম্মে সুফল লাভ করিবার আশা সুদূর পরাহত। (৬।৫) হর্য্যশ্বগণের মন ফিরিয়া গেল। তাহারা বৈরাগ্যপথের পথিক হইলেন। তাহাদের মন্ত্রঃ ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে। বিশুদ্ধসত্ব ধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি।

দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণ কবচ ধারণ করিয়া শক্রর সহিত যুদ্ধকরিতেন। তাহার কবচের মহিমায় জয়লাভ হইত। এই কবচ তিনি বিশ্বরূপের সমীপে লাভ করেন। উহার মধ্যে প্রধান মন্ত্র ওঁ নমো নারায়ণায়, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইত্যাদি। নারায়ণ কবচের আদ্যন্ত ভগবানের নামের মহিমায় গ্রথিত হইয়া আছে। ৬।৮

চিত্রকেতুর প্রতি অঙ্গিরা মুনি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাকে মন্ত্রোপনিষদ বলা হইয়াছে। উহার প্রধান কথা স্থির মনে দ্বৈতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্রুব অদ্বৈত পদার্থে লাগিয়া থাকা। ৬।৪৫

হিরণ্যাক্ষ বধের পর মাতা, ভ্রাতৃবধূ ও অন্যান্য বান্ধবগণকে উপদেশ দেন হিরণ্যকশিপু। এই উপদেশের মধ্যে প্রাচীন উপাখ্যান উল্লেখ করিয়া আত্মীয়গণের শোকাপনোদন চেষ্টা আছে। এমন কি মৃতব্যক্তির পুনর্বায় প্রাণসঞ্চারে তাহার মুখে সংসারের অলীক সম্বন্ধ বিষয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। শুধু তাহাই নয়, যমকেও বালকের মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করাইয়া তাহারও মুখে অনিত্য সংসার সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল কথার প্রয়োগ আছে। শেষ পর্যন্ত হিরণ্যকশিপু যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। তিনি বলেন—

ক আত্মা কঃ পরোবাত্র স্বীয় পারক্য এব বা।
স্ব পরাভিনিবেশেন বিনাঽজ্ঞানেন দেহিনাং॥

একজন আপন অপরে পর এই অভিনিবেশই অজ্ঞান। অজ্ঞান ভিন্ন আপন পর বুদ্ধি হয় না। অতএব এই বুদ্ধি ত্যাগ কর। কথাটা খুবই

ভাল। হিরণ্যকশিপু কিন্তু এই কথাই পুত্রের সঙ্গে ব্যবহারে পরে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ গুরুকুলে বাসকালে সমবয়স দৈত্য বালকগণকে যে উপদেশ দেন উহা অতি গভীরার্থ পূর্ণ। এই সকল সদুপদেশ তিনি মাতৃগর্ভে থাকা কালে দেবর্ষি নারদের নিকটেই শুনিয়াছিলেন। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দানবগণ পরাজিত হইলে হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুকে দেবর্ষি নারদ নিজের কাছে রাখেন। তিনি জানিতেন, ইহার গর্ভে প্রহ্লাদের জন্ম হইবে। প্রহ্লাদ বলেন—দেখ দুঃখকে তো কেহ প্রার্থনা করে না, তবু সেই দুঃখ আসে, সেই রকম সুখও না চাহিতেই আসে। দেহ ও ইন্দ্রিয় আছে, কাজেই সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে। কোন্‌টাকে রাখিয়া কোন্‌টাকে ফেলিবে? সে দিকে মনোযোগ না করাই ভাল। বরং ততক্ষণ ভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান কর। হে বন্ধুগণ, তোমরা যেন মনে করিও না আমি কোন কঠিন সাধনার কথা বলিতেছি। ভগবানের আরাধনা কঠিন কাজ নয়। তিনি সর্বত্র আছেন—সর্ব্বজীবের আত্মা তিনি—তিনি যে সর্ব্বত্র সিদ্ধ। অতএব তাঁহাকে আরাধনা করিতে তাঁহাকে কোথাও খুঁজিতে হয় না।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদং।
ভাবমাসুর মুন্মুচ্য যয়াতুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥ ৭।৬।২২

অসুর ভাব ত্যাগ কর। সকলকে দয়া কর। জীবের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন কর। ইহাতেই ভগবান সন্তুষ্ট হইবেন।

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে উপদেশ দান প্রসঙ্গে যথার্থ ধার্মিককে সাবধান করিয়া বলেন—অধর্ম্মের পাঁচটি শাখা। (১) বিধর্ম্ম (২) পরধর্ম্ম, (৩) আভাসধর্ম্ম, (৪) উপধর্ম্ম, ও (৫) ছলধর্ম্ম। এইগুলিকে অধর্ম্মের মতই জানিয়া ত্যাগ করিবে। যাহা ধর্ম্ম বিবেচনায়

অনুষ্ঠান করিলেও নিজের ধর্ম্মের বিরোধ হয়, তাহাই বিধর্ম্ম। অন্যের উপদিষ্ট অন্য অধিকারীর ধর্ম্ম পরধর্ম্ম। ধর্ম্মের চিহ্ন দেখাইয়া লোক ঠকানোর ফলে উপধর্ম্মের সৃষ্টি। নামে ধর্ম্ম অথচ যাহা অন্য উদ্দেশে করা হয়, উহা ছলধর্ম্ম। নিজের খুসীমত ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মাভাস। ধার্ম্মিক লোক এ সব করিবে না।

দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত কশ্যপের উপদেশ প্রার্থনা করেন। মুনিপ্রবর কশ্যপ অদিতিকে পরমপুরুষ জনার্দ্দনের উপাসনার নির্দ্দেশ দেন। তিনি বলেন—আমার এই মত যে, সর্ব্ব-ভূতাধিবাস ভগবান্ বাসুদেব যিনি জগদ্গুরু এবং দীনজনানুগ্রহশীল তাহার আরাধনা নিরর্থক হইতে পারে না। তাহাকে আরাধনা করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে অহিংস, সংযত এবং পবিত্র হইতে হয়। দ্বাদশাক্ষর বিদ্যা দ্বারা নিয়মপূর্ব্বক পূজা হোম কর, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। উপাসনার ফলে শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব। দেবমাতা অদিতিকে উপদিষ্ট ব্রতের নাম পয়োব্রত।

একাদশ স্কন্ধের প্রধান কথা ভাগবত ধর্ম্মোপদেশ। দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় অবস্থান পূর্ব্বক বসুদেবের প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ দেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞস্থলে কবি, হবি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নয়জন মহাযোগীন্দ্রের উপদেশ দান কথার অবতারণা করেন। একদা যজ্ঞস্থলে সমাগত এই যোগীন্দ্রগণকে জীব, জগৎ, মায়া, ঈশ্বর, অবতার, সাধন প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তাঁহারা যে উপাদেয় উপদেশ দেন উহাই বসুদেবের নিকট দেবর্ষি উল্লেখ করেন। ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশের প্রধান একটি আশার কথা এই যে, অন্য ধর্ম্ম যেমন সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত না হইলে সাধক সাধনার ফল হইতে একেবারেই বঞ্চিত হয়, ভাগবত ধর্ম্ম সেরূপ নয়। এই পথে

চলিতে চলিতে পদস্খলন হইলেও তাহার উদ্ধারের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় না। বরং অল্প স্বল্প অনুষ্ঠানেও মহৎফলের আশা একমাত্র এই ভাগবত ধর্ম্মেই রহিয়াছে। এরূপ করুণার কথা—ক্ষমার কথা—দানের কথা আর কোথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় না।

নব যোগেন্দ্র-সংবাদ শেষ হইতে না হইতেই উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ আরম্ভ হইয়াছে। উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ ভাগবতের শ্রেষ্ঠ দান। অবধূত কথা ইহার উপক্রমণিকা। চব্বিশ গুরুর সমীপে পৃথক্ পৃথক্ যে উপদেশ পাইয়াছেন অবধূত, উহা চিরস্মরণীয়। এই অবধূত বিষ্ণুর অবতার দত্তাত্রেয় মুনি বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। দত্তাত্রেয় মুনির সাধনার ক্রম সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বহু গবেষণা চলিয়াছে। তন্মধ্যে ভাগবতের এই অংশটি পরিগৃহীত হইলে আমাদের মনে হয়—দত্তাত্রেয়-দর্শনের একটি বিশিষ্ট অংশের সন্ধান দেওয়া হইবে। এই বিষয়ে চিন্তাশীল মণীষিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভগবান হংসরূপে ব্রহ্মাকে যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন উহাতে দেহ এবং জীবাত্মার তত্ত্বনির্ণয় হইয়াছে। প্রাচীনকালে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি চতুঃসন পিতার সমীপে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। প্রধান প্রশ্ন হইল যাহারা মুক্তির পথে যাইতে ইচ্ছুক তাহারা কেমন করিয়া মনের টানকে জয় করিতে পারে। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি আমাদের মনকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের বিষয় মনে ঢুকিয়াছে, আর ভিতর হইতে মন বাহিরে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই যে অন্তঃকরণের ও বাহ্য জগতের পরস্পর সম্বন্ধ ইহাকে কেমন করিয়া ছিন্ন করা যায়। ব্রহ্মা প্রশ্ন শুনিলেন, বুঝিলেনও। কিন্তু তিনি যে সৃষ্টিব্যাপারে আসক্ত মন। মনের মধ্যে অন্য বিষয় প্রবেশ করিয়া থাকিলে নিঃসন্দেহ রূপে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মা উত্তর দিতে পারিলেন না! পুত্রগণের..

জ্ঞানের জন্য তখন তিনি ভগবানকে স্মরণ করিলেন। এই সময় ক্ষীর নীর পৃথক্ করিতে যোগ্য হংস মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। ভগবান হংস মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার সমীপে জড ও চেতনের পার্থক্য বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। হংসরূপ দেখিয়া ব্রহ্মার সহিত সনকাদি প্রশ্ন করেন—**আপনি কে?** উত্তরে হংস প্রশ্নটির নানা দিক্ বিচারে প্রতিপ্রশ্ন ও সমাধান করেন। তিনি বলেন—আমাকে (১) জীব ভাবিয়া কিরূপ জীব এই প্রশ্ন? অথবা পাঞ্চভৌতিক (২) দেহ বুঝিয়া প্রশ্ন? অথবা (৩) পরমেশ্বর জ্ঞানের প্রশ্ন? কোনটি তোমাদের অভিলষিত বলতো? যদি বল জীব তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিলে, সে প্রশ্ন সিদ্ধ হয় না; যেহেতু চিৎকণা সর্বত্র একরূপ, তাহার জাতি গুণাদির কোনো বিশেষত্ব না থাকাতে জীব বহু বা নানাপ্রকার হইলেও তাহার মধ্যে ভেদ নাই, অতএব "তুমি কে?" এরূপ প্রশ্নই চলে না। জীব আমিই বা কোন্ জাতি গুণাদির বিশেষত্ব আশ্রয় করিয়া উত্তর দিব—আমি অমুক জীব? পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হইলে উহা হওয়া উচিৎ ছিল "আপনারা অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত কে" এরূপ প্রশ্ন করা। যদি পাঁচটির মিলনে একটি হইয়াছে উহাই ধরিয়া লইয়া প্রশ্ন করা হইল এরূপ বলিতে চান, তাহাও চলে না। কেননা তাহাতে মনুষ্যাদি জীব জন্তু সকলের দেহই ঐ পাঁচটির মিলনেই হইয়াছে, অতএব সকল দেহই এক তত্ত্ব এবং অভিন্ন বলিয়া পূর্ব্ব প্রশ্ন যেমন নিরর্থক হইয়াছিল এই প্রশ্নও সেইরূপ হইল। পরমেশ্বর জ্ঞানের প্রশ্নও হইতে পারে না। পরমেশ্বরের সজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত কোনো ভেদ নাই; অতএব তুমি কে এরূপ প্রশ্ন ঈশ্বর সম্বন্ধে চলে না। আমি বুঝি মন বুদ্ধি বাক্য দৃষ্টি বা অন্য যে কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু গ্রহণ হয়, বুঝা যায়, অনুভব দর্শন হয়, সকলই আমি—আমি ভিন্ন কেহ নাই আর কিছু নাই। মন বল আর বিষয় বল সকল অধ্যাস, শুধু

আমিই সত্য। এই ভাবে বিষয় বাসনা ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি সর্বত্রই আমারই অস্তিত্ব দর্শনে মুক্তির দ্বার খুলিয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে অহঙ্কার ত্যাগ বিষয়ে সুন্দর উপদেশ আছে।

শ্রীরুদ্রগীত (৪।২৪), এবং নারায়ণ কবচ (৬।১৫) প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ স্তোত্র মন্ত্র ছাড়া আরও অনেক মন্ত্র এই ভাগবতে নানা স্থানে ছড়ানো রহিয়াছে। ঐগুলি একত্র করিতে পারিলে অন্য অন্য পুরাণে উক্ত এই জাতীয় মন্ত্রগুলির সমন্বয়ে পৌরাণিক মন্ত্র-কোষ রচনা চলিতে পারে। এজন্য কর্ম্মীর প্রয়োজন আছে। বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক মন্ত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে কোনো একটি গ্রন্থে, এরূপ গ্রন্থের সন্ধান পাই নাই।

জড় ভরতের সাধনা সম্বন্ধে দেখা যায়, তিনি "কৃতাভিষেক নৈয়মিকাবশ্যকো **ব্রহ্মাক্ষর**মভিগৃণানো মুহূর্ত্তত্রয়মুদকান্তে উপাবিশৎ।" এখানে প্রণবের সাধনাই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। (৫।৮)

হয়শীর্ষমূর্ত্তি ভগবানের আরাধনায় ভদ্রশ্রবাগণের মন্ত্র যথা—"ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াত্মবিশোধনায় নমঃ" এই গেল ভদ্রাশ্ববর্ষের কথা।

হরি বর্ষে প্রহ্লাদ নরহরিরূপে ভগবানের উপাসনা করেন, তাহার মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা। অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষ্রৌম্।

কেতুমাল বর্ষে ভগবান্ কামদেব রূপে আরাধিত হন। তাহার মন্ত্র—ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং, ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্বগুণ বিশেষৈ র্বিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাং চাধিপতয়ে ষোড়শ কলায় চ্ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়া মৃতময়ায় সর্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ। রম্যকবর্ষে মৎস্যাবতারের আরাধনার মন্ত্র

—ওঁ নমো ভাগবতে মুখ্যতমায় নমঃ সত্ত্বায় প্রাণায়োজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নমঃ।

হিরণ্ময় বর্ষে কূর্মাবতার, তাহার মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে অকুপারায় সর্ব সত্ত্বগুণ বিশেষণায়ানুপলক্ষিত স্থানায় নমো বর্ম্মণে নমো ভূম্নে নমো নমোঽবস্থানায় নমস্তে।

উত্তরে কুরুবর্ষে ভগবান যজ্ঞপুরুষ ববাহমূর্ত্তি, তাঁগাব শক্তি ভূদেবী। ইহাদের মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্র তত্ত্ব লিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে মহাধ্বরাবয়বায় মহাপুরুষায় নমঃ কর্মশুক্লায ত্রিগুণায় নমস্তে। (ভা ৫।১৮)

কিংপুরুষ বর্ষে ভগবান বামচন্দ্র। উপাসক পবম ভাগবত হনুমান ও অন্যান্য ভক্ত। তাহাদেব মন্ত্র সঙ্গীতেব রূপ—ওঁ নমো ভগবতে উত্তম শ্লোকায় নমঃ, আর্য লক্ষণ শীলব্রতায নমঃ, উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিতলোকায় নম, নিকষণায় নমো, ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায মহারাজায় নম, ইতি। ভারতবর্ষে ভগবান্ নবনাবায়ণ তপস্যাচবণেব মূর্ত বিগ্রহ। দেবর্ষি-নারদ তাঁহার প্রধান আরাধক। তিনি ভারতীয় প্রজাগণের সহিত মিলিত ভাবে ভক্তিভরে নরনারায়ণের উপাসনা কবেন। তাঁহাব প্রসিদ্ধ মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চন বিত্তায় ঋষি ঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংস পরম গুববে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নমঃ।

দেবর্ষি নারদ পঞ্চরাত্র নামক সাত্বত তন্ত্রে যে বিধি বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা সাবর্ণি মনুর উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট। এই সব সংবাদ হইতে জানা যায়, নারদ পঞ্চবাত্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশের পুর্বে প্রকাশিত। ভারতের শৈল ও নদী তীর্থের পবিত্রতা বহন করে। ভারতীয় প্রজা ইহাদের নাম করিয়া—পর্বত আরোহণ করিয়া—নদীর জল পান করিয়া—পবিত্র হয়। ভারতের লোক সাত্ত্বিক রাজস বা তামস কর্ম দ্বারা দিব্য, মানুষ বা নারকীয় গতি লাভ করে। মোক্ষ লাভের বিধান অনুসারে এই ভারতেই মানুষ মুক্ত

হয়। বিষ্ণু ভক্তের সঙ্গে সর্বজীবের বাসুদেবে ভক্তিলাভ হইলে অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন হয় এবং এই দ্বারেই জীব মুক্ত হয়। ভারতের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সৌভাগ্য দেখিয়া দেবতারা বলেন—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্মলব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥

এই ভারতবাসী অনির্বচনীয় পুণ্যবান। সাধন বিনাও ইহাদের প্রতি ভগবান প্রসন্ন। তাহারা ভারতে জন্ম ও ভগবৎ সেবার যোগ্য দেহ লাভ করিয়াছে। আমরা এই বিষয়ে শুধু লুব্ধ হইয়াই আছি!

প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্বিহ যে চ জন্তবো জ্ঞান ক্রিয়া দ্রব্য কলাপ সংভৃতাং।
নচেদ্যতেরন্নপুনর্ভবায় তে ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্॥

যাহারা ভারতে জন্মলাভ করিয়াও মোক্ষের নিমিত্ত চেষ্টা না করে, তাহারা মুক্ত হইয়াও লোভে পাখী যেমন জালে ধরা পড়ে, সেইরূপ অসাবধানতার জন্য মায়াজালে ধরা পড়ে।

জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ। এই জম্বুদ্বীপে আটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে—সেগুলির নাম যথাক্রমে স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা। ইহাদের সহিত বর্ত্তমান দ্বীপ সমূহের সংস্থান আলোচনার বিষয়।

অদিতিকে উপদেশের ফলে বামনদেবের আবির্ভাব হয়। সেই ব্রতের নাম পয়ো ব্রত। সেই কশ্যপ মুনিই আবার দৈত্য জননী দিতির অনুরোধে তাহাকে ইন্দ্রহননকারী পুত্রলাভের জন্য পুংসবন ব্রতের উপদেশ করেন। উহার মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতি পতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিমুপহরাণি। এই মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনার উপদেশ দিতির প্রতি কশ্যপের।

গজেন্দ্র মোক্ষণ শুধু ভাগবতের নয়, পৌরাণিক জগতের একটি প্রসিদ্ধ

প্রসঙ্গ। গজরাজ অভিশপ্ত কুম্ভীরের আকর্ষণে অগাধজলে নিমগ্ন প্রায়। আত্মীয় স্বজন কেহই তাহাকে এই মৃত্যুপাথার হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। একান্ত অসহায় গজেন্দ্রের পূর্ব জীবনের সাধনার মন্ত্র স্মৃতি পথে জাগিল। আর্ত্তকণ্ঠে সেই মন্ত্র উচ্চারণের ফলে ভগবান্ শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া কুম্ভীরের মরণাকর্ষণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিলেন। কথিত আছে, গজরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ছিলেন। তাহার জপ্য মন্ত্রটি এই—ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্ পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভি ধীমহি। মন্ত্রটি মালামন্ত্র বা অনেকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি বলিয়া সবগুলি উল্লেখ করিলাম না।

দুর্বাসামুনি যখন অম্বরীষ রাজার সমীপে আসিয়া শরণাগত, তখন সহস্রাদিত্যপ্রভ সুদর্শন চক্রকে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবার জন্য অম্বরীষ যে মন্ত্র বলিয়াছিলেন উহা এইরূপ—

সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুত প্রিয়।
সর্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভুয়া ইড়স্পতে॥

দ্বাপরযুগে ভগবানের স্তব প্রক্রিয়া বর্ণনা প্রসঙ্গে দুইটী শ্লোক দেখা যায় যথা—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥

ভাগবতে নানাস্থানে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। অপরটি—

নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ।

কলিকালে ভগবানের স্তবাত্মক যে মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে উহা আমাদের প্রত্যেকের প্রতিদিন যে কোনো সময় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সেই মন্ত্র দুইটীর তাৎপর্য্য নানাভাবে গ্রহণ করা যায়। যিনি যে ভাবেই বুঝুন না

কেন এই মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ যে বিরাট মহান আনন্দময় পরম ব্রহ্ম পুরুষোত্তম ভগবানের দিব্য লীলার ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে· উহাই মানব জীবনের পরম শ্রেষ্ঠ লাভ। আসুন, প্রিয় পাঠক আপনার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চ স্বরে বলি—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চি নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহন্ প্রণতপাল ভবাব্ধি পোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

শ্লোক দুইটির সাধারণভাবে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছি। হে প্রণতগণের পরিপালক—মহাপুরুষ, তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি। এই চরণ সর্ব্বদা ধ্যানের যোগ্য, সকল প্রকার পরাজয় দূরীকরণে সমর্থ, অভিলষিত বিষয় প্রদানকারী, সকল পবিত্রতার পরম আশ্রয়, শঙ্করব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের একমাত্র শরণ্য, সেবকগণের ভয় এবং আর্ত্তিহরণকারী, সংসার সমুদ্রের একমাত্র আশ্রয় নৌকা।

দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত সাম্রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তুমি গুরু· পিতার বাক্যে বনবাস ক্লেশ অবলীলাক্রমে (রামাবতারে) বরণ করিয়াছ, প্রিয়ার অভিলষিত মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ; হে মহাপুরুষ, তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

প্রার্থনা শ্লোক দুইটির কলিযুগের উপযোগিতা খ্যাপন করিয়া ব্যাখ্যাতৃবর্গ কামধেনুর ন্যায় শব্দার্থ সংগ্রহে বিচিত্র চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বিভিন্ন টীকাকারের ভাষায় তাহার আস্বাদনে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও পরবর্ত্তী ব্যাখ্যার পার্থক্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ বিচারণীয়।

আচার্য প্রসঙ্গ

শ্রীভাগবতে নানাস্থানে শাস্ত্রপ্রকাশক আচার্য্য প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। যথা—(১।৪।২১-২২)

ঋগ্‌বেদ	আচার্য্য	পৈল
সামবেদ	...	জৈমিনি
যজুর্ব্বেদ	...	বৈশম্পায়ন
অথর্ব্ব বেদ	...	সুমন্ত
ইতিহাস পুরাণ	..	রোমহর্ষণঃ

কূর্ম্মপুরাণেও অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে দেবর্ষি নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক্ হইতে ভৃগু, কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষু হইতে অত্রি, মন হইতে মরীচি আবির্ভূত হইয়াছেন, ইঁহারাও পরমাচার্য্য। (৩।১২।২৩)

নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীরূপে সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, নারদ, ঋভু, হংস, আরুণি ও যতি প্রজাপতি ব্রহ্মার এই সকল পুত্রের নাম উল্লেখ আছে। ইঁহারা গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করেন নাই। (৪।৮।১) অন্যত্র যোগেশ্বর বলিয়া কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় এবং সনকাদির নাম করা হইয়াছে। (৪।১৯।৬) ঋষভদেব আচার্যভাব অবলম্বন করিয়া যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন উহাতে বলা হইয়াছে—আমার স্বরূপ এবং কৃপা পাইবার অভিলাষ থাকিলে আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি প্রত্যেক পিতা পুত্রদিগকে, প্রত্যেক গুরু শিষ্যদিগকে এবং শাসক প্রজাবর্গকে অনুরূপ উপদেশ দিবেন।

(উপদেশের আদর্শ—গুরুদেব ও পরমেশ্বরে ভক্তি এবং ঐকান্তিকতা। ভোগে বিতৃষ্ণা, শীতোষ্ণ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, সকল জীবের সুখ দুঃখ ভাবনা, সৎ অসৎ বিচার, একাদশী প্রভৃতি ব্রত পালন, কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ, ভগবদারাধনা, ভগবৎ কথা, ভক্তসঙ্গ, গুণকীর্ত্তন, সর্ব্বজীবে সমভাব, হিংসা ত্যাগ, শান্তভাব, দেহাত্ম বুদ্ধি পরিহার, শাস্ত্র অভ্যাস, নির্জনে বাস, ইন্দ্রিয় সংযম, শাস্ত্রে বিশ্বাস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, বাক্‌সংযম, ভগবৎচিন্তা, অনুভূতি লাভের নিমিত্ত জ্ঞান ও যোগের অনুশীলন এবং অহঙ্কার ধ্বংস করা কর্ত্তব্য।

(৫।৫।১০-১৩)

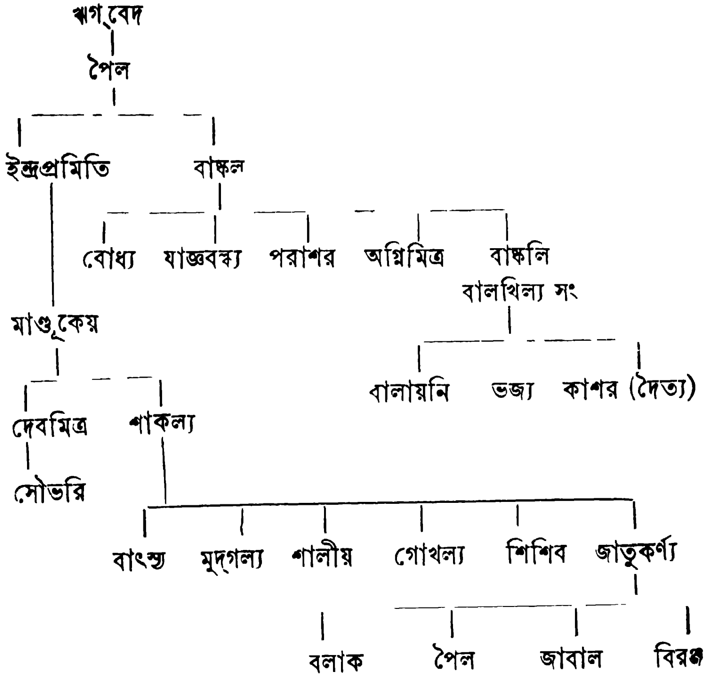
অজামিল প্রসঙ্গে দ্বাদশজন ভাগবত ধর্ম্মাচার্য্যের উল্লেখ—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃশম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥ ৬।৩।২০

যম তাঁহার দূতগণকে বলেন—ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শ্রীশুকদেব এবং আমি যম এই দ্বাদশজন মাত্র আমরা ভাগবত ধর্ম্ম জানি।) জ্ঞানী গুরু বলিয়া যাহারা খ্যাত তাহাদের নাম এই ভাবে বর্ণিত আছে, যথা—

কুমারো নারদ ঋভুরঙ্গিরা দেবলোঽসিতঃ।
অপান্তরতমো ব্যাসো মার্কণ্ডেয়োঽথ গৌতমঃ॥
বশিষ্ঠো ভগবান্ রামঃ কপিলো বাদরায়ণিঃ।
দুর্বাসা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাতুকর্ণ্যস্তথারুণিঃ॥
রোমশশ্চ্যবনো দত্ত আসুরিঃ স পতঞ্জলিঃ।
ঋষির্বেদশিরা বোধ্যো মুনিঃ পঞ্চশিরস্তথা॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ শ্রুতদেব ঋতধ্বজঃ।
এতে পরেচ সিদ্ধেশাশ্চরন্তি জ্ঞানহেতবঃ॥ (৬।১৫।১২)

ইঁহাদের অনেকেরই নাম বহুবার আমরা শুনিয়াছি।



যজুর্বেদীগুরু বৈশম্পায়নের শিষ্য অধ্বর্য্যু। কোনো সময়ে গুরুর শুদ্ধি কামনায় তাহারা ব্রত আচরণ করিতেছিলেন এজন্য তাহাদের নাম হইয়াছিল চরক। যখন ইহারা ব্রত পালন করিতেছেন বৈশম্পায়নের প্রসিদ্ধ শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেন চরকেরা যে ব্রত করিতেছেন তাহাতে আপনার কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। আমি আরও ভাল ব্রত করিয়া আপনাকে সাহায্য করিব। ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভাব লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিলেন যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি

আমার শিষ্য হইয়াও তোমারই গুরুভ্রাতা অপর ব্রাহ্মণের অবমাননা কর তুমি আমার শিষ্য থাকিবার যোগ্য নও। যে বিদ্যা তুমি লাভ করিয়াছ ফিরাইয়া দাও। এখান হইতে চলিয়া যাও। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আদেশে অধীত যজুর্বেদ বমন করিয়া চলিয়া গেলেন। অন্যান্য ছাত্রগণ উদ্গীর্ণ সেই বেদ মন্ত্র তিত্তির পক্ষীর মূর্ত্তি ধরিয়া গ্রহণ করিলেন। সেই সময় হইতে যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় এই নামে প্রখ্যাত হইল। ভাঃ ১২।৬।৫৮ যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু বেদচর্চ্চা ছাড়িলেন না। তিনি সূর্যদেবের উপাসনা করিয়া অপরের অবিজ্ঞাত যজুর্বেদ জ্ঞান লাভ করিলেন। সূর্যদেব অশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার কেশরের মাধ্যমে বেদ জ্ঞান প্রদান করেন। সূর্যের অশ্বমূর্ত্তি ধারণ এবং তাহার কেশর (বাজ) হইতে প্রাপ্য বলিয়া এই যজুর্বেদাংশ বাজসনী নামে পরিচিত হইল। সামবেদী জৈমিনীর পুত্র সুমন্ত ও তাহার পুত্র সুত্বান এই দুইজন বাজসনী সংহিতা দুই ভাগ করিয়া শিক্ষা করিলেন।

জৈমিনীর অপর শিষ্য সুকর্মা সামবেদ সহস্র শাখায় বিভক্ত করিয়া হিরণ্যনাভ, পৌষ্পঞ্জি এবং আবন্ত্যকে শিক্ষা দিলেন, পৌষ্পঞ্জির পাঁচ পুত্র (১) লোকাক্ষি (২) লাঙ্গলি (৩) কুল্য (৪) কুশীদ ও (৫) কুক্ষি। ইহারাই সামবেদ প্রচার করেন।

অথর্ববেদ প্রচারে যাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন তাহাদের মধ্যে কবন্ধের দুই শিষ্য পথ্য ও বেদদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত। বেদদর্শের চারজন শিষ্য ব্রহ্মবলি, শৌক্লায়নি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক এবং জাজলি। অঙ্গিরার পুত্র শুনকের দুই শিষ্য বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন। সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি। শাস্তি, কশ্যপ, আঙ্গিরস নক্ষত্রকল্প প্রভৃতি অথর্ববেদের আচার্য।

অথর্বসংহিতার অংশবিশেষরূপে আয়ুর্বেদসংহিতা প্রসিদ্ধ। সূর্যদ্বারা

প্রজাপতি ঐ শাস্ত্র প্রচার করেন। ধন্বন্তরি, কাশিরাজ, দিবোদাস, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, সূর্যপুত্র যম, চ্যবনমুনি, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ ও অগস্ত্য এই ষোলজন বৈদ্যশাস্ত্রের আচার্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বর্ণনানুসারে ইঁহাদের মধ্যে ধন্বন্তরি চিকিৎসা বিজ্ঞান, দিবোদাস চিকিৎসা দর্পণ, কাশিরাজ দিব্যচিকিৎসা কৌমুদী, অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসা সারতত্ত্ব, নকুল বৈদ্যক সর্বস্ব, সহদেব ব্যাধি-সিন্ধুবিমর্দন, যমরাজ জ্ঞানার্ণব, চ্যবনমুনি জীবদান, জনক বৈদ্য-সংদেহভঞ্জন, বুধ সর্বসার, জাবাল তন্ত্রসার, জাজলিমুনি বেদাঙ্গসার, পৈন নিদানতন্ত্র, করর্থ সর্বধরতন্ত্র ও অগস্ত্য দ্বৈধনির্ণয় নামক চিকিৎসা শাস্ত্র প্রকাশ করেন। ইহারা বৈদ্যক শাস্ত্রের আচার্য।

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ
শিংশপায়ন হারীতৌ ষড বৈ পৌরাণিকা ইমে ॥

—ভাঃ ১২।৭।৪

ত্রয্যারুণি (১) কশ্যপ, (২) সাবর্ণি, (৩) অকৃতব্রণ (৪) শিংশপায়ন (৫) ও (৬) হারীত এই ছয়জন পৌরাণিক প্রধান আচায।

রোমহর্ষণের পুত্র বলেন—আমার পিতা ব্যাসদেবের ছয়খানা প্রধান সংহিতা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ছয়জন পৌরাণিক শিষ্যকে শিক্ষা দেন। আমি আবার সেই ছয় জনের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া সবগুলি সংহিতাই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি।

কশ্যপ, সাবর্ণি, রামশিষ্য অকৃতব্রণ এবং লোমহর্ষণ পুত্র সূত উগ্রশ্রবা চারখানি মুল সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই মূল সংহিতা যে প্রসিদ্ধ পুরাণ হইতেও কিছু বিশেষ গ্রন্থ তাহা শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভে সংকেত করেন।

"মূলসংহিতা ইতিত্বিতিহাস বিশেষাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ম্।
বহূনামন্যেষামিতিহাসানাং মূলত্বাৎ মূলং ইদং চ
পরিশেষেণ লক্ষ্যতে। ইতিহাস পুরাণানাং পিতা মে
রোমহর্ষণঃ ইত্যুক্তেঃ। তে চ মহাভারতাদ্যাঃ।" ১২।৭।৭

ভাগবতে গুরুবাদ

বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎ সর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃস্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥ ১।১।৮

হে সাধো! তুমি সেই মহাত্মদিগের অনুগ্রহে তৎসমুদায় শাস্ত্রও যথার্থ রূপে অবগত আছ, কেননা গুরুগণ প্রেমবান্ শিষ্যকে অত্যন্ত গুহ্য বস্তুও বলিয়া থাকেন॥ ৮॥

গুরু ও শিষ্যের নিবিড় সম্বন্ধের পরিচয় এই শ্লোকে। আচার্যের গোপন তত্ত্বজ্ঞান শুশ্রূষু শিষ্যই লাভ করিবার অধিকারী আর কেহ নয়।

যঃ স্বানুভাবমখিল শ্রুতি সারমেকং
অধ্যাত্ম দীপ মতি তিতীর্ষতাং তমোঽন্ধং।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণ গুহ্যং
তং ব্যাস সূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥ ১।২।৩

অপিচ যাহার অসাধারণ প্রভাব এবং যাহা অখিল বেদের সার ও সংসাররূপ ঘোর অন্ধকার তরণেচ্ছুক জনের পক্ষে যাহা অধ্যাত্ম প্রকাশক অনুপম দীপ স্বরূপ, এমত গুহ্যপুরাণ, যিনি সংসারীর প্রতি করুণা করিয়া বলিয়াছেন ব্যাস নন্দন মুনিশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করি॥ ৩॥

ভাগবত আরম্ভে লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা সূত ভাগবতের আদি আচার্যকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এবং পরীক্ষতা ধর্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ।
নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্॥ ১।৭।৪০

যদিও শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য এইরূপ প্রবৃত্তি দিতে থাকিলেন তথাপি অর্জ্জুন আপনার মহত্ত্ব প্রযুক্ত গুরুপুত্র অশ্বত্থামা পুত্রহন্তা হইলেও তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না॥ ৪০ ॥

গুরুপুত্রের প্রতি গুরুর মতই সম্মান প্রদর্শন। উহা তাহার নিন্দনীয় কার্য্য হেতুও ব্যাহত হয় নাই।

তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধ মবাঙ্মুখং কর্ম্মজুগুপ্সিতেন।
নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ সুতং বামস্বভাবাকৃপয়া ননাম চ॥ ১।৭।৪২
উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী।
মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণোনিতরাং গুরুঃ॥ ১।৭।৪৩

দ্রৌপদী গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পশুতুল্য পাশবদ্ধ এবং আপনার কৃত কর্ম্মের দোষে অবাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সে অপকারী হইলেও আপনার শোভন স্বভাব বশতঃ কৃপান্বিতা হইয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন॥ ৪২ ॥

এবং তাহার বন্ধন দ্বারা আনয়নে অসহমানা হইয়া সসম্ভ্রম বচনে কহিলেন একি করিয়াছেন? ইনি ব্রাহ্মণ, আমাদের গুরু, শীঘ্র মোচন করুন, মোচন করুন। ৪৩ ॥

আচার্য পুত্রের প্রতি দ্রৌপদী নমস্কার করিয়া সম্মান দেখাইলেন। হৃদয়ে পুত্রশোকে যাতনা অনুভূত হইলেও অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্
রাজন্যবংশ দহনানপ বর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজ সুরার্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিল গুরো ভগবন্ নমস্তে॥ ১।৮।৪৩

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন সখ! হে বৃষ্ণি কুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অবনি মণ্ডলের দ্রোহকারি ক্ষত্রিয়-বংশের নিহন্তা, তোমার প্রভাব অক্ষীণ, কামধেনুর ঐশ্বর্য তোমার করস্থ, তুমি কেবল গৌ, দ্বিজ, দেবতাদিগের দুঃখ বিনাশ নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাক। হে যোগেশ্বর! হে অখিল গুরো! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি। ব্যক্তিগত গুরু ভিন্নও ভগবান যে মূল গুরু বা সমষ্টি গুরু উহাই এখানে সঙ্কেতিক হইয়াছে।

বালদ্বিজ সুহৃন্মিত্র পিতৃ ভ্রাতৃ গুরুদ্রুহঃ।

ন মে স্যান্নিরয়ান্ মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ॥ ১।৮।৪৯

বালক, দ্বিজ, সুহৃৎ, মিত্র, পিতৃবর্গ, ভ্রাতা ও গুরুর হিংসা করিয়াছি, বহু বহু নিযুত বর্ষেও এতৎ পাপ জন্য নরক হইতে আমার নিস্তার হইবে না। গুরুদ্রোহ যে কত বড় মহাপাতক এই প্রসঙ্গে উহা বুঝা যায়।

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন

ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।

ত্বং সদ্ গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং

যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম॥ ১।১১।৭

হে বিশ্বভাবন! আপনিই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হউন, যেহেতু আপনিই আমাদের মাতা, আপনিই আমাদের সুহৃৎ, আপনিই আমাদের পিতা, আপনিই আমাদের সদ্গুরু এবং আপনিই আমাদের পরম দেবতা, অতএব আপনারই অনুগমন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি।

সদ্গুরুর মহিমাধিক্য সূচিত হইয়াছে এই শ্লোকে। শিষ্য ধনাপহারী গুরু গুরু নহেন। যিনি অনুগ্রহপূর্বক সদুপদেশ দান করেন তিনিই সদ্গুরু। সদ্গুরুর সেবায় সিদ্ধি লাভ হয়।

অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রো হুতাগ্নি

বিপ্রান্ নত্বা তিলগোভূমিরুক্মৈঃ।

গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায়
ন চাপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীঞ্চ ॥ ১।১৩।৩০
(বিদুর ধৃতরাষ্ট্রৌ গান্ধারীং চ।)

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধ্যাবন্দনা এবং নিত্য হোম সমাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে তিল, গো, ভূমি ও স্বর্ণ প্রভৃতি দান দ্বারা পূজা করিয়া গুরু বন্দনার্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তথায় ধৃতরাষ্ট্র কি বিদুর কি গান্ধারী ইহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্মেব অন্যতম শ্রীগুরুবন্দনা। পিতামাতা এবং উপদেষ্টা ইহাবা গুরু।

আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্।
শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ১।১৬।৩

তিনি কৃপাচার্যকে গুরু করিয়া গঙ্গাতীরে ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই যজ্ঞে দেবগণ মানব সকলের নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

বিশেষ বিশেষ কার্যে বিশিষ্টব্যক্তিকে গুরুরূপে বা আচার্যরূপে পুরোহিত রূপে বরণ করা শ্রৌতপন্থার অনুকূল। উহাতে দীক্ষাগুরুত্যাগাদি দোষ হয় না।

যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াং জগদ্গুরুর্যানি জগাদ কৃষ্ণঃ।
ন তানি পুংসামমৃতায়নানি রাজোরু মেনে ক্ষত পুণ্যলেশঃ ॥ ৩।১।৯

জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দুর্যোধনের সভায় গমনপূর্ব্বক যে যে বাক্য কহিলেন ভীষ্ম প্রভৃতির কর্ণে যে সকল অমৃত স্রাবি হইয়াছিল, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুণ্য ক্ষীণ হওয়াতে, তিনি তখন তাহা বহু করিয়া মানিলেন না, অর্থাৎ তাহার রাজ্য প্রাপ্তির হেতু যে

পুণ্য লেশ ছিল, তাহাও বিনষ্ট হওয়াতে তখন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে আদর করিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু সর্বজনের মঙ্গলকামী। এইরূপ সর্বজনের মঙ্গলেচ্ছু জগদ্‌গুরুর মত সদাশয় মহতের বাক্য যাহারা পালন না করে তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা।
বদর্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা॥ ৩।৪।৩২

হে রাজন্! বেদ কর্ত্তা ত্রিলোক গুরু ভগবান্ এতদভিপ্রায়ে উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে গমন করিতে আদেশ করেন এবং তিনিও তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় আসিয়া সমাধিদ্বারা ভগবান্ হরির পুজায় রত হয়েন।

নিখিলজনের অজ্ঞান বিদূরিত করিবার নিমিত্তই ভগবানের অবতার তাই তিনি ত্রিলোকগুরু।

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম।
অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ॥ ৩।৭।৩৬
পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ।
জ্ঞানঞ্চ নৈগমং যত্তদ্ গুরু শিষ্য প্রয়োজনম্॥ ৩।৭।৩৮

হে দ্বিজোত্তম! দীন বৎসল গুরুগণ জিজ্ঞাসিত না হইলেও অনুব্রত শিষ্য এবং পুত্র সকলকে কর্ত্তব্য বিষয় বলিয়া থাকেন॥ ৩৬॥

অপর জীবের তত্ত্ব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ কি? কোন অংশে ঐ দুয়ের পরস্পর ঐক্য আছে? তথা উপনিষৎ সকলের জ্ঞান কি প্রকার? গুরু শিষ্যের প্রয়োজন কি?

সকল বিষয়ই গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। কখনো কখনো গুরুদেব কৃপাপুর্ব্বক নিজেই সদুপদেশ দান করেন। বুদ্ধিমান শিষ্য উহা বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়াই গ্রহণ করে।

সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো বিবক্ষমাণো ভগবদ্বিভূতীঃ।
জগাদ সোঽস্মদ্ গুরবেঽন্বিতায় পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥ ৩।৮।৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সাংখ্যায়ন মুনি পারমহংস্য ধর্ম্মে অতিশয় প্রধান ছিলেন, তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণন মানসে উৎসুক হয়েন, অতএব আমাদের গুরু পরাশর মুনিকে একান্ত অনুগত দেখিয়া তাঁহার নিকট ইহা বর্ণন করেন এবং বৃহস্পতিকেও তিনিই ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন। এই সঙ্কেতে গুরু পরম্পরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ।
নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদ্‌গুরো ॥ ৩।১২।৮

... ...

তেজীয়সামপি হ্যেতন্নসুশ্লোক্যং জগদ্‌গুরো।
যদ্‌বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ৩।১২।৩১

সেই ভগবান্ নীল-লোহিতই দেবগণের পূর্ব্বজ, তিনি উৎপন্ন হইয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, হে ধাতঃ, হে জগদ্‌গুরো, আমার নাম এবং স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন।

গুরো, আপনি তেজস্বী সত্য, কিন্তু এরূপ চরিত্র যশস্য নহে, ভবাদৃশ ব্যক্তির সৎকর্ম্ম করাই উচিৎ, যে হেতু লোকেরা তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়া আপন আপন কুশল সাধন করিতে সক্ষম হইবে। স্বয়ং শঙ্করও গুরুর মহিমা স্বীকার করিয়াছেন। যিনি যত বড় জ্ঞানী হইবেন গুরুর গৌরব তিনি সেই পরিমাণে অধিক উপলব্ধি করিবেন।

তদ্বিশ্বগুর্বধিকৃতং ভুবনৈক বন্দ্যম্
দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্য বিমান শোচিঃ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগ
মায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্ ॥ ৩।১৫।২৬

হে অমরবৃন্দ! তদনন্তর মুনিগণ যোগমায়া বলে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাবে উক্ত বৈকুণ্ঠ ধামে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বগুরু ভগবান্ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ঐ স্থল অতি অপূর্ব্ব ও সমস্ত ভুবনে বন্দনীয় ছিল। আর সেই স্থানের চারি দিকে প্রধান প্রধান দেবগণের বিচিত্র বিমান সকল দীপ্তি পাইতেছিল তাহাতে ঐ স্থান সর্ব্বদা দেদীপ্যমান হইয়া থাকিত। ভগবানকেই বিশ্বগুরু বলিয়া নানা স্থানে বলা হইয়াছে! সমষ্টি গুরু শ্রীভগবান।

দেবহূত্যপি সন্দেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ।
সম্যক্ শ্রদ্ধায় পুরুষং কুটস্থমভজদ্ গুরুম্॥ ৩।২৪।৫

... ...

এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্য্যা পিতরি পুত্রকৈঃ।
বাঢ়মিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ॥ ৩।২৪।১৩

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! কর্দ্দম প্রজাপতি এই প্রকার আদেশ করিলে দেবহূতি গৌরব করিয়া তাহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে সম্যক্ বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বকালব্যাপী পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বৎস! পিত্র্যাদি গুরু কোন আদেশ করিলে "যে আজ্ঞা" এই কথা বলিয়া গৌরব প্রদর্শনপূর্ব্বক যে মান্য করা তাহাই ত গুরুশুশ্রূষা। পুত্রদের পিতার এই প্রকার সেবা করাই কর্ত্তব্য। পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, দীক্ষা বা শিক্ষাগুরু ইহাদের যথাযোগ্য সেবাই আমাদের অমঙ্গল দূর করিতে পারে।

ইত্যেতৎ কথিতং গুর্বি জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্।
যেনানুবুদ্ধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ॥ ৩।৩২।৩১

অত্রেগৃহে সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষবো জাতা এতদাখ্যাহি মে গুরো॥ ৪।১।১৬

হে পূজ্য! আমি এই ব্রহ্মদর্শন জ্ঞান কহিলাম, এই জ্ঞান দ্বারাই প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়।

বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতুস্বরূপ ঐ তিন সুরশ্রেষ্ঠ কি করিবার অভিলাষে অত্রির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। গুরো! অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক এই বিষয়টী আমার নিকটে বলিতে আজ্ঞা হউক। গুরুর সমীপেই গুহ্যাতিগুহ্য জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়।

কস্তং চরাচরগুরুং নির্ব্বৈরং শান্তবিগ্রহম্।
আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ॥ ৪।২।২
সদসস্পতিভির্দক্ষো ভগবান্ সাধু সৎকৃতঃ।
অজং লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ তদাজ্ঞয়া॥ ৪।২।৭

হে মুনে! ঐ দেববর ত কাহারও বিদ্বেষাহ নহেন। তিনি এই চরাচর জগতের গুরু এবং মহৎ দেবতা, আত্মাতেই তাহার রতি ইহাতে তদীয় দেহ শান্তিময়, সুতরাং কাহারও সহিত তাঁহার বৈরতা নাই, তাঁহার বিদ্বেষ কে করিবে?

সভাসদ্গণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্ব স্ব আসন হইতে অগ্নিসহ উত্থিত হইলেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব ইহারা দুইজনে উঠিলেন না। কারণ দক্ষের অঙ্গ প্রভায় ঐ সকল সদস্যগণের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইল। যাহা হউক, তাঁহারা দক্ষের যথোপযুক্ত সৎকার করিলে তিনি লোকগুরু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহাব আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলেন। গুরু বন্দনা করিয়া তাহার পর অপরের অভিবন্দন।

ততঃ স্বভর্ত্তুশ্চরণাম্বুজাসবংজগদ্গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরং।
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা॥ ৪।৪।২৭

তদনন্তর জগদ্‌গুরু যে আপনার পতি তাঁহারই পদারবিন্দের মকরন্দ চিন্তা করাতে অর্থাৎ ভজনানন্দ অনুভব হওয়াতে পতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না। তৎপরেই তাঁহার দেহ হতকল্মষ অর্থাৎ দক্ষকন্যা বলিয়া যে অভিমানরূপ কলুষ ছিল তাহা বিনষ্ট হইয়া সমাধি সমুৎপন্ন অনল দ্বারা সদ্যঃ প্রজ্বলিত হইল। পতি-গুরুর একনিষ্ঠ সেবায় অভীষ্ট সিদ্ধি হইল।

যঃ পঞ্চবর্ষো "গুরুদার" বাক্‌শরৈর্ভিন্নেন যাতো হৃদয়েন দূয়তা।

৪।১২।৪১

পাঁচ বৎসরের বালক ধ্রুব গুরু (পিতার) পত্নী বাক্যে দুঃখী।

ব্রহ্মা জগদ্‌গুরুর্দেবৈঃ সহাস্বৃত্য সুরেশ্বরৈঃ।

বৈন্যস্য দক্ষিণে হস্তে দৃষ্ট্বাচিহ্নং গদাভৃতঃ॥ ৪।১৫।৯

জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা সমুদায় দেব ও দেবেশ্বরের সহিত আগমন করিয় দেখিলেন বেনাঙ্গজ পৃথুর দক্ষিণ পাণিতে ভগবান্ চক্রপাণির চক্রচিহ্ন ও চরণে পঙ্কজ লাঞ্ছন রহিয়াছে। অতএব অনুমান করিলেন, এই ব্যক্তি ভগবানের অংশ সংশয় নাই।

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্।

স্বধর্ম্মযোগেন যজন্তি মামকা নিরন্তরং ক্ষৌণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ॥

৪।২১।৩৬

ভক্ত্যা গোগুরু-বিপ্রেষু বিষক্‌সেনানুবর্ত্তিষু।

হ্রিয়া প্রশ্রয় শীলাভ্যামাত্ম তুল্যঃ পরোদ্যমে॥ ৪।২২।৬২

বৎস বিদুর! পৃথুরাজা এই প্রকার অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে ভগবদ্ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া পরে যে সকল ব্যক্তি আপনা হইতে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতঃ কহিলেন, আহা! এই সমস্ত পুরুষ আমার পরম আত্মীয় ইঁহারা আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ বিতরণ করেন, যে হেতু

ইহাঁরা এই ক্ষিতিতলে দৃঢ়ব্রত হইয়া স্বধর্ম্ম যোগে নিরন্তর যজ্ঞ-ভোগিদের অধীশ্বর ও সকলেব গুরু ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়া থাকেন।

গো-ব্রাহ্মণ গুরু ও বিষ্ণুভক্ত জনের প্রতি ভক্তি, লজ্জা, বিনয়, শীল ও পরার্থ উদ্যমে তাঁহার উপমার স্থান ছিল না।

পদাশরৎপদ্মপলাশবোচিষা নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্॥ ৪।২৪।৫২
কস্তং পদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো যস্তেঽবমান ব্যয়মানকেতনঃ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্ গুরুরর্চ্চতি স্ম যদ বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দ্দশ॥ ৪।২৪।৬৭

ভগবন্! যেহেতু তুমিই তমোগুণাবলম্বি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পথ-প্রদর্শক গুরু, অতএব তোমার যে মূর্ত্তির চরণদ্বয় শরৎকালীন পদ্মপলাশ তুল্য দীপ্তিমান্ এবং নখদীপ্তি দ্বারা আমাদেব আন্তরিক অজ্ঞান বিনাশ কবে সেই চবণোপলক্ষিত মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাইতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! তোমার ঐ মূর্ত্তি হইতে প্রহ্লাদাদিরও ভয় দূরীভূত হয়। অতএব তাহা সকলের রক্ষক॥ ৫২॥

অতএব তোমার প্রতি অবমান দ্বারা যাহাদের শরীর ব্যয়ীভূত না হয় তাদৃশ কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি তোমাব পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিবে? প্রভো? তোমাব চরণ কমল কি সামান্য, আমাদের গুরু ব্রহ্মাও তাহার পূজা করেন এবং বিনাশ শঙ্কা হেতু, দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া চতুর্দ্দশ মনুও তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ৬৭॥

সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ।
বিশুদ্ধ জ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখং॥ ৪।২৮।৪১
যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুং।
পুরুষস্তু বিষজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্॥ ৪।২৯।২৬

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥ ৪।২৯।৩৩
অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থপরম্পরা।
সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ॥ ৪।২৯।৩৬
স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥ ৪।২৯।৫১

ফলতঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি গুরুরূপে তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান উপদেশ করাতে, তাঁহার সেই জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল॥ ৪১॥

হে রাজন্! পুরুষ প্রকাশ স্বভাব হইয়াও ভগবান্ পরমগুরু স্বরূপ যে আত্মা তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া প্রকৃতির গুণ সকলে আসক্ত হয়॥২৬॥

পুরুষ মস্তকে গুরুতর ভার বহন করিতে করিতে যখন অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয় তখন তাহার প্রতিকারার্থ মস্তক হইতে স্কন্ধে স্থাপন করে, কিন্তু তাহাতে কি একেবারে দুঃখের প্রতিকার হয়। কখন হয় না। সেইরূপ প্রতি-ক্রিয়াতেও দুঃখ আছে॥ ৩৩॥

পুরুষার্থ স্বরূপ আত্মার অজ্ঞান হেতুই অনর্থ পরম্পরা রূপ সংসার হয় কিন্তু পরম গুরু স্বরূপ যে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার প্রতি দৃঢ়া ভক্তি করিলে ঐ সংসার একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে॥ ৩৬॥

হে রাজন্! অন্য ভজনের ন্যায় ভগবান্ হরির সেবাতে দুঃখ অথবা ভয়ের সম্ভাবনা নাই যে হেতু "ভগবান্ হরিই প্রিয়তম ও তিনিই আত্মা, তাহাতে ভয়ের লেশ মাত্র নাই" যে ব্যক্তি ঐরূপ জানেন তিনিই বিদ্বান্, যিনি বিদ্বান্ তিনিই গুরু তিনিই হরি॥ ৫১

অসাবেব বরোঽস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে।
প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গগুরুর্গতিঃ। ৪।৩০।৩০

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা
বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যানতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ
সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥ ৪।৩০।৩৯

দীক্ষিতা ব্রহ্মসত্রেণ…৪।৩১।২
ব্রহ্মসত্রেণ দীক্ষিষ্যমাণো · ৫।১।৬

হে জগৎপতে! তথাপি কোন্ বব আমাদেব মুখে শুনিতে ইচ্ছা কবেন, তবে বক্তব্য এই যে, তোমাব প্রসন্নতাই আমাদেব প্রার্থনীয় বব। প্রভো! তুমি মোক্ষপথ প্রদর্শক এবং স্বয়ং পুরুষার্থ স্বরূপ, তুমি আমাদের প্রসন্নই আছ। ৩০

প্রভো! আমরা উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধাগণকে প্রসন্ন করিয়াছি, মান্য লোক, সুহৃদ্জন ও ভূতগণকে নমস্কাব করিয়াছি; সকল প্রাণীকে অসূয়া পরিত্যাগ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছি।

অথ হ ভগবানৃষভদেবঃ স্বং বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমনুমন্যমানঃ প্রদর্শিত গুরুকুলবাসো লব্ধবরৈর্গুরুভিরনুজ্ঞাতো গৃহমেধিনাং ধর্ম্মাননুশিক্ষমাণো … শতং জনয়ামাস। ৫।৪।৮

হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্ত্যা
বিতৃষ্ণয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ।
সর্ব্বত্র জন্তোর্ব্যসনাবগত্যা
জিজ্ঞাসয়া তপসেহানিবৃত্ত্যা ॥ ৫।৫।১০

পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুর্বা মল্লোককামো মদনুগ্রহার্থঃ।
ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান্ ন যোজয়েৎকর্মসুকর্ম্মমূঢ়ান্ ॥ ৫।৫।১৫

গুরু র্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ ৫।৫।১৮

হে পুত্রগণ! আমার লোক কামনা করিয়া আমার অনুগ্রহরূপ প্রয়োজনোদ্দেশে পিতা পুত্রদিগকে, গুরু শিষ্যকে ও রাজা প্রজাবর্গকে ঐ প্রকার শিক্ষা দিবেন। কিন্তু উপদিষ্ট হইয়া যদি কেহ শিক্ষিত বিষয় না করে তাহাতে তাঁহারা যেন কোপ না করেন। অধিকন্তু যে সকল ব্যক্তি তত্ত্ব জানে না শ্রেয়োবোধে কর্ম্মেতেই মুগ্ধ হয়, তাঁহাদিগকে যেন পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিযুক্ত না করেন। ১৫

বরং ঐ প্রকার সংসার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভক্তিমার্গ উপদেশ দিয়া মুক্ত করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি ভক্ত্যুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে মুক্ত না করেন, তিনি তাহার গুরু নহেন, পিতা নহেন, জননী নহেন, দেবতা নহেন এবং পতি নহেন। ১৮

ইতি হ স্ম সকলবেদলোকদেব ব্রাহ্মণগবাং পরমগুরোর্ভগবত ঋষভাখ্যস্য বিশুদ্ধা চরিতমীরিতম্। ৫।৬।১৬

রাজন্ পতি গুর্রুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ ৫।৬।১৮

হে রাজন্! ভগবান্ ঋষভদেব লোক, বেদ, দেব, ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরম গুরু। তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের মধ্যে ঐ যাহা কথিত হইল তাহা পুরুষদের সমস্ত দুশ্চরিত্রের অপহারী এবং পরম মহৎ মঙ্গলের নিকেতন। যে ব্যক্তি অবহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করে অথবা শ্রবণ করায় তাহাদের দুইজনেরই ভগবান্ বাসুদেবে সেই ঐকান্তিকী ভক্তি অনুবৃত্তা হয়॥ ১৫॥

হে রাজন! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের এবং যদুদের পতি অর্থাৎ পালক, গুরু (উপদেষ্টা), দৈব (উপাস্য), প্রিয় (সুহৃদ্), কুলের নিয়ন্তা এবং কদাচিৎ দৌত্যাদি কার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। মহারাজ! ভগবান্ তোমাদেব প্রতি এইরূপ হয়েন এবং যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন তাহাদিগকে মুক্তিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ কখনও কাহাকেও দেন না। ॥ ১৮ ॥

এবং স্বতনুজ আত্মন্যনুরাগাবেশিতচিত্তঃ শৌচাধ্যয়ন-ব্রত-নিয়ম গুর্ব্বনল শুশ্রূষণাদ্যৌপকুর্ব্বাণক··· ··৫।৯।৬

অহঞ্চ যোগেশ্বরমাত্মতত্ত্ববিদাং মুনীনাং প্রবরংগুরুং বৈ।
প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ কিমিহারণং তৎসাক্ষাদ্ধরিং জ্ঞানকলাবতীর্ণম্ ॥ ৫।১০।১৯

ভ্রাতৃব্যমেতং তদদভ্রবীর্য্যমুপেক্ষয়াধ্যেষিতমপ্রমত্তঃ।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো জহি ব্যলীকংস্বয়মাত্মমোষম্ ॥ ৫।১১।১৭

ওঁ নমো ভগবতে···ঋষি ঋষভায় নরনারায়ণায়।
পরমহংস পরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমোনমঃ ॥ ৫।১৯।১১

যস্য ভগবান্ স্বয়মখিল জগদ্গুরুর্নারায়ণো দ্বারি গদাপাণি
রবতিষ্ঠতে নিজজনানুকম্পিতহৃদয়ঃ। ৫।২৪।২৭

ঐ ব্রাহ্মণ আত্মজকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি পিতার চিত্ত অনুরাগসহ নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই কারণে "সন্তানকে সুশিক্ষিত করা আবশ্যক".এই সৎ আগ্রহে ব্যগ্র হইয়া উপকুর্ব্বাণের অর্থাৎ সবিধি ব্রহ্মচর্য্যকারীর কর্ত্তব্য যে শৌচ, অধ্যয়ন, নিয়ম, গুরু শুশ্রূষাদি তাহাতে যদিও পুত্রের যত্ন ছিল না তথাপি স্নেহ বশতঃ সর্ব্বদা উপদেশ করিতেন। পুত্র কোনরূপে পণ্ডিত হয় তাঁহার মনোমধ্যে এই অভিলাষ ছিল, তাহা কোন ক্রমেই সুসিদ্ধ হইল না।

আশা-মাত্রেই কাল ক্ষেপ হইতে লাগিল। ঐ প্রকারে প্রমত্ত হইয়া আছেন, ইতিমধ্যে অপ্রমত্ত কাল আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিল ॥ ৬ ॥

প্রভো! আপনার ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞান বিষয়ে আমার অর্থী হইতে অভিলাষ হইতেছে। অতএব যোগেশ্বর ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিদিগের প্রধান এবং জ্ঞান শক্তি দ্বারা অবতীর্ণ কপিলরূপী সাক্ষাৎ হরি যে আপনি; আপনাকে গুরু বলিয়া আমি এই সংসারের নিস্তারক কি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ ১৯ ॥

তুমি আপন গুরুরূপ যে হরি, তাঁহার চরণোপসনারূপ অস্ত্র দ্বারা অপ্রমত্ত হইয়া ঐ মনকে বিনাশ কর। মহারাজ! ওটী সামান্য শত্রু নয়, উপেক্ষা করিলে অতিশয় বলবান হইয়া উঠিবে, আর যদিও ঐ মন স্বয়ং মিথ্যাস্বরূপ তথাপি আত্মাকে বিলুপ্ত করিতে পারে, অতএব ইহার প্রতি উপেক্ষা করিও না। ১৭

আমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান নারায়ণকে নমস্কার করি। তিনি উপশমশীল নিরহঙ্কার ও অকিঞ্চন জনের পরম ধন, পরমহংসদিগের পরমগুরু এবং আত্মারাম জনসমূহের অধিপতি, তাঁহাকে নমস্কার। ১১

হে রাজন! বলিরাজার মহিমার কথা কি বলিব, নিখিল জগতের গুরু ভগবান্ নারায়ণ হস্তে গদা ধারণ করিয়া তাঁহার দ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক স্বয়ং দ্বারপালের কার্য্য করিতেছেন। একদা দশকন্ধর রাবণ বলিদ্বারে প্রবেশ করিতেছিল, ভগবান্ আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহাকে অযুত যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন। পরন্তু নিজ ভজনের প্রতি বলির হৃদয় সততই অনুকম্পিত ॥ ২৭ ॥

গুর্ব্বগ্ন্যতিথি বৃদ্ধানাং শুশ্রূষুনিরহংকৃতঃ। ৬।১৫।৫৭

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ॥ ৬।২।৯

গুরোর্নাধিগতঃ সংজ্ঞাং পরীক্ষন্ ভগবান্ স্বরাট্।
ধ্যায়ন্ ধিয়া সুরৈর্যুক্তঃ শর্ম্মনালভতাত্মনঃ ॥ ৬।৭।১৭
মঘবন্ দ্বিষতঃপশ্য প্রক্ষীণান্ গুর্ব্বতিক্রমাৎ।
সম্প্রত্যুপচিতান্ ভূয়ঃ কাব্যমারাধ্য ভক্তিতঃ ॥ ৬।৭।২৩
আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতামূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতা মরুৎপতেমূর্ত্তির্মাতা সাক্ষাৎক্ষিতে স্তনুঃ ৬।৭।২৯
তথাপি ন প্রতিক্রিয়া' গুরুভিঃ প্রার্থিতং কিয়ৎ।
ভবতাং প্রার্থিতং সর্ব্বং প্রাণৈরর্থৈশ্চ সাধযে ॥ ৬।৭।৩৭

এ ব্যক্তি অহঙ্কার শূন্য হইয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি, বৃদ্ধ ইত্যাদির সেবা করিত, সকল প্রাণীব সঙ্গে ইহাব সৌহার্দ্য ছিল, বিশেষতঃ এ অতি সাধু ও পরিমিত ভাষী এবং অনসূয়ু ছিল অর্থাৎ কথন কাহারও গুণে দোষারোপ করিত না ॥৫৭॥

অনন্তর অমরাধিপ অমরগণ সঙ্গে লইয়া অমরাচার্য্যের অন্বেষণ করিতে আসিলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার উপায় দ্বারা সব্বত্র নিবীক্ষণ করিয়াও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না। অতএব দেবতাদের সহিত অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কোন প্রকারে তাঁহার মনে স্বাস্থ্য বোধ হইল না। ॥১৭॥

ওহে দেবরাজ! গুরুর তিরস্কার ও সৎকারই ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, তোমাদেব বিদ্বেষী অসুরগণ আচার্যের অতিক্রম করিয়া একেবারে ক্ষীণ হইয়াছিল, ভক্তিপূর্ব্বক আপনাদের আচার্য্যের আধারনা করাতে পুনরায় কেমন বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠিয়াছে ॥২৩॥

হে বৎস! উপনয়ন করাইয়া বেদ অধ্যয়ন করান যে আচার্য্য তিনি বেদের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, ভ্রাতা মরুৎ, পতি ইন্দ্রের মূর্ত্তি, মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর তনু ॥ ৩৭ ॥

তথাপি আপনারা আমার গুরু। আপনাদের এই প্রার্থনা অত্যল্প মাত্র

অধিক হইলেও সম্পন্ন করিতে পারি। অতএব অস্বীকার করা আমার উচিত হয় না, আপনাদিগের প্রার্থিত সকল বিষয় আমি প্রাণ দ্বারা ও ধন দ্বারাও সাধন করিব ॥ ৩৭ ॥

দিষ্ট্যা ভবান্ মে সমবস্থিতোরিপুর্যো ব্রহ্মহা গুরুহা ভ্রাতৃহা চ * *
যো নোঽগ্রজস্যাত্মবিদো দ্বিজাতে গুর্ব্বোরপাপস্য চদীক্ষিতস্য।
৭।১১।১৪,১৫

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥ ৬।১৩।৮
তং চ ব্রহ্মর্ষয়োভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত যথা বদ্দীক্ষয়াঞ্চক্রুঃ পুরুষারাধনেন হ। ৬।১৩।১৮

নিয়ম্য সর্ব্বেন্দ্রিয় বাহ্যবর্ত্তনং জগদ্‌গুরুং সাত্বত শাস্ত্র বিগ্রহম্।
৬।১৬।৩৩

বিদিত মনন্ত সমস্তং তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ। ৬।১৬।৪৬
আশ্বাস্য ভগবানিত্থং চিত্রকেতুং জগদ্‌গুরুঃ।
পশ্যতস্তস্য বিশ্বাত্মা ততশ্চান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥ ৬।১৬।৬৫

বৃত্রাসুর কহিল অহো! যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ঘাতক বিশেষতঃ স্বীয় গুরু ও আমার ভ্রাতার নিধনকারী, সেই মদীয় শত্রু তুমি আমার অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছ। কি সৌভাগ্য? ওহে অসত্তম! তোমার পাষাণ তুল্য হৃদয় শূল দ্বারা নির্ভিন্ন করিয়া অদ্য আমি অচিরে যে ভ্রাতার অঋণী হইব ইহাও ভাগ্যক্রমে ঘটিয়াছে ॥ ১৪ ॥

অহো! আমাদের অগ্রজ বিশ্বরূপ, সুব্রাহ্মণ, আত্মজ্ঞ. নিষ্পাপ দীক্ষিত হইয়া যাগ করিতে ছিলেন, তিনি তোমারও অন্য কেহ নহেন, পরম গুরু। অকরুণ হইয়া স্বর্গ কাম যাজ্ঞিক যেমন যজ্ঞীয় পশুর শিরশ্ছেদ করে, তাহার ন্যায় তুমি সেই মহাত্মার মস্তক ছেদন করিয়াছে ॥ ১৫ ॥

ওহে ইন্দ্র ! কি মাতৃঘাতী, কি পিতৃঘাতী কি ব্রহ্মঘ্ন, গুরু হত্যাকারী, কি কুক্কুর ভোজী, কি চণ্ডাল ইত্যাদি মহা মহা পাপী লোকও তাহার নাম কীর্ত্তনমাত্র তত্তৎ পাতক হইতে পবিত্র হয, আমরা মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিব। তুমি তদ্দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা কবিবে, তাহাতে যদি তুমি ,ব্রহ্মা সহ চরাচব সংহাব কর তাহা হইলেও তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হইবে না, খল নিগ্রহজন্য পাপ স্থায়ী হইবে এ কি কথা ? ॥ ৮ ॥

হে কৌবব্যবর। যদিও ভগবানেব ধ্যানের দ্বাবা ইন্দ্রের পাপ মোচন হইয়াছিল তবু তিনি স্বর্গে পুনবাগত হইলে ব্রহ্মষিগণ সমীপে আগমন পূর্ব্বক যে অশ্বমেধ যজ্ঞে ভগবান্ হবিব আরাধনাই প্রধান কর্ম, সেই অশ্বমেধে তাহাকে দীক্ষিত করাইয়া যথা বিধি যাগ করাইয়া লন ॥ ১৮ ॥

হে অনন্ত। আপনি জগদাধার সর্ব্বান্তর্যামী ইহাতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন আচরণ কবে, সকলই আপনাব বিদিত। অতএব খদ্যোত দ্বারা যদ্রূপ দিবাকবেব নিকট কোন পদার্থ প্রকাশনীয় হইতে পাবে না তাহার ন্যায় পরম গুরু যে আপনি, আপনাব সমীপে আমবা কি প্রকাশ করিব ? আপনার নিকট আমাদেব কিছু প্রকাশনীয নাই ॥৪৬॥

বাজন্। পবমাত্মাব এবং জীবতত্ত্বেব যে কেবল ঐক্যরূপে দর্শন তাহাকেই যোগনিপুণগণ সর্ব্বপ্রকাবে স্বার্থ বলিয়া জানেন, অতএব এতদপেক্ষা পরম পুরুষাথ নাই। তুমি যদি অপ্রমত্ত হইয়া আমাব এই বাক্য শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ কর অচিরেই জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সিদ্ধ হইবে। শুকদেব কহিলেন রাজন্ পরীক্ষিৎ। জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা হরি এই প্রকারে চিত্রকেতুকে আশ্বাস দিয়া পরে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

এষ লোকগুরুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মং বক্তা শরীরিণাম্। ৬।১৭।৬

এষামনুধ্যেয়পদাব্জযুগ্মং জগদ্গুরুং মঙ্গলমঙ্গলং স্বয়ম্। ৬।১৭।১৩

আচার্য্যমগ্রতঃ কৃত্বা বাগ্‌যতঃ সহ বন্ধুভি···। ৬।১০।২৪

ইত্যুক্তো লোকগুরুণা তং প্রণম্য দিবৌকসঃ ···। ৭।৪।২৯

ভ্রাতৃবৎসদৃশে স্নিগ্ধো গুরুষীশ্বর ভাবনঃ। ৭।৪।৩২

যত্তত্র গুরুণা প্রোক্তং শুশ্রুবেঽনুপপাঠ চ। ৭।৫।৪

গুরুগেহে দ্বিজাতিভিঃ। ৭।৫।৬

গুরুণাং কুলনন্দন। ৭।৫।১০

এনং গুরুজ্জ্ঞাত্বা জ্ঞাতজ্ঞেয় চতুষ্টয়ম্। ৭।৫।১৯

যদশিক্ষদ্ গুরোর্ভবান্। ৭।৫।২২

গুরুণৈবং প্রতিপ্রোক্তো ভূয় আহাসুরঃ সুতম্।

নচেদ্ গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রাসতী মতিঃ। ৭।৫।২৯

গুরুর্ভার্গবঃ। ৭।৫।৫০ গুরুপুত্রোক্তম্। ৭।৫।৫১

গুরুভিরাত্মনে উপশিক্ষিতম্। ৭।৫।৪৩

গুরুপুত্রাভ্যাং। ৭।৬।২৯।

এইরূপ ভাগবতে নানা স্থানে গুরু শব্দের ব্যবহার এবং বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। বিশেষ জিজ্ঞাসু তাহা যথা স্থানে দেখিয়া লইবেন।

ভাগবতে রাজনীতি

রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গের কথা ভগবানের কথার সঙ্গে জড়িত। কাজেই তাহাদের প্রসঙ্গে কোথাও কোথাও তাৎকালিক রাজনীতি সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। ভারতে ধর্ম্ম ও নীতিকে কখনও শাসকের পদতলে বলি দেওয়া হয় নাই। শাসকের মূলনীতি ছিল লৌকিক এবং পরমার্থিক ধর্ম্মের সংরক্ষণ। লৌকিক ধর্ম্ম রাজনীতিতে কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল। পারমার্থিক ধর্ম্ম দর্শন শাস্ত্রের চিন্তাধারাকে

প্রসারিত করিয়াছে। শাসকবৃন্দ এই সমাজনীতিও দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ন্যায় অবলম্বনে প্রজার হিতসাধন-ব্রতে গ্রহণ করিয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটানা বিদ্রোহের ইতিহাস এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষত্ব। অরাজকতার নির্বোধ দুরদৃষ্ট হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ মানবগণ বেনকেও প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন বেন রাজা হইয়াও ন্যায়ের পথে চালিত হইলেন না। প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্ত তখন তাঁহারাই রাজার শোধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমে আবেদন নিবেদনের ভাষায় রাজাকে বলিলেন—হে রাজন্! আপনার দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য, শক্তি ও কীর্ত্তি যাহাতে বৃদ্ধি পাইবে আমরা আপনাকে সেইরূপ কথা বলি। কায়মনোবাক্যে যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহারাই প্রজাগণের সকল প্রকার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ। জগতের হিতকারী ধর্ম্মকে আপনি নষ্ট করিবেন না। প্রজাগণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে রাজার ঐশ্বর্য্য ধ্বংস হয়। অসাধু চরিত্র অমাত্যবর্গ, চোর এবং ডাকাতের অত্যাচার হইতে প্রজাকে রক্ষা করিয়া যে রাজারা কর গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ইহলোক এবং পরলোকে সুখী। যাঁহার রাষ্ট্রে এবং রাজধানীতে জনগণ স্ব স্ব বর্ণাশ্রম আচার অনুসারে বাধাশূন্য হইয়া পরমেশ্বর আরাধনা করিতে পারে তাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হন। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে সর্ব্ববিষয়েই মঙ্গল হয়। ৪।১৪।২০

আদি রাজা পৃথু প্রজাবর্গের সমীপে যে বক্তৃতা প্রদান করেন। উহা ভাগবতের একটি বিশেষ অধ্যায়। রাজা স্বয়ং তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রজাকে সচেতন করিয়া বলেন—আমাকে ভগবান শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমার কর্ত্তব্য প্রজার জীবিকা অর্জ্জনের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মময় জীবন যাপন

করিবার সুযোগ দেওয়া। আমি যদি তাহা করিতে অসমর্থ হই তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইব এবং পাপভাগী হইব।

য উদ্ধরেৎ করং প্রজা ধর্ম্মেম্বশিক্ষয়ন্।

প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগং চ স্বং জহাতি সঃ॥ ৪।২১।২৪

ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া আমার প্রধান কর্ত্তব্য। তোমরাও ভগবান বাসুদেবে মতি রাখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় বাহির হইয়া দেখিলেন—দেশের বুকের উপর অধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত। ধর্ম্ম নিপীড়িত হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন, যে রাজ্যে প্রজাবর্গ দুষ্ট গুণ্ডার ভয়ে ভীত থাকে সেই রাজ্যের শাসক কখনও সুখ্যাতি লাভ করিতে পারে না। বিপন্নের রক্ষা করাই শাসকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যাহারা ধর্ম্মময় জীবন যাপন করে শাসক তাঁহাদিগকে অতি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিবেন। উৎপথগামী লোকের যাহাতে নিয়ন্ত্রণ হয় সেইভাবে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। মিথ্যা, অহঙ্কার, লালসা এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া শাসক কোন কাজে লিপ্ত হইবেন না।

রাজনীতির বিশেষ কথা শত্রু উন্মাদ, মাদক সেবনে প্রমত্ত, নিদ্রিত, নির্ব্বোধ, স্ত্রীলোক, শিশু, শরণাগত, অস্ত্ররহিত, বাহনরহিত বা ভীত পলায়নপর হইলে তাহাতে হত্যা করিবে না। এই অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নীচ প্রকৃতি, সে রাজনীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। সে নিদ্রিত শিশুগুলিকে হত্যা করিয়াছে। তাহাকে ছাড়িও না। সে নিজের স্বার্থে অপরের প্রাণনাশ করে। তাহাকে হত্যা করা রাজধর্ম। পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃষ্ণ এইভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির স্থির মতি তিনি সকলের সম্মুখে তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন, দ্রোণাচার্য আমাদের অস্ত্রশিক্ষার গুরু, তাঁহারই পুত্র অশ্বত্থামা।

'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র' এই শ্রুতি অনুসারে দ্রোণাচার্য্যেরই মূর্ত্তি অশ্বত্থামা। তাহাকে হত্যা করা নীতি বিরুদ্ধ। কৃষ্ণের নির্দ্দেশ বধ করার, ধর্ম্মপুত্রের নীতি অনুসারে গুরুপুত্র অবধ্য। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শিরঃস্থিত কেশসহিত স্বভাবজাত মণিটিকে ছেদন করিয়া লইলেন। মণিহারা দ্রোণপুত্র বলবীর্য্য হারাইয়া অবমানিত—মৃতপ্রায়। তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই প্রকারে অপরাধীর শাস্তি বিধান হইল। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত। যুধিষ্ঠিরাদি তাঁহার সমীপে সমাগত। লৌকিক পারমার্থিক নানাপ্রকার প্রশ্নোত্তর উপদেশ প্রসঙ্গ হয়। ভীষ্মদেব বহুশিক্ষা প্রদান করেন। উহার মধ্যে রাজধর্ম্মের কথাও আছে। বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে দেখা যায়। ভাগবতে শুধু সঙ্কেত করা হইয়াছে।

যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।
অপৃচ্ছদ্ বিবিধান্ ধর্মানৃষীণামনুশৃণ্বতাম্॥
দানধর্মান্ রাজধর্মান্ মোক্ষধর্মান্ বিভাগশঃ।

পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া অত্যাচারিত ধর্মবৃষকে দেখিতে পান। তাহাকে আশ্বাস দিয়া রাজধর্ম বলেন। রাজার কর্ত্তব্য খল কপটকে শাস্তি দেওয়া। ভাললোকেরা যাহাতে অসৎলোকের দ্বারা উৎপীড়িত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। আর্ত্ত প্রজার দুঃখ দূর করার জন্য চেষ্টা করা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

রাজ্ঞো হি পরমো ধর্মঃ স্বধর্মস্থানুপালনম্।
শাসতোঽন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ॥ ১।১৭।১৬

রাজার কর্ত্তব্য আর্ত্তি হরণ করা। এষ রাজ্ঞঃ পরো ধর্ম্মোহ্যার্ত্তানামার্ত্তি নিগ্রহঃ।

মহাভারতে বিদুর-নীতি তুলনীয়। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেন, দুর্যোধন পুত্র হইলেও আপনার পতনের কারণ। তাহাকে ত্যাগ করুন।

পাণ্ডবগণকে যে কোনো মূল্যে ক্রয় করিয়া লইবে। তাহাদের প্রার্থন
মুক্ত হস্তে পূর্ণ করা কর্ত্তব্য।

ত্যজ্যেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥ (মঃ সভা ৬২

কুল বা গোষ্ঠী রক্ষার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে ত্যাগ করা যায়। গ্রাম রক্ষা জন্য কুল ত্যাগ করা যায়। জনপদ নগর রক্ষার জন্য গ্রাম ত্যাগ করা যায় আত্মরক্ষার জন্য সব দেওয়া যায়। ভাগবতে সেই কথার প্রতিধ্বনি

অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং তিতিক্ষতো দুর্বিষহং তবাগঃ।
সহানুগো যত্র বৃকোদরাহিঃ শ্বসন্‌রুষা যত্ত্বমলং বিভেষি॥

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির আপনাদের দুর্বিসহ অত্যাচার সহ্য করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাকে দান করুন। যে ভীমকে আপনি ভ করেন, তাহাকে আর শক্তি সঞ্চয় করিতে দিবেন না। কংস রাজা নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য তাহার কোন অসৎক লজ্জা নাই। ঋষি বলেন—হইবে না কেন রাজার পদ লোভনীয় সেই আসন বজায় রাখিবার জন্য সে সব কিছুই করিতে পারে। সে প্রয়োজনবোধে পিতা মাতা ভ্রাতা বা যে কোনো বন্ধুকে বন্দী বা হত্যা করিয়া সে স্বার্থ সংরক্ষিত করিয়া রাখে।

মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানো প্রায়শো ভুবি॥ ভাঃ ১০।৬।৬

পিতা উগ্রসেনকে কংস এই নীতিতেই বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল

ভাগবতে বর্ণনা কুশলতা

ভগবানকে চতুর্ভুজ বলিয়া উল্লেখ ভাগবতে নানাস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম তাঁহার আয়ুধ। কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে

কৌস্তভ, পীতবসন, শ্যামবর্ণ কিন্তু এই বর্ণনাই কত ভাবে যে করা হইয়াছে তাহা গণনা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহাতেই রচয়িতার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো দুইটি বর্ণনা একরকম নয়।

রাজা পরীক্ষিত মাতা উত্তরার গর্ভে থাকা অবস্থায় ভগবানের দর্শন করেন—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনং
অপীচ্য দর্শনং শ্যামং তডিদ্বাসসমচ্যুতং।
শ্রীমদ্দীর্ঘ চতুর্বাহুং তপ্তকাঞ্চন কুণ্ডলম্॥
ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্মনঃ সর্বতোদিশম্।
পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ॥ ১।১২।৯

কোনো কোনো যোগী হৃদযাবকাশে কিভাবে প্রাদেশমাত্র স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত পুরুষকে দর্শন করেন, তাহার বর্ণনা অঙ্গুষ্ঠমাত্র রূপের সঙ্গে তুলনা করুন—

কেচিৎ স্বদেহান্ত হৃদযাবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ শঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি।
প্রসন্নবক্ত্রং নলিয়ায়তেক্ষণং কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসম্। ২।২।৮

নিখিল বিশ্বের আদি গুরু ব্রহ্মা যখন বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থানপূর্ব্বক পরমকারণ স্বরূপ অনুসন্ধানে তপস্যায় অভিনিবিষ্ট তখন ভগবান তাঁহাকে স্বলোক মহিমা দেখাইয়া দেন। তিনি পার্ষদপরিসেবিত অভীষ্ট দেবতার রূপ দর্শন করিলেন।

ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং প্রসন্নহাসারুণ লোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং পীতাম্বরং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া॥ ২।৯।১৫

ব্রহ্মা কর্দমমুনিকে আদেশ করিলেন জীব সৃষ্টি কর। সরস্বতী নদীর তীরে প্রজা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শব্দব্রহ্ম

সাধনাই তাঁহার অবলম্বন। সেই শব্দব্রহ্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কর্দমের নয়নগোচর হইল! তিনি দেখিলেন—

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরং।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্র গদাধরম্॥ ৩।২৮।১৩

প্রচেতাগণ তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া শঙ্করের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শঙ্কর ইহাদিগকে সুদীর্ঘ এক স্তব শিক্ষা দান করেন। এই স্তবের নাম রুদ্রগীত। ইহার মধ্যে রুদ্র যে রূপের দর্শন প্রার্থনা করেন তাহা এইরূপ—

স্নিগ্ধপ্রাবৃড্‌ঘনশ্যামং সর্ব্বসৌন্দর্য্য সংগ্রহম্।
চার্বায়ত চতুর্বাহুং সুজাত রুচিরাননম্॥ ৪।২৪।৪৫

প্রাচীনকালে নাভি নামক অপুত্রক রাজা যজ্ঞপুরুষকে যে ভাবে চিন্তা করিয়া আরাধনা করেন সেই রূপটি যথা—

অথ হ তমাবিষ্কৃতভুজযুগলদ্বয়ং হিরণ্ময়ং পুরুষবিশেষং কপিশকৌশেয়াম্বরধরমুরসি বিলসৎ শ্রীবৎসললামং দরবরবনরুহ বনমালাচ্ছূর্য্যমৃতমণি গদাদিভি রুপলক্ষিতমিত্যাদি। ৫।৩।৩

কংস কারাগারে ভগবানের আবির্ভাব। বসুদেব অদ্ভুত দর্শন বাসুদেব রূপ দেখিলেন—আনন্দ আলোকে অন্ধকার কারাগার পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগধার্য্যুদায়ুধম্
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভি কৌস্তভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্।
১০।৩।৯

গোবৎসচারণ লীলার মাধুর্য্য গ্রহণে অসমর্থ ব্রহ্মা মোহিত হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের সঙ্গী রাখালবালক এবং গোবৎসের স্বরূপ নির্দ্ধারণে যত্নবান।

তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ॥

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ১০।১৩।৪৭

ব্রহ্মহ্রদে মগ্ন হইয়া অক্রূর অনন্ত নাগাঙ্কে ভগবানের যে মূর্ত্তি দর্শন করেন উহার বর্ণনা—

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীত কৌশেয়বাসসম্
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥

প্রবল পরাক্রমী জরাসন্ধের পরাজিত রাজন্যবর্গ যাহারা পর্বতকন্দরে অবরুদ্ধ ছিলেন তাহারা মলিনবেশ শুষ্কমুখ কৃশশরীর ক্ষুধায় কাতর। ইহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যখন ভগবান কৃষ্ণ অগ্রসর হইলেন তখন তাঁহার রূপ—

দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয় বাসসম্
শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্ ॥
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকর কুণ্ডলম্
পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈরুপলক্ষিতম ॥ ১০।৭৩।৩

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সাধনার উপদেশ দান প্রসঙ্গে যেভাবে হৃদয়কমল কর্ণিকারে তাঁহার মঙ্গলময় রূপের ধ্যান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—

হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎস শ্রীনিকেতনম্
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালা বিভূষিতম্
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভ প্রভয়া যুতম্ ॥ ১১।১৪।৪০

ক্রিয়াযোগ বা পূর্ণাঙ্গ পূজার ক্রম উদ্দেশেও তিনি বলেন—

তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ ।
লসৎচতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্ ॥ ১১।২৭।৩৮

বলরামের অন্তর্ধানের পর ভগবান ধরাধাম হইতে স্বধামে অন্তর্হিত হইবার ইচ্ছা করিয়া একটি বৃক্ষের নীচে উপবেশন করেন। তখন তাঁহার রূপ—

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চসং।
কৌশেয়াম্বর যুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্॥ ১১।৩০।২৯

চতুর্ভুজ বর্ণনার যে বিচিত্র শব্দ বিন্যাস উহা কি অলৌকিক কাব্য প্রতিভার এবং অসামান্য মনীষারই পরিচায়ক নয়? অহো ব্যাসের প্রতিভা এজন্যই বলা হয় ত্রিজগৎ ব্যাসের উচ্ছিষ্ট। ভাগবতে দক্ষযজ্ঞ সমাধানে অষ্টভুজ শ্রীবিষ্ণুর আগমন বর্ণনা আছে উহাও দর্শনীয়। স্তোত্রস্বরূপ গরুড়ের আসনে উপবিষ্ট ভগবান্ যজ্ঞক্ষেত্রে আসিলেন। অঙ্গকান্তিতে দিক্ সমূহ উদ্ভাসিত হইল।

শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ক কিরীট জুষ্টো
নীলালক ভ্রমর মণ্ডিত কুণ্ডলাস্যঃ।
কম্ব্বজচক্রশরচাপ গদাসিচর্ম
ব্যগ্রৈ হিরণ্ময় ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ॥ ৪।৭।২০

তড়িদ্বাস, কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাস, পীতাম্বর, পীতকৌশেয় বাস, কপিশ কৌশেয়াম্বর প্রভৃতি এক রকম বস্ত্রেরই বর্ণনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে লীলাকৈবল্যবাদ

"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" বেদান্তের এই সূত্রে পূর্ণকাম পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের বিশ্বরচনা প্রভৃতি কেবল লীলামাত্র ইহাই বলা হইয়াছে। রাজা যেমন নিজের খুশীমত কোনো উদ্দেশ্যহীন হইয়া

অক্ষক্রীড়া বা কন্দুকক্রীড়া করেন তেমনি সর্বেশ্বর ভগবানও স্বেচ্ছায় লীলা করেন,

স্পষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু॥
কুরুতে কেবলানন্দাৎ যথা মত্তস্থ নর্ত্তনম্॥

রাজারও খেলার মধ্যে একটা সুখের সন্ধান থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির সঙ্গে তুলনা করিতে গেলেও কেবল সুষুপ্তিতেই উহা স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য পণ্ডিতগণ লীলাকে স্বরূপানন্দের আনন্দময়ের স্বভাব বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। সুখে যখন মানুষ উন্মত্ত হয় সুখের উদয়েই সে ফলের অপেক্ষা না করিয়াই নৃত্য করে ঠিক তেমনই ভগবানও সুখের নিত্য উদয়ে নিত্য লীলাকারী। ভাগবতে এই সূত্রের ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার প্রয়োগ ও সাধকের নিমিত্ত এই লীলার সার্থকতা বহুস্থানে শিক্ষণীয়। বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব না হইলেও কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

ভাগবত প্রশ্নে ঋষিগণের উক্তি—

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্ অবতার কথাঃ শুভাঃ।
লীলাবিদধতঃ স্বৈবমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥ ১।১।১৮

পরম ঈশ্বর নিজের মায়ায় কৃপা পূর্বক স্বেচ্ছায় যে সকল অবতার প্রকাশ করিয়া লীলা করেন সেই পরম মঙ্গলনিদান কথা বর্ণনা করুন।

প্রশ্নের উত্তরে উগ্রশ্রবা সূত বলেন—

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্যঙ্ নরাদিষু॥ ১।২।৩৪

জনগণের মঙ্গল ভাবনাকারী ভগবান দেবতা তির্যক্ এবং মনুষ্যাদিরূপে অবতার লীলা করিয়া সকলকে ভাবযুক্ত করেন।

এই লীলা—কৈবল্য যে পণ্ডিতগণেরও দুর্বিভাব্য তাহার স্পষ্ট সমুল্লেখ রহিয়াছে যথা—

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ভুতকর্মণঃ !
দুর্বিভাব্যমিবাভাতি কবিভিশ্চাপি চেষ্টিতম্ ॥ ২।৪।৮

অদ্ভুত কর্মা শ্রীভগবানের লীলা কেন যে কি ভাবে তিনি করেন, তাহা জ্ঞানীরও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হয়।

যন্মর্ত্য লীলৌপয়িকং স্বযোগ মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ৩।২।১২

যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত ভগবান যে লীলা অবতার প্রকাশ করেন অন্মধ্যে সর্বোত্তম নরলীলা। এই নরাকৃতি পরমব্রহ্ম নিজের মোহন মধু রূপে নিজেই বিমোহিত হন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার।
আলিঙ্গতে মনে উঠে কাম॥

নরলীলার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া লীলাময়ের বিশ্বলীলার সঙ্কেত এই শ্লোকে। কার্য যতই গুরুতর হউক না ভগবানের কিন্তু উহা লীলালাত্র। অসুর সংহার পর্বত-ধারণ সমুদ্র-মন্থন বিশ্বমূর্ত্তি-প্রদর্শন ব্রহ্মমোহন যাহাই বলিবে সবই লীলা। বরাহমূর্ত্তি বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলেন লীলায়। কুবলয়াপীড় মত্তহস্তীকে দলন করিলেন লীলায়, গিরিগোবর্দ্ধন সপ্তাহ কাল করে ধারণ করেন লীলায়।

দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গে গন্ধর্বগণের স্তুতিতে বিশ্ব যে ভগবান্ বিষ্ণুর ক্রীড়াভাণ্ড তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে।

অংশাংশাস্তে দেব মরীচ্যাদয় এতে
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্র পুরোগাঃ।

ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমং
স্তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম। ৪।৭।৪৩

মুকুন্দের অনিন্দ্য চরিতামৃত পান করিয়া—লীলা স্মরণ করিয়া অহিংস-ভাবে পরমহংসের জীবন যাপন করিবে। নিষ্কাম ভাবে যম নিয়মাদির বিরতি বিহীন হইয়া হরির গুণাবলী যাহা শ্রবণ রসায়ন উহা নিষেবন করিবে। আসক্তিহীন ভক্তিময় জীবন লাভে ক্রমশঃ ত্রিগুণাতীত পরমব্রহ্মে রতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

অহিংসয়া পারমহংস্য চর্যয়া স্মৃত্যা মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা।
যমৈরকামৈ র্নিয়মৈশ্চাপ্য নিন্দয়া নিরীহয়া দ্বন্দ্ব তিতিক্ষয়া চ॥
হরে র্মুহুস্তৎপরকর্ণপূর গুণাভিধানেন বিজৃম্ভমাণয়া।
ভক্ত্যাহ্যসঙ্গঃ সদসত্যনাত্মনি স্যান্নির্গুণে ব্রহ্মণি চাঞ্জসা রতিঃ॥ ৪।২২।২৫

বিশ্বধারণ এবং ভক্তপোষণ উভয় কার্যেই এই লীলার অনুসন্ধান করেন সাধুগণ। চৈতন্য-ভাগবত বলেন—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয় যায় পুনঃ পুনঃ॥
অদ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত্ত্ব
তথাপি অনন্ত হয় কে বুঝে সে তত্ত্ব
শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি প্রভু ধরেন করুণাময়।
যে বিগ্রহে সবার প্রকাশ স্থলীলায়॥
যাঁহার তরঙ্গ শিখি সিংহ মহাবলী।
নিজ জন মনোরঞ্জে হঞা কুতুহলী॥
যে অনন্তের নাম শ্রবণে সঙ্কীর্ত্তনে।
যে তে মতে কেনে নাহি লউক যে তে জনে॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥

ভাগবতে আকর শ্লোক যথা—

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা
মাদাতুং স্বজন মনাংস্যুদার বীর্য্যঃ॥ ৫।২৫।১০

শ্রীহরির স্বচ্ছন্দ লীলার কথা প্রচুর পরিমাণে শ্রবণ ও কীর্ত্তনে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, প্রাণ পবিত্র হয়। এমন পবিত্রতা ব্রত নিয়ম পালনেও হয় না।

শৃন্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যোন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ॥ ৬।৩।৩২

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিয়া প্রহ্লাদ উদার কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—পরমবান্ধব পরমদেবতা হে নৃসিংহদেব, আমি ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক পরিগীত তোমার লীলার কথা পরমানন্দে শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া তোমার ভক্তগণের সঙ্গে অনায়াসে গুণপ্রবাহ নির্মুক্ত হইয়া অবস্থান করিব।

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া লীলাকথাস্তব
নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো দুর্গাণি তে
পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥ ৭।৯।১৮

বলি বামন সংবাদে প্রহ্লাদ ভগবান বামনদেবকে বলেন—

চিত্রং তবেহিত মহোঽমিত যোগমায়া
লীলাবিসৃষ্ট ভুবনস্য বিশারদস্য।
সর্বাত্মনঃ সমদৃশোঽবিষমঃ স্বভাবো
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরু স্বভাবঃ॥ ৮।২৩।৮

ভগবানের বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য নাই। তিনি সমভাবাপন্ন। কল্পতরু স্বভাব ভগবান সেবকের প্রতি অনুগ্রহ করেন। যে আশ্রয় গ্রহণ করে সে অধিক প্রীতি লাভ করে বলিয়া তাহাকে অসমভাব বলা যায় না। জগৎসৃষ্টি তাঁহার স্বরূপশক্তির ছায়ারূপা মায়ার কার্য। আশ্চর্য ভগবানের লীলা।

শ্রীরাস প্রসঙ্গে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে বিরহ কাতর গোপীর কৃষ্ণলীলা ভিন্ন আর অবলম্বন কিছুই ছিল না। তাঁহাবা প্রিয়তমের লীলাই অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই লীলানুশীলনেব মধ্যেই ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ হইল।

ইত্যুন্মত্ত বচে৷ গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ কাতবাঃ।
লীলা ভগবতস্তাতা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১০।৩০।১৪

শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্র লীলা-মনুষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন যথা—

লীলা মনুষ্য হে বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্॥ ১০।৪৫।৪৪

শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা-গৃহীত-দেহ ইহা শুকদেব বহুবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেন। কৃষ্ণ ক্রীড়া-মানুষ, লীলাতনু, মায়ামানুষ, লীলাবতার এরূপ উক্তি সর্বত্রই ভাগবতে দেখা যায়। ভগবানও স্বমুখে তাঁহার গুণলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উদ্ধবকে তিনি বলেন—

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গকর্ম স্থিত্যুদ্ভব প্রাণনিরোধমস্য
লীলাবতারেপ্সিত জন্ম বা স্যাৎ বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ।
১১।১১।২০

কৃষ্ণলীলা কথা শ্রবণের ফল পরমহংস গতি, পরাভক্তি লাভ—

ইত্থং হরের্ভগবতোরুচিরাবতার বীর্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যোভক্তিং পরাং পরমহংস-
গতৌ লভেত॥ ১১।৩১।২৮

ভাগবত সমাপ্তিকালে শুকদেব যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, উহা স্মরণ করিলে দেখিব সমগ্র ভাগবত শ্রীহরির আনন্দ-লীলা কথাময়। এই লীলা-কথাই জীবের পরম সম্পৎ।

এই কথার শেষ নাই—নাই। পুরুষোত্তম ভগবানের এই লীলা কথাই বিবিধ দুঃখ যাতনা পূর্ণ জীবনে শান্তির অমৃত প্রবাহ ডাকিয়া আনিতে পারে। ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই। এই সংসার দুঃখময়। দুঃখ হইতে নিস্তার হরি কথায়।

সংসার সিন্ধুমতিদুস্তর মুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃপ্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তামস্য।
লীলাকথা রসনিষেবণ মন্তরেণ পুংসো ভবেদ্ বিবিধ দুঃখদবার্দিতস্য॥

১২।৪।৪০

শ্রীমদ্ভাগবতে ছন্দ ও অলঙ্কার

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথম শ্লোকটির ছন্দ শার্দ্দূল বিক্রীড়িতম্—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ১।১।১

প্রধানতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দেই পুরাণের অধিকাংশ রচিত হইলেও ছন্দো-বৈচিত্র্য শ্রীভাগবতের বিশিষ্ট সম্পৎ। অন্ততঃ পঁচিশটি বিভিন্ন ছন্দের শ্লোকাবলী এই মহাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্। সংস্কৃত শ্লোকের চারিটি পাদ। প্রতিপাদের অক্ষর সন্নিবেশ সংখ্যা, তাহাদের গুরু লঘু মাত্রা ও যতির বিচারে ছন্দ নির্ণয় হয়। ছন্দঃশাস্ত্রে গুরু লঘু মাত্রা ধরাইয়া দিবার জন্য কতগুলি সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে। ম = তিনটি গুরু।

ন=লঘু। ভ=আদিগুরু পরে দুটি হ্রস্ব। য=আদিলঘু পরের দুটি গুরু। জ=আদি ও অন্তে হ্রস্ব মধ্যে গুরু। র=আদি ও অন্তে গুরু মধ্যে হ্রস্ব। স=প্রথম দুটি হ্রস্ব অন্ত গুরু। ত=প্রথম দুটি গুরু অন্ত লঘু। এই আটটি গণ গুরু লঘুর সংস্থান রীতিদ্বারা শ্লোকের গুরু লঘু নির্ণয় করা হয়। গ=একটি লঘু। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে প্রতিপদে ১৯টি অক্ষর এবং ম-স-জ-স ও দুইটি ত গণ এবং একটি গ থাকে।

অর্থাৎ S S S । । S । S । । । S S S । S S । S এইরূপ গুরু লঘু চিহ্নের মধ্যে ধরা পরে। শ্লোকের প্রথম পাদ

S S S । । S । S । । । S S S । SS । S

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।

অপর পাদগুলিও এই ভাবে পরীক্ষায় একরূপই হইবে। 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত' ইত্যাদি ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকটিও এই ছন্দেই রচিত। প্রায়শঃ দেখা যায় কোনো গুরুতর এবং বিশেষ মহিমা ব্যঞ্জক পদাবলী রচনায় মহা কবিগণ এই ছন্দটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহার পর তৃতীয় শ্লোকে ব্যাসদেব নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। উহার নাম— দ্রুতবিলম্বিত—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ। অর্থাৎ তিনটি লঘু তাহার পর আদি গুরু দুইটি গণ এবং মধ্য লঘু একটি গণ। অর্থাৎ দ্বাদশ বৃত্তিতে এই ছন্দ, যথা।

। । । S । । S । । S । S

নিগম কল্পতরো গলিতং ফলং এই রূপেই অন্য পাদ গুলির গুরু লঘু বিচার।

দ্বাদশ বৃত্তিরই আরো একটি ছন্দ, তাহার নাম ভুজঙ্গপ্রয়াত,—

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষ্ণার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ॥ ৪।৭।৩২

শ্লোকটি দক্ষ যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণুর আগমনে শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারা প্রেম সিদ্ধি প্রাপ্ত সিদ্ধগণের বাক্য। ভগবন্! আমাদের মন মাতঙ্গ ক্লেশ দাবানলে দগ্ধ এবং পিপাসু হইয়া তোমার কথা অমৃতের নদীতে ডুবিয়া থাকুক্, তাহা হইলেই সংসার তাপ দাবানলের কথা সে একেবারে ভুলিয়া যাইবে এবং ব্রহ্ম সম্পন্ন যেমন আর সেই আনন্দ হইতে বাহির হয় না তেমনই আমাদের মনও কথামৃত নদী হইতে উঠিয়া আসিবে না। রূপকালঙ্কার।

ভুজঙ্গপ্রয়াতং চতুর্ভিযকারৈঃ। অর্থাৎ আদি লঘু চারিটি গণে এই ছন্দ। যথা—

।S S ।S S। SS। SS

অয়ং ত্বং কথা মৃষ্ট পীযূষ নদ্যাং ইত্যাদি সর্পিল গতির নিয়মেই ইহার নাম সার্থক হইয়াছে। দ্বাদশ বৃত্তির বংশস্থবিল, ইন্দ্রবংশা প্রভৃতি ছন্দের শ্লোকও ভাগবতে দেখা যায়।

বদন্তি বংশস্থ বিলং জতৌ জরৌ এই সংজ্ঞাও ইন্দ্রবংশার মিশ্র উপজাতির নমুনা যথা—

।S। SS।।S। ।S

অনাদ্য বিদ্যোপহতাত্ম সংবিদ, স্তন্মূল সংসার পরিশ্রমাতুরাঃ।
যদৃচ্ছয়েহোপ স্মৃতা যমাপ্নুয়্, র্বিমুক্তিদো নঃ পরমো গুরু র্ভবান্॥

অনাদি অবিদ্যায় যাহারা আত্মজ্ঞান হারাইয়াছে এবং তাহার ফলে তাপত্রয় জনিত দুঃখ ভোগ করে তাহারাও যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণশীল

ভক্তকৃপায় গুরু পদাশ্রয় করিয়া যাঁহাকে লাভ করে আপনি সেই মুক্তি প্রদানকারী আমাদের পরম গুরু। ৮।২৪।৪৬

দ্বাদশ অক্ষর বংশস্থবিল দৃষ্টান্ত যথা—

S S । S S । । S । S । S

স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ
ভবৎপদাম্ভোরুহ নাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্। ১০।২।৩১

হে প্রকাশমান, আপনার পদাশ্রয়ী সাধুগণ এই ভীষণ অনতিক্রমণীয় সংসার সমুদ্র নিজেরা উত্তীর্ণ হইয়া আপনার পাদপদ্ম তরণী ইহলোক (গুরু পরম্পরায় অপরের জন্য) রাখিয়া গিয়াছেন। তাহারা যে সর্ব্বভূতে অতিশয় প্রীতিমান।

অক্ষর বৃত্ত অনুষ্টুভ্—

। । S ।
কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ।
। । S ।
রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যনাং চরিতং পরমাদ্ভুতম॥ ১০।১।১

পুরাণ সাহিত্যে অনুষ্টুভ্ ছন্দের একচ্ছত্র অধিকার। সর্বত্র ইহার অবাধ গতি—এই ছন্দে যেন কোনো ক্লান্তি নাই—বিরাম নাই—যতই পড় কখনও একঘেঁয়ে বলিয়া মনে হইবে না।

পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষনিয়মো মতঃ॥

অনুষ্টুভ্ ছন্দে সর্ব্বত্র পঞ্চমবর্ণ লঘু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তমাক্ষর লঘু এবং ষষ্ঠাক্ষর গুরু অবশিষ্ট বর্ণে বিশেষ কোনও নিয়ম নাই। বিষম

বৃত্তের অন্তর্গত এই অষ্টাক্ষর পাদযুক্ত অনুষ্টুভ্ সকল রসের বর্ণনায়ই প্রযুক্ত। ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষরা বৃত্তি—ইন্দ্র বজ্রা উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্র দৃষ্টান্ত কখনও ত ত জ গ গ আর কখনও জ ত জ গ গ ভাগবতে প্রচুর। যথা—

সা দেবকী সর্বজগন্নিবাস নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে

ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেবরুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানবলে যথা সতী। ১০।২।১৯

কোথাও কোথাও একটু একটু এদিক সেদিক বিপর্য্যয়ও দেখা যায়। মহর্ষি বেদব্যাসের প্রয়োগে উহা সাধারণ ছন্দোবিচারের বাহিরে। একাদশ অক্ষরে ইন্দিরা। ছন্দের লক্ষণ ন র রলৈ গুর্বাবিন্দিরা মতা। দৃষ্টান্ত—

। । । S । S S । S । S

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ

শ্রয়ত **ইন্দিরা** শশ্বদত্র হি

দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা

স্বয়ি ধৃতাসবস্বাং বিচিন্বতে॥ ৩।১০।৩১।১

করুণ বিলাপের সুরে ইন্দিরার পরমৈশ্বর্য্য বিলাস চাতুর্য বেশ রসাল হইয়া উঠিয়াছে ইন্দিরা ছন্দে। আবার শ্লোকের মধ্যেও শ্রীলক্ষ্মীর প্রসিদ্ধ নাম ইন্দিরা শব্দের প্রয়োগে।

বিরহকাতরা কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে বলেন—হে দয়িত, তোমার আবির্ভাবে এই ব্রজমণ্ডল বৈকুণ্ঠ হইতেও অনেক ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াছে। মহালক্ষ্মী ইন্দিরা এখানে নিরন্তর শোভা বিস্তার করিয়া অবস্থান করেন। মহানন্দে পূর্ণ এই ব্রজে তোমার প্রেয়সী গোপীগণ তোমার জন্যই প্রাণধারণ করে তোমাকেই সবদিকে অনুসন্ধান করে।

শালিনী নামটি সভ্যতার দ্যোতক, এই ছন্দের গতি খুবই গম্ভীর দীর্ঘ অথচ সংযত। লক্ষণ—

মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ। অর্থাৎ ম ত ত গ গ এইরূপ বৃত্তি দৃষ্টান্ত—

SSSS S।SS। SS
রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতি র্নিগুর্ণং নির্বিকারম্
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥ ১০।৩।২৪

হে দেব, বেদ যাহাকে জগৎকারণ, ব্রহ্ম, জ্যোতির্ময়, মায়ারহিত নির্বিকার, নির্বিশেষ কেবলস্বরূপ বলেন, আপনি সাক্ষাৎ সেই বুদ্ধিপ্রকাশক বিষ্ণু। দেবকীর প্রতিটি কথায় শালিনীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বাগতাও একাদশ অক্ষর বৃত্তি ইহার দৃষ্টান্ত—

S। S। ।।। S। ।SS
বাম বাহু কৃত বাম কপোলে।
বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভি রাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥ ১০।৩৫।২
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈ
র্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ॥
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ।
কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ॥ ১০।৩৫।৩

স্বাগতা কারুণ্যের প্রকাশক হইয়া যুগল গীতের প্রথমাংশে সুন্দর স্থানেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গোপীগণ অপর কাহাকেও বলেন,—হে গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন বাম বাহুমূলে বাম গণ্ড স্থাপন করিয়া ভ্রূলতা নাচাইয়া সুন্দর অঙ্গুলি দ্বারা ছিদ্র আচ্ছাদন করিয়া বেণু বাদন করেন, তখন গগনবিহারিণী

সিদ্ধবনিতাগণ নিজ নিজ পতি সহ বর্তমান থাকিয়াও সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হন। পরে তাঁহারা বশীভূত হইয়া নিজের বস্ত্র স্খলন—বিবশ অবস্থাও তাহারা জানিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ দর্শন লালসায় বিরহিণী কণ্ঠে স্বাগতার প্রয়োগ যুক্তি যুক্তই হইয়াছে।

স্বাগতা র ণ ভ গৈ গুরুণা চ। এই লক্ষণ।

অর্থাৎ র ণ ভ গ গ এই গণ পরিচয়।

ত্রয়োদশ অক্ষর বৃত্তির মঞ্জুভাষিণী প্রয়োগ ভাগবতে নানাস্থানে দেখা যায়। উহার লক্ষণ—

স জসা জগৌ চ যদি মঞ্জুভাষিণী।

অর্থাৎ স জ স জ গ এই গণ পরিচয়।

দৃষ্টান্ত যথা—

।।S।S।। ।S।S। S

মনবো বয়ং তব নিদেশকারিণো

দিতিজেন দেব পরিভূতসেতবঃ

ভবতা খলঃ স উপসংহৃতঃ প্রভো

করবাম তে কিমনু শাধি কিঙ্করান্॥ ৭।৮।৪৮

নৃসিংহদেবের স্তুতিতে মনুগণ মঞ্জুভাষিণীর প্রয়োগ করেন। অতি উগ্রমূর্তি শ্রীনৃসিংহের সান্ত্বনায় মঞ্জুভাষিণী সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তাহারা বলিলেন,—হে দেব, আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করি,—দৈত্যেরা আমাদের বর্ণাশ্রম রীতি নষ্ট করিতেছিল, আপনি সেই সকল দুষ্টদের বিনাশ করিয়াছেন। আমরা আপনার কিঙ্কর, বলুন কি করিতে পারি।

রুচিরা ছন্দে ব্যাকরণ শাস্ত্রে নিমগ্নচিত্ত ভট্টিকাব্যপ্রণেতারও রুচি

ক্ষণীয। তিনি কাব্যাবম্ভেই রুচিবাকে গ্রহণ কবিযাছেন। ভাগবতেও হাব প্রযোগ প্রলম্বাসুববধপ্রসঙ্গে আছে।

। S । S । । । । S । ৲ । S
ত মু দ্ব হ ন ধ ব ণি ধবেন্দ্র গৌবব°
মহাসুবো বিগত বযো নিজ° বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুবটপবিচ্ছদো ব‍ভৌ
তডিদ্দ্যুমানুড়পতিবাড়িবাম্বুদঃ॥ ১০।১৮।২৬

মহাসুব প্রলম্ব পর্বতেব ন্যায ভাবী বলদেবকে বহন কবিতে কবিতে ব পাবে না, তখন সে নিজরূপ ধাবণ কবিল এবং তাহাব শবীব সুবর্ণ লঙ্কাব শোভিত বলিযা বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত মেঘেব উপব চন্দ্রেব শোভা খাইতেছিল।

রুচিবাব লক্ষণ-জভৌ সজৌ গিতি রুচিবা চতুর্গ্রহৈঃ
অর্থাৎ জ ভ স জ ও গ এই গণ পবিচায রুচিবা।

হর্ষিণীও ত্রযোদশ অক্ষব বৃত্তিব ছন্দ। ইহাব লক্ষণ—

S S S । । । S । S । SS
ত্র্যাশাভি মনজবগাঃ প্রহর্ষিণীযম।

S S S । । । । S । S । S ।
গবতে— ই ত্যে ত ন্মু নি ত ন যা স্য প দ্ম গ ন্ধ
পীযূষং ভব ভযভিৎ পবস্য পুংসঃ।
সুশ্লোক° শ্রবণপুটৈঃ পিবত্যভীক্ষ্ণং
পান্থোঽধ্বভ্রমণপবিশ্রমং জহাতি॥ ১০।৮৯।২১

সুত বলেন—হে মুনিগণ, মুনিপ্রবব ব্যাসের পুত্র শুকদেবেব মুখপদ্ম গলিত সুগন্ধি অমৃতের মত পরম পুরুষ ভগবানেব গুণাবলী সর্ব্বদা ণেন্দ্রিযে পান কবিয়া সংসার পথের পথিক পথক্লেশ-মুক্ত হইয়া থাকেন।

ক্লেশাক্রান্ত সংসারীর প্রচুর হর্ষের কারণ ভগবানের কথা শ্রবণ এই বিষয় বর্ণনায় প্রহর্ষিণীর প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার মত।

আরো একটি ছন্দ মৃগেন্দ্র মুখ—

ভবতি মৃগেন্দ্র মুখং নজৌ জরৌ গঃ অর্থাৎ ন জ জ র গ এই গণ পরিচয়ে ত্রয়োদশ অক্ষর বৃত্তি। ভাগবতে যথা—

। । । । ऽ । । S । S S
কলিমল সংহতিকালনোঽখিলেশো।
হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ম্।
ইহ তু-পুনর্ভগবানশেষমূর্তিঃ
পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥ ১২।১২।৬৫

মৃগেন্দ্র—সিংহ, তাহার মুখ মৃগেন্দ্র মুখ এই মুখবিবরে যাহা প্রবেশ করে তাহা নিঃসংশয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শ্লোকের তাৎপর্য্যে এই ছন্দের নাম সার্থক হইয়াছে। শ্রীভাগবতে নিখিল রূপের পরমাশ্রয় ভগবানের কথা প্রচুরভাবে বর্ণিত। কথা প্রসঙ্গে কলিকালের যত দোষ আছে, উহা নিঃশেষরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

চতুর্দ্দশ বৃত্তি বসন্ততিলক ঋতু বসন্তের মতই কবিসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে বহুক্ষেত্রে দীর্ঘ স্তব প্রভৃতির মধ্যে এই ছন্দের বহুল ব্যবহার। ইহার লক্ষণ—জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ, অর্থাৎ ত ভ জ জ গ গ। তাহার দৃষ্টান্ত—

বসন্ততিলক—

S S । S । । । S । । S । S S
যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ ৪।৯।৬

হে পরমেশ্বর, তুমি আমার নিদ্রিতা বাণীকে জাগ্রত করিয়াছ এবং নিজের প্রভাবে নিখিল জীবের চেতনা সম্পাদন করিয়া থাক। সকল ইন্দ্রিয়ে প্রেরণা প্রদানকারী সেই ভগবান্ তোমাকে নমস্কার। ধ্রুবের স্তুতি। সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদের চরিত্রে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক গূঢ়ার্থপূর্ণ ভগবৎস্তবও এই ছন্দে উপনিবদ্ধ।

মালিনী কিন্তু ফুলের মালার মতই হাল্কা হ্রস্ব বহুল বৃত্তি সম্বলিত পঞ্চদশ অক্ষরের ছন্দ। উহার লক্ষণ—

ন ন ম য য যুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ।

। । । । । । ऽ ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ

দৃষ্টান্ত— মধুপ কিতব বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিডম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥ ১০।৪৭।১২

ভোগী জনের ভাষায় ছন্দ মালিনী—বিলাসের গন্ধ ইহার বর্ণনায় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত ভ্রমর গীতের একটি শ্লোক। প্রধানা গোপীর পদকমলে কালো ভ্রমর আসিয়া লুটিয়া পড়ে। তাহার মুখে কুসুম চুম্বনের চিহ্ন পীত পরাগ। দিব্যোন্মাদবতী গোপী উহা দেখিয়া ভ্রমরকে কৃষ্ণসঙ্গী গোপীর অনুনয়কারী দূত বলিয়া মনে করেন। উন্মাদ দশায় ভ্রমর সম্বন্ধে এই ভ্রম হইয়া তাহাদের বাক্যের মাধুর্য্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। গোপী বলেন,—

হে ধূর্ত্ত (কৃষ্ণের) বন্ধু মধুকর, তুমি চরণ স্পর্শ করিও না। আমাদের সপত্নীর বক্ষে কৃষ্ণের বনমালা বিমর্দ্দিত। তাহার চিহ্ন তোমার মুখে। মধুপতি (কৃষ্ণ) সেই সকল মানিনীর সন্তোষ বিধান করুন। তুমি

যাহার দূত হইয়া এই স্মরতচিহ্ন ধারণ করিয়াছ, তাহার এইরূপ ব্যবহার যাদব সভায় উপহাসেরই হইবে। ১০।৪৭।১২

নৃসিংহদেবের স্তুতি প্রসঙ্গে চারণগণের বাক্যে প্রমাণিকা ছন্দের পরিচ পাই। উহা ষোল অক্ষরের বৃত্তি, একটি লঘু একটি গুরু—একটি ল একটি গুরু এই ভাব।

প্রমাণিকা জরৌ লগৌ।

I S I S I S I S
হ রে তবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং
ভবাপ বর্গ মাশ্রিতাঃ।
যদেষ সাধু হৃচ্ছয়
স্তয়াস্থরঃ সমাপিতঃ॥ ৭।৮।৫১

হে হরি, সংসারনিবর্ত্তক আপনার পাদপদ্মে শরণ লইলাম। আপনি সাধুগণের ভয়জনক এই অস্থরকে নিহত করিয়াছেন।

শিখরিণী ছন্দের লক্ষণ—

রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না য ম ন স ভলা গঃ শিখরিণী। অর্থাৎ য ম ন স ভ লগ এই ১৭টি বৃত্ত্যক্ষর (রস+রুদ্র) সম্বলিত ছন্দ শিখরিণী। শিখরিণীতে যেমন মধুর রস আর ঝাল উগ্র রসের যোগ হয় তেমনই এই ছন্দে দীর্ঘ ও লঘু স্বরের সমন্বয়। দৃষ্টান্ত

I S S S S S I I I I I S S I I I S
পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
ত্বমেবাদ্য স্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধি শয়নে।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্ম পদবিঃ
স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ॥ ৪।৭।৬২

কালিদাসের মন্দাক্রান্তার ছন্দে কাহার অন্তর আক্রান্ত হয় নাই? মেঘ দূতের মন্দ মধুর ছন্দোভঙ্গী রসিক জনের হৃদয়ে নৃত্যের বিলাস বিস্তা

করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে কি? ইহার লক্ষণ—মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো। ভনৌ গৌ যযুগ্মম্ অর্থাৎ চতুর্থ ষষ্ঠ ও সপ্তমাক্ষরে বিচ্ছিন্ন ম ভ ন গ গ য য এই সপ্তদশাক্ষর বৃত্তি যুক্ত মন্দাক্রান্তা।

S S S S । । । । । S S । S S । S S
বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদ সময়ে ক্রোশ সংজাত হাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয় যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন বিভজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে স গৃহ কুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥১ ১০।৮।২৯

বালক গোপালের চঞ্চলতা, চৌর্য্য এবং পলায়ন তৎপরতা বর্ণনায় মন্দাক্রান্তা সার্থক হইয়াছে এই ক্ষেত্রে। প্রৌঢ়া গোপী যশোদাকে বলেন —তোমার পুত্র গোদোহনেব পূর্বেই কোনোদিন বাছুরীর বন্ধন খুলিয়া দেয। ক্রোধ কবিয়া গালি দিলে হাসে। কখনও চুরির উপায় উদ্ভাবন করিয়া সুস্বাদু দুগ্ধ দধি ননী খায, নিজে না পাবিলে বানর গুলিকে ভাগ করিয়া দেয়। যদি তাহাবা না খায, ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে। কাহারও বাড়ীতে কোনো দব্য না পাইলে নিদ্রিত শিশু জাগাইয়া কাঁদাইয়া পালাইয়া যায়।

শ্রীভাগবতেব স্তোত্র মধ্যে সুবিখ্যাত এবং বেদান্ত রহস্য সম্পুটিত শ্রুত্যধ্যায়ে বেদস্তুতি নর্দ্দটকছন্দে।

যদি ভবতো নজৌ ভজজলা গুরু নর্দ্দটকম্। সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি নর্দ্দটকে ন জ ভ জ জ ল গ এইরূপ গণ পরিচয়।

। । । । S । S । । । S । । S । । S
জয় জয় জহ্য জামজিত দোষ গৃভীত গুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্ত ভগঃ।

অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে
কচিদ জয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ। ১০।৮৭।১৪

শ্লোকে অনুপ্রাস শব্দালঙ্কার লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই স্তবের ১৮শ—

উদরমুপাসতে যঋষিবর্ত্মসু কুর্পদৃশঃ ইত্যাদি শ্লোকে প্রথম সপ্তাক্ষরে ষড়ক্ষরে এবং তৎপর চতুর্থাক্ষরে যতি থাকায় কোকিলক বলা যায়। শ্রুতিগণ বলেন—যে মায়ার প্রভাবে সত্ত্বরজ তমোগুণ দোষ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সেই চরাচর মায়া দূর করিয়া তুমি জয় যুক্ত হও। মায়াতীত তোমাতে সকল শক্তি ও ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে। তুমি জগতের সকল শক্তির অববোধক বা উদ্বোধনকারী। তুমি আত্মশক্তিতে বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং তোমার ছায়ার ন্যায় মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা কর। বেদ এই দুই প্রকার লীলাই বলেন।

স্রগ্ধরা ছন্দ একবিংশতি বৃত্তি। এই ছন্দের লক্ষণ—

ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনি যতি যুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেয়ম্।

গণপরিচয় ম র ভ ন য য য। দৃষ্টান্ত—

SS SS ।SS ।।।। ।।SS।S S।SS
তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎ পাদশৌচং
বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্যদর্থেঽন্য যত্নঃ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথগদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্ম্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্নচিত্রং ক্ষিতিভর হরণং কালচক্রায়ুধস্য ॥ ১০।৯০।৪৭

যদুকুলে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তিরূপ তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কীর্ত্তি গঙ্গা পাদপদ্ম নিঃসৃত গঙ্গাকেও লঘু প্রতিপন্ন করিয়া সর্ব্বতীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিরাজিত। শত্রুমিত্র সকলেই তাঁহার স্বরূপ লাভে সমর্থ হইয়াছে। যাঁহার কৃপালাভে ব্রহ্মাদিরও আগ্রহ সেই শ্রীলক্ষ্মী অন্যের অপ্রাপ্য হইয়া একমাত্র কৃষ্ণসেবায় নিরত। যাঁহার নাম-শ্রবণ অমঙ্গল দূর, করে, যিনি

ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বসংহারক কালমূর্ত্তি ও দুরন্ত প্রভাবশালী চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ভূভার হরণ বিচিত্র নয়।

বেদশাস্ত্রে প্রধানতঃ গায়ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাতটি ছন্দের ব্যবহার। বাল্মীকি রচিত রামায়ণে শুনিয়াছি ত্রয়োদশ ছন্দের প্রয়োগ। এই ছন্দ বৈদিক ছন্দ হইতে ভিন্ন। মহাভারত সঙ্কলনে ছন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া আঠারোতে দাঁড়াইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু পঁচিশটির অধিক ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা মাত্র উহার দিগ্‌দর্শন করাইলাম। ছন্দের বৈশিষ্ট্য—আর্যপ্রয়োগ—মাঝে মাঝে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। সেগুলি বিশেষ জিজ্ঞাসু পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

রসের আলয় শ্রীভাগবতে অলঙ্কার ছাড়া কথা নাই। নানা রসের কথায় বিচিত্র শব্দ বিন্যাস এবং ভাবের সমাবেশে হরিকথা অলঙ্কৃত করিয়াছেন ভগবান্ বেদব্যাস। যাহার অঙ্গে অঙ্গে অলঙ্কার সেই ভাগবতের আলঙ্কারিক বিচার করিয়া কে কবে পার পাইয়াছে? বাহু বলে নির্ভর করিয়া সমুদ্র পারে যাওয়া যেমন সুকঠিন তেমনই ভাগবত-অলঙ্কার-বিচার সমুদ্রের পারে যাওয়াও সুকঠিন। তবে আমরা সেই সমুদ্রের ধারে দাড়াইয়া কয়েকটি প্রধান আলঙ্কারিক প্রয়াগ সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব। অনুপ্রাস যেন ভাগবতে স্বভাব সিদ্ধ অলঙ্কার।

"উপগীয় মান উদ্‌গায়ন্ বনিতা শতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্ মণ্ডয়ন্ বনম্॥"
"আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি"

"জম্ব্‌র্ক বিল্ব বকুলাম্র কদম্ব নীপা" প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়।

বহুস্থানে উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ আছে উহার নির্ণয় করিয়া শ্রেণী বিভাগ করা খুবই কঠিন তবু মালোপমার একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, কি সুন্দর !

যে কোনো দিক দিয়া সাধর্ম্ম্য উল্লেখে উপমালঙ্কার হয়। কোনো ক্ষেত্রে উহার স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে আর কোথাও লুপ্ত থাকে। ইব, যথা বা প্রভৃতি যোগে উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ কোনো ধর্ম্মের উল্লেখে বা অনুল্লেখে উপমা হয়। সপ্তবিংশতি প্রকার উপমার কথা অলঙ্কার কৌস্তুভে উল্লেখ আছে। মালোপমা দুই প্রকার।

একত্বমুপমেয়ানামুপমানামনেকধা
ধর্ম্মৈকরূপ্য বৈরূপ্যে দ্বেধা মালোপমা ভবেৎ।

বহুবিধ ধর্মবৈরূপ্যে মালোপমা যথা--

পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিব মানবঃ।
ব্রহ্মণ্য সত্যসন্ধশ্চ বামো দাশরথিযথা॥
এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ
যশো বিতনিতা স্বানাং দৌষ্যন্তিরিব যজ্বনাম॥
ধন্বিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জ্জনয়োর্দ্বয়োঃ।
হুতাশ ইব দুর্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ॥
মৃগেন্দ্রইববিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব।
তিতিক্ষুবসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব॥

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সম্বন্ধে অলঙ্কার কৌস্তুভ বলেন, উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখাইবার নিমিত্ত উপমানের সহিত হেত্বন্তরের উপন্যাস দ্বারা যে বিতর্ককরণ, তাহাই উৎপ্রেক্ষা। (উৎকৃষ্ট ভাবে দেখা)

সম্ভাবনা হেত্বন্তরোপন্যাসেন বিতর্করণং। তাহার দৃষ্টান্ত—

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ১০।২১।১৪

এই বনের পাখীগুলো সম্ভব মুনি, কারণ মুনিরা যেমন অন্য সব ত্যাগ করিয়া ভগবানেই দৃষ্টি সংলগ্ন করে এবং ভগবৎ কথাই শ্রবণ করে তেমনি এই বনের পাখীগুলো একান্ত ভাবে গাছের ডালে বসিয়া অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণের বেণুগান শুনিতেছে। এখানে পাখীগুলিকে মুনির মত ভাবনা এবং 'প্রায়', 'বত' শব্দে সেই বিষয়ে বিতর্ক উৎপ্রেক্ষার চিহ্ন।

আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং
ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী। ১০।২।২০

কংস বলে—দেবকীর উদর গহ্বরে নিশ্চয় আমার প্রাণ-হর হরি আশ্রয় লইয়াছে ইতিপূর্ব্বেতো দেবকী এরূপ তেজঃসম্পন্ন ছিল না। এখানে হরি শব্দের অর্থ বিষ্ণু ও সিংহ বুঝায় বলিয়া শ্লেষ হইয়াছে। 'ধ্রুবং' এই কথা উৎপ্রেক্ষার চিহ্ন। অতএব এখানে শ্লেষানুগৃহীত উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

আলিঙ্গন স্থগিত মূর্মিভুজৈর্মুরারে—
গৃহ্নন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥ ১০।২১।৫১

যমুনা তরঙ্গবাহু প্রসারিত করিয়া কমল উপহার গ্রহণ পূর্বক মুরারির চরণ ধারণ করিতেছে। এখানে উর্ম্মিভুজৈঃ রূপকের চিহ্ন। কমলোপহারাঃ পরিণামের চিহ্ন। অতএব উক্ত পদ্যাংশে **রূপক এবং পরিণাম** অলঙ্কার মিশ্রিত হইয়া আছে।

মেঘ গোচারণের সময় জলধর বন্ধু কৃষ্ণকে নিজের দেহের ছায়া দিয়া আতপত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে।

সখ্যুর্ব্যধাৎ **স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্**। ১০।২১।১৬

এখানেও পরিণাম অলঙ্কারের চিহ্ন। হরিণীগুলি প্রণয়-অবলোকন শ্রীকৃষ্ণের পুজার উপচার দিতেছে।

পূজাং দধু **র্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ**। ১০।২১।১১

ইহাও পরিণাম অলঙ্কার। উপমান ও উপমেয় এই দুইয়ের যে তাদাত্ম্য, তাহাকে রূপক বলে। রূপকং তু তৎ যত্তাদাত্ম্যং দ্বয়োঃ।

বিষয়াত্মতয়ারোপ্যে প্রকৃতার্থোপযোগিনি।

পরিণামো ভবেত্তুল্যাতুল্যাধিকরণো দ্বিধা॥ সাহিত্যদর্পণ। ১০।৫০

উপমান যখন উপমেয়রূপে পরিণত হয়, তখন পরিণাম অলঙ্কার।

স্বভাবোক্তিঃ স্বভাবস্য বর্ণনং যৎ। স্বভাবের বর্ণনাই **স্বভাবোক্তি**।

তাবঙ্ঘ্রি যুগ্মমনুকৃষ্য ইত্যাদি। ১০।৮।২২

ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ইত্যাদি। ১০।১১।৩৯

বাল্যে রাম ও কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে। পৌগণ্ডে কখনো বাঁশী বাজাইয়া উভয়ে খেলা করিতেছে।

মুখে স্তুতিনিন্দা বা হৃদয়ে ব্যাজস্তুতি স্যাত্তদন্যথা। মুখে স্তুতি বা নিন্দা এবং হৃদয়ে সেই সেই বস্তুর অন্যথা অর্থাৎ স্তুতি স্থানে নিন্দা ও নিন্দা স্থানে স্তুতি প্রতীতি হইলে **ব্যাজস্তুতি** অলঙ্কার হয়।

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।

স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি॥ ১০।১।৩৭

* * *

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।

তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥ ১০।৬০।১৪

ইত্যাদি স্থলে ব্যাজস্তুতি অনুসন্ধেয়।

ভেদানুক্তৌ তদুক্তৌ তু সন্দেহঃ। উপমেয় পদার্থে উপমানের ভেদের অনুল্লেখ স্থলে যে সংশয় হয়, তাহা **সন্দেহালঙ্কার**। নিশ্চয়ান্ত স্থলেও সন্দেহালঙ্কার কেহ কেহ স্বীকার করেন। যেমন, মা যশোদা কৃষ্ণের মুখের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ভাবেন ইহা আমার স্বপ্ন না মায়া অথবা বুদ্ধিমোহ।

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া

কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ

অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥ ১০।৮।৪০

বিরোধঃ স বিরোধাভঃ। যে স্থানে বিরোধের ন্যায় আভাস হয়, তথায় **বিরোধালঙ্কার** হইয়া থাকে। বিরোধ অলঙ্কার দশ প্রকার। তাহার একটি দৃষ্টান্ত—যথা,

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানান্
বলিমপি বলিমত্ত্বা বেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্
স্তদলমসিত সখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ। ১০।৪৭।১৭

নৃশংসের মত যে কৃষ্ণ রাম অবতারে ব্যাধ প্রকৃতি লইয়া বানররাজ বালিকে বধ করিয়াছেন, সীতার বশীভূত হইয়াও স্ত্রীজাতি সূর্পণখাকে বিরূপ করিয়াছেন, বামন অবতারে যে কৃষ্ণ বলিরাজার প্রদত্ত পূজোপহার ভোজন করিয়াও কাকের মত সেই বলিকেই বন্ধন করিয়াছেন, সেই কালো কৃষ্ণের বন্ধুত্বে আর আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহার কথা যে কোনমতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

ক্বচিদ্ভেদাদ্গ্রহীতৄণাং বিষয়ানাং তথা ক্বচিৎ।
একস্যানেকধোল্লেখো যঃ স উল্লেখ ইষ্যতে॥

সাহিত্যদর্পণের এই লক্ষণ অনুসারে

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
১০।৪৩।১৭

ইত্যাদি ক্ষেত্রে **উল্লেখ অলঙ্কার** সৌন্দর্য দর্শনীয়।

অলঙ্কারেরও অলঙ্কার স্বরূপ ভাগবতরূপ ভগবানের অলঙ্কার আর কটি দেখাইব? তাহার প্রতিপদে স্বাদু ও অলঙ্কার মণ্ডিত।

আকারেঙ্গিতেনাপি সূক্ষ্মার্থো যত্র লক্ষ্যতে।
প্রকাশ্যতে বাহন্যস্মৈ চ স সূক্ষ্মঃ কীর্ত্ত্যতে দ্বিধা ॥

মুখে না বলিয়া যেখানে হৃদয়গত সূক্ষ্ম বিষয় আকারে বা ইঙ্গিতে অপরকে বুঝানো হয়, সেখানে **সূক্ষ্ম নামক অলঙ্কার** হয়। যথা—

তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী হৃষ্টমানসা।
ন পশ্যন্তি ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা ॥ ১০।৫৩।৩১

রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইয়াছে শুনিয়া আনন্দে ব্রাহ্মণকে দানযোগ্য অন্য কোনো প্রিয়বস্তু ঠিক করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র প্রণাম করিলেন। এই প্রণামের মধ্যেই তাহার অন্তরের ঋণীত্বভাব লুকাইয়া রহিয়াছে। সেই হইতে ব্রাহ্মণের গৃহে চিরদিন সম্পদের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। এখানে ঋণের ভাব ব্যতীতও প্রাচুর্য্য লাভ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

অথবা বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং
চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং
যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥ ১০।৬।৮

নিখিল বিশ্বের প্রাণ শিশু শ্রীকৃষ্ণ পুতনাকে শত্রু জানিয়া লোচনদ্বয় মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। এই চক্ষু বুজিয়া থাকার মধ্যেই তাহার অত্যন্ত বাল্য, ভীরুত্ব, মাতৃভাব প্রদর্শনকারিণীকে বধের লজ্জা এবং তাহার মৃত্যুর পর আকৃতির বিপর্যয় না দেখিবার ভাবগুলি সূক্ষ্মভাবে রহিয়াছে বলিয়া সূক্ষ্মালঙ্কার।

পূর্বানুভূত স্মরণং তৎ সমানে বিলোকিতে।

সদৃশ বস্তুর দর্শনাদিহেতু পূবানুভূত সেই সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর স্মরণে **স্মরণ নামক অলঙ্কার** হয়। যথা—

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে
সঙ্কর্ষণ সহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো।

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতংবত
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব সক্নুমঃ ॥ ১০।৪৭।৫০

হে প্রভো, বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এই সকল নদী পর্ব্বত বনে গাভীগণ এবং বংশীধ্বনির সহিত বিচরণ করিয়াছে, তাহাকে কেমনে বিস্মৃত হইব ? পূর্বোক্ত পদার্থ সকল ধ্বজ বজ্রাদি তাঁহার পদচিহ্ন ধারণ করিয়া অদ্যাপি আমাদের চিত্তে তাঁহার স্মৃতি উদয় করাইতেছে কাজেই তাহাকে আমরা ভুলিতে পারি না।

যস্মিন্ বিশেষঃ সামান্যং সমর্থ্যতে পরেণ যৎ।
সাধর্ম্ম্যাদথ বৈধর্ম্ম্যাৎ স ন্যাসোঽর্থান্তরস্য হি ॥

সমান ধর্ম্মে অথবা বিধর্ম্মে যেখানে সামান্য দ্বারা বিশেষ অথবা বিশেষ দ্বার সামান্য সমর্থিত হয় সেই ক্ষেত্রে **অর্থান্তর ন্যাস** হয়। যথা—

অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা বালোনিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ।
হিংস্রঃস্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ সাধুঃ সমত্বেন ভয়াদ্ বিমুচ্যতে ॥

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই রাক্ষস (তৃণাবর্ত্ত) বালককে (কৃষ্ণকে) মারিয়াই ফেলিয়াছিল তবু সে ফিরিয়া আসিয়াছে। হিংস্রভাব নিজের পাপেই নিহত হইল। সাধু তাহার সাম্যভাবের গুণেই ভয়মুক্ত হয়। ১০।৭।৩১

প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানং তৎসামান্য ব্যাপোহনং।
তস্য তস্যাপি চ জ্ঞেয়ে ব্যঙ্গত্বে স্যাদথাপরং ॥
অপ্রশ্ন পূর্ব্বকং বাচ্যং **পরিসংখ্যা** চতুর্বিধা।

যেখানে **প্রশ্নপূর্ব্বক** আখ্যান হয় অথবা তাহার সামান্য ধর্ম্মের নিষেধ হয়, যেখানে উক্ত **প্রশ্নপূর্ব্বক** আখ্যান বা তদীয় সামান্য ধর্ম্ম নিষেধ ব্যঙ্গ হয়,

কিম্বা যেখানে প্রশ্ন না তুলিয়াই বাচ্যার্থ প্রকাশ হয়, সেই সকল স্থলে **পরিসংখ্যা** অলঙ্কার হয়।

যথা—দরিদ্রো যস্ত্বসংতুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।

গুণেষ্বসক্ত ধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্যয়ঃ॥ ১১।২০।৪৪

উপমার বৈশিষ্ট্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এ জাতীয় অল্পাক্ষরে অসন্দিগ্ধরূপে সর্ব্বদিক প্রসারি তাৎপর্য্য সম্বলিত উপমা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের কথাটি পরিষ্কার হইবে।

(১) হরির্হি সাক্ষাদ্ ভগবান্ শরীরিণামাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্। ৫।১৮।১৩

(২) জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরু গায় গাথাঃ।

(৩) যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্ দুর্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ। বয়ং জয়েম হেলাভির্দস্যূন্ দুর্গপতির্যথা॥ ৩।১৪।১৯

(৪) অভূতশত্রুর্জগতঃ শোকহর্তা। নৈদাঘিকং তাপমিবোডুরাজঃ॥ ৩।১৪।৪৮

ভাগবতে পরিকর অলঙ্কারের প্রয়োগ বহু স্থলেই দেখা যায়। উহার লক্ষণ বিশেষ্যোক্তিঃ পরিকরঃ স্যাৎ সাকূতৈর্বিশেষণৈঃ (অলঙ্কার কৌস্তুভ) সাভিপ্রায় বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যের উক্তি হইলে **পরিকর** অলঙ্কার। যথা

সুরত বর্দ্ধনং শোক নাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।

ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ ১০।৩১।১৪

এখানে সুরত বর্দ্ধনং প্রভৃতি অধরামৃতং পদের সাভিপ্রায় বিশেষণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের কাব্যাংশ বিচার করার ধৃষ্টতা আমার নাই। তবু এই দিক্ দিয়াও অনেক কিছু ভাবিবার বিষয় আছে মনে হয়। বৈষ্ণব সাধনা ও সিদ্ধি রসতত্ত্বেরই বিচিত্র অনুশীলন। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতাশ্রয়ে

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় গোস্বামিগণ ও তদনুগেরা এই ভাগবত রসাস্বাদন রীতি নানারূপ কাব্য ও নাটকের মধ্য দিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই বৈষ্ণব কাব্য ও পদাবলীরও মূল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের কাব্যাংশ ও রসবিচার উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। অলঙ্কার কৌস্তভ প্রভৃতি কাব্য সমালোচন গ্রন্থে যদিও সাক্ষাৎভাবে ভাগবতীয় পদ্য বিচারেব বিষয় করা হয় নাই, তথাপি যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে উহা প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বনেই। এইভাবে প্রাকৃত বিষয় হইতে রসপিপাসু সামাজিকের মন কাব্য সমালোচনা ব্যপদেশেও শ্রীকৃষ্ণলীলাস্বাদনে টানিয়া আনা হইয়াছে। আমরাও সেই পূর্বাচার্যগণের অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতালোচনায় প্রবৃত্ত।

কোনো কাব্যের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার তাৎপর্য ও রসভোগ করিতে হইলে ভাষা প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কাব্যের বিবেচনায় প্রথম বিবেচ্য বাচ্যার্থ, দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্যার্থ, শেষ পর্য্যন্ত তাব ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনি। সাধারণতঃ শব্দের যে অর্থ আভিধানিক যেমন গোরু বলিলে চতুষ্পদ জন্তু বিশেষকেই বুঝায় এরূপ বোধ **বাচ্যার্থ** বোধ।

আবার গঙ্গার উপরেই বাড়ী বলিলে যেমন গঙ্গাজল প্রবাহের উপর বাড়ী তৈরী সম্ভব নয়, বলিয়া বাচ্যার্থ বাধা পায়, এবং গঙ্গাব নিকটবর্ত্তী তট প্রদেশকেই এখানে গঙ্গা শব্দে বুঝিতে হয়, এরূপ বোধকে **লক্ষ্যার্থ** বোধ বলা হয়। ব্যঞ্জনা নামক শব্দের ও অর্থের বৃত্তি দ্বারা **ব্যঙ্গার্থ** বোধের বিষয় হয়। ব্যঙ্গার্থের উৎকর্ষ হইলে ধ্বনি বলা হয়। ধ্বনির বৈশিষ্ট্য উত্তমোত্তম কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করে। শ্রীমদ্ভাগবত **ধ্বনি** কাব্য বিচারে অতিশয় শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যায়। তিন প্রকার শব্দ বৃত্তি শক্তি বা অর্থ সম্বন্ধে বলা হয়—

বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥

তাৎপর্য্যার্থ বলিয়াও একটি বৃত্তি স্বীকার করা হয়। যে ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বুঝাইবার পরও আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা ও আসত্তি প্রভৃতি হেতু অর্থবিশেষ গ্রহণ হয় সেখানেই বলা হয়, এই পদ প্রয়োগ বা পদ্যাংশের 'তাৎপর্য্য' এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। আবার কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ বাক্য বা পদ্যাংশের অপেক্ষা না করিয়াও কোনো বিশিষ্ট শব্দের বা পদ্যাংশের এরূপ ধ্বনি যে তাহাতে ভিন্ন একটি বিশেষ অর্থ বুঝাইয়া দেয়, সে স্থলে আলঙ্কারিকগণ ইতি ব্যজ্যতে বলিয়া 'ব্যঞ্জনা' নামক সুপ্রসিদ্ধ বৃত্তিকে দেখাইয়া দেন। এই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে বলিয়াই ইহাকে পুরাণ সম্রাট্ বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত যদিও অভ্যন্তরে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" এই সূত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়া অন্যান্য পুরাণ যে স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে প্রধান ভাবে কিছু বলে নাই—সে কৃষ্ণ সম্বন্ধেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচার ও বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তথাপি প্রথম শ্লোকে কিন্তু পরম দেবতা বা স্বাভীষ্ট দেবতা বলিয়া তাঁহার নামটিও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে কত লোকে কত সন্দেহ করিয়াছে—প্রশ্ন করিয়াছে। পুরাণ কর্ত্তা কিন্তু সেই পরম গোপ্য নিজের আরাধ্য প্রতিপাদ্য বর্ণনীয় শ্রীকৃষ্ণের নাম সাক্ষাৎ ভাবে উচ্চারণ না করিয়া সত্যং পরং ধীমহি বলিয়াছেন। সত্যং কথার স্থানে কৃষ্ণং বলিলে কিন্তু ছন্দোভঙ্গও হইত না। তবেই বুঝিতে হয়—আদ্য শ্লোক হইতেই পরোক্ষে নিজের পরম গোপ্য বস্তুকে বর্ণনা করিবার সুন্দর রীতিকে অবলম্বন করিয়া আগ্রহবান রসিক শ্রোতৃবৃন্দের রসগ্রহণ আগ্রহকে অধিকতর পুষ্ট করিবার জন্যই এই ভাবে শ্লোকে ব্যঙ্গার্থ যোজনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বত্র গোবিন্দ গুণানুবাদ কীর্ত্তনের মহিমা জয়ঢক্কা নাদে বিঘোষিত হইলেও এই আলোচ্য পদ্যে ধীমহি কথার প্রয়োগে ঋষির অন্তরের গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা হইয়াছে। শ্রীরাস বর্ণনায়ও—শ্রীভাগবতানুগ

সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে যে শ্রীরাধার বর্ণনা দেখা যায় সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রিয়া রূপে, তাঁর সম্বন্ধে স্ফুটভাবে কোনো কথা নাই। শুধু "অনয়ারাধিত" কথার মধ্য হইতে কোনো মতে "রা" "ধা" অক্ষর খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহাও কি সেই ধ্বনি কাব্যের গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্তই নয় ? এমন আর কোন্ শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম করিতে পারা যায়, যেখানে নায়কের বিচিত্র লীলাবিলাস বিহার কৌতুক সব রকমের বর্ণনা আছে, অথচ তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকার নামটি ভুলিয়া গিয়াছেন কবি তার বর্ণনার সময়। তবেই বলা যায়, ঋগ্‌বেদ ও অন্যান্য পুরাণ, দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, পদ্মপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে যে রাধার সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে, সেই সুপ্রসিদ্ধ রাধানাম নিশ্চয় মহাকবিগুরু বেদব্যাসের ভুল হয় নাই। তিনি রাস কাব্যের শুধু নয়, সমগ্র ভাগবতের সবশ্রেষ্ঠ ধ্বনি কাব্যত্ব খ্যাপনের দিব্য উপাদান রূপেই রাধানামানুল্লেখ রূপ পথটিকে আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্যাসের সমাধির আনন্দ সঙ্গিনী, শুকদেবের জীবন দেবতা হইলেও শ্রীরাধা শুধু ধ্বনি রূপেই রহিলেন বিশ্ববিমোহনের মনোমোহিনী হইয়া। সাধারণ পাঠক ভাগবতে রাধা না দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে সঙ্কুচিত হন। আর সামাজিক সমজদার ভাগবত রসিক ভক্ত গদ্‌গদ্‌চিত্তে শুধু অনয়ারাধিত বলেন আর রাধালীলা রস কল্লোলিনীতে সাঁতার দিয়া আনন্দ রস চমৎকৃতি অনুভব করেন।

ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। ধ্বনির বৈশিষ্ট্যে কাব্যের বৈশিষ্ট্য। প্রাণহীন মানবের মত ধ্বনিহীন কাব্য জড় বাক্যসমষ্টি মাত্র। শ্রীভাগবতে ভগবানের রমণেচ্ছা রাসপ্রসঙ্গে স্ফুটভাবে বলা হইয়াছে—রন্তুং মনশ্চক্রে এই কথায়। এই রমণেচ্ছা ব্রজগোপীগণকে আকর্ষণ করিয়াছে—রাসরসে প্রমত্ত করিয়াছে। এই রসবিস্তার প্রসঙ্গ যে ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে উহা **সাধারণী করণ** ব্যাপারের মধ্য দিয়া সমগ্র জীবের প্রতি সেই রসস্বরূপ

আত্মা রাসকাব্যপুরুষ নন্দ নন্দনের প্রাণের ডাক শুনানো হইয়াছে। এই ডাক শুনিলেই বিশ্বজনের নিমিত্ত ভাগবত সার্থক।

কৃষ্ণের অন্তর্ধান

দ্বারকায় বহু উৎপাত আরম্ভ হইল। বান্ধবগণের দুবদৃষ্ট লক্ষ্য করিয় কৃষ্ণ বলিলেন এখন এখান হইতে অন্যত্র যাওয়াই ভাল। প্রভাসতীর্থ খুব প্রাচীন স্থান। সেখানে যাইয়া আমরা ব্রত তপস্যা করিব। সেখানে সরস্বতী নদী আছে। সেখানে একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিব। স্বস্ত্যয়ন ও দানে আমাদের মঙ্গল হইবে। বন্ধুগণ কৃষ্ণের সঙ্গে চলিলেন। একে একে যাদবগণ নৌকাযোগে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। যাগযজ্ঞ দান ব্রত অনুষ্ঠিত হইতেছিল। কিন্তু কি জানি কেন যাদবগণের হঠাৎ মতদ্বৈধ হইল। তাহারা নাকি মদ খাইয় প্রমত্ত হওয়ার ফলেই বিরোধের সূত্রপাত। এই বিরোধ ক্রমশঃ পরস্পরের যুদ্ধে পরিণত হইল। অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার হইতে লাগিল। এই জ্ঞাতি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। কৃষ্ণ বলরামও এই কলহের মীমাংসা করিতে পারিলেন না। সমুদ্র তটে শেষপর্যন্ত লৌহচূর্ণ হইতে জাত এড়কার দণ্ড লইয়া আঘাত প্রত্যাঘাত চলিল। এই অভিশপ্ত তৃণের আঘাতে আহত যাদবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যুদ্ধে প্রায় সমস্ত যাদব নিহত হইল। এমন কি বলরামও সমুদ্রতটে উপবেশনপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ এই ঘটনায় মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক এক সুবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে আসন করিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দিব্য কান্তিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। শ্যামসুন্দর আকৃতি, কণ্ঠে কৌস্তভমণি, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, পীতাম্বর এবং পীতোত্তরীয় কুঞ্চিত কেশ, মকরকুণ্ডল সুশোভিত গণ্ডযুগল, বিচিত্র ভূষণ মণ্ডি

অঙ্গ, অপূর্ব সৌন্দর্য্যের মহামহোৎসব। বনমালা চরণপদ্ম পর্যন্ত বিলম্বিত।

শ্রীভগবান বসিয়া আছেন। দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ সংস্থাপিত। হায়, ক্রূরকর্ম্মা জরা ব্যাধ তুমি কোথা হইতে আসিলে? তোমার ওটা কি? তীক্ষ্ণ বাণ? বুঝিয়াছি, উহা সেই মৎস্যজীবির নিকট প্রাপ্ত যদুকুলনাশন মুষলের পরিত্যক্ত বৃহৎ লৌহখণ্ডে নির্ম্মিত। তুমি এই বাণটিকে ধনুকে যোজনা করিলে কেন? কি লক্ষ্য করিতেছ—মৃগের মুখ? ব্যাধ, ওটি মৃগের মুখ নয়, শ্রীভগবানের চরণপদ্ম। আহা কি করিলে, বাণ বিদ্ধ করিলে? এ কি করিলে? যাঁর নাম নিখিল পাপহরণ—যার দর্শন পরমানন্দ সম্প্রাপ্তি—যাঁর পুণ্যগাথা মঙ্গলের নিদান সেই পরম করুণ পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেব চরণে তোমার অভিশপ্ত বাণ বিদ্ধ করিয়াছ? এখন আর তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া কাঁদিলে কি হইবে? যাহা হইবার হইয়া গেল। তাঁহার মায়ায় বিশ্ববিমোহিত তুমি তো সাধারণ ব্যক্তি। ব্রহ্মাদি দেবতা ইহার অলৌকিক লীলার রহস্য অবগত হইতে পারেন না। তোমাকে আর কি বলিব?

ভগবান বলিলেন—"জরা, তুমি ভয় পাইও না। এই ঘটনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। এসব আমার মায়ার খেলা। সাধারণ লোকের বিশ্বাসের জন্য আমি এই সব লীলা করি। যাঁরা আমার পরমভাব জানে না, তাহারই আমার শরীর ধারণ, শরীর ত্যাগ, এসব ব্যাপার লৌকিক রীতিতে জন্মমৃত্যুর কাঠিতে বিচার করে। আমার দিব্য লীলা—দিব্য আবির্ভাব—দিব্য তিরোভাব। তুমি পুণ্যলোকে গমন কর।" ভগবানের কণ্ঠলগ্ন তুলসীমঞ্জরীর সদ্‌গন্ধে আমোদিত পুণ্যভূমি। দারুক আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবানকে অশ্বত্থমূলে দর্শন করিয়া রথ হইতে নামিয়া আসিল। পরমানন্দময় ভগবানের পদতলে বিলুণ্ঠিত দারুক। রথটি ক্রমশঃ

ধ্বজপতাকা অশ্ব ও আয়ুধ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম প্রভৃতি লইয়া অনন্ত আকাশের পথে যাইতে লাগিল। দেখিয়া দারুক বিস্মিত। এ কি হইল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সে প্রশ্ন করে। ভগবান তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন,—আর কি এবার আমার মর্ত্ত্যলোকে খেলার এইখানেই একটি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। তুমি দ্বারকায় যাইয়া বলদেব ও আমার কথা বলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া যাও। তুমি ভাগবত ধর্ম্ম অবলম্বনে সাংসারিক সুখ দুঃখকে তুচ্ছ ভাবিয়া, সহিষ্ণু ও পরমেশ্বরনিষ্ঠ হইয়া থাক। দারুক ভগবানকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া আদেশ পালনের জন্য দ্বারকায় চলিয়া গেল।

একে একে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রভাসক্ষেত্রে যেখানে অশ্বত্থমূলে ভগবান সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব এবং সকল দেবতাই আসিয়াছেন। তাহারা কেহ পুষ্প বর্ষণ করেন—কেহ জয় গান করেন—কেহ আকুল প্রাণে স্তব পাঠ করেন—আর কেহ বা চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করেন। ভগবান সেই সকল দেবমণ্ডলী পরিবেষ্টিত অবস্থায় সত্য ধৈর্য কীর্ত্তি লক্ষ্মী প্রভৃতি নিজ শক্তিগণকে আত্মসাৎ করিয়া এই মর্ত্ত্য লোকলোচনের আড়ালে অন্তর্হিত হইলেন। কেহ দেখিল কেহ দেখিল না, কেহ বুঝিল কেহ বুঝিল না, কেহ জানিল কেহ জানিল না। অদ্ভুত বিস্ময় বিহ্বলতায় সকলেই যেন মুগ্ধ হইয়া রহিল। সর্ব্বময়ের অন্তর্ধান জগন্নিবাসের গোপনস্থিতি সকলকেই আশ্চর্যান্বিত করিল। যিনি যমলোক হইতে গুরুপুত্রকে আনিয়া আচার্য সান্দীপনির সন্তোষ বিধান করিয়াছেন—যিনি উত্তরাগর্ভে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছেন, যিনি ব্রাহ্মণ প্রজার মৃত পুত্রকে মহাকালপুরী হইতে আনিয়া অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, সেই ভগবান কি আর ইচ্ছা করিলে জরা তাহাকে বাণবিদ্ধ করিত।

দ্বারকায় আত্মীয়গণ কৃষ্ণের সংবাদ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

দারুকের কাছে যদুবংশের পরিণতি, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাহারা আর প্রাণধারণ করিতে পারিলেন না। কেহ বিরহে দেহত্যাগ করিলেন, আর সতীগণ প্রজ্জ্বলিত অনলে আত্মাহুতির দ্বারা সতীর গতিলাভ করিলেন।

কৃষ্ণের ইহলোক হইতে অন্তর্ধান সম্বন্ধে ভাগবত যে কথা বলেন, উহা এই—যদুকুলে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা যে পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন দেবতাব অংশ, অনেকে ছিলেন ভগবানের চিরন্তন লীলার সহায়ক। কৃষ্ণের আবির্ভাব কাল সমাপ্ত হইলে তাহাদেরও অন্তর্হিত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে ইহারা শুধু পৃথিবীর ভার হইয়াই থাকিতেন।

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎকথঞ্চিৎ মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
অন্তঃকলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণুস্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম ॥

যদুকুল ধ্বংস করা অপরের দুঃসাধ্য। ইহারা কৃষ্ণাশ্রিত অতএব কেহ তাহাদের পরাজিত করিতে পারে না। নিজেও অস্ত্র ধারণ করিয়া ইহাদের নিহত করিতে পারেন না। তবে কি করা যায়, লোকপ্রতীতির জন্য একটা কলহ সৃষ্টি করা যাউক। বাঁশের ঝাড়ে যেমন ঘর্ষণের ফলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই বাঁশগুলিকে নিঃশেষ ধ্বংস করে এবং পবন তাহার সহায়তা করিয়া আকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ কৃষ্ণও অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, ইহাদের ধ্বংসের পর।

কলির প্রকৃতি

কৃষ্ণ যেদিন মর্ত্ত্য লীলা সংগোপন করিলেন, সেই দিনটি ভবিষ্যৎ কালের একটা মস্ত বড দুর্ভাগ্যের সূচনা করিল। কলি সর্বত্র নিজের

ক্ষমতা বিস্তার করিবার সুযোগ করিয়া লইল। কলহ কলির বিশেষ প্রকৃতি। ক্ষমা দয়া শক্তি স্মৃতি ক্রমশঃ নষ্ট হইল। ধনের গৌরব শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিল। ধর্ম বা ন্যায় বলিয়া আদর বিলুপ্ত হইল। বিবাহ সম্বন্ধে কাম কামনাই প্রধান হইয়া উঠিল। আশ্রম ধর্মের-মর্য্যাদা বিনষ্ট হইল, শুধু দণ্ড ধারণাদি লক্ষণেই সন্ন্যাস প্রভৃতির পরিচয় আর কোনো নিয়ম রহিল না। অর্থ-সামর্থ্য না থাকিলে উহাই হীনতার সূচক। বহুবাক্য প্রয়োগ সামর্থ্য থাকিলেই পাণ্ডিত্য গৌরব। এই ভাবে মানুষের মনের রাজ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল। অন্নাভাবে লুণ্ঠক প্রপ্রীড়িত জনগণ বনে বা গিরিকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ কবিতে লাগিল। পবিত্রতা, সদাচার লুপ্ত হইল। মানুষ তাহার ধর্ম কর্ম আচার বিচার ত্যাগ করিয়া পশুর মত ভোগ সর্ব্বস্বতার জীবন যাপন করিতে লাগিল। ভগবান্ দীর্ঘকাল এই প্রকার ধর্ম হীনতার প্রসার দেখিয়া কল্কিরূপে আবির্ভূত হইবেন। তখন আবার স্বেচ্ছাচার অবিচার ও অনাচার দূরীভূত করিয়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য মানবধর্ম নির্দেশ করিয়া দিবেন। এই কলিযুগের দোষ প্রশমনের জন্য ভগবানের নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই নাম কীর্ত্তন ভিন্ন কলিকালের অশান্তি দুর্দ্দৈব দূর করিবার আর কোনো উপায় নাই বলিয়াই শাস্ত্রকারের অভিমত। সত্যযুগে সত্য দয়া তপস্যা অভয়দান এই চতুষ্পাদ ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। সে যুগের লোকেরা দয়ালু মিত্রতা ভাবযুক্ত শান্তস্বভাব সংযত ও সমদর্শী। ত্রেতায় সত্য ক্ষীণ হয়—মিথ্যা হিংসা ও কলহ বৃদ্ধি পায়। ধর্মপ্রাণ লোকেরা তখন তপস্যা ও জপে আগ্রহ প্রকাশ করে। দ্বাপরে ধর্মভাব আরও কমিয়া যায়। মাত্র সত্যযুগের তুলনায় অর্দ্ধেক ধর্মভাব থাকে। কিন্তু কলিতে একভাগ ধর্ম তাহাও দিনের পর দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। কেবল লোভ অনাচার হিংসা বিবাদ ও কাম প্রবৃত্তির প্রাধান্য দেখা যায়। তমোগুণের প্রভাবে

কলিকালে মানুষের নীচ দৃষ্টি, দুর্ভাগ্য, আহাযের অভাব, ভোগ লোলুপতা এবং ব্যভিচার প্রধান ভাবে লক্ষ্যের বিষয় হয়। জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে নীতিহীনতা, দুর্বলতা, কলহ, ব্যভিচার এবং প্রবঞ্চনা। এমন কি ধর্মজ্ঞান-হীন ব্যক্তিও নীতিশিক্ষা দিতে সাহসী হয়। ব্যবহারিক জীবন হইতে পারমার্থিক জীবন পর্যন্ত সর্বত্র একটা ভীষণ বিপ্লব সৃষ্টি করে কালের প্রভাব। তখন অসাধুগণের প্রাধান্য এবং সাধুগণের পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ দুর্যোগের দিনে একমাত্র ভগবানের অভয় চরণ আশ্রয় ভিন্ন আর কোনো উপায় নাই। একমাত্র তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তনই কলি-যুগের মানব সমাজে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। অর্থের লোভে মানুষ অতি ঘৃণিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কলির প্রভাব এইরূপ যে বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও উপযুক্ত পুত্র ভরণ পোষণ করে না।

নিখিল বিশ্বের পরম গুরু ত্রিভুবনের অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন না করিয়া পাষণ্ডমত আশ্রয়ে মানুষ স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। যাঁহার পবিত্রনাম মৃত্যু সময়েও আকুলভাবে গ্রহণ করিলে কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, যে কোনো অবস্থায় যাঁহার নাম পরম কল্যাণ সাধন করে সেই ভগবানকে আরাধনা না করিলে আর গতি কোথায়? ভগবান পরিচিন্তিত হইলে হৃদয়েই অবস্থান করিয়া তিনি আমাদের দ্রব্য সম্বন্ধে দেশ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় ব্যাপারে যত দোষ আছে, সকলই দূর করিয়া দেন। তাঁহার নাম শ্রবণে ধ্যানে পূজায় আদরে জন্ম জন্মান্তরের দোষ দূরে যায়। সুবর্ণের দোষ অগ্নি দগ্ধ করে। ভগবান শ্রীহরি হৃদয়ের দোষ দূর করেন। বিদ্যা, তপস্যা, যোগ সাধনা, মৈত্রী, তীর্থ সেবা, স্নানাভিষেক, ব্রতাচরণ দানপুণ্য বা জপকর্ম কোনোটাই সবদিক্ দিয়া অন্তরাত্মাকে শোধিত করিতে সমর্থ নয়। ভগবান অনন্তদেব হৃদয়ের সকল দোষ নিঃশেষ দূর করিয়া পবিত্রতায় পূর্ণ করেন।

পরম গতি লাভ করিতে হইলে ভগবানের শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। ভগবানকে চিন্তা করিলে তাঁহার গুণগুলি ধীরে ধীরে স্মরণকারীর দেহে মনে সঞ্চারিত হয়। ভগবান ভক্তকে নিজের মত করিয়া গ্রহণ করেন।

দোষের সমুদ্র হইলেও কলিযুগের একটা বড় গুণ আছে। সেটি ভাগবত তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। সেটি সমগ্র মানব সমাজের জন্য শ্রেষ্ঠতম আশার বাণী। শাস্ত্রবাক্য যে কেবল শাসন অথবা কঠিন কতগুলি বিধি বিধানের চাপ তাহা নয়। ভাগবত সকল পাপী তাপী অপরাধীর জন্য অতিশয় সহজ সরল সুগম পথের সন্ধান দিয়াছেন। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেই ভাগবত সিদ্ধান্তই সর্বজীবের মঙ্গলের নিদান বলিয়া স্বপ্রিয় প্রেমাবতার শ্রীনত্যানন্দ প্রভু, আরাধক শ্রেষ্ঠ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য এবং পার্ষদভক্তগণের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। ভাগবত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সত্যযুগে মানুষ ধ্যানধারণায় যে ফল লাভ করিতেন, ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞে যে ফল প্রাপ্তি হইত, দ্বাপরে পরিচর্য্যা বা পূজার ফল, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল লাভ হইবে।

ভাগবত কথা সংক্ষেপ

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমেই তাহার প্রতিপাদ্য ও বর্ণিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায়, কেহ ভাষার আতঙ্কে, কেহ গ্রন্থের বিস্তার স্মরণে কেহ তত্ত্বমীমাংসার জটিলতার প্রশ্নে, আর কেহ বা আলস্যবশে অফুরন্ত রসের নিলয় ভাগবত অমৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সেই গ্রন্থাতঙ্ক দূর করিবার উদ্দেশ্যে নানাদিক্ দিয়া প্রস্তাবিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জটিল বিষয়ে প্রবেশ না করিয়া

সহজ সরল পথ অনুসরণ করা হইয়াছে সর্ব্বত্র। মতবাদ লইয়া বিচার বিতর্ক মোটেই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ভিন্ন। অক্ষুণ্ণ গৌরব ভাগবতের কিঞ্চিন্মাত্র দিক্‌দর্শন করিতে পারিলেও এই প্রচেষ্টা সার্থক হইবে ইহাই ছিল প্রবৃত্তির মূল প্রেরণা। সাধুগণ ইহার অংশবিশেষ সমালোচনা করিয়াই হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই অধিকতর প্রেরণা পাইয়াছি প্রসঙ্গ বিস্তারে। মহাপুরাণে মানবজীবনের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতির ছবি অঙ্কিত হইয়াছে অনবদ্য ভাব ও ভাষায়। এই নিমিত্ত পুরাণ হইলেও উহা চিবনূতন সাহিত্যের আসরেও জাক করিয়া বসিবার যোগ্য। সে সকল প্রসঙ্গ লইয়া মহাপুরাণ প্রকাশ তাহাতে আছে আখ্যান উপাখ্যান ইতিহাস এবং রূপকের বিচিত্র সন্নিবেশ। সাধারণতঃ দৃষ্ট বিষয়েব বর্ণনাকেই আখ্যান শব্দ দ্বারা বুঝায়। যেগুলি পরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া প্রচলিত সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে উহাদিগকে উপাখ্যান বলা যায়। প্রাচীন কালের বাস্তব সংবাদ যাহা পুরাণ কথায় স্থান পাইয়াছে উহাদিগকে ইতিহাস বলা হইয়াছে। কতগুলি শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়াব ছলে কখন কখন বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ ও বর্ণনা, রূপক বর্ণনা।

ভাগবতে নানাভাবেই বর্ণিত বহু প্রসঙ্গ দেখা যায়। উহাদের একটি সংক্ষেপ তালিকা ভাগবতের শেষ দেওয়া হইয়াছে।

সাধুগণের একমাত্র আশ্রয় সর্ব্ব পাপাপনোদনকারি হরির গুণাবলী প্রকাশ করিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, ভক্তি বিষয়ে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত, নারদের পুর্ব্ব জন্মকথা ও সাধনা, ব্রহ্মার সঙ্গে নারদের কথা, বিদুরের সঙ্গে মৈত্রেয় মুনির প্রশ্নোত্তর আরো কত কথা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, কপিল সংবাদ, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব, পৃথু, প্রাচীনবর্হি প্রিয়ব্রত, নাভি ঋষভ এবং রাজর্ষি

ভরতের চরিত্র ও শিক্ষা বর্ণনা ভাগবতের এক গৌরবময় অধ্যায়। প্রহ্লাদের প্রসঙ্গে ভক্তির কথা—অতুলনীয় বর্ণনা সমগ্র সপ্তম স্কন্ধ অধিকার করিয়াছে। সমুদ্র মন্থন, অমৃত বণ্টন, রুদ্রমোহন চমৎকৃতির উদয় করে। চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের রাজন্যবর্গ যাঁহারা অদ্ভুত কর্মা তাঁহাদের অনেকেরই উল্লেখ এবং কীর্ত্তিগাথা এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্ত, ভরত, শান্তনু ও যদুর বংশ বিস্তার লাভ করিয়াছে বর্ণনায়, কেননা এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের কথার প্রবৃত্তি। রামায়ণ কথা সংক্ষিপ্ত হইলেও এরূপ অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে উহা বর্ণিত যে অপর কোনো রামায়ণে এই জাতীয় উদাত্ত ভাষার উচ্ছ্বাস অদৃষ্টপূর্ব।

ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ কৃষ্ণ মহিমা বর্ণনা। মথুরা বৃন্দাবন দ্বারকায় এবং কুরুক্ষেত্রাদিতে গমনাগমন, অসুর সংহার, প্রিয় সম্ভাষণ, ধর্মসংস্থাপন, ন্যায় ও ধর্মের সমন্বয় সাধন—প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মধুর মিলন—জীবন-মৃত্যুর সংশয় ছেদন, এই কৃষ্ণকথায়। বাল্যে পূতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত্ত, বক, বৎসাসুর, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মমোহন, ধেনুকাসুর ও প্রলম্ব বধ। দাবানলে গোপ পরিত্রাণ, কালিয় দমন, নন্দমোক্ষণ, গোপীর বস্ত্রহরণ, যজ্ঞপত্নী প্রসাদন, গোবর্দ্ধন ধারণ, বিচিত্র লীলা ভাগবত রসের চিরন্তন উৎস। রসের সর্ব্বোৎকর্ষ ব্যঞ্জক রাসলীলা এই মহাপুরাণের বিশিষ্ট দান। এ জাতীয় মহামাধুর্য বিস্তার অপর কোনো পুরাণ প্রসঙ্গে দেখা যায় নাই বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। এই রাস পঞ্চাধ্যায় অবলম্বনে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি, যাহাকে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য বলা যায়। কাব্য নাটক পদাবলী চম্পূ অলঙ্কার ছন্দ কত বিচিত্র গ্রন্থ এমনকি এই রাস প্রসঙ্গ অবলম্বনে সঙ্গীত ও নৃত্যাধ্যায় পর্যন্ত বিচারের বিষয় বস্তু হইয়াছে বৈষ্ণব শাস্ত্রে।

শঙ্খচূড় অরিষ্ট কেশি দৈত্যের নিধনে কৃষ্ণ এবং বলরামের অসীম সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মথুরাবাসীর আনন্দবর্দ্ধন, কংসহস্তী কুবলয়াপীড় বধ। রঙ্গক্ষেত্রে, চানূর মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লবীরকে দলনপূর্বক কংসের বধ মথুরা লীলায় শ্রেষ্ঠ অংশ। ইহার পর যুদ্ধ ব্যাপারে জরাসন্ধের সৈন্য বধ এবং দ্বারকায় গমন। রুক্মিণী হরণ, পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন, বাণ পরাজয়, শিশুপাল, পৌণ্ড্রক শাল্ব দন্তবক্র প্রভৃতির প্রভাব ধ্বংস করিয়া ন্যায় ও ধর্মরাজ্যের সংস্থাপন দ্বারকা লীলায় অনুসন্ধেয়। বিপ্র-শাপের অছিলায় বহু বিস্তৃত যদুবংশ ধ্বংস করেন, ধর্মপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। অন্তর্ধানের পূর্বে জীবনব্যাপী সাধনা ও দর্শনের ফলস্বরূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপদেশ অভিন্ন হৃদয় উদ্ধবের সমীপে। এই উপদেশ অধ্যাত্ম জগতে সবপ্রকার মতাবলম্বীর জন্য। সাবজনীনভাবে যে শিক্ষা এই প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে, উহা মানব সমাজে বিচার শক্তির সমীপে চিরদিন তাহার আবেদন জানাইবে। পরমেশ্বর সংবেদন সম্পূটিত নিরর্গল প্রেমের বাণী সমুচ্চারিত উদ্ধব শিক্ষায়।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলোক হইতে অন্তর্ধান, যুগ পরিচয়, প্রলয় বণনা রাজা পরীক্ষিতের ভাবসমাধি এবং বেদ শাখা বর্ণনাদি দ্বারা মহাপুরাণের সমাপ্তি। পুরাণ কথা কেমন করিয়া নূতন বলিয়াই অনুভূত হয় তাহার উল্লেখ করিয়া ভাগবতের উপসংহার করেন—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃ শ্লোক যশোঽনুগীয়তে ॥

হরিকথাই শোকনাশন—হরিকথাই সুরুচিপূর্ণ—হরিকথাই নব নব আস্বাদনময়—হরিকথাই মনের মহোৎসব।

নতদ্বচশ্চিত্রপদং (১২।১২।৫০) তদ্বাগ্বিসর্গোজনতাঘ সংপ্লবো (১২।১২।৫১) এবং নৈষ্কর্মমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং (১২।১২।৫২) শ্লোক তিনটি গূঢ়ার্থ পরিপূর্ণ ভাগবত রস গ্রহণে। বোধ হয় এই জন্য এই শ্লোকত্রয়ী একবার আদিতে (১।৫।১০, ১১, ১২) আবার ভাগবত সমাপ্তির সময়েও বলা হইয়াছে।

পরমার্থ সিদ্ধি

ভাগবতে বহুবার মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অরম্ভ হইতে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যে সকল নির্দ্দেশ আছে সেগুলি সংগ্রহ এক বিরাট ব্যাপার। উপসংহার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে কল্যাণতম নির্দ্দেশ দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার সেই বাক্য মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় বান্ধব উদ্ধবকে অনুরূপ শিক্ষা দান করেন। ভগবান বলেন—

এই বিশ্বের নিয়ন্তা একজন। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ। যে যাহা করিতেছে সবই সেই এক অন্তর্যামীর খেলা। অতএব ইহার মধ্যে নিন্দা বা প্রশংসার কিছু নাই। তুমি অপরের স্বভাব বা কর্মের নিন্দাও করিও না প্রশংসাও করিও না। নিন্দা প্রশংসা করিতে গেলেই একাত্মভাব রাখিতে পারিবে না। পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইবে। ছায়া, প্রতিধ্বনি, শুক্তিতে রজত আভাস, দর্শন শ্রবণ যেমন মিথ্যা হইলেও আছে বলিয়া মনে হয়, তেমনই দেহ মন বুদ্ধি প্রভৃতি পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও মৃত্যু পর্যন্ত ভয়ের কারণ হয়। যাঁহারা যথার্থ পথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসুক তাঁহারা যেন প্রাকৃত গুণময় সৃষ্টির বৈচিত্র্য দর্শনে পরমার্থ বস্তুকে ভুলিয়া না যায়। বহু রূপ বহু কর্ম মায়ার সৃষ্টি। জ্ঞানের উদয়ে দেখা যায়, এক

ভিন্ন দুই নাই। তাঁহারই অনন্ত বিলাস। তাই ভগবান বলেন মননধর্ম্মী মুনি পরমার্থ বিচারে অমূলক অজ্ঞানে সৃষ্ট বহুরূপ, মন, বাক্য, প্রাণ ও অহঙ্কার ধ্বংস করে। গুরুর ভক্তিময় উপাসনায় তীক্ষ্ণ জ্ঞান-খড়্গ লাভ হয়। সাধক সেই অস্ত্রদ্বারা অজ্ঞানের ধ্বংস করিয়া নির্ম্মল হৃদয়ে জীবন যাপন করে। তখন আর তাহার কোনো বাসনা থাকে না।

যদি বল কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার উপায় বলি। কাম ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুকে সহসা সংযত করা খুবই কঠিন। উহাদের নিবৃত্ত না করিলেও প্রাণের স্থিরতা আসে না। স্থিরতা লাভ না হইলে পরমেশ্বরানুভব আনন্দ লাভ কেমন কবিয়া হইবে? যাহারা ভগবানের শরণাগত না হইয়া নানারূপ কায়িক বাচিক সংযমের সাধনায় যোগাদির অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, শেষ পযন্ত তাহাদের অনেক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহারা সর্ব্বদা শ্রীহরি চিন্তা করে তাহাদের ভয় শ্রীহরিই দূর করেন। যাহারা নাম সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়া থাকে তাহাদের আর ভয় কি? যাহারা মহতের অনুগত হইয়া ভজনের পথে চলে তাহারা বিপন্ন হয় না।

যোগ বা অন্য কোনো সাধনা পরমার্থ সিদ্ধির পথে সুখ-সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই সব বিচার করিয়াই পরমহংসগণ ভগবানের আনন্দময় চরণ কমল আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা কর্ম্মের নিষ্ঠা, যোগের সাধনা বা জ্ঞানের গৌরব বহন করেন না। নিরভিমান হইয়া সকল বিঘ্ন অতিক্রম করেন। অভিমানের পথ সর্ব্বাবস্থায় বিঘ্ন সঙ্কুল। পদে পদে বাধা অভিমানের ফল।

উদ্ধব বলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি যে অখিলের বান্ধব! তোমার ভক্তকে যে তুমি আত্মদান করিয়া দিয়াছ। রাজা যেমন ব্রাহ্মণকে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত দান করিয়া দানের চরমাদর্শ স্থাপন করিয়াছে—ভক্তকে আত্মদান করিয়া

তুমি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানবীর তাহা প্রমাণিত করিয়াছ। তোমার চরণে ব্রহ্মাদি লুণ্ঠিত মস্তক। তবু তুমি রাম অবতারে বনের বানরের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়াছ। তাহাতে তোমার কিছু মানহানি হয় নাই। বনের পশু, বনের পাখী তাহারাও তোমার বন্ধুতার দাবী করিয়াছে। তুমি তাহাদিগকে পরমার্থ দান করিয়াছ। দৈত্যরাজ বলি, স্নেহ বাৎসল্যের সাগর নন্দ মহারাজ বা প্রেমের প্রতিমা গোপীদের সমীপে যে তুমি অধীনতা অঙ্গীকার করিবে—তাহাদের করতলগত হইয়া থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন। তিনি তাঁহাকে পরমার্থ বিষয়ে চরম উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন—তুমি যেন এই কথাটি মনে রাখিও, সবসময় সকল কর্মে মন আমার কাছে থাকিবে। গীতায় অর্জ্জুনকেও একথা বলা হইয়াছে, আমাকে স্মরণ কর মনে, আর যুদ্ধ কর অস্ত্র ধারণ ক'রে। পবিত্র দেশে বাস আমার অভিপ্রেত। যদি বল কোন্ দেশ অপবিত্র—সব দেশইতো তোমার? তদুত্তরে বলি সব দেশ আমার হইলেও যেখানে আমার আশ্রিত ভক্তগণের সঙ্গসুখ এবং পবিত্র আচার ব্যবহার অনুসরণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়, সেই দেশেই সাধকের অবস্থান করা কর্ত্তব্য। বাতাস সব সময়ই পবিত্র, প্রাণশক্তি প্রবাহ, তথাপি অপবিত্র বস্তুর সম্বন্ধে দুর্গন্ধ বহন করিলে সেই প্রাণপ্রবাহ বাতাসও যাহাতে নাসিকায় প্রবেশ না করে, এজন্য নাসাদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তেমনই সকল দেশে গ্রামেই ভগবানের অস্তিত্ব তাঁহার মহিমা ব্যাপক হইয়া আছে, তথাপি যে সকল দেশে ভগবৎপ্রিয় সাধুগণ বাস করেন, সেই সকল স্থানই পুণ্যময় বলিয়া বিবেচিত। দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন তীর্থভূমি চিরপ্রসিদ্ধ। অন্যান্য তীর্থের নাম কত বলিব? ভগবানের ভক্ত অগণিত। নারদ প্রহ্লাদ অম্বরীষ প্রভৃতি সাধুগণের যথাবিধি ভক্তিসাধনা অনুসরণ করিয়া জীবন

যাপন করাই মঙ্গলের নিমিত্ত হয়। এই বিধিভক্তি অনুষ্ঠানে পরমার্থ সিদ্ধ হয়। যদি কাহারও স্বাভাবিকভাবে মাধুর্য গ্রহণে লালসা হয়, তাহা হইলে সেই ভক্ত গোকুল বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। চন্দ্রকান্তি, বৃন্দা বা রাধাপ্রিয় সখী মঞ্জরী গোপীর আশ্রয় স্মরণ করিয়া রাগানুগার পথে পরমার্থ লাভ করিবে। যদি সামর্থ্য থাকে নিজেই ভগবানের উৎসব যাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। অসমর্থ হইলে অপরের সাহায্য লইবে। নৃত্যগীত আমোদ আহ্লাদ করিয়া ভগবানের উৎসব নিষ্পন্ন করিতে হয়। ভক্তির জীবনে এই মহোৎসবেব অনুষ্ঠান একটি বিশেষ ধর্ম। সাধু মহান্তের আগমনে অনুষ্ঠাতা পবমার্থ লাভ করে, নির্মলচিত্ত সাধক স্থাবর জঙ্গম সর্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্বাবস্থায় অন্তবে ও বাহিরে ভগবানের অবস্থান দর্শন করেন। তখন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, বিপ্রবিদ্বেষী অথবা বিপ্রসেবক, সূর্য ও স্ফুলিঙ্গ, নিষ্ঠুর অথবা দয়ালু, সকলকেই সমান ভাবে আদর করিবার মত মনের অসঙ্কোচ ভাব আসিয়া যায়। প্রাণের এই উদারতা না হইলে কাহাকেও পণ্ডিত বলা যায় না। সমদর্শনই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের ফল। সেই অবস্থা লাভ না করিয়া পণ্ডিতের অভিমান নিরর্থক। মানুষের হৃদয়ে ভগবান বাস করেন, এই কথা সর্বদা মনে রাখিতে পারিলে তাহার কি আর অহঙ্কার আসিতে পারে? স্পর্দ্ধা, অসূয়া বা অপরকে তিরস্কার করিবার মত মনের ভাব তাহার দূর হইয়া যায়। যে যাহাই বলুক না কেন, বন্ধুরা উপহাস করিলেও তাহার সর্বত্র সমদৃষ্টি ব্যাহত হয় না। সে তখন কুকুর, চণ্ডাল, গর্দ্দভ, সর্বত্র ভগবানের মহিমা দর্শন করিয়া সকলকেই প্রণাম করে।

এই ভাবে যতদিন ভগবানের অস্তিত্ব সকল জীবের মধ্যে অনুসন্ধান করিবার মত মন সংগ্রহ না হয়, কায় মনোবাক্যে ইহা অভ্যাস করিতে হইবে। তাহার মহিমা সর্ব্বত্র দর্শনের ফল সংশয়মুক্তি। এই পরমার্থ

হইতে বঞ্চিত হইলে মানুষের সকল জিজ্ঞাসা অর্থশূন্য। ভগবান এই কথাই বলিয়াছেন।

যে অতি অল্প মূল্যের বিনিময়ে বহুমূল্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে তাহাকেই বলে বুদ্ধিমান। মানুষের দেহমন অতি তুচ্ছ, জন্মমৃত্যুর অধীন ক্ষয়িষ্ণু। ভগবান্ গুণাতীত অচিন্ত্য শক্তিমান অতীব দুর্লভ। যে ব্যক্তি এক পয়সায় হাজার পয়সা সংগ্রহ করিতে পারে তাহাকে অতি চতুর বলা হয়। যে উহাদ্বারা স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি হইতে চতুরতর বলিতে হইবে। আবাব এই ব্যক্তি হইতেও অধিক চতুর যে হীরকাদি রত্ন সংগ্রহ করিতে পারে। আবার যে চিন্তামণি বা কামধেনু সংগ্রহ করিতে পারে তাহার চাতুর্য অবর্ণনীয়। ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যমানব হীনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কুৎসিত রূপ, তাহাতেও আবার বার্দ্ধক্যহেতু জরা ব্যাধি পূর্ণ দেহ দান করিয়াও ভগবানের নিকট তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদনের অধিকারী হইতে পারে। ভগবান বলেন—আমি চতুর শিরোমণি হইলেও সেই তুচ্ছ দেহ দাতাকে কৌস্তভ কিরীট অঙ্গদাদি নানা ভূষণভূষিত আমি নিজেকে তাহার সমীপে তাহার লালসায় দান করি। যে মানুষ এই ভাবে অল্প তুচ্ছ বস্তুর বিনিময়ে এই অমূল্য সম্পৎ লাভ করে, তাহাকে অতিশয় চতুর বলিতেই হইবে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনার জন্য কর্ণ রসনা মন প্রভৃতি ভগবদ্ বিষয়ে লাগাইয়া রাখাই ভগবানে দেহ দান। এক রসনা যদি তাহার নামে লাগিয়া থাকে, অথবা কর্ণ যদি হরিকথায় নিযুক্ত থাকে, অথবা হাত দুটি যদি তাহার বিগ্রহ সেবার নিযুক্ত থাকে, তবেই হইল। যেখানে সবখানি দেহদান না করিয়াও দেহের অংশ বিশেষ ভগবানের সেবায় দান করিয়া ভগবানকে লাভ করা যায়—সেখানে এমন কে আছে যে, এইটুকু বুদ্ধির চাতুর্য প্রয়োগ করিবে না? ভগবদারাধনাই জীবের পরমার্থসিদ্ধি। কৃষ্ণ বলেন—

উদ্ধব, তোমাকে দেবদুর্লভ সার কথা বলিলাম। তোমাকে জ্ঞান, যোগ, কর্ম, সকল কথাই বলিয়াছি। তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, আমি মীমাংসা করিয়াছি। এই প্রশ্নোত্তরের রহস্য আদরপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে বেদের রহস্য পরমব্রহ্ম লাভ অনায়াসেই হইতে পারে। এই প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্ত্তনেও পরমার্থ লাভ। আশা করি, আমার কথায় তুমি প্রসন্নতা লাভ করিয়াছ। আমার ভক্তেরা কোনো বিশেষ মতবাদ লইয়া অপরের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করে না। তাহারা সর্ব্বাংশে সত্যবাদী। তাহারা দুই বা অধিক মতবাদের মধ্যপথ বলিয়া কোনো মতবাদ প্রচার করে না। চিরদিন তাহারা সত্য স্বরূপেরই সন্ধান করে। সত্যেই তাহাদের নীতি, গতি ও স্থিতি।

মহাভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত

উপপুরাণের মধ্যে একখানার নাম মহাভাগবত। নামটি দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, উহাতে ভগবানের মহিমা হয়তো বা বিস্তৃত ভাবেই পাওয়া যাইবে। কার্য্যতঃ কিন্তু দেখা যায়, এই উপপুরাণের বর্ণিতব্য বিষয় দেবীর মহিমা। আরম্ভ উহার এই প্রকার—

যামারাধ্য বিরিঞ্চিরস্য জগতঃ স্রষ্টা হরিঃ পালকঃ
সংহর্ত্তা গিরীশঃ স্বয়ং সমভবৎ ধ্যেয়া চ যা যোগিভিঃ।
যামাদ্যাং প্রকৃতিং বদন্তি মুনয়স্তত্ত্বার্থ বিজ্ঞাঃ পরাম্
তাং দেবীং প্রণমামি বিশ্বজননীং স্বর্গাপবর্গপ্রদাম্॥

যাহার আরাধনায় ব্রহ্মা জগতের স্রষ্টা, হরি পালনকর্ত্তা, এবং শঙ্কর সংহারকর্ত্তা হইয়াছেন, যোগী যাহাকে ধ্যান করে, তত্ত্বদর্শী মুনি যাহাকে আদ্যা প্রকৃতি বলে, সেই স্বর্গসুখ ও মুক্তি-সুখদায়িনী বিশ্বজননী পরমাদেবীকে আমি প্রণাম করি। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনির প্রশ্নের উত্তরে সূত এই দেবীর মহিমা সূচক মহাভাগবত বলেন।

শঙ্কর-নারদ-ব্যাস-জৈমিনী ক্রমে সূত এই গোপন রহস্য-বিদ্যা লাভ করেন। ভাগবতের গুরু-পরম্পরা হইতে ইহার এই দিক দিয়া পার্থক্য আছে।

এই উপপুরাণের ঋষিপ্রশ্নে দেখা যায়, দেবীর মহিমা শ্রবণেই আগ্রহ। অতএব ইহা যে সম্পূর্ণরূপে দেবীমহিমা গ্রন্থ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

জায়তে চ দৃঢ়াভক্তির্যস্য সংশ্রবণেন বৈ।
দেব্যা জ্ঞানবিহীনানাং নৃণামপি মহামতে॥

এই গ্রন্থ শ্রবণে দেবী-জ্ঞানবিহীন জনের দৃঢ়াভক্তির উদয় হয়। দেবীর পরম ব্রহ্ম স্বরূপতা প্রতিষ্ঠার জন্য ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব বেদের বাক্য উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদ উবাচ—

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তং পরং তত্ত্বং সাক্ষা ভগবতী স্বয়ম্॥

যজুরুবাচ—

যা যজ্ঞৈরখিলৈরীশা যা যোগেন সমীজ্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ম্॥

সামোবাচ—

যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যা বিচিন্ত্যতে।
যন্তাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥

অথর্ব উবাচ—

যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিণো জনাঃ।
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মুনে॥

এই সকল শ্লোকে দেবীর মহিমা সম্যক্ স্ফুট হইয়াছে। ইহার পর ভাগবতে যেমন শ্রুতির স্তুতি আছে, তেমনই দেবীর মহিমা বর্ণনায় শ্রুতিগণ মিলিত কণ্ঠে দেবী ভগবতীর স্তব করিয়াছেন।

মহাভাগবতে মাত্র ৮১ একাশীটি অধ্যায়। ইহার মধ্যে দক্ষালয়ে সতীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষ-বিরোধ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দশমহাবিদ্যারূপে প্রকাশ, যজ্ঞভঙ্গ, একান্নপীঠের উদ্ভবপ্রসঙ্গ, গঙ্গার উৎপত্তি, শক্তি উপাসনা ক্রম, পার্বতীর জন্ম ও বিবাহ, কার্ত্তিক গণেশের জন্ম, শ্রীরামের দুর্গাপূজা, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, কালীর কৃষ্ণরূপে অবতার, সংক্ষিপ্ত কৃষ্ণলীলা, গঙ্গা, কামাখ্যা কামরূপ, তুলসী রুদ্রাক্ষ প্রভৃতির মহিমা এবং নাম ও তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

শ্রুতি স্তুতির মধ্যে দুর্গাকে কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে— "রাধয়া সহিতাকস্মাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী" হে দেবি, তুমি কখনও বা কৃষ্ণরূপে রাধার সহিত বিরাজ করিয়া থাক ইত্যাদি।

"দুর্গা" এই দুই অক্ষরকে এখানে তারকব্রহ্ম বলা হইয়াছে যথা—

—তেষাং মোক্ষ প্রদানায় শম্ভুর্বারাণসীপুরে।
দুর্গেতি তারকং ব্রহ্ম স্বয়ং কর্ণে প্রযচ্ছতি ॥

এই পুরাণে দেখিতে পাই বিষ্ণু ও শিবের যুগপৎ স্তুতি ভঙ্গী। দেবর্ষি নারদ বলেন—

প্রসীদ বিশ্বেশ্বর দেবদেব
প্রসীদ নারায়ণ বাসুদেব।
প্রসীদ সর্পাভরণোজ্জ্বলাঙ্গ
প্রসীদ মাং কৌস্তুভ ভূষিতাঙ্গ ॥
প্রসীদ গঙ্গাধর মাং শরণ্য
প্রসীদ চক্রায়ুধ মাং বরেণ্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বর মাং দিগম্বর
প্রসীদ পীতাম্বর মাং গদাধর ॥

শৈব ও বৈষ্ণবের ভাব সমন্বয়ের যুগেই এই জাতীয় গ্রন্থের প্রাদুর্ভাব

প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল, তাহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে? দক্ষযজ্ঞভঙ্গের পুর্ব্বে দধীচি মুনির বাক্যও চিন্তনীয়—

যো বিষ্ণুঃ স মহাদেবঃ শিবো নারায়ণঃ স্বয়ং।
নানয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ কদাচিদপি কুত্রচিৎ॥
একং বিনিন্দতে যঃ স দ্বয়মেব বিনিন্দতে।
একং দ্বিষন্তমপরো ন প্রসন্নঃ কদাচন॥

শিব ও বিষ্ণুর পরস্পর প্রিয়তা ও অভিন্নতা পুর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ সমালোচনায় বেশ বোঝা যায়। সতী পিত্রালয়ে যজ্ঞদর্শনে যাইতে ইচ্ছুক। শিব যাইতে দিবেন না। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দশমহাবিদ্যারূপ প্রকাশ করিলেন। শিব সেই অদৃশ্যপুব প্রিয়ার মূর্ত্তি দেখিয়া, মুগ্ধ, স্তম্ভিত, ভয় বিহ্বল। দেবী বলেন—দশ দিকে দশ মূর্ত্তি শঙ্কর প্রিয়া আমারই রূপ বিলাস, উহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই।

যেয়ং তে পুরতঃ কৃষ্ণা যা কালী ভীমলোচনা।
শ্যামবর্ণা তু যা দেবী স্বয়মূর্দ্ধে ব্যবস্থিতা
সেয়ং তারা মহাবিদ্যা মহাকাল স্বরূপিণী
সব্যেতরেয়ং যা দেবী বিশীর্ষাতি ভয়প্রদা
ইয়ং দেব ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা মহামতে॥
বামে তবেয়ং যা দেবী স্বয়ং তু ভুবনেশ্বরী।
পৃষ্ঠতস্তব যা দেবী বগলা শত্রুসূদনী
বহ্নিকোণে তবেয়ং যা বিধবারূপধারিণী।
সেয়ং ধূমাবতী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী॥
নৈঋত্যাং তব যা দেবী সেয়ং ত্রিপুরাসুন্দরী।
বায়ৌ যা তু মহাবিদ্যা সেয়ং মাতঙ্গনায়িকা
ঐশান্যাং ষোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী

অহং তু ভৈরবী ভীমা শম্ভো মা ত্বং ভয়ং কুরু
এতাঃ সর্বাঃ প্রহৃষ্টাস্তু মূর্ত্তয়ো বহু মূর্ত্তিষু॥

সম্মুখে কালী, ঊর্দ্ধে তারা, দক্ষিণে ছিন্নমস্তা, বামে ভুবনেশ্বরী, পৃষ্ঠে বগলা, অগ্নিকোণে ধূমাবতী, নৈঋতে ত্রিপুরাসুন্দরী, বায়ুকোণে মাতঙ্গী, ঈশান কোণে ষোড়শী। আমিই ভীমা ভৈরবী। বহু মূর্ত্তিধারিণী আমার এই দশটি প্রধান মূর্ত্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে অক্রূরের বিশ্বরূপ দর্শন প্রসঙ্গে "বহুমূর্ত্ত্যেক মূর্ত্তিকম্" এবং অগণিত অবতার মধ্যে দশাবতারের প্রাধান্য তুলনীয়।

মহাভাগবতে একটি বিশেষ সংবাদ অনুসন্ধেয়—উহা হইতেছে ছায়াসতী প্রসঙ্গ। রামায়ণ কথায় যেমন দেখা যায়, রাবণ সীতাকে হরণ করিতে আসিলে রামপ্রিয়া সীতা ছায়াসীতাকে রাখিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করেন এবং ছায়াসীতাকেই রামপ্রেয়সী সীতা বলিয়া দুষ্ট রাবণ হরণ করে, ঠিক সেই প্রকার এখানেও দেখা যায়, শিবনিন্দা শুনিয়া শঙ্করপ্রিয়া সতী ছায়া সতীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। নিত্যজগন্মাতা সতী অন্তর্হিতা হইয়া গেলে দক্ষযজ্ঞে ছায়া সতীই দেহত্যাগ করেন।

এবং ছায়াসতী দেবী ক্রোধোদ্দীপ্ত বিলোচনা।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং যজ্ঞবহ্নৌ সমাবিশৎ॥

সতীহারা শিব উন্মাদ। সতীদেহ স্কন্ধে তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যে কম্পিত মেদিনী। বিষ্ণু তাহার উন্মাদনৃত্য প্রশমিত করিবার জন্য সুদর্শন লইয়া ছুটিলেন পশ্চাতে। এই সব কথা দেবর্ষি নারদ বলেন—

ত্রৈলোক্য রক্ষকো বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা বিপদমদ্ভুতাম্
ত্বাং শান্তয়িতুকামোঽসৌ ধৃত্বা চক্রং সুদর্শনম্
প্রক্ষিপ্য শনকৈ শ্ছায়াসতীদেহং সমাচ্ছিনৎ।

স দেহঃ খণ্ডশো ভূমৌ যত্র যত্র সমাপতৎ
মহাপীঠা স্তত্র জাতাঃ কামরূপাদয়ঃ প্রভো।

সুদর্শন-ছিন্ন ছায়াসতীর দেহাংশ একান্ন পীঠের সৃষ্টি করিয়াছে, তন্মধ্যে কামরূপ প্রধান।

পীঠানাস্তৈক পঞ্চাশদভবন্মুনি পুঙ্গব।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাতেন ছায়াসত্যা মহীতলে॥
তেষু শ্রেষ্ঠতমঃ পীঠঃ কামরূপ মহামতে।

গঙ্গা সতীরই অংশরূপা। সতীই হিমালয় কন্যা পার্বতী। শ্রীমদ্ভাগবতে গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার সঙ্গে উহার মিল নাই। মহাভাগবতে পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে ঊনবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পঞ্চাধ্যায়ে "শ্রীমদ্ভগবতী গীতা"। এই অংশে মেনকা গর্ভে পার্ব্বতীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের প্রতি পার্ব্বতীর যোগতত্ত্ব উপদেশ প্রভৃতি আছে। মাঝে মাঝে ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ভাব ও ভাষার সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। পার্ব্বতী মেনকা ও হিমালয়ের ঘরে জন্ম নিলেন অষ্টভুজা হইয়া। হিমালয় তাহাকে ঐ মূর্ত্তিতে দেখিয়া জগন্মাতা বলিয়া বুঝিলেন—সেই ভাবেই স্তব আরম্ভ হইল। দেবী গিরিরাজকে দিব্য চক্ষু দিলেন পূর্ণরূপে মহিমা জ্ঞানের জন্য। দেবী তাহাকে দিব্যরূপ দেখাইলেন। একটির পর আর একটি মূর্ত্তি দেখানো হইল। দেবী দ্বিভুজা হইলেন। ত্রিলোক জননী হিমালয়ের কন্যা হইয়াছেন। তাহার পরম আনন্দ। মেনকাও স্তব করিলেন। ঠিক ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবে বসুদেব দেবকীর স্তবের মত।

মেনকা বলেন—

ত্বয়া জগদিদং সর্ব্বং সূয়তে জগদম্বিকে।
ত্বং মমোদর সম্ভূতা ইতি লোকবিড়ম্বনম্॥

ইহার পর হিমালয়ের প্রশ্নের উত্তরে দেবী তাহাকে “ব্রহ্মবিজ্ঞান” উপদেশ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের বাক্যালাপ এবং ভগবদ্-গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ মনে পড়ে।

পার্ব্বতী বলেন—

গৃহীত্বা মম মন্ত্রাণি সদ্গুরোঃ সুসমাহিতঃ।
কায়েন মনসা বাচা মামেব হি সমাশ্রয়েৎ॥

সদ্গুরুর সমীপে আমার মন্ত্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া কায় মন বাক্যে আমাকে আশ্রয় করিবে। শুধু তাহাই নয়, আমাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সেই মন্ত্র জপ, আমার প্রসঙ্গ আলাপ, শ্রবণ এবং আমার অর্চনা-পরায়ণ হইয়া থাকিবে।

মচ্চিত্তো মদ্গতপ্রাণো মন্নামজপতৎপরঃ।
মৎপ্রসঙ্গো মদালাপো মদ্গুণ শ্রবণে রতঃ॥

ভাগবতের সঙ্গে এই গীতার পার্থক্য দর্শনীয়। যথা—

জ্ঞানাৎ সঞ্জায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণম্।
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তির্ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ॥

পূজা যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম হইতে ভক্তি হয়, ভক্তির ফল জ্ঞান আর জ্ঞানেই মুক্তি।

ভাগবত বলেন, ভক্তির কারণ জ্ঞান হইতে পারে না বরং শুদ্ধ ভক্তি অহৈতুকী; তাহারই প্রশংসা। ভক্তি উদয় হইলে মুক্তির গন্ধও ভাল লাগে না। শুদ্ধ ভক্তগণ ‘প্রোজ্ঝিত কৈতব’ সকল প্রকার ভুক্তি মুক্তির বাসনা পরিত্যাগ করিয়াই ভক্তির অনুশীলন করিবেন। ভক্তিকে মুক্তির উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া এই পুরাণ শ্রীভাগবত হইতে ভিন্ন

পথে চলিয়া গিয়াছে। স্বর্গসুখ ভোগে নষ্ট হয়, ইহা এখানেও বলা হইয়াছে।

প্রাপ্য স্বর্গং পতত্যাশু ভূয়ঃ কর্ম্মপ্রচোদিতঃ।
তস্মাৎ সৎসঙ্গতিং কৃত্বা বিদ্যাভ্যাসপরায়ণঃ॥
বিমুক্তসঙ্গঃ পরমং সুখমিচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ॥

জীবের উৎপত্তি ক্রম ভাগবতের মত এখানেও বর্ণিত হইয়াছে। জীবের বিষয় ভোগে ক্ষণিক আনন্দ তাহার পর অধোগতি এবং ব্রহ্মরূপা দেবীর আরাধনায় সংসার দুঃখ নিবৃত্তি সপ্তদশ অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। গীতার বিভূতিযোগের সঙ্গে তুলনীয় অষ্টাদশ অধ্যায়। ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বিভূতি উপদেশ করিয়াছেন। পার্ব্বতী বলেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
তেষামপি সহস্রেষু কোঽপি মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

বিশ্বে সর্ব্বত্রই আমার বিভূতি। আমার মায়া প্রভাবে জীব তাহা জানে না। যাহারা আমাকে ভজে তাহারা মুক্ত হয়।

যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে। আমিই স্থূল সূক্ষ্ম সর্বরূপে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব আমারই মূর্ত্তি। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া যোগে আমার আরাধনার পর আমার সূক্ষ্ম রূপের ধারণা হয়। আমিই দশমহাবিদ্যা।

যৎ করোষি যদশ্নাসি ইত্যাদি গীতার শ্লোক একটু একটু পাঠ ব্যতিক্রমে প্রচুর পরিমাণে এই ভগবতী গীতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শরৎকালে মহাষ্টমীতে এই ভগবতী গীতা পাঠের মহিমা বর্ণনা ও প্রশংসায় উনবিংশ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।

পার্ব্বতী পরিণয় ব্যাপারে মদনভস্ম হওয়ার একটি কারণ, মদনের প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ। দেবরাজ যখন শঙ্কর মোহনের জন্য কামদেবকে

প্ররোচিত করিতেছেন, তখন কামদেব সেই ব্রহ্মার অভিশাপ স্মরণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন—

যদা শস্ত্রপরীক্ষার্থং সন্ধ্যাং প্রতি বিধাতাবম্।
অতাডয়ং পুষ্পবাণৈস্তদা মামশপদ্বিধিঃ॥

আমি শস্ত্র পবীক্ষার জন্য ব্রহ্মার উপর পুষ্পবাণ নিক্ষেপ কবিলাম। তিনি সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হইয়া আমাকে অভিশাপ দিলেন—"অযোগ্য স্থানে আমাকে প্রলুব্ধ কবিবাব শাস্তি স্বরূপ কাম তোমাকে হব-কোপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।" সেই দুঃখেব সময় আমার আসিযাছে। কাম তাহার দুই প্রিয়া বতি ও প্রীতিকে লইয়া শঙ্কব মোহনে ব্রতী হইযাছে। তাহার পশ্চাতে পরম বন্ধু বসন্ত। কাম দগ্ধ হইলে শঙ্কব পার্বতী প্রণয়াবদ্ধ হইলেন। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে কালীব সহস্রনাম, তাহাতে দেখা যায়—

গোপিনী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী বব বর্ণিনী।
রুক্মিণী কৃষ্ণরূপা চ কংসাসুব বিনাশিনী॥

শাক্ত ও বৈষ্ণবের ভাব সমন্বয়ের অদ্ভুত প্রচেষ্টা ইহাতে লক্ষ্যেব বিষয়।

পার্বতী পরিণযের পর ব্রহ্মাদি দেবগণেব স্তব প্রসঙ্গে একটি অভিনব কথার অবতারণা আছে।

দেবগণ বলেন—

হে দেবি কখনও তুমি কৃষ্ণ হইযা মহাদেবকে নিজের প্রিয়া রাধারূপে অঙ্গীকার পূর্ব্বক রমণ কর।

সৈব ত্বং নিজলীলয়া পতি ভবন্ কৃষ্ণঃ কদাচিৎ পুমান্।
শম্ভুং পরিকল্প্য চাত্মমহিষীং রাধাং রমস্যম্বিকে॥

শ্রীরামাবতার সংক্ষিপ্ত ভাবেই বর্ণিত, কিন্তু অকাল বোধন এবং দুর্গা পূজার বিস্তৃত বর্ণনা মহাভাগবতের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামের যুদ্ধে রাবণ পরাজিত হইয়া কুম্ভকর্ণের শরণ গ্রহণ করিল, এদিকে দেবতাগণ আসিয়া

রাবণ বধের জন্য শ্রীরামকে মহাদুর্গার অকাল বোধনের জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—

গুরুস্তে মম পুত্রস্তু বশিষ্ঠ মুনিসত্তমঃ।
যন্মন্ত্রং দত্তবাংস্তস্যাস্তং সংস্মৃত্য মহারণে॥
কৃত্বা যুদ্ধং রাক্ষসেন্দ্রং সবন্ধুং জয় রাঘব।

আমার পুত্র মহামুনি বশিষ্ঠ তোমাকে যে মন্ত্র দিয়াছেন, মহাদুর্গার সেই মন্ত্র যুদ্ধকালে স্মরণ করিয়া হে রাম, স্বগণসহ রাবণকে তুমি পরাজিত কর। আরও সেই মহাদেবীর পূজার চেষ্টা কর।

পূজায়ৈ চ মহাদেব্যা যতস্ব রঘুনন্দন॥

এই সব কথা কৃষ্ণপক্ষেই হইতেছিল। দেবী নিদ্রিতা তাহাকে সে সময় পূজা কি প্রকারে করা যায়? ব্রহ্মা আগ্রহ সহকারে বলেন—আমি তোমার জন্য দেবীর অকাল বোধন করিব। তখন ব্রহ্মাকেই পুরোহিত করিয়া রামচন্দ্র দেবীর অকাল বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম বলেন—

ভদ্রং ব্রহ্মন্ বশিষ্ঠস্তে তনয়ো মে গুরুঃ স্বয়ং।
পিতা তস্য ভবানেবং জগতাঞ্চ পিতামহঃ॥
অতস্ত্বং মে গুরুর্দেব পূজয়িষ্যসি চণ্ডিকাম্॥

ব্রহ্মা পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীর দুই প্রকার মূর্ত্তি। এক পৌরাণিক অপর তান্ত্রিক।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে হিমাদ্রৌ চ কৈলাসে শিবসন্নিধৌ।
যা মূর্ত্তি-ভগবত্যাস্তু সৈব পৌরাণিকী মতা॥
ব্রহ্মাণ্ড বাহ্যসংস্থা তু যা মূর্ত্তিস্তান্ত্রিকী পরা।
সুগোপ্য সা মহাদুর্গা নিত্যানন্দময়ী তথা॥

এই স্বর্গাদির আড়ালে নিত্যানন্দময়ী মহাদুর্গার অকালবোধন শ্রীরামের দুর্গা পূজা।

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বুঝি দুর্গা পূজার কিছু বিরোধ আছে। তাহাদের অবগতির জন্য এই পূজা সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস এবং ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি সমালোচনা করা প্রয়োজন। পীঠ পূজা প্রকরণে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥

শ্রীদুর্গা, গণেশ, ব্যাস, বিষ্বকসেন, গুরুবর্গ এবং অন্যান্য দেবতাগণের পূজা যথাস্থানে করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের পীঠ পূজার মধ্যে উল্লিখিত—এই দুর্গা গণেশ প্রভৃতি বিষ্বক্‌সেনাদির ন্যায় নিত্য বৈকুণ্ঠ সেবক। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠ দর্শনে বলা হইয়াছে—(২।৯।১০)

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বং চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হবেবনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥

সেখানে প্রাকৃত গুণ বা মায়ার প্রভাব নাই। সকলেই ভগবানের স্বরূপ শক্তিময়। শ্রুতি ও তন্ত্রে এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ শ্রীমদষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া ভগবানের স্বরূপ শক্তির বিশেষ রূপ দুর্গার উল্লেখ করা হইয়াছে। নিত্যানন্দময়ী দুর্গা এই মন্ত্রের শক্তিরক্ষায় নিযুক্তা। নারদ পঞ্চরাত্র বাক্য দেখুন—

ভক্তির্ভজন সম্পত্তি র্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্ত দুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ড রসবল্লভাঃ।

এই দুর্গা অখণ্ড রসস্বরূপ ভগবানের প্রিয় ইহাঁকে বুঝিয়া উঠা বডই কঠিন।

গৌতমীয় তন্ত্রে দুর্গার এই স্বরূপের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এবং অখণ্ড রসরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই নিত্যানন্দময়ী দুর্গার অভেদ বলা হইয়াছে।

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব স ইতি।

মায়াংশ রূপা দুর্গা যাহাকে মহাভাগবতে পৌরাণিকী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তিনি নিত্যানন্দময়ী ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপা দুর্গার অনুগতা হইয়া মায়ার অধীন জীবসমূহের সমীপে মন্ত্ররক্ষা সেবায় নিযুক্ত। তিনিই কিন্তু মদনগোপাল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী নন। দেব-দেবীগণের প্রাকৃত এবং নিত্যপার্ষদ এই উভয়রূপে অবস্থিতি প্রসঙ্গ পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে দেখিতে পাই। বৈকুণ্ঠ মায়াতীত। সেখানকার বর্ণনা যথা—

সত্যাচ্যুতানন্ত দুর্গা বিষ্বক্‌সেন গজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণঃ স্মৃতম্॥

* * *

নিত্যাঃ সর্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ।
তে বৈ প্রাকৃত নাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ॥

দেবতাগণেরও নিত্য স্থিতি ও অনিত্য রূপের কথা এই প্রমাণে পাওয়া গেল।

ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ষড়ঙ্গ দেবতাগণের স্বরূপ নির্ণয়ে বলা হইয়াছে—

সর্বত্র দেবদেবোসৌ গোপবেশধরো হরিঃ।
কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যত দেবতা সকলেই কৃষ্ণ স্বরূপ শুধু রূপের ভিন্নতায় নামভেদ। শ্রীজীব গোস্বামী এই সকল বিবেচনা করিয়াই অতি অল্পাক্ষরে সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন—

অতো নামমাত্র সাধারণ্যেনানন্য ভক্তৈর্ন ভেতব্যম্। দুর্গা নাম প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, মায়া ও যোগমায়া এই উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। শুধু নাম শুনিয়াই অনন্য ভক্তের ভয়ের কিছু নাই, কেননা তাহারা যোগমায়া স্বরূপেরই চিন্তা করেন। এই যোগমায়া কাত্যায়ণী তান্ত্রিকী

নিত্যানন্দময়ী দুর্গা বৈষ্ণবের পরম আদরণীয়া। মহাভাগবত অনুসারে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্বর্গলোকে এবং রামচন্দ্র মর্ত্ত্যে এই দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তন করেন। দেবী কাত্যায়ণ মুনির কন্যা রূপে আবির্ভূত হইয়া কাত্যায়ণী বলিয়া পুজিতা হন।

পূজার ফল হইল। মুক্তি-দাত্রী বিদ্যা স্বরূপিণী দেবী ভগবতী দুর্গাই অবিদ্যারূপে রাবণের নিকট আসিয়া রামের স্বরূপ ভুলাইয়া রাখিল। তাই সে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমেশ্বর রামের প্রতিপক্ষরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবীর মায়া এইরূপ বিশ্ব বিমোহিনী! কালীই যে বাসুদেব কৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন, ইহা বলিবার ভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে চমৎকার। জন্মের পর বসুদেবকে মায়াবালক তাহার ভদ্রকালী স্বরূপ দেখাইয়াছেন, এরূপ কথাও এই উপপুরাণে স্থান পাইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতীয় লীলা-কথা সংক্ষিপ্তভাবে সূচিত বিশেষ করিয়া শৃঙ্গার কেলি-কথা খুবই বিস্তার করা হইয়াছে।

রেমে বৃন্দাবনে রম্যে রাধয়া মুনিসত্তম, আরও বামাঙ্কে সমুপাদায় রাধাং পরমসুন্দরীম্, তথা বিহরমানৌ তু রাধাকৃষ্ণৌ নভোহন্তরে প্রভৃতি উক্তিতে রাধার নামোল্লেখ দর্শনীয়। অল্পকথায় কালীর কৃষ্ণরূপে লীলা-কথা মহাভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। ইহার সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের যোগাযোগ স্থাপনের বা সমন্বয় সমাধানের চেষ্টা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আংশিক ভাবে নামের সাম্য দেখিয়া যদি কেহ ভাগবত সিদ্ধান্তের কোনো আশা করিয়া এই গ্রন্থ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তাহা যে মোটেই ফলপ্রসূ হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল চরিত্রের মত তুলনীয় এক ব্যাধের চরিত্র অঙ্কনে গঙ্গার মহিমা বেশ রসাল হইয়াছে মহাভাগবতে। বিষ্ণুদূত ও যমদূতের সংবাদের ন্যায় এখানে শিবদূত ও যমদূতের সংবাদের অবতারণা;

এই প্রসঙ্গে গঙ্গার মহিমা সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত। গঙ্গার অষ্টোত্তর শত নামও এখানেই দেখিতে পাই।

তুলসীর মহিমায় মহাদেব মুখর হইয়াছেন। শঙ্কর বলেন—

তুলসী দ্রুম রূপস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সর্বলোক পরিত্রাতা বিশ্বাত্মা বিশ্বপালকঃ॥

দেবী ভাগবত ও ভাগবত

ভারতীয় সংস্কার বেদ, উপনিষৎ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রকে অনাদি নিত্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা দেয়। বৈদেশিক প্রভাবে অবিশ্বাসী মন উহাদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া শাস্ত্রের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া নানাপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

দেবী ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুই নামে ভাগবত আছে। ইহা ছাড়া উপপুরাণও একখানা আছে। তাহারও নাম ভাগবত। এখন বিচার্য এই তিনের মধ্যে কোন্‌খানা মহাপুরাণ গণনায় ভাগবত বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

প্রথম শঙ্কা :—মহাভারতের পুর্বেই অষ্টাদশ পুরাণ রচনা হইয়াছে। স্কন্দ পুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে—

অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদ্রূপ বৃংহিতম্॥

শ্রীভাগবতের বর্ণনা, উহা মহাভারতের পরে রচিত হইয়াছে। ব্যাসের রচনা হইলেও এই উক্তিতে উহাকে মহাপুরাণ বলা যায় না।

দ্বিতীয় শঙ্কা :— মৎস্যপুরাণে পুরাণ দান প্রসঙ্গে স্বর্ণসিংহ সহিত ভাগবতের দানের বিধান আছে। দেবী ভাগবতের সঙ্গেই সিংহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। অতএব দেবীভাগবতই মহাপুরাণ শ্রীভাগবত নয়।

তৃতীয় শঙ্কা :— ব্যাস বিরচিত মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে কৌশিকী বৃত্তি ও দ্রাক্ষাপাক—সরলভাষার ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীভাগবতে ঠিক উহার বিপরীত আরভটী বৃত্তি নারিকেল-পাক এবং সুকঠিন ভাষার প্রযোগ দেখা যায। এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ না হইযা দেবীভাগবতই মহাপুরাণ।

চতুর্থ শঙ্কা :— টীকাকারগণ শ্রীমদ্ভাগবতের আদ্যপদ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে ভাগবতের লক্ষণ শ্লোক উল্লেখ করেন, উহা দেবীভাগবতের সম্বন্ধে বেশ খাটিযা যায, শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে তেমন খাটে না। অতএব দেবী ভাগবতই মহাপুরাণ।

পঞ্চম শঙ্কা :— ত্রযোদশ শতাব্দীতে দেবগিরিরাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত বোপদেব, রাজমন্ত্রী হেমাদ্রির সন্তোষের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। অতএব দেবীভাগবতই মহাপুরাণ। বোপদেব রচিত ভাগবত নয়।

প্রথম আপত্তির উত্তরে বলা যায়—ব্যাসদেব প্রথমতঃ শতপর্ব্ব মহাভারত রচনা করেন, উহার বহু পরে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত জৈমিনি ও বৈশম্পায়নের দ্বারা প্রকাশিত করান।

এতৎপর্ব্বশতং পূর্ব্বং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
ততস্তু সূত পুত্রেণ রৌমহর্ষণিনা পুরা॥
কথিতং নৈমিষারণ্যে পর্ব্বাণ্যষ্টাদশৈব তু।

এই সকল বিষয় আলোচনায় বুঝা যায়, অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত

রচনার পূর্ব্বে অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছিল, শতপর্ব্ব মহাভারতের পূর্ব্বে নয়। যেখানে পুরাণগুলিকে মহাভারতের পূর্ব্বেকার বলা হয়, বুঝিতে হইবে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত সম্বন্ধেই ঐরূপ উক্তি। যেখানে মহাভারতের পরে মহাপুরাণ প্রকাশ বর্ণনা সেইক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, উহা শতপর্ব্ব মহাভারত সম্বন্ধে। একই ব্যাসের বিভিন্ন গ্রন্থে পূর্ব্বে বা পরে এরূপ বিচার না করিলেও ইহা বেশ বুঝা যায়, মহাভারত বর্ণিত জনমেজয়ের যজ্ঞ প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

বলদেব বিদ্যাভূষণ 'সিদ্ধান্তদর্পণে' বলেন —

অষ্টাদশান্তরং ব্যাসো ভারতং কৃতবান্ প্রভুঃ
ভারতোত্তরমেতং তু চক্রে ভাগবতং মুনিঃ ॥ ২ ॥
ইত্যেবমুক্তেরেতস্য নাষ্টাদশস্য সম্ভবঃ
নৈবং লক্ষণসংখ্যাভ্যামিদমেব হি তদ্ভবেৎ ॥ ৩ ॥

অষ্টাদশ পুরাণের বাহিরে এই শ্রীমদ্ভাগবত, এরূপ কথা যদি কেহ উত্থাপন করেন তাহার উত্তরে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত করা হয়। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত শ্রীভাগবতের যে লক্ষণ ও যে সংখ্যা মৎস্য পুরাণাদিতে উক্ত আছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীশুকদেবের ভাষিত শ্রীমদ্ভাগবতই অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত, অন্য কোনো পুরাণ নয়।

ব্রহ্মশ্রীপতি সংবাদো যোংশোহষ্টাদশ মধ্যগঃ
ব্যাসনারদ সংবাদস্তত্র যস্মাৎ প্রবেশিতঃ
একস্যৈব তদেতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৎ
অষ্টাদশান্ত বর্ত্তিত্বং পৌর্বাপর্যঞ্চ সম্ভবেৎ ॥ ৪

ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের পরে প্রকাশিত, আর মহাভারতের পরে নারদের উপদেশে ভাগবত প্রকাশ, এইরূপভাবে ভাগবত যেন দুইখানা

ইহা কেহ মনে করিতে পারেন। সেই শঙ্কা দূর করিয়া বলেন, তাহা হইতে পারে না। পুরাণাদির নাম গণনায় পৌর্বাপর্য্য নাই। যদি তাহা স্বীকার করা যায় তবে বলিতে হয়, মার্কণ্ডেয় ও অগ্নিপুরাণও ১৮ পুরাণের পরবর্ত্তী। তাই বলেন—

বিবক্ষা নাস্তি কালস্য স চেদত্র বিবক্ষ্যতে।
মার্কণ্ডেয়াগ্নেয়য়োঃ স্যাদ্ বহির্ভাব স্তদানয়োঃ॥

তস্যেদম্ (পানিণীয় ৪।৩।১২০) সূত্রে ভগবত ইদং ভাগবতম্। ভগবত্যা ইদং ভাগবতম্ সিদ্ধ হয় না। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর স্ত্রীভ্যোঢক্ (৪।১।১২০) এই সূত্রানুসারে ভগবতীয় শব্দ হয়। কাজেই দেবী ভাগবত নামটি কোনো সাধারণ ব্যক্তির কল্পিত বলা যায়।

প্রত্যেক পুরাণেই আঠারো পুরাণের নামোল্লেখ রহিয়াছে, এই কথা মনে রাখিলে একটী পূর্ব্ববর্ত্তী অপরগুলি বহুকাল পরবর্ত্তী বলিবার কারণ থাকে না। ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিয়াও সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই, তাইতো শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। স্বরচিত পুরাণ এবং মহাভারতের সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহাতেই মহাভারতের পরে শ্রীমদ্ভাগবত এরূপ উল্লেখ দোষের হয় নাই। ভাগবতং শব্দের ব্যুৎপত্তি ভগবতঃ ইদম্ কিন্তু সেই ভাগবতম্ কথার সঙ্গে দেবী কথার নিরর্থক যোগ করা হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় শ্রীমদ্ভাগবতম্ পূর্ব্ব হইতেই ছিল। সেই মহাপুরাণ হইতে পৃথক্ পুরাণ বুঝাইতে 'দেবী' ব্যবহার হইয়াছে।

বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন—

মাৎস্যাদৌ যৎ ভাগবতং প্রোক্তং তচ্ছুক ভাষিতম্,
ন তদ্দেবীপুরাণং স্যাল্লক্ষণাদি বিপর্য্যয়াৎ॥ (সিদ্ধান্ত দর্পণ ৪।২০)

দেবী পুরাণে ভাগবতের লক্ষণগুলির সমাধান হয় না। দেবী-ভাগবতের প্রথম শ্লোক—

প্রণম্য চ শিবাং দেবীং শর্বং ভাগবতং তথা।
পুরাণং সংপ্রবক্ষ্যামি যথোক্তমৃষিভিঃ পুরা॥

এই শ্লোকে দেবীকে ও শর্বকে প্রণাম করা হইয়াছে। দেবীর বিশেষণ 'শিবা' আর শর্ব শব্দের বিশেষণ 'ভাগবত'। এই সহজ কথাটি না বুঝিয়া পুরাণের নামই ভাগবত এরূপ কথা বলিয়া থাকে। শ্লোকে 'তথা' কথা থাকিয়া ভাগবত ও পুরাণ দুটি শব্দের ব্যবধান করিয়া রাখিয়াছে। ইহা বিবেচ্য।

তত্র ভাগবতত্বেন শর্বস্যৈব বিশেষণাৎ।
তথেতি চ ব্যবধানাৎ পুরাণং ন বিশিষ্যতে॥

কুর্মপুরাণে উপপুরাণ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে—

আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহং ততঃ পরং।
তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম্॥
চতুর্থং শিবধর্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশ ভাষিতম্।
দুর্বাসসোক্তমাশ্চর্যং নারদীয়মতঃ পরম্॥
কাপিলং মানবঞ্চৈব তথৈবোশনসেরিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চাথ কালিকাহ্বয়মেবচ॥
মাহেশ্বরং তথা সাম্বং সৌরসর্বার্থ সঞ্চয়ং।
পরাশরোক্তমপরং মারীচং ভার্গবাহ্বয়মিতি॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, মৎস্যপুরাণের উক্তি শুধু নয়, শ্রীমদ্ভাগবতেও দ্বাদশ স্কন্ধে

প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্॥

এই উক্তিতে হেমসিংহের অর্থ স্বর্ণসিংহ না করিয়া স্বর্ণ সিংহাসন করা হইলে অধিকতর সঙ্গত হয়। সিংহ দেবীর বাহন বলিয়া খ্যাত; অতএব দেবী সম্বন্ধেই উহার উল্লেখ ইহাও বলা যায় না। পঞ্চরাত্রাগম এবং ভৃগুপ্রোক্ত বৈখানস যজ্ঞাধিকারে উৎসব পটলে ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যথা—

"অথবিষ্ণোর্বাহনানি ব্যাখ্যাস্যামঃ প্রথমে হংসো দ্বিতীয়ে সিংহ স্তৃতীয়ে হাঞ্জনেয় শ্চতুর্থে ফণীন্দ্রঃ পঞ্চমে বৈনতেয় চ্ছষ্টে দন্তাবলস্ সপ্তমে রথোঽষ্টমে তুরঙ্গমো নবমে শিবিকা দশমে পুষ্পকমিতি॥"

হংস, সিংহ, হনুমান, শেষ, গরুড়, দন্তাবল, রথ. অশ্ব, শিবিকা ও পুষ্পক ইহারা বিষ্ণুর বাহন।

ভাগবত শ্রবণান্তে দক্ষিণা দান প্রসঙ্গে আছে—

শক্তৌ পলত্রয়মিতং স্বর্ণসিংহং বিধায চ।

তত্রাস্য পুস্তকং স্থাপ্য লিখিতং ললিতাক্ষরম্॥

আচার্য্যায় সুধীর্দত্বা মুক্তঃ স্যাদ্ভববন্ধনৈঃ ইত্যাদি। তিন পল ওজনের সিংহাসনে ভাগবত রাখিয়া উহা আচার্য্যকে দান করিবে। পলের ওজন চার তোলা আন্দাজ।

পলন্তু লৌকিকৈর্মানৈঃ সাষ্টারক্তি দ্বিমাষকং।

তোলকত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতম্॥

পল অর্থাৎ তিন তোলা আট রতি দুই মাষা, তাহা হইলে তিন পল বারো তোলার কিছু কম হইল বুঝিতে হইবে। অতএব আলোচ্য শ্লোকের তাৎপর্য্য স্বর্ণ সিংহাসনে শ্রীমদ্ভাগবত স্থাপন করিয়া দান করা।

তৃতীয় শঙ্কার উত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ভারতীয় সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের বিশেষ পরিচয় নাই তাঁহারাই বলিবেন, এক ব্যক্তি বিভিন্ন রীতিতে লিখিতে অসমর্থ। সংস্কৃত সাহিত্যে

একাধারে দার্শনিকতা, কাব্য, শিল্প ও নীতি বিবিধ বিষয়ে প্রতিভার কি অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়, তাহা যে কোন পণ্ডিত স্বীকার করিবেন। আচার্য্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের ভাষা ও তত্ত্ববোধ-বিবেক চূড়ামণির ভাষা সমালোচনা করিলে এক লেখক কতদূর কঠিন ভাষা ও সরল ভাষা লিখিতে পারেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। মধুসূদন সরস্বতী বাচস্পতি মিশ্র, হর্ষ মিশ্র, বিদ্যারণ্য স্বামী প্রভৃতির ভাষায় এইরূপ বৈচিত্র্য দর্শনীয়। বেদব্যাস সাক্ষাৎ ভগবানের জ্ঞানশক্তির আবেশ অবতার বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার ভাষার বৈচিত্র্য—কাঠিন্য ও রীতিভেদ খুবই একটা বিস্ময়ের বিষয় নয়। বিশেষতঃ বেদান্ত সূত্রের ভাষা কেন, স্থানে স্থানে সেই সূত্রাক্ষর সন্নিবেশ প্রভৃতি বিশেষ করিয়া প্রমাণিত করে যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বেদব্যাসই প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাসের কথা কি বলিব—কালিদাসের রঘুবংশ মেঘদূতে "ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ" অথবা ক্বশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ প্রভৃতিতে যে ভাষা বৈচিত্র্য উহা শুধু কাব্য রসিকগণই অনুভব করেন। নলোদয় কাব্যে 'রসারসারসারসা,' পিকোপিক পিকোপিকে প্রভৃতি উক্তির রীতি পাঠকের চমৎকৃতির উদয় করে। ইহা কবির গুণ ব্যাসের রচনায় বৃত্তিভেদ, পাকভেদ প্রভৃতি দেখিয়া কর্তৃভেদ কল্পনা পণ্ডিতগণ সমর্থন করেন না। চতুর্থ শঙ্কা ভাগবতের লক্ষণ সম্বন্ধে।

মৎস্যপুরাণ বলেন—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুর বধোপেতং তদ্ ভাগবতমিষ্যতে ॥

স্কন্দ পুরাণ বলেন ঃ—

গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রো দ্বাদশ স্কন্ধ সম্মিতঃ।
হয়গ্রীব ব্রহ্ম বিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা ॥

পদ্মপুরাণ বলেন :—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্ ॥

গরুড় পুরাণ বলেন :—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্য রূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ ॥

ভাগবতে আদ্যপদ্য গায়ত্রীর পদে আরম্ভ—ইহাতে বৃত্রাসুর বধ প্রসঙ্গ, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা, মহাভারত তাৎপর্য্য এবং বেদার্থ সমুদ্ধার সকল লক্ষণগুলিই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ নারদীয় পুরাণে ভাগবতের সংক্ষিপ্ত সূচী যাহা দেওয়া হইয়াছে, এই ভাগবতেই উহারও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পদ্মপুরাণে ভাগবত মহিমা বর্ণনে আছে—

পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরং।
যত্র প্রতিপদং বিষ্ণুর্গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥
ইতি সংকল্প্য মনসা শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
জন্মাদ্যস্য যতশ্চেতি ধীমহস্তমুপাবদৎ ॥

এই স্পষ্ট উক্তির পর আর কোন যুক্তিতেই শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে মতান্তর হইতে পারে না।

পঞ্চম শঙ্কা বোপদেবের সম্বন্ধে ইহার গ্রন্থ পরিচয় পাওয়া যায়—

যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধাদশ।
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽপি তিথিনির্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ ॥
সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবত তত্ত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য চ।
ভূগীবাণশিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ ॥

(মুক্তাফলটীকা হেমাদ্রি)

ব্যাকরণে দশ, চিকিৎসায় নয়, তিথি সম্বন্ধে এক, সাহিত্যে তিন এবং ভাগবত বিষয়ে তিন, পরমহংসপ্রিয়া, হরিলীলামৃত ও মুক্তাফল গ্রন্থ বোপদেব রচনা করেন।

দেবগিরির যাদব রাজা রামচন্দ্র ১২৭১ খৃঃ হইতে ১৩০৯ খৃষ্টাব্দ রাজত্ব করেন। ইহার সমসাময়িক করণাধিপ মন্ত্রী হেমাদ্রি। হেমাদ্রির প্রসন্নতার নিমিত্ত বোপদেবের ২৬ খানা গ্রন্থ রচনা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। ভাগবত তাহার বহুপূর্ব্বেই সর্ব্বজন পরিচিত। বোপদেব হরিলীলামৃত গ্রন্থে ভাগবতের লীলা সংক্ষেপ করিয়াছেন, উহা ভাগবত নয়।

শ্রীরামানুজাচার্য্য (জন্ম ১০১৭ একাদশ শতাব্দী) বেদান্ত তত্ত্বসারে ভাগবতের উল্লেখ করেন।

বেদার্থ সংগ্রহে সাত্ত্বিক পুরাণ ও অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকের কথা রহিয়াছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য (জন্ম ১১৯৯ খৃঃ) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাগবত তাৎপর্য্য নির্ণয় নামক স্বকৃতটীকায় প্রাচীন হনুমৎ ও চিৎসুখাচার্য্যের টীকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহারা টীকা বহুপূর্ব্বেই রচনা করেন। শঙ্কর সম্প্রদায় গুরুগণের তৃতীয় পর্য্যায়ে চিৎসুখাচার্য্যের নাম দেখা যায়। সেই কালেও ভাগতের পঞ্চমবেদত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। গীতাভাষ্যে বোপদেবের সমসাময়িক হেমাদ্রি ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণ টীকায় (১১০০ খৃঃ) চিৎসুখাচার্য্যের নাম করিয়াছেন। চিৎসুখী টীকার কথা মধ্বাচার্য্য বিজয়তীর্থ সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। বোপদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে লিখিত ভাগবতের পুঁথি কাশীধামে কুইনস্ কলেজে গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্যকারিকা সাংখ্য দর্শনের প্রধান গ্রন্থ। ইহার মাঠরবৃত্তি নামে প্রাচীন বৃত্তি আছে। ৫৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬৯ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পরমার্থ নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনা ভাষায় মাঠরবৃত্তি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই মাঠরবৃত্তিতে ভাগবতের ১।৬।৩৫ এবং ১।৮।৫২ শ্লোক উদ্ধৃত আছে। অতএব বুঝা যায়, পঞ্চম শতাব্দীতে ভাগবতের প্রচার ছিল। শঙ্করাচার্য্যের কাল সম্বন্ধে বহু সমালোচনা আছে। খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসর হইতে ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কালের বিচার হইয়াছে। তাহার কাল যখনই হউক না কেন, তিনি বিষ্ণু সহস্র নামাবলীর টীকায় দুই স্থানে—প্রথম শতকে পঞ্চম নামের ব্যাখ্যায় 'স আশ্রয় পরংব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপর' ইতি ভাগবতে, ঐ শতকের ৫৫ নামের ব্যাখ্যায়—পশ্যন্তদোরূপমদভ্রচক্ষুষা ইত্যাদি—এই ভাবে ভাগবতের উল্লেখ করেন। সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ এবং চতুর্দ্দশমতবিবেক গ্রন্থেও, "পরমহংসধর্ম্মো ভাগবতে পুরাণে কৃষ্ণেনোদ্ধবায়োপদিষ্টঃ" এইরূপ উক্তি আছে। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদির রচয়িতা আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বেও শ্রীভাগবত সুপ্রচারিত হইয়া গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ, তাঁহারও গুরু গৌড়পাদাচার্য্য। ইনি পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যায়, 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ইতি ভাগবতমুপন্যস্তম্' বলিয়া ভাগবতের ১।৩।১ শ্লোকের সঙ্কেত করেন। গৌড়পাদের উত্তর গীতা টীকায় তিনি সাক্ষাৎভাবে 'তদুক্তং ভাগবতে' বলিয়া ১০।১৪।৪

শ্রেয়শ্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথাস্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

এই শ্লোক উদ্ধার করেন। ভাগবতের প্রমাণ তৎরচিত মাণ্ডুক্য কারিকায় রহিয়াছে। অদ্বৈত সম্প্রদায়ে ব্যাসের শিষ্য শুক ও শুকদেবের শিষ্য

গৌড়পাদ এইরূপ স্বীকৃত হয়। তাহাতে বেশ বুঝা যায়, গৌড়পাদ কারিকায় ও ভাষ্যে ভাগবতেরই ভাব গ্রহণ করেন। ভাগবত গৌড়পাদাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

আল্‌বেরুনীর ভারতবিবরণ (১০৩০ খৃঃ) হইতে দেখা যায়, দশম শতাব্দীতে ভাগবত প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক পারজিটারের মতে পুরাণের আবির্ভাব ৩০০ খৃঃ পূঃ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। যাহাই হউক না কেন ভাগবত যে সুপ্রাচীন কাল হইতে বেদানুগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরাণরূপে সুপ্রচারিত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পুরাণ বিষয়ে জ্ঞান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। চারি বেদ পাঠ করিয়াও অষ্টাদশ পুরাণ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকিলে বহু বিষয় অপরিস্ফুট থাকিয়া যায়। বেদার্থ পরিস্কার করিয়াই পুরাণের সার্থকতা। পুরাণ দর্শনেই শাস্ত্র জ্ঞানে বিচক্ষণতা লাভ হয়।

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদোদ্বিজঃ।
ন চেৎপুরাণং সম্বিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥

আরও বলা হইয়াছে, প্রথম জ্ঞান প্রকাশ করিয়াই পুরাণের পুরাণ নাম হইয়াছে—যস্মাৎপুরাব্যনক্তীদংপুরাণং তেন তৎস্মৃতম্। পুরাণ সংখ্যায় প্রাচীনেরা বলেন—

মদ্বয়ং ভদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্।
অনাপলিগ কূস্কানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক॥

মার্কণ্ডেয় এবং মৎস্য = মদ্বয়ম্
ভাগবত ও ভবিষ্য = ভদ্বয়ম্
ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত = ব্রত্রয়ম্
বিষ্ণু, বরাহ, বামন ও বায়ু = বচতুষ্টয়ম্

অ=অগ্নি, না=নারদ, প=পদ্ম, লি=লিঙ্গ, গ=গরুড, কূ=কূর্ম্ম এবং স্ক=স্কন্দ এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ। এই পুরাণ শাস্ত্র পঠন পাঠনের এবং প্রচারের নিমিত্ত প্রাচীন কালেও যে খুবই আগ্রহ ছিল, তাহা এই সকল পুরাণ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-পুরাণের শেষে বর্ণনা দেখুন।

সূত শৌনকসংবাদং মুক্তিভুক্তি প্রদায়কম
লিখিত্বৈতৎপুরাণং যো বৈশাখ্যাং হেমসংযুতম।
জলধেনুসমেতঞ্চ ভক্ত্যা দদ্যাদ দ্বিজাতয়ে।
পৌরাণিকায় সম্পূজ্য বস্ত্রভোজ্যবিভূষণৈঃ॥
স বসেৎ ব্রহ্মণোলোকে যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম।

ভুক্তি মুক্তি ইহলোক পরলোক সর্ব্বত্র আনন্দদায়ক পুরাণ কথা কে না শুনিবে? এই পুরাণ লিখিয়া স্বর্ণ সহিত বৈশাখ মাসে জল এবং ধেনুর সহিত পুরাণ পাঠক ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ভোজ্যাদি অলঙ্কার দ্বারা পূজা করিয়া দান করারও বিধি দেওয়া হইয়াছে। সবটা পুরাণ যদি কেহ শুনিতে সময় না পায় অন্ততঃ সূচীপত্রও দেখুক শুনুক তাহাতেও জ্ঞান হইবে।

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ব্রহ্মানুক্রমণীং দ্বিজ।
সোঽপি সর্ব্বপুরাণস্য শ্রোতুর্বক্তুঃ ফলং লভেৎ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে পদ্মপুরাণ, আষাঢে বিষ্ণু, পৌষ্যাং ভবিষ্য, ইষ পূর্ণাযাং নারদীয়, কার্ত্তিকে মার্কণ্ডেয়, অগ্রহায়ণে ও মাঘে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ফাল্গুনে লিঙ্গ, চৈত্রে বরাহ, শরদ্বিষুবে বামন, অয়নে কূর্ম্ম, মাঘে স্কন্দ, বিষুবে গরুড, প্রৌষ্ঠপদ্যাং—পূর্ণিমায় ভাগবত দান করার বিধান আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ দানে দেখা যায়, লিখিত্বৈতৎ পুরাণন্তু স্বর্ণসিংহাসনস্থিতং, আর ভাগবত সম্বন্ধে দেখা যায়, হেমসিংহসমাচিতম্ দুইএরই এক তাৎপর্য্য বলিয়াই মনে হয়।

"সিংহ" দেবীর বাহন নয়, উহা সিংহাসনেরই অংশ। ভগবন্মন্দিরে দেবী, শঙ্কর, গণেশ বা সূর্য্য মন্দির যেখানেই হউক পুরাণ পাঠ মহাফলদায়ক; পদ্মপুরাণে শুধু নয়, একথা অন্যত্রও রহিয়াছে। পুরাণ মূর্ত্তি ভগবানের বর্ণনা নানাস্থানেই আছে। একটি বর্ণনা এখানে দেওয়া হইল।

ব্রহ্মকল্প বৃত্তান্ত সম্বলিত ব্রাহ্ম পুরাণ শ্রীহরির মস্তক। পদ্মকল্প বৃত্তান্তময় পদ্মপুরাণ হৃদয়, এইরূপে বারাহকল্পের কথা বিষ্ণুপুরাণ দক্ষিণ বাহু, শ্বেতকল্প কথা শিবপুরাণ বামবাহু, সারস্বতকল্প কথা শ্রীমদ্ভাগবত বক্ষঃস্থল, বৃহৎকল্প সংবাদ নারদীয় নাভি, শ্বেতবরাহকল্প উদ্ভুত মার্কণ্ডেয় দক্ষিণ চরণ, ঈশানকল্প কথা আগ্নেয় বাম চরণ, অঘোরকল্পের কথা ভবিষ্য দক্ষিণ জানু, রথন্তর কল্পকথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বাম জানু, কল্পান্তবৃত্তান্ত লিঙ্গপুরাণ দক্ষিণ গুল্ফ, মনুকল্প কথা বারাহ বাম গুল্ফ, তৎপুরুষকল্প কথা স্কান্দ হরির লোম, শিবকল্পানুষঙ্গি কথা বামন ত্বক, লক্ষ্মীকল্প কথা কৌর্ম্ম পৃষ্ঠ, কল্পের আদি সপ্তকল্প কথা মাৎস্য মেঢ্র, গরুড়কল্পবৃত্তান্ত গরুড় পুরাণ দক্ষিণ চরণাগ্র, ভবিষ্যকল্পবৃত্তান্ত ব্রহ্মাণ্ড বাম পাদাগ্র। অষ্টাদশ পুরাণাত্মক শ্রীহরির মহিমা এইভাবে পুরাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পুরাণ পুরুষ শ্রীহরিকে আমরা নমস্কার করি।

শ্রীমদ্ভাগবত ও অধ্যাত্ম ভাগবত—

গুরু রঘুনাথকৃষ্ণ পাদানুগৃহীত বিদ্বৎ হরিকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের সন্নিবেশ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনীতেও দেখা যায়, কিন্তু হরিকৃষ্ণের ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদীর—ব্রহ্মবাদীর দৃষ্টিতে। কাজেই ইহাতে লীলার মধ্যে তত্ত্বদর্শন প্রক্রিয়া আরও পরিস্ফুট।

গ্রন্থকর্ত্তা দক্ষিণামূর্ত্তি গুরুর স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃতকে অধ্যাত্মগোচর করিবার জন্য প্রবৃত্ত।

স্মৃত্বা শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিং শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতম্।
অধ্যাত্ম গোচরং কুর্ব্বে সতাং স্বস্য মনোমুদে॥

অপার সংসার সাগরের পরপারে জীবগণকে লইয়া যাইবেন বলিয়াই ভগবান নাবিক-তনয়া সত্যবতীর আশ্রয়ে ব্যাসদেবরূপে আবির্ভূত। শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম, তাঁহার চরিত্র বর্ণনা ছলে পরম রহস্য উপদেশ করিয়া ব্যাস মুমুক্ষু জীবের প্রতি অনুগ্রহ কবিয়াছেন। বাসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্ব। ভাগবতে ইহার সমর্থন রহিয়াছে। রজ ও তমোগুণ দ্বারা অবিমিশ্র বিশুদ্ধ সত্ত্বে পরব্রহ্ম বাসুদেবাবির্ভাব। আনকদুন্দুভি নামে শব্দ জনন হেতুর উল্লেখ, উহাতে বুঝিতে হইবে শব্দরাশির সমষ্টি বেদ। এই বেদ হইতেই পরব্রহ্মের সন্ধান। বেদ যতোবাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ ইত্যাদি বাক্যে সেই নির্বিশেষ তত্ত্বকেই বুঝাইতেছে। বাক্যশক্তি বা অপর কোনও সাধন দ্বারা তাহাকে বুঝা যায় না। উপাধি রহিত অন্তর্মুখ ভাবেই তাহার অনুভব। ইহাই মনের বিশুদ্ধ ভাব। দেবকী সেই বিশুদ্ধ মনের ব্রহ্মাকারা বৃত্তি। ইহাতেই ব্রহ্মাবির্ভাব। 'রোহিণী' বীজের প্রথম প্ররোহক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হওয়াব নিমিত্ত উন্মুখ বীজের স্বরূপ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, এই শ্রুতি হইতে পরব্রহ্মের সাধন সম্পত্তিতে প্রথম প্রকাশ বলদেবরূপে—এই বল যোগসম্পৎ। এ সম্বন্ধে প্রমাণ—

আত্মনো বৈ শরীরেণ বহূনি ভরতর্ষভ।
যোগীকুর্য্যাদ্বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈর্মহীং চরেৎ॥
প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ।
সংক্ষিপেচ্চপুনস্তানি সূর্য্যোরশ্মিগণানিবেতি।

নিশাযোগে মনের অধিপতি চন্দ্র যখন উচ্চ রাশিতে অবস্থিত তখন

পরব্রহ্মাবির্ভাব। যা নিশা সর্বভূতানাং রীতিতে অবিদ্যা রাত্রিতেও ব্রহ্ম-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ অধিকারী জাগ্রত বসুদেবের সমীপে তাঁহার ভার্য্যা—ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তিতে, ব্রহ্মাবির্ভাব। আবির্ভাবে ব্রহ্মানন্দ পরিপ্লুত তাঁহাদের অপর সকল বৃত্তির বিলোপ। তদাকারতানুভবরূপ স্তুতি। শুদ্ধ মনে ব্রহ্মানুভব সঙ্গোপনে বৃদ্ধি করিবার জন্যই যশোদারূপা আনন্দবৃত্তি ভার্য্যা যাঁহার সেই পরম সন্তোষ লক্ষণ নন্দগৃহে কৃষ্ণানয়ন।

তখন নানাবিধ কল্লোলাবর্ত্ত ভয়ানক বৃহৎ তরঙ্গক্ষুব্ধ তমঃ কাল কালিন্দী অবিদ্যানদীতে প্রবেশ করিলেও কৃষ্ণধারণের ফলে নিরুদ্বিগ্ন ভাবেই নদী পার হওয়া সম্ভব হইল। যশোদার গৃহে মহামায়ার আবির্ভাব, তাই তাঁহার জ্ঞান ছিল না। মহামায়াকে গ্রহণ ও কৃষ্ণকে যশোদার শয়নে রাখা, এইটি ব্রহ্ম ও মায়ার অধ্যাস, বেদান্তের এই প্রসিদ্ধ তত্ত্বখ্যাপন। ইহাতে সংসারীর মোহ প্রদর্শিত হইল। কেননা বসুদেব পরমার্থ ত্যাগ করিয়া মিথ্যা মায়াকেই লইয়া আসিলেন। মায়াদ্বারা উদ্বুদ্ধ কংস তাহাকে হাতে লইয়া শিলায় আঘাত করিলে মায়া বসুদেব সংসর্গে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপতা লাভ করিয়া আকাশে অন্তর্হিতা। কংসকে তিনি বলিয়া গেলেন—সাবধান, কোথাও না কোথাও তুমি পরব্রহ্মকে দেখিবে। তখন তোমার দেহাধ্যাস দূর হইবে—তোমার মৃত্যু হইবে।

কংস নিজের অজ্ঞান স্বরূপতার ধ্বংসকারী জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের বিনাশের নিমিত্ত নিজের পরিকর ও অসুরগুলিকে নিযুক্ত করে। ইহাদের প্রথম পূতনা—সে পরমসুন্দর রূপ ধরিয়া যশোদা প্রভৃতিকে মুগ্ধ করে। কৃষ্ণকে কোলে লইয়া তাহাকে স্তন দেয়। তাহার তত্ত্ব—পূতনা বহির্মুখী বুদ্ধি—সকাম সুকৃতি ও দুষ্কৃতি দুই পাখায় ভর করিয়া সে ব্রজে আসে। মিথ্যা সমাধি ও পাষণ্ড পথ অনুসরণকারী বকীমূর্ত্তি রমণীয় আকৃতি হইলেও বিনাশের যোগ্য। আপাত রমণীয় বিষয়ভোগ

বিষ দুগ্ধের মত রসের প্রলোভন ভগবানকে দেয়। সকল অসুরের সম্পৎনিদান মূল-অজ্ঞান। উহাকে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া পূতনার প্রাণ কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। যেমন ধনবান লোক নিজের ভোগের উপযোগী সামগ্রী উপহার দিয়া ব্রহ্ম জ্ঞানীর সন্তোষ বিধান করিতে যায়। যাহারা সত্যকার ব্রহ্মজ্ঞানী নয় তাহাবা সেবকের উপহৃত সামগ্রীতে আসক্তচিত্ত হইয়া নিজের মঙ্গল পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। আর যাঁহারা সত্যকার ব্রহ্মজ্ঞানী তাহারা সেইরূপ ভোগেব উপহার গ্রহণ কবিয়াও সংসারাসক্তি ছাডাইয়া সেই সকল সেবকগণকে উদ্ধাব করেন, সেইরূপ ভগবানও পূতনার দেওয়া বিষ গ্রহণ করিয়াও—সংসারীর দৃষ্টিতে তাহাকে মারিযা ফেলিয়াও পরমপদ দান করিলেন। ইহাই পূতনা মোক্ষ।

শকটাসুর—লিঙ্গ শরীর অনন্ত বাসনাত্মক, বাজস তামস সাত্ত্বিক ভাব যুক্ত—ভারাক্রান্ত শকট। ভগবানের সাক্ষাৎ হইলে লিঙ্গ শবীর নাশ হয। সুকুমার চরণ আঘাতে তাই দেখিতে পাই শকট ভাঙ্গিয়া গেল। লৌকিক কামনায় মুগ্ধজীব। তৃণাবত্তনকাবী আশা চক্রবাত। এই আশা অসুবের আকৃতিতে কৃষ্ণকেও সাধাবণ মানুষ মনে করিযা আকাশে লইযা যায়।

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ ধাবন্ত শ্চক্রাবর্ত্তবিবর্ত্তনৈঃ
সর্বে তৃণ বদ্‌দৃশ্যন্তে মূঢামোহভবাম্বুধৌ ॥ বাশিষ্ঠ।

জ্ঞান-বিগ্রহ ভগবান জ্ঞানের মাহাত্ম্য দেখাইলেন, সেই তৃণাবর্ত্ত অসুরকে গলা চাপিয়া মারিয়া। শুধু তাহাই নয়—সকলৈহিকামুষ্মিক বিষয় বৈরস্যকারী সকল দৈন্য প্রশমো বোধাধীন এব পরমাত্মা মন্দ মধ্যমাধিকার্য্যনুগ্রহায় স্বীকৃত সগুণ মায়াময় বিগ্রহো গোপালানপি জন্মান্তরোপার্জিত সুকৃতরাশীন্ রময়ামাসাতঃ সগুণেপি সমাসক্ত মানসাং পর্য্যবসানে পুনস্তদেব ফলিষ্যতীতি সগুণে নির্গুণে বা ন কশ্চিদ্বিশেষঃ।

সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনায় কিছু পার্থক্য নাই, কেননা শেষ পর্য্যন্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও সফল হয়। এই তত্ত্ব গোপগণের সহিত ব্যবহারে শিক্ষা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণাদি হইতে বৎসচারণ লালন পালন বস্ত্রহরণ গোবর্দ্ধন ধারণ রাসাদি শ্রীভাগবত বর্ণিত সমস্ত কৃষ্ণ লীলারই এইরূপ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অধ্যাত্ম ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থখানা এখনও প্রকাশ করার সুযোগ হয় নাই। ইহাতে অনেকগুলি নূতন ভাবধারা রহিয়াছে যাহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও লীলা পিপাসু উভয়ের দ্বন্দ্ব নিরসন হইতে পারে এ পর্য্যন্ত একখানা মাত্র প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীরাস লীলার প্রসিদ্ধ বাঁশীর গানে বিবেকিজনের মনোজ্ঞ আত্মাবারে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি শ্রুতির স্বর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধ্বনিতে ব্রজ শব্দের প্রতিপাদ্য লৌকিক সংঘাতে অবস্থিত মনোবৃত্তি রূপা গোপীর কৃষ্ণাভিমুখী ভাবের কথাই পরিস্ফুট। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত ব্যাপার ত্যাগ করার পর মনোবৃত্তি সমুহ পরব্রহ্ম প্রবণ হয়, উহাই বংশীগানাকৃষ্ট গোপীর অবস্থা। শ্রীরাস তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেরই দৃষ্টান্ত। ইহাই প্রতিপাদিত করিবার জন্য এই গ্রন্থে প্রমাণ ও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

দ্বারকা লীলায় সহস্র পত্নী গ্রহণ সম্বন্ধে যে কথাটি আছে উহার উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি না।

গুণানসংখ্যকানুৎপাদদন্ স্বশক্তিমায়য়া
স্বতো ন সংস্পৃশন্নশেষ মায়িকান্ বিশেষকান্।
মনো মৃগাঙ্ক বৃত্তি লক্ষণৈঃ কলাসহস্রকৈঃ
পরিগ্রহৈঃ সমন্বিতঃ পরমেশ্বরো বিরাজতে॥

পরমেশ্বর নিজের শক্তি মায়া দ্বারা অসংখ্য গুণ ধারণ করেন। কিন্তু কোনো মায়িক দোষ তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। মনরূপ চন্দ্রের

বৃত্তির মত সহস্র সহস্র কলাকে পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের সহিত পরমেশ্বর বিরাজিত আছেন।

প্রেমে পরাজয়কে শ্রীকৃষ্ণ জয়ের অধিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। গোপী প্রেমে তাহার ঋণ স্বীকার এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—

ন পারয়েহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধু কৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

১০।৩২।২২

আমি দেবতার পরমায়ু পাইলেও তোমাদের প্রীতির প্রতিদান দিতে অসমর্থ। তোমরা যে দুর্জয় গৃহাসক্তি ছিন্ন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছ সেই প্রেমের তুলনা কোথাও নাই প্রত্যুপকারের উপায়ও নাই। জয়ের অধিক এই পরাজয়। প্রেমেব স্পর্শে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হইয়া যায়। উদ্ধব বলেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনার্যপথং চ হিত্বা ভেজু মুর্কুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।

এই গোপীগণ আত্মীয় স্বজন ও আর্যগণের অবলম্বিত প্রশংসিত পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দের চবণ আশ্রয় করিয়াছেন। অহো এই প্রেমবতী ব্রজরামাগণেব চরণ রেণু স্পর্শের অধিকাব পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতা বা ক্ষুদ্র ওষধি বৃক্ষের মধ্যেও আমার জন্মলাভ হইবে কি? উহাও মনুষ্য জন্ম হইতে উৎকৃষ্ট জন্ম।

প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সারথি, দূত এবং ভৃত্যের কার্য্য করিয়াছেন—উহার উৎকৃষ্টতা প্রমাণিত হইয়াছে প্রেম বিচারে।

প্রেমে মরণের মধ্য দিয়া নব জীবন লাভ হয়। ভাগবতে ।বিপ্র পত্নী

প্রসাদন প্রসঙ্গে এবং রাস প্রসঙ্গে উভয় ক্ষেত্রে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

গৃহাভ্যন্তরে রুদ্ধা গোপী সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে উপপতি ভাবে ভাবনা করিলেও ধ্যানের তীব্রতায় তাহার সকল দোষ দূর হইয়া গেল। তিনি গুণময় দেহ ত্যাগ করিলে নবদেহে শ্রীরাসমণ্ডলে প্রবেশের সুযোগ পাইলেন।

মন্ত্র-ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত

মন্ত্র-ভাগবতের প্রশস্তি বাক্যে দেখা যায়—

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবিহরত নিশি দিন।
দশরথ নন্দন রামচন্দ্র মুনি গাবত গুণ গিন॥
কহত বেদ পরমান মান পরব্রহ্ম সনাতন।
নহি সমঝত চিত বীচ নীচ কলিজীব অসুর জন॥

* * *

শাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি ঔর-ভাগবত আদি পুরানহু।
উপপুরানহু মহানুভাবকে বচন প্রমাণহু॥
ইন্‌কো মানত নাহি কহৈ হম বেদহি মানত।
মন উপঙ্গ ঠহরাত বাত নহি তত্ত্ব পিছানত॥
তিন হিয়-বোধ প্রবোধ হিত অরু হোত তত্ত্ব পরায়ণজু।
যহ মন্ত্র ভাগবত বেদকে ছপিয় মন্ত্র রামায়ণজু॥

নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করিতেছেন। দশরথ নন্দন রামচন্দ্রের গুণ মুনিগণ গান করেন। এই সকল কথা শুনিয়াও কলিহত

অসুর প্রকৃতির জীব ভগবানের লীলা কথা পরিত্যাগ করিয়া বলে নিরঞ্জন সনাতন ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য। বেদ পুরাণ স্মৃতি ভাগবত উপপুরাণ মহতের বাক্য প্রভৃতি সকল ভগবানের লীলা মহিমা বর্ণনা করিয়াছে। তথাপি যাহারা বেদ প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই মানি না বলিয়া অভিমান করে এবং তত্ত্ব বিচারে পরাঙ্মুখ তাহাদের মনের প্রবোধ দান করিবার জন্য এই মন্ত্রভাগবত প্রকাশিত হইলেন। ইহাতে মন্ত্র-রামায়ণও আছে। লেখক "জবান সিংহ মহারাজ" বলেন, এই গ্রন্থ দ্বারা বহির্মুখ জীব তাহার ভগবদ্-বিদ্বেষ ত্যাগ করিবে। টীকা গ্রন্থের পুষ্পিকায় আছে—"ইতি শ্রীমৎ পদবাক্যপ্রমাণ মর্যাদা ধুরন্ধর চতুর্ধর বংশাবতংশ গোবিন্দ সূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠ কৃতৌ স্বোদ্ধৃত মন্ত্রভাগবত ব্যাখ্যায়াং মন্ত্ররহস্য প্রকাশিকায়াং মথুরাকাণ্ডশ্চতুর্থঃ॥" ইহা হইতে বুঝা যায়—এই "প্রকাশিকা" টীকার রচয়িতা "শ্রীনীলকণ্ঠ" তিনি "স্বোদ্ধৃত নিজেরই সঙ্কলিত এই মন্ত্র-ভাগবতের মন্ত্র রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবানের লীলা মহিমা ব্যাখ্যার অবলম্বন রূপে যিনিই এই মন্ত্রভাগবতের বৈদিক মন্ত্রগুলির সংগ্রহ করুন তিনি যে পদবাক্য প্রমাণের মর্য্যাদা ধুরন্ধর অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয় ব্যাখ্যায় অতিশয় নিপুণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

প্রকাশিকার মুখবন্ধে তিনি বলেন—পরমাত্মার পাঁচটি রূপে অভিব্যক্তি। ভূমি, বীজ, অঙ্কুর, বৃক্ষ, এবং ফল—একতত্ত্বের এই পঞ্চবিধ রূপের সঙ্গে তুলনা করিয়া পরমাত্মাকে শুদ্ধ, শবল, সূত্রাত্মা, বিরাট্ ও বিষ্ণু-দেবতা এই ভাবে বিবেচনা করা যায়। ভূমি, বীজ, অঙ্কুর ইত্যাদি রূপকে শুদ্ধ শবল প্রভৃতি বলা হইলে আবার পরিণত দশায় বহু বীজেরও পরমাশ্রয় ফলস্বরূপে বিষ্ণুকে বলা যাইতে পারে। তিনি কারণ স্বরূপ, মূর্ত্ত, অনেক ব্রহ্মাণ্ডের এবং ধরা উদ্ধার প্রভৃতি কার্যের আশ্রয়। সাম

ঋগ্ প্রভৃতি বেদ তাহারই মহিমা বর্ণনা করে। টীকাকার প্রমাণ সহযোগে দেখাইয়াছেন যে, বেদোক্ত দেবতাগণের স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত নয়—তাহাদের পরম ঈশ্বর বিষয়েই তাৎপর্য্য।

"তস্মান্মন্ত্রাণাং স্বারসিকমীশ্বর পরত্বম্।
সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীতি শ্রুতেস্তৎ সম্মতম্॥"

সকল বেদ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পরম কারুণিক বিষ্ণু নাম ও কর্ম্মদ্বারা অভ্যর্থিত হইলে তিনি যেরূপ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন সেইরূপ আমাদের সমীপেও তাঁহাব স্বরূপ প্রকাশ করিবেন এবং সত্যাদি শুভ-লক্ষণাক্রান্ত তাঁহার পরম পদ আমাদিগকে দান করিবেন। সেই বিষ্ণুর লীলা দর্শন, তাহার নমস্কার এবং স্তুতি করিতে হইবে বেদের এই শিক্ষা।

ওঁ তন্নেমিম্ভবো যথানমস্ব সহূতিভিঃ॥ নেদীয়ো যজ্ঞমন্দিরঃ॥

এই প্রাথমিক মঙ্গলাচরণ স্বরূপ মন্ত্রের তাৎপর্য্য—হে অঙ্গিরা, সেই পরমেশ্বরকে ঋভু দেবতাগণ যেরূপ নমস্কার করে তুমি সেইরূপ প্রণাম কর। ডাকিয়া বল, হে ভগবন্, আপনাকে নমস্কার করি। তিনি দূরে নন তিনি অন্তর্য্যামী স্বরূপে খুব কাছেই রহিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ এই বাক্যের মূল স্বরূপে যে মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা যথা—

য ঈং চকার নসো অস্য বেদ য ঈং দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ
স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্ব্বহু প্রজা নিঋতিমাবিবেশ।

সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তি সত্যানন্দ জ্যোতি ভর্গশব্দে সূচিত কৃষ্ণ দ্যুলোকে থাকিয়াও ভূলোকে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারই মহিমা বিস্তার এই মন্ত্রে। এই প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে যে জড় মন উহা প্রপঞ্চকে জানিতে পারে না। যেমন মাটি ঘটের কারণ হইলেও নিজে জড় বলিয়া জড় ঘটকে জানে না, জড় মন প্রপঞ্চকে জানিতে অসমর্থ। যে অহংকার দ্রষ্টা

বলিয়া অভিমান করে সেও জড। এই জড অহং অভিমানের সাক্ষী দ্রষ্টা জড় হইতে পৃথক্ চেতন আত্মা। যিনি জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তাহার বহু প্রজা। এই মন্ত্র কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হইয়াও মায়ের গর্ভে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন ইহাই বুঝাইতেছে। ষোলহাজার একশত আট দ্বারকা মহিষীর প্রত্যেকের দশটি পুত্র ও এক কন্যা এইরূপে বহুপ্রজা বা সন্তান। এই বিরাট সংসার দেখিয়া দেবর্ষি নারদ পর্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

জন্ম হইতে নন্দালয়ে গমন অসুর সংহার প্রভৃতি বিচিত্র লীলার সূচক বেদমন্ত্র ব্যাখ্যার চাতুর্য মন্ত্র ভাগবতের বিশেষত্ব। সাধারণ জনসমাজে এই গ্রন্থের প্রচার না থাকিলেও পণ্ডিতগণের আলোচনার বিষয় ইহাতে অনেকটাই রহিয়াছে।

শ্রীভাগবত ও জয়দেব

শ্রীমদ্ভাগবতকে অন্যত্র শ্রীশ্রীগীতার প্রপূর্ত্তি বা প্রপূরক বলা হইয়াছে। শ্রীজয়দেব বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দকে আমরা শ্রীমদ্ভাগবত রসের প্রপূর্ত্তি বলিতে পারি। ভাগবতের বর্ণিত লীলাকথা সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ প্রচারিত প্রসারিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রদর্শিত রীতির অনুসরণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণলীলাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন। শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব যে পথ ধরিয়াছেন উহাই প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। দোষদর্শনবহুল গবেষণা-মন্দিরে ভাগবত বর্ণনায় প্রক্ষিপ্তবাদের ধুলি বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, রাধা কথায় বাধা পড়িতে পারে, আধুনিকতার ধ্বয়া তুলিয়া চিরন্তনের গৌরব হানির উস্কানি দেওয়া চলে, তাহা বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে ভাবে মানবের মন অধিকার করিয়া মণিমন্দিরে মনোমন্দিরে অবিচল ত্রিভঙ্গ হইয়া বিরাজ

করিতেছেন, উহার কোনরূপ অন্যথা করিবার উপায় নাই। প্রেম সর্বযুগে সর্বদেশে সর্বমানবের মনে প্রসারিত। সেই প্রেম রূপায়িত কৃষ্ণলীলায়, শ্রীভাগবতে রাস বর্ণনা আছে—

ভগবানপি তা রাত্রিঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।

এই ক্ষেত্রে শরৎকালীন রাসের বর্ণনা। আবার বলদেবের রাস সম্বন্ধে দেখিতে পাই—

দ্বৌমাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেবচ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥
পূর্ণচন্দ্র কলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধ বায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥

বলদেব বসন্তকালে নিজের প্রিয় গোপী সঙ্গে চন্দ্রালোকে উদ্‌ভাসিত সুগন্ধি নিকুঞ্জে যমুনার কূলে বিহার করেন। এ সময় অর্থাৎ বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের বিহার কথা ভাগবতে দেখিতে না পাওয়া গেলেও বসন্তে আনন্দ লীলা কথা রহিয়াছে। পদ্মপুরাণের বর্ণনায় শরৎ ও বসন্ত উভয় ঋতুর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কিন্তু শুধু বসন্ত রাসের কথা। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণই বহুজনের মতে শ্রীগীতগোবিন্দের মূল উৎস। শরৎ ও বসন্তের সম্বন্ধে এতগুলি কথার অবতারণা করা হইল তাহার কারণ যে রাসের নায়ক শ্রীগোবিন্দ এবং প্রধানা নায়িকা শ্রীরাধারাণী উভয়েরই ঋতুর পার্থক্যে প্রেমোল্লাসের ক্রমবৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় রাস বর্ণনায়।

শ্রীভাগবতে শরতের রাসে গোপীর মণ্ডলীতে তাহাদের অভিমান দর্শনে অসহিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ মানদোষ প্রশমিত করিয়া বিরহের তাপে গোপীগণের অন্তর সম্যক প্রসন্নতায় পূর্ণ করিবার অভিলাষে হঠাৎ মণ্ডলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যান। গোপীগণ কৃষ্ণ অন্বেষণে পাগলিনী প্রায়

বনবনান্তরে ভ্রমণ করেন। পদাঙ্ক দেখিয়া বুঝিতে পারেন কৃষ্ণ একাকী যান নাই, সঙ্গে কোন পরম ভাগ্যবতী গোপী আছেন। তাহারা বলিয়া উঠিলেন—

অনয়ারাধিতোনূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয়দ্রহঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবালব্ধ প্রোজ্জ্বলদর্শন শ্রীরূপ সনাতন এই শ্লোকে শ্রীরাধার নামাঙ্কন লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীজয়দেব কবি স্পষ্ট ভাষায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অনুসারে বসন্ত রাসে শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ সৌভাগ্য এবং মহিমা আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

কংসারিরপি সংসারবন্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

যে কথাটি অতি রহস্যময় বলিয়া মধুর আবরণে রাখিয়া ভাগবত বর্ণনা করেন উহাই আবার গীতগোবিন্দে সঙ্গীতের মাধুরী ছড়াইয়া ভক্তবৃন্দের চিত্তবৃত্তির এক অভিনব প্রেম মোহ সৃষ্টি করে।

শ্রীভাগবত ঘোষণা করেন—

উচ্চৈর্জগুর্ন্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শ মুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্॥

কাচিদ্ রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয় মল্লিকা॥

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপল সৌরভং।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত কুণ্ডল ত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা অদাত্তাম্বূল চর্বিতম্॥

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুর মেখলা।
পার্শ্বস্থা চ্যুত হস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্॥

শ্রীজয়দেব গান করেন—

পীন পয়োধর ভার ভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপ বধূরনু গায়তি কাচিদুদঞ্চিত পঞ্চম রাগম্॥
কাপি বিলাস বিলোল বিলোচন খেলন জনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধ বধূরধিকং মধুসূদন বদন সরোজম্॥
কাপি কপোল তলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥
কেলিকলা কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা জল কূলে।
মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥

উভয় বর্ণনায় অনুরাগ, আলিঙ্গন, মিলিত কণ্ঠে সঙ্গীত, প্রেমানুরাগে পরস্পর অঙ্গস্পর্শন, চুম্বন, অধর সুধা গ্রহণ, আকর্ষণ প্রভৃতি সমভাবেই আছে।

আবার শ্রীভাগবত বলেন—

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্ দধার তদ্বাহু মংসে চন্দন রুষিতম্॥
কাচিদঞ্জলিনা গৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বূল চর্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ॥
একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেম-সংরম্ভ বিহ্বলা।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সংদষ্টদশনচ্ছদা॥
অপরানিমিষদ্ দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥
তং কাচিন্নেত্র রন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানসংপ্লুতা॥

কোনো গোপী শ্রীকৃষ্ণের কর কমল চাপিয়া ধরিলেন, কেহ তাহার

চন্দনলিপ্ত সুগন্ধি বাহু নিজের স্কন্ধে আদর করিয়া টানিয়া লইলেন, কেহ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রিয়তমের চবিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন, কেহ বা তাহার চরণ কমল তাপযুক্ত উরজোপরি ধারণ করিলেন, অপর কেহ ভঙ্গী করিয়া নিজের অধর দশন দ্বারা দংশন করিয়া কটাক্ষপাত করিলেন এবং বারবার তাঁহার প্রতি বিহ্বল হইয়া দৃষ্টি পাত করিতে লাগিলেন। অপর কেহ অপলক দৃষ্টিতে তাঁহাব মুখ-কমল-শোভা মধুপান করিয়া সাধুগণ যেরূপ তাঁহার চরণ ধ্যানে চির অতৃপ্ত সেইরূপ আকণ্ঠ পান করিয়াও রহিয়া গেলেন। কেহ দেখিয়া চক্ষু বুজিলেন অর্থাৎ তাঁহার রূপ মাধুরী হৃদয়ে ধারণ করিয়া যোগীব ধ্যানানন্দেব ন্যায় আনন্দে প্লাবিত অন্তর হইলেন এবং অঙ্গে পুলক সঞ্চার হইল।

বর্ণনার গাম্ভীর্য বসপ্রাচুয অন্তবে যে প্রসন্নতাব উদয় করে উহা ভাগবতের নিজস্ব। ইহার অনুরূপ বর্ণনা সুপ্রীত পীতাম্বরের উক্তিতে জয়দেব করিয়াছেন। ইহাতে তরলবসের উচ্ছলন কবির সঙ্গীতের ধারায় প্রবাহিত—নায়ক নায়িকা উভয়েব ভেদ নিরসন করিতে প্রবৃত্ত। নায়ক বলেন—

অধর সুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্।
ত্বয়ি বিনিহিত মনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্॥

হে ভামিনি, তোমাতে আমি মন সমর্পণ করিয়া এখন বিলাসের অভাবে বিরহানলে দগ্ধদেহ মৃতপ্রায়। তুমি অধব সুধা দান করিয়া এই দাসকে জীবন দান কর।

ভাগবতে অবতার প্রসঙ্গ নানাভাবে বর্ণিত আছে। জয়দেব কিন্তু দশাবতার স্তোত্রে তাহার অদ্ভুত কাব্যরসের সমাধান করিয়াছেন। দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যাশ্রয়ে স্থায়ীভাব রসরূপে অভিব্যক্ত হয়। আলঙ্কারিকগণ শৃঙ্গারাদি আটটি রস স্বীকার করেন। আবার শান্তকেও নবম রস

বলিয়া মম্মট ভট্ট স্বীকার করেন। ইহার পর বৎসল রসও দশম রস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে যথা—

শৃঙ্গারবীর করুণাদ্ভুত হাস ভয়ানকাঃ।
বীভৎস রৌদ্রৌ বাৎসল্যঃ শান্তশ্চেতি রসাদশ॥

এই দশবিধ রসের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে জয়দেব দশাবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১) মীন—বীভৎস, (২) কূর্ম—অদ্ভুত, (৩) বরাহ—ভয়ানক, (৪) শ্রীনৃসিংহ—বৎসল, (৫) বামন—সখ্য, (৬) পরশুরাম—রৌদ্র, (৭) শ্রীরাম—করুণ, (৮) শ্রীহলধর—হাস্য, (৯) বুদ্ধ—শান্ত ও (১০) কল্কি বীররসের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃত-কারিকা স্মরণীয়—

বুদ্ধো নারায়ণোপেন্দ্রৌ নৃহিংহোনন্দনন্দনঃ।
বলঃ কূর্মস্তথা কল্কীরাঘবো ভার্গবঃ কিরিঃ।
মীন ইত্যেতাঃ কথিতাঃ ক্রমাদ্দ্বাদশ দেবতাঃ॥

কপিল মাধবোপেন্দ্রৌ এরূপ পাঠ ভেদও আছে। রসের বর্ণও নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—শান্ত-শ্বেত, প্রীত-চিত্র, প্রেয়ান্‌-অরুণ, বৎসল-শোণ, মধুর শ্যাম। এই পাঁচটি রস গণনায় প্রধান। গৌণ বা অপ্রধানগণের বর্ণ——হাস্য-পাণ্ডর, অদ্ভুত-পিঙ্গল, বীর-গৌর, করুণ-ধূম্র, রৌদ্র-রক্ত, ভয়ানক-কাল ও বীভৎস-নীল।

শ্রীভাগবতে কিন্তু দ্বাদশ রসেরই স্বীকৃতি রহিয়াছে।

রামচরিত মানস ও শ্রীমদ্ভাগবত

ভক্ত কবি তুলসীদাস শ্রীরামকথায় শ্রীমদ্ভাগবতের যে রসের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন তাহাতে ব্যাস বাল্মিকীর মধুময় মিলন ঘটিয়াছে।

শুধু তাহাই নয়, বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে অদ্বৈতবাদীর বেদান্তসিদ্ধান্ত শিবারাধকের শঙ্কর নিষ্ঠা এবং ভাগবত ভক্তের ভক্তিরস এই ধারাত্রয় রামচরিত মানসে এক অনির্ব্বচনীয় ত্রিবেণীসঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থের পরীক্ষা ও বিবরণ সংগ্রহ একটি বিরাট সমালোচনার বিষয়। আমরা শুধু কয়েকটি স্থানের সঙ্কেত করিয়া দেখাইব। তুলসীদাস গুরু বন্দনায় অন্তরের অফুরন্ত রসের পরিচয় দিয়া বলেন—

বন্দউ গুরুপদ পদম পরাগা।
সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা॥
অমিয় মূরিময় চূরণ চারু।
সমন সকল ভব রুজ পরিবারু॥

আমি সুস্বাদ সুগন্ধ ও অনুরাগ রসে পূর্ণ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম পরাগ বন্দনা করি। সমগ্র ভবরোগ বিনাশ সামর্থ্য এই সঞ্জীবনী মহৌষধের চূর্ণে রহিয়াছে।

কোনো কোনো স্থানে তুলসীদাস ভাগবতের শ্লোক সুন্দর ভাবে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরাম প্রজাদিগকে উপদেশ করিয়া বলেন,—

বড়ে ভাগ মানুষতনু পাবা। সুর দুর্লভ সব গ্রন্থন্ হি গাবা॥
সাধননাম মোচ্ছকর দ্বারা পাই ন জেহি পরলোক সবাঁরা॥

* * * *

নরতনু ভব বারিধি কহু বেরো। সন্মুখ মরুত অনুগ্রহ মেরো॥
করনধার সদগুরু দৃঢ় নাবা। দুর্লভ সাজ সুলভ করি পাবা॥

জো ন তরৈ ভব সাগর নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি আত্মাহন গতি জাই॥

ভাগবতের (১১।২০।১৭) নৃদেহমাদ্যং ইত্যাদি শ্লোক অনুসন্ধেয়।

ধ্যান্থ প্রথমযুগ মখবিধি দূজে। দ্বাপর পরিতোষত প্রভু পূঁজে ॥

* * * *

নহি কলি করম ন ভগতি বিবেকু। রামনাম অবলম্বন একু ॥

ভাগবত (১২।৩।৫১-৫৩)। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ইত্যাদি চিন্তনীয়।

তুলসী দাসের "কবহু যোগ বিয়োগ ন যাঁকে" কথায় ভাগবতের ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা কচিৎ (১০।৪৭।২৯) স্মরণ করাইয়া দেয়। তুলসী বলেন—

জিন্হ হরিকথা সুনী নহি কানা। শ্রবণরন্ধ্র অহিভবন সমানা।
নয়নন্হি সন্ত দরস নাহি দেখা। লোচন মোর পংখ কর লেখা ॥
তে সির কটু তুংবরি সমতুলা। জে ন নমত হরি গুরু পদমূলা ॥
জিন্হি হরিভগতি হৃদয় নহিং আনী। জীবত সব সমান তেই প্রাণী ॥
জো নহি করহি রামগুণ গানা। জীহ সো দাদুর জীহ সমানা ॥

ভাগবতের (২।৩।২০—২৪) বিলে বতোরু হইতে গাত্ররুহেষু হর্ষঃ পর্য্যন্ত সুন্দর ভাষানুবাদ তুলনার যোগ্য। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসবে অযোধ্যায় মাসাধিক কাল সূর্য্যাস্ত হয় নাই—রথ সমেত রবি থাকেউ নিসা কবন বিধি হোই। এই বর্ণনা ভাগবতে শ্রীরাস প্রসঙ্গে—শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ স্মরণ করাইয়া দেয়। নামকরণ প্রসঙ্গে—ইন্‌কে নাম অনেক অনূপা। মৈ নৃপ কহব স্বমতি অনুরূপা ॥

* * *

ভাগবতে গর্গমুনি নন্দমহারাজকে কৃষ্ণ নাম রাখিবার সময়ও বলেন—বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ (১০।৮।১৫) রামচরিত মানসে বহুক্ষেত্রেই ভাগবতের শ্লোকানুবাদ এবং ভাবার্থ সংগ্রহ বিশেষ লক্ষণীয়। শ্রীরাম লক্ষণ যখন

হরধনু ভঙ্গের নিমিত্ত সভা মণ্ডপে প্রবেশ করেন। তখনকার বর্ণনা আর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যখন কংসের মল্লভূমিতে প্রবেশ করেন। তখনকার বর্ণনা একই বর্ণনা। ভাগবত বলেন—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ
মৃত্যুর্ভোজ পতের্বিরাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

রামচরিতে তুলসীদাস বলেন—

জিন্হকে রহী ভাবনা জৈসী।
প্রভু মূরতি তিন্হ দেখি তৈসী॥
দেখহিং রূপ মহারণধীরা, মনহু বীব রসু ধরে শরীরা।
ডরে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী। মনহু ভয়ানক মুরতি ভারী॥
রহে অসুর ছল ছোনিপ বেষা। তিন্হ প্রভু প্রগট কাল সম দেখা॥
পুরবাসিন্হ দেখে দোউ ভাঈ। নরভূষণ লোচন সুখ দাঈ॥
নারি বিলোকহিঁ হরষি হিয় নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
জনু সোহত সিঙ্গার ধরি মুরতি পরম অনূপ॥
বিদুষন্হ প্রভু বিরাটময় দীসা। বহু মুখ কর পগ লোচন সীসা।
জনক জাতি অবলোকহি কৈসে। সজন সগে প্রিয় লাগহি জৈসে॥
সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রাণী। শিশু সম প্রীতি ন জাতি বখানী॥
জোগিন্হ পরমতত্ত্বময় ভাসা। সান্ত শুদ্ধ সম সহজ প্রকাশা।
হরিভগতন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা। ইষ্টদেব ইব সব সুখ দাতা॥

ভাগবত রস তুলসীদাস এইরূপে শত শত বার আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। আমরা কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিয়া দিগ্দর্শন করিলাম।

শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিরসায়ন

মধুসূদন সরস্বতী প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইলেও ভক্তির রসতা-খ্যাপনে যে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন উহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিরসায়নে ভাগবতের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তিনি স্বপ্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। তিনটি উল্লাসে একশত পঁয়তাল্লিশ কারিকায় গ্রন্থ রচনা। শুধু প্রথম উল্লাসের ব্যাখ্যা তাঁহার স্বরচিত। উহাতেই ভাগবত সিদ্ধান্ত তিনি পরিস্ফুটভাবে ধরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে বসজ্ঞগণ ভক্তিযোগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলেন। এই সম্বন্ধে ভাগবতের ছয়টি শ্লোক প্রমাণ দিয়াছেন—তস্মান্মদ্ ভক্তিযোগস্য ইত্যাদি (১১।২০।৩১-৩৬)। বিচার করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

> তস্মাৎ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ান্তর্গতত্বেন বা স্বাতন্ত্র্যেণ বায়ং
> ভক্তিযোগঃ পুরুষার্থ পরমানন্দরূপত্বাদিতি নির্বিবাদম্।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থের অন্তর্গতই বল অথবা স্বতন্ত্র ভাবেই বল পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া ভক্তিযোগ যে পুরুষার্থ ইহাতে আর বিরোধ করা যায় না।

ভক্তিযোগ কেমন করিয়া পুরুষার্থ হয় সে সম্বন্ধে তিনি বলেন—

> ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃপন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
> বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥

ভগবান বাসুদেবে যাহা হইতে ভক্তি লাভ হয়। (২।২।৩৩) উহা হইতে মঙ্গলপ্রদ পথ নাই। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যে ধর্ম্ম শ্রীভগবানের কথা রতি উৎপন্ন না করে উহার অনুষ্ঠান পরিশ্রম মাত্র।

> ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
> নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ১।২

দানব্রত তপোহোম জপ স্বাধ্যায় সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ১০।৪৭।২১

দানব্রত তপস্যা হোম জপ শাস্ত্রপাঠ ইন্দ্রিয় সংযম এবং অন্যান্য মঙ্গলকর কার্য্যদ্বারা কেবল কৃষ্ণভক্তিই সম্পাদন করিবে। কৃষ্ণভক্তি উৎপাদনই ঐ সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎস্ন্যের্ন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ২।২।৩৪

যাহাতে পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীভগবানে রতি হয়, কূটস্থ ভগবান পরমেশ্বর জ্ঞান—দৃষ্টিতে তিনবার সমস্ত বেদ শাস্ত্রের পর্যালোচনা করিয়া তাহাই স্থির করেন।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ,
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ৩।২৫

তীব্র ভক্তিযোগে আমাতে সমর্পিত মনকে স্থির করিয়া রাখাই জীবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ।

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জন কথা শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ ৪।৯।১০

হে নাথ, তোমার পাদপদ্ম ধ্যানে অথবা তোমার ভক্তের কথা শ্রবণে যে আনন্দ লাভ হয়, তোমার নিজ মহিমা ব্রহ্মরূপেরও সে শান্তিসুখ হয় না। যাহারা যমের কালরূপ অসিছিন্ন হইয়া উর্দ্ধ পথে চলিতে চলিতে বিমান হইতে পতিত হয়, তাহাদের সুখের সঙ্গে আর তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন।

ভক্তি রসায়ন ভাগবতের প্রমাণ দ্বারা বিশেষ ভাবেই একটি বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন. উহা হইল—ভাগবত ধর্ম্মাচরণশীল ভক্তের নিরপেক্ষ ভাব প্রাচুর্ব। মুচুকুন্দ রাজার কথায়—ন কাময়েঽন্যং তব পাদ সেবনাদকিঞ্চন প্রার্থ্যতমান্ বরংবিভো (১০।৫১) অকিঞ্চনগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনীয় তোমার পদসেবা, উহার চাইতে শ্রেষ্ঠ বর কিছুই কামনা কবি না। প্রহ্লাদের কথা—অহং ত্বকামস্ত্বদ্‌ভক্তস্ত্বস্তু স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ ইত্যাদি (৭।১০) আমি কামনাহীন সেবক তুমি সেবকের সেবানিরপেক্ষ প্রভু, অতএব তোমাতে আমাতে নৃপতি ও তাহার সেবকের যেমন আদান প্রদান সম্বন্ধ, তেমন কোনো সম্বন্ধ নাই। সেবাই আমার লাভ। পৃথ মহারাজের কথা—ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিৎ ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ ইত্যাদি (৪।২০) যেখানে তোমার চরণকমলমধু পান করিয়া প্রমত্ত থাকিতে না পারিব সেই নিত্যধামও আমার অভিলষণীয় নয়। বৃত্রাসুরের বাক্যে ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং ইত্যাদি (৬।১১) ভগবৎ প্রাপ্তির আনন্দ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন করে।

বেদস্তুতিতে দুরধিগমাত্মতত্ত্ব নিগমায় তবাত্ততনোরিত্যাদি (১০।৮৭ শ্লোকে মোক্ষ সুখ হইতেও ভগবৎ প্রাপ্তির আনন্দাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে যে সব উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে কর্ম্ম যোগ জ্ঞান প্রভৃতির সাধন, অনুভব এবং প্রাপ্তির কথা বিশদভাবে বলিয়া ভক্তিরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মের বিশেষ কথা এই উপদেশেই বলিয়াছে। ভক্তি-রসায়ন বিচার নিকষে পরীক্ষা করিয়া এগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে। এই দিক দিয়া ভক্তি-রসায়ন শ্রীমদ্ভাগবত কমলবনের মধু সঞ্চয়ন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, আর এই মধু সংগ্রহ করিয়াছেন বিদ্বদ্‌জন বরেণ্য বাংলার গৌরব সরস্বতী উপাধিক মধুসূদন।

মহাপ্রভুরকালে ভাগবত

বাংলায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভাগবত চর্চ্চা হইতেছিল, নদীয়া শান্তিপুরে। চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায়, তখনও খুব অল্প সংখ্যক লোকই গীতা ভাগবতের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে সমর্থ ছিল।

গীতা ভাগবত যে যে জানে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

তখনও ভক্ত, ভক্তি বা ভগবদ্‌ভাব দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভক্তির ব্যাখ্যায় নিপুণ।

ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্ব্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তি সার॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নামকরণ সময়ে ভাগবত পুঁথি আলিঙ্গন করেন।

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥

কৃষ্ণদীক্ষার পর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ছাত্রদিগকে পড়াইতে বসিয়া তিনি ভগবদাবেশে সকল শাস্ত্রেই ভক্তিরস ব্যাখ্যা করেন। একদিন রত্নগর্ভ আচার্য্য নামে এক প্রাচীন ব্যাখ্যাতার নিকট ভাগবতের শ্লোক শুনিয়া তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীমুকুন্দবেজ ওঝা এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দুইজনের জন্মস্থান চট্টগ্রাম ইহারা পরম ভাগবত ভক্ত। মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মহিমা জানিতেন। বাহিরে দেখিতে পুণ্ডরীক বিলাসী বিষয়ীর মত থাকিতেন। সহসা তাহার বৈষ্ণবতা কেহ বুঝিতে পারিত না। মুকুন্দ গধাধর পণ্ডিতকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি একদিন বলিলেন, পণ্ডিত চল, তোমাকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইব। গদাধর

মুকুন্দের সঙ্গে বিদ্যানিধির নিকট আসিয়া দেখিলেন—বৈষ্ণব কোথায়? এ যে রাজপুত্রের মত বিষয় বিভবের মধ্যে রহিয়াছে। ইহার আবার বৈষ্ণবতা কিরূপ? গদাধরের ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ তাহার স্বভাবমধুর কণ্ঠে ভক্তির মহিমাসূচক ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন। সেই শ্লোক শুনিয়াই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্তিভাবে বিহ্বল। অবস্থা দেখিয়া গদাধর বুঝিলেন পুণ্ডরীক মহাভাগবত। তাহাকে সাধারণ বিষয়ী মনে করিয়া তিনি অপরাধ করিয়াছেন। এই অপরাধ ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষিত হইলেন।

দেবানন্দ পণ্ডিতের খ্যাতি—তিনি ভাগবতে মহাধ্যাপক। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। দেবানন্দ ভক্তিহীন। তাহার ব্যাখ্যায় মহাপ্রভু বলেন—

… … বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥
সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ দধি—ভাগবত নবনীত।
মথিলেক শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুকদেব জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥

*   *   *

ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১)

াবানন্দকে শিক্ষা দিয়া ভাগবতের রহস্য উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রভু লেন ঃ—

না বাখানে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনিতে খুব ালবাসিতেন। নরেন্দ্র সরোবর তীরের ভাগবতপাঠ চিত্র সুপ্রসিদ্ধ।

গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনি প্রেম রসে প্রভু হয় মহামত্ত॥

মহাপ্রভু বরাহনগরে এক ব্রাহ্মণের (রঘুনাথ) ভাগবত পাঠ শুনিয়া ত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে ভাগবতাচার্য্য পাধি দান করেন। এখনও সেই ভাগবতাচার্য্যের পাঠবাড়ী বৈষ্ণবের রম তীর্থ।

বল্লভ ভট্ট সেকালে ভাগবত টীকা লিখিয়া গর্ব্ব বোধ করিতে-ছলেন। মহাপ্রভুর দৈন্য দর্শনে বিস্মিত। তিনি শ্রীধর স্বামীর াখ্যা খণ্ডন করিয়া নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এরূপ ভাব প্রকাশ বিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া বলেন—

............তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাহা তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব ধর॥

শ্রীধরস্বামী প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥

*　　　*　　　*

শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যানে।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৭)

ষড়্‌ গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথভট্ট বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট ভাগব শিক্ষা করিয়া মহাপ্রভুর সমীপে আটমাস আসিয়া রহিয়াছেন। মহাপ্র তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন—

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ সনাতন স্থানে॥
ভাগবত পড সদা লহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীরূপ গোস্বামীর সভ ভাগবত পাঠ করিতেন। তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই পরমান ভুলিয়া থাকিতেন। তাঁহার কণ্ঠের মাধুর্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩

উত্তরকালে শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে শ্রীনিবাসের এবং শ্রীনরোত্তম ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের সংবাদ ভক্তিরত্নাকর দিয়াছেন শ্রীনিবাস যোগ্যতার পুরস্কার 'আচার্য' উপাধি এবং শ্রীনরোত্তম 'শ্রীমহাশ খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের অদর্শনতিথি উপল

:সবে শ্রীনিবাসাচার্যের ভাগবত ব্যাখ্যায় প্রচুর আনন্দ হইয়াছিল। নিবাস শ্রোতৃগণকে প্রণাম করিয়া অনুমতি লইয়া আসনে বসিলেন। ারপর—

পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসী চন্দন।
করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ ॥
কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর স্বরে।
উচ্চারণ শ্লোক যেন সুধা বৃষ্টি করে ॥

ধু তাহাই নয়, ভাগবতের শ্রবণাবেশ সম্বন্ধে শুনিতে পাই—

শ্রীমদ্ভাগবতকথামৃত আস্বাদনে।
কৈছে দিন যায় তাহা কিছুই না জানে ॥

(ভক্তি রত্নাকর)

বাংলা দেশে শ্রীবৃন্দাবনের গ্রন্থরত্ন লইয়া আসিতে বনবিষ্ণুপুরের স্যুগণ উহা মহামূল্য মণিরত্ন মনে করিয়া চুরি করে। গ্রন্থ চুরির তিহাস বৈষ্ণব জগতে এক সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীনিবাস সঙ্গীগণকে বিদায় দিয়া রত্ন উদ্ধারের জন্য ইয়া গেলেন। শুনিলেন, রাজা বীর হাম্বীর ভাগবত শ্রবণ করেন, াহার সভায় ব্যাখ্যাতা ব্যাস চক্রবর্ত্তী। কৃষ্ণবল্লভ নামক এক ব্যক্তির ঙ্গ শ্রীনিবাস রাজসভায় আসিলেন। তখন ভাগবত পাঠ হইতেছিল। জা আচার্য্য ঠাকুরের রূপে মুগ্ধ। নিয়মিত পাঠের পর নবাগত নিবাসের মুখে ভাগবতের কিছু ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। নিবাস বলিলেন—কি ব্যাখ্যা করিব? রাজা বলিলেন, ভ্রমর গীত ইতে কিছু ব্যাখ্যা হউক। ভাগবত সম্মুখে দেওয়া হইল। তখন—

আচার্য্য ঠাকুর যত্নে পাঠ আরম্ভিল।
অশ্রুত অদ্ভুত সব অর্থ কৈল ॥

সভা মধ্যে সবার নেত্রে ঝড়ে জল।
বীর হাম্বীর রাজা তবে হৈলা বিহ্বল ॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ হইতে দেখা যায়, অদ্বৈত সভায় যাঁহারা ভাগবত শিক্ষা লাভ করেন—লোকনাথ গোস্বামী তাঁহাদের অন্যতম। লোকনাথের পিতা তালখড়ি গ্রামের পদ্মনাভও অদ্বৈতাচার্যের কৃপায় কৃষ্ণ লীলামৃত আস্বাদন করিয়াছেন। লোকনাথ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতাচার্যের সমীপে আসিয়া বলিলেন—

লোকনাথ কহে মোর পিতার সম্মত।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়োঁ কৃষ্ণলীলামৃত ॥

(অঃ প্রঃ ১২ শঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় অতি অল্প দিনের মধ্যে লোকনাথের ভাগবতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গের গুণে অতি চমৎকার।
লোকনাথের হইল ভাগবতে অধিকার ॥

শিষ্য করিব না বলিয়া লোকনাথের কঠিন প্রতিজ্ঞা ছিল। তাহার এই প্রতিজ্ঞা নীরব-সেবা দ্বারা নরোত্তম কিভাবে ভঙ্গ করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণব-জগতে চিরচিন্তনীয় হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর নরোত্তম বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের কিরূপ প্রীতিভাজন হন এবং তাহার প্রভাব যে বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূর মণিপুর রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গৌরাঙ্গ মরমীয়া নরোত্তমের হৃদয় গলানো ভাবধারা গৌড়ীয় সাধকের এক মহামূল্য সামগ্রী। তিনি স্বভাব সরল ভাষায় বলিয়াছিলেন-

বিচার করিয়া মনে, ভক্তি রস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥

শ্রীচৈতন্য মঞ্জুষার "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং" কথার ভাবটীকে প্রাণের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে নরোত্তম ঠাকুরের ভাষাই গ্রহণ করিতে হয়।

ভাগবতের সাহিত্য

(ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও অন্যান্য)

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকৃত বৈষ্ণব তোষিণীর বর্ণনায় শিক্ষাগুরুর নামোল্লেখ আছে যথা—

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রমাপ্রিয়ম্।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতির নিকট সনাতন শিক্ষা লাভ করেন। শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যের সমীপেও সনাতন ভাগবতাদি শিক্ষা করেন। পরমানন্দ বংশীবটের নিকট যমুনার ধারে বাস করিতেন। শ্রীগোপীনাথ প্রকট প্রসঙ্গে ইহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরে। মধু পণ্ডিত ইহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন গোপীনাথের সেবার ভার ইনি মধুপণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করেন।

সনাতনের বৈষ্ণবতোষিণী ছাড়াও শ্রীজীবকৃত বৈষ্ণবতোষিণী টীকা আছে। শ্রীসনাতন কৃত গ্রন্থ ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ের অব্যবহিত পরেই সনাতন দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণবতোষিণীতে বহু বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামী যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে সূচনা করিয়াছেন সনাতন উহাতে আলোকপাত করিয়া উহাকে বিশেষ মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

দশম স্কন্ধের লীলাগুলি স্তবাকারে গ্রথিত হইয়া 'লীলাস্তব' রচনা হইয়াছে। উহা সনাতনের অভিনব কীর্ত্তি। বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে সনাতন ভাগবত রসপরিবেশনে একটী অনতিক্রমণীয় পন্থা এবং ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য সহিত ভজনরীতির আদর্শ দেখাইয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী যে বিরাট্ বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন উহার সমগ্রতা ও বহুমুখী প্রসার চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নাটক, অলঙ্কার, কাব্য, রসশাস্ত্র, ভক্তিবিচার, কোন দিকেই শ্রীরূপের সমতুল আর কেহ নাই। সাক্ষাৎভাবে ভাগবত ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, ললিত-মাধব, বিদগ্ধ মাধব, দানকেলী-কৌমুদী, নাটক চন্দ্রিকা, পদাঙ্কদূত, উদ্ধব সন্দেশ, প্রভৃতি সকল গ্রন্থই ভাগবতানুবন্ধী।

ভাগবত সিদ্ধান্ত সম্মেলনে ভাগবত সন্দর্ভ শ্রীজীবের অপরাজেয় কীর্ত্তি। বৈষ্ণবদর্শন বলিতে প্রধানভাবে এই সন্দর্ভকে দেখাইয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বসম্বাদিনীর সমালোচনা অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মূলসূত্র।

সন্দর্ভাঃ সপ্তবিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্ত বৈ।
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ॥
কৃষ্ণভক্তিপ্রীতি সংজ্ঞা ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ।
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতিত্রয়ং।
হস্তামলকবদ্ যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত। (১) তত্ত্ব, (২) ভগবৎ, (৩) পরমাত্ম, (৪) কৃষ্ণ, (৫) ভক্তি, (৬) প্রীতি ও (৭) ক্রম সন্দর্ভ শ্রীজীবের জয়স্তম্ভ। গোপালচম্পূ প্রভৃতি আরও আঠারো খানা ভাগবত প্রভাব সম্বলিত গ্রন্থ বিভিন্ন বিষয়ে রচিত হইয়াছিল। ভাগবতের সর্ব্বপুরাণ

শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য তত্ত্বসন্দর্ভে যেরূপ নিপুণতার সহিত প্রতিপাদিত হইয়াছে এরূপ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং রাধামোহন গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা করিয়া উহা সুখবোধ্য করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামী তাহার টীকার প্রারম্ভে প্রতি অধ্যায়ের বর্ণিতব্য বিষয় সূচনা করিয়া একটী একটী করিয়া কারিকা দিয়াছেন। তাহাতে অধ্যায়টি সুখবোধ্য হইয়াছে। দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে দশম লক্ষ্য বস্তু অর্থাৎ আশ্রয় তত্ত্বের সূচনা করিয়া নব্বই অধ্যায়ের একটী বিষয় সূচী দেওয়া হইয়াছে। তাহার মতে প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলাকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়। ইহার মধ্যে অবান্তর ভেদ বহুপ্রকার আছে।

সপঞ্চত্রিংশতাধ্যায়ৈর্বৃহদ্বৃন্দাবনাদিষু।
গোকুলে বসতো লীলা বর্ণ্যতে সুবহুষ্কবা॥
একেন যমুনাবারিণ্যক্রূরেণ কৃতোস্তুতিঃ।
একাদশভিরাখ্যাতা লীলা মধুবনেকৃতা॥
শেষৈর্দ্বারবতী লীলাতন্নির্মাণাদি বর্ণ্যতে।
এবং নবতিরধ্যায়া দশমে বিশদর্থকাঃ॥

পঁয়ত্রিশ অধ্যায় বৃহদ্বন ও বৃন্দাবন লীলা। এক অধ্যায়ে পথে অক্রূর স্তুতি। এগারো অধ্যায়ে মথুরালীলা। নব্বই অধ্যায়ের বাকী অধ্যায়গুলি দ্বারকা লীলার বর্ণনা।

শ্রীসনাতন বলেন—

শ্রীভাগবতনিধ্যাপ্ত্যৈ টীকা দৃষ্টিবদার্পি যৈঃ।
শ্রীধরস্বামী পাদাং স্তান্ বন্দে ভক্ত্যেকরক্ষকান্॥

শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্তরত্ন প্রাপ্তির উপযোগী দৃষ্টি দান করেন শ্রীধরস্বামী। ভক্তির শ্রেষ্ঠ রক্ষক তাঁহাকে আমি বন্দনা করি। দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে

তিনি বলেন—মহাপুরাণের দশটি লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে সকল স্কন্ধেই সেই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান। তবে দশম স্কন্ধে প্রধানভাবে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য প্রকাশক আশ্রয় ভগবান কৃষ্ণের বর্ণনা আছে। শ্রীগোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস সনাতনের পরম সহায় এবং বান্ধব। ইহারা থাকিতে সনাতনের কোন বিষয় অসিদ্ধ থাকিতে পারে না। তাঁহারা যে রাধরমণের প্রেমে বিশেষ পরিপুষ্ট।

রাধাপ্রিয় প্রেম বিশেষ পুষ্টৌ।
গোপাল ভট্টো রঘুনাথ দাসঃ।
স্যাতামুভৌ যত্র সুহৃৎ সহায়ৌ।
কো নাম সোঽর্থো ন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ॥

ক্রমসন্দর্ভের ভূমিকায় শ্রীজীব বলেন—

দশমে ক্রমসন্দর্ভে সন্দর্ভানাং সমাহৃতিঃ।
ক্রিয়তে যন্নিদেশেন স মেঽনন্য গতের্গতিঃ॥

সকল সন্দর্ভের সংগ্রহ দশমস্কন্ধের ক্রমসন্দর্ভে। যাহার আদেশে এই কার্য্য করা হইতেছে তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

বল্লভাচার্য্যের ভাগবত ব্যাখ্যায় এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শ্রীধর স্বামীর অনুগত নয় বলিয়া উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদরণীয় হয় নাই। তিনি বলেন—অগ্নি প্রকাশিত হইয়া কাষ্ঠে প্রবেশ না করিলে কাষ্ঠকে অগ্নি দহন করিতে পারে না। সেইরূপ ভগবান প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণের প্রপঞ্চ বিনষ্ট করিবার জন্য প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন। অতএব নিরোধ শব্দে ভক্তের প্রপঞ্চ বিনাশ বুঝিতে হইবে। ভগবানের যত যত লীলা উহার উদ্দেশ্য ভক্তগণের সাত্ত্বিক রাজস ও তামস প্রপঞ্চের নিরোধ।

যাবদ্বহিঃস্থিতো বহ্নি প্রকটো বা বিশেন্নহি।
তাবদন্তঃ স্থিতোঽপ্যেষ ন দারু দহনক্ষমঃ॥

এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুঃ প্রকটশ্চেন্ন তদ্বিশেৎ।
তাবন্ন লীয়তে সর্ব্বমিতি কৃষ্ণ সমুত্তমঃ ॥

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বাচার্য্যগণের সমীপে যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন তাহা দর্শনীয়। এ জাতীয় আত্মসমর্পণের ভাব না হইলে কি ভাগবতের রস বিস্তারে চমৎকৃতির সৃষ্টি হয়? তিনি বলেন—

গোপাল ভট্ট রঘুনাথ পদাব্জরেণুন্।
শ্রীলোকনাথ চরণানথ জীবপাদান্ ॥
বন্দে যদীয় করুণা স্বরদীর্ঘিকায়াং।
স্নাতো ধৃতাহঘততিরীহিতমাপ্নুমীশে ॥

গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ, শ্রীলোকনাথ, শ্রীজীবপাদ প্রভৃতি পুর্ব্বাচার্য্যগণের করুণা-গঙ্গায় স্নাত পাপসমূহ দূর কবিয়া অভিলষিত বিষয় পাইবার আশা করিতেছি।

ভাগবতের চারিটি অক্ষরের বিশেষ তাৎপয দেখা যায় কৌশিক সংহিতায়। সেখানে ভা=কীর্তি, গ=জ্ঞান, ব=অভিলষিত মঙ্গল, ত=বিস্তার। ভাগবত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করে।

প্রাচীনকালে এক সন্তানহীন ব্যবসায়ী সাংখ্যায়ন ঋষির সমীপে ২১ দিন ভাগবত শ্রবণের ফলে পুত্র সন্তান লাভ করে এবং অর্থের প্রাচুয হয়। রাজসিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় ১৮ দিন ভরদ্বাজ আশ্রমে প্রয়াগে ভাগবত শুনিয়া কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হন। এই শ্রবণের ফলে তাহার হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি ঘটে। কান্যকুব্জ দেশের এক ব্রাহ্মণ রাজা তাহার শত্রুগণের প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য ১৫ দিন ভাগবত শ্রবণ করেন ইহাতে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। এইতো গেল সেকালের কথা একালেও যে কত লোক এই ভাগবত শ্রবণে পরমা শান্তি লাভ করেন তাহার আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন আছে কি? একদিন পার্বতী মহাদেবের

সমীপে পরম মঙ্গল কোনো প্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। মহাদেব বলিলেন, দেখ দেখি কাছাকাছি আর কেহ আছে কিনা। দেবী দেখিয়া আসিয়া বলিলেন—না আর কেহ নাই। হৃদয়ের অতিশয় গোপন কথাও এখন বলিতে পারেন। মহাদেব বলিলেন—আমি বলিয়া যাইতেছি কিন্তু তুমি শুনিতেছ তাহার পরিচায়ক ওঁ (হুঁ) শব্দ করিতে হইবে। এই ভাবে পার্বতী ওঁকার উচ্চারণ করিতেছেন, আর মহাদেব তাঁহার পরম গোপ্য ভাগবত কথা দেবীর সমীপে বর্ণনা করিতেছেন। দশম স্কন্ধ পর্যন্ত দেবী বেশ শুনিতেছিলেন, তাহার পর তিনি তন্দ্রামগ্ন হইলেন। মহাদেবের কথার কিন্তু বিরাম নাই। ওঁ শব্দও হইতেছিল। কিছুক্ষণ পর দেবী নিদ্রাভঙ্গ হইলে বলিলেন—তার পর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কি বলিলেন, শুনিতে পাই নাই। আমি নিদ্রাভিভূত ছিলাম। শঙ্কর বলেন—তবে কে আমার কথার পর বার বার প্রণব নাদ করিতেছিল। আমার কথা প্রসঙ্গতো বন্ধ হয় নাই। বাহিরে দেখ দেখি আর কে এখানে আছে? আশ্রমের বাহিরে দেখা গেল, একটি শুক শাবক রহিয়াছে। শঙ্কর বলিলেন, দেবি তুমি পূর্বে আমাকে এই পাখীর এখানে অবস্থান জানাও নাই কেন? দেবী বলেন—আমি দেখিয়াছিলাম একটি ভাঙ্গা ডিম, আর পক্ষীশাবকটি মরিয়া গিয়াছে, তাই কিছু বলা অপ্রয়োজন মনে করিয়াছি। এখন দেখিতেছি সেই মৃত পক্ষী শাবকই ভাগবত অমৃত পান করিয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। মহাদেব পাখীকে ধরিতে গেলেন। শুক ব্যাসাশ্রমে উড়িয়া গেল।

ভাগবত সাহিত্য প্রচারে একালে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ করুন। ত্রিপুরাধীশ মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের অর্থসাহায্যে বঙ্গাক্ষরে চারিটি টীকা সমেত যে বিশাল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও অতুলনীয়। তারাশাধিপতি রাজর্ষি

বনমালী রায় বাহাদুরের অর্থসাহায্যে দেবনাগর অক্ষরে হিন্দী অনুবাদ ও বহুটীকা সম্বলিত সংস্করণ অধুনা অপ্রাপ্য হইলেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাশিমবাজরাধিপতি মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বদান্যতায় প্রকাশিত দশটীকা সহিত দশমস্কন্ধভাগবত বাংলাদেশের গৌরবের সামগ্রী। বম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস, গোরক্ষপুর গীতা প্রেস, তুকারাম জাভাজীর গ্রন্থালয় প্রভৃতি হইতে বহু প্রকার টীকা যুক্ত ও মূল বিভিন্ন সময়ে নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলাক্ষরে পণ্ডিত প্রবর খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সম্পাদিত, স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ সম্পাদিত মুদ্রাকর প্রমাদযুক্ত হইলেও বহুজনের আকাঙ্ক্ষার। নিম্বার্কমঠের প্রকাশিত গ্রন্থ, রাধাবিনোদ প্রভুপাদের ভাগবতামৃতবর্ষিণী একালের পরম সম্পদ। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সংস্করণ সম্পাদনায় ও ভূমিকার সমালোচনায়, গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থ সূচীর বিষয় সন্নিবেশে সমৃদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুদিন পূর্ব্বে পকেট গীতার আকারে কলিকাতা হইতে ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা এখন আর কাহারও নিকট প্রায়শঃ দেখা যায় না। কল্যাণ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহনুমান প্রসাদ এক বিশেষ ক্ষুদ্রাক্ষর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া মাত্র আট আনায় মাহাত্ম্য সহিত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক ভাগবত বিতরণ করিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনেও ভাগবত সমগ্র মূল নিত্য পাঠোপযোগী দেবনাগর অক্ষরে মাত্র দেড় টাকায় পাওয়া যায়—গীতা প্রেসের সংস্করণ। বাংলা সংস্করণ কিন্তু এরূপ সুলভ একখানিও নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ভক্তিধর্ম্ম সমালোচনায় একটি নবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে যাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত কোন বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ চরিত্রে' ভাগবতের কোন কোন অংশকে অস্বীকার করিলেও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দিকে

আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভাগবতের আলোচনা নবরূপ গ্রহণ করিয়াছে। স্বদেশীযুগের বিপিন পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি দেশনায়কগণ শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও ভাগবত ধর্ম্মের বিশেষ প্রচাব হইয়াছে। বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সুপ্রসিদ্ধ বক্তা কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের অকুণ্ঠ কণ্ঠের বাণীতে বাংলার প্রধান প্রধান ধর্ম্মসভায় ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারের কথা হয়তো এখনও কেহ কেহ ভুলিতে পারেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনে এক দিকে মধুসূদন সার্ব্বভৌম, বনমালী গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভু, মদনগোপাল প্রভু ও কলিকাতায় কেদাবনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়, বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভু, শ্যামলাল প্রভু, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ, কথকতায় শ্রীধর কথক, মোহন গোস্বামী প্রভু, কৃষ্ণকুমার কথক, বাঘনাপাড়ার নীলকান্ত গোস্বামী, বিপিন বিহারী গোস্বামী, জানকীনাথ ভাগবত ভূষণ, বর্দ্ধমানে শ্রীরূপ শিরোমণি, শ্রীগদাধর শিরোমণি, গোকুলচাঁদ প্রভু, সত্যানন্দ প্রভু, প্রাণগোপাল প্রভু, রাধাবিনোদ প্রভু, বৈকুণ্ঠ বাচস্পতি, গৌরগোবিন্দ ভাগবত পরমহংস প্রভৃতি ভাগবত ব্যাখ্যাতৃবর্গ বিচিত্র রসের পরিবেশন দক্ষতায় সাধনামৃত দান এবং সাহিত্য প্রচারে ভাগবত মণ্ডপে শ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারের মধ্য দিয়া সমাজ সেবায় ইঁহারা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কোন আত্মবিস্মৃত জাতি ভিন্ন ইঁহাদের দানকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ইঁহাদের প্রতিভা—কণ্ঠস্বর—বর্ণনাচাতুর্য্য—রসসৃষ্টি দক্ষতা ও আদর্শজীবন বাঙ্গালী মনকে নানাভাবের দোলার মধ্যেও ভাগবতমুখী করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীভগবানের সমীপে প্রার্থনা করি তিনি আমাদিগকে আত্মস্থ হইবার সুযোগ দিন। আমরা যেন নিজেদের সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও সাহিত্যকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিয়া কায়মনোবাক্যে উহার রহস্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।

যুগের জিজ্ঞাসা বিজ্ঞান-সম্বিৎ। জীবন, ধন, সংরক্ষণ এবং পোষণ বিজ্ঞানের প্রয়োজন। স্বচ্ছন্দ গতির বাধক যাহা তাহাই ধ্বংস কর। এই নীতি প্রত্যক্ষে সুখদায়ক প্রতীয়মান হইলেও মানব গোষ্ঠির ধ্বংসের কারণ হইবে। তাই আজ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকগণ ধ্বংসের অস্ত্র সংবরণ করিবার পরামর্শ করিতেছে। অনন্ত শক্তি বিশ্বকারণ কণার কাল-মূর্তি দর্শন করিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়াছেন ক্রমে শক্তি প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হইতেছেন। ধর্ম তাহাদের বিজ্ঞান। বেদান্ত বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অফুরন্ত জ্ঞানময় পরতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাগবতগণের চেতনা প্রসারিত হইয়াছিল।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পবমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এই কথায় অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব নির্দেশ বিশেষ বিচার্য্য। অফুরন্ত সেই জ্ঞান পরম ব্রহ্ম, পরম আত্মা, পরম পুরুষ ভগবান বলিয়া আখ্যাত হয়। নাম পৃথক্ হইলেও বস্তুর পার্থক্য নাই।

কালের প্রভাবে মানুষের মন বিভিন্নমুখী হইতে পারে। কখন জাগতিক সুখ কখনও বা অধ্যাত্ম সুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে। সমাজ বিবর্ত্তন—অবস্থার পরিবর্ত্তন—কালের প্রভাব—সমাজ ব্যবস্থা—অর্থনৈতিক চাপ মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করে, ইহা অনস্বীকার্য্য। আদর্শের প্রতি আগ্রহও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কখনও সেখানে মনের বেগ প্রবল হয়, আবার কখনও বাহিরের চাপ উহাকে প্রশমিত করে।

ভাগবতে বর্ণিত কংস শিশুপাল অসুরগণ অধ্যাত্ম নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন নাই। তাহারা নিজেদের ব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিয়াছিল। তাহাদের নীতি ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সংসাধনে সার্থক হয় নাই। তাই অধিকাংশ মানবের মঙ্গলের জন্য সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের আবির্ভাব

হইয়াছিল। ক্রম বিবর্ত্তন-বাদ নয় যুগ প্রয়োজনেই ভগবানের অবতার প্রকাশের ভূমিকা রচনা।

ভাগবতে মানব গোষ্ঠীর বিচিত্র দুঃখ বিপদ সামাজিক রাষ্ট্রিক ব্যক্তি-গত ও সমাজগত নির্য্যাতন সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জগদুদ্ধারক ভগবানের অসংখ্যাত আগমন ধ্বনিত হইয়াছে।

যন্ত্রাসুর যখন মানুষের গতি নিয়ন্ত্রণ করে—অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাই যখন জাতি ও গোষ্ঠির মান নির্ণয় করে—সুকুমার বৃত্তি যখন দুর্বলতা বলিয়া পরিত্যজ্য বিবেচিত হয়—সৌন্দর্য্যবোধ মোহ বলিয়া নিন্দিত হয়, তেমনি এক দুর্বার সংকট কালে আমাদের পথ দেখিয়া চলিতে হইবে। ভাগবত আমাদিগের সন্দেহ সংশয় নিরসন করিয়া কোনও অভিনব পথ প্রদর্শনে সহায়তা করে কিনা তাহাই আজ বিবেচ্য। রাষ্ট্রনায়কের নির্দেশ করেন মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের স্থান আর নাই। ক্ষুদ্র দেশাত্মবুদ্ধির মুল্য কমিয়া গিয়াছে। তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার মান পৃথিবীর আর সকল জাতির সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে। বিশ্বজোড়া একটি ঘর করিবার জন্য আগাইয়া যাইতে হইবে। এজন্য তোমাকে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও সার্থকতা সংসাধনের ডাক আসিয়াছে। ইতিহাসের শিক্ষা ভুলিলে চলিবে না। অতীত অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যত ও অতীত হইবে, কিন্তু ভবিষ্যতের সমুন্নতির জন্য বর্ত্তমানকে হারাইওনা। তোমার যে জ্ঞান সম্বিৎ আছে, উহা ব্যক্তি ও জাতির সত্য দর্শনের পথ মুক্ত করিয়া দিক্। সত্য চিরন্তন, ইতিহাস পরিবর্ত্তনীয়। 'রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট" এই কথা পুরাণ কথা—পুরাণ পুরুষের আরাধনা চিরন্তনী।

ভাগবত সেই অধ্যাত্ম সাধনার উদ্দেশ দিয়াছে। ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে জীবন অধন্য। জড় বিজ্ঞান যে মৃত্যুর সংবাদ আনিয়াছে, উহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ অমৃত অভী অনন্তসত্বার পরিচয় হয় ভাগবতে।

রাজা পরীক্ষিৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই অমৃতলোকে বিচরণের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

লৌকিক অভ্যুদয়ের সহিত অধ্যাত্ম সমুন্নতির বিরোধ থাকিতে পারে না। যুদ্ধজীবি মানুষ ধার্ম্মিক নয়, ইহা যদি কেহ মনে করে তাহার ভ্রম সংশোধনেব প্রয়োজন আছে। ত্যাগ বৈরাগ্যবান মানুষ দুর্বল ভীরু হইবে একথা একান্ত অসত্য। ভক্তিময় জীবন যাপন করিয়া সেই ব্যক্তি দেশাত্মবোধের ভূমি হইতে বিচ্যুত হইবে একথা ভাবনাও মহাপাপ। যিনি ভগবদবিশ্বাসী তাহার ন্যায় শক্তিমান বীর্য্যবান্ আর কেহ হইতে পারে কি ? ভক্তি-নির্মল দৃষ্টিলাভ করিলেই অনন্তবীর্য্য পরমেশ্বরের মহিমা উপলব্ধি হয়। সত্যদ্রষ্টার আত্মায ও পরবুদ্ধি দূর হইযা নিখিল বিশ্বে এক গোষ্ঠির প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশোমৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

ভাগবতগণ ভাবিবেন সর্বত্র তাহার আরাধ্য দেবতা সর্বজীবে অবস্থান করেন। দান, মান, মৈত্রীতে অভিন্ন ভাবিবে। যে নিজের ও পরের উদর যন্ত্রণাকে খাদ্যাভাবকে ভিন্ন বলিয়া মনে করে সেই ভেদদৃষ্টিযুক্ত মানবকেই মৃত্যু ভয় দেখায়। একই আত্মা একই ভগবান একই তত্ত্ব সর্বত্র সর্বব্যাপক হইয়া আছেন। আজকার দিনে বিজ্ঞানীও পরমাণুর পরীক্ষায় আণবিক পরম একান্ত সত্যের দিকে 'একজাতীয় মহা-শক্তির উৎসের মুখে আসিয়া পৌঁছিতেছেন। ভাগবত বলেন—

প্রত্যাগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্।
ব্যাপ্যব্যাপক নির্দ্দেশ্যো হ্যনির্দ্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ॥

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥

দ্রষ্টাভোক্তা প্রত্যগ্ আত্মারূপে এবং দৃশ্য দেহ ও ভোগ্যবস্তুরূপে সর্বত্র একই তত্ত্ব ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপে অনির্দেশ্য ও নির্দেশ্যরূপে স্বয়ং অগোচর হইয়াও গোচরীভূত হইতেছেন। সেই পরমেশ্বর মায়ায় নিজ ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূলাবরণ উন্মোচন করিলেই তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য দর্শন হয়। "অস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।" সকল প্রাণীকে দয়া কর, বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর, ভাগবত এই শিক্ষা দিতেছেন। একমাত্র সেই মহান সত্যস্বরূপের সঙ্গেই সর্বপ্রকার সম্বন্ধ। তিনি নিত্য আর সকলই ভঙ্গুর।

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥

এই বিশ্ব যাহাতে আছে, যাহা হইতে উদ্ভূত, যাহা দ্বারা বিধৃত, যিনি বিশ্বরূপে স্বয়ং, যিনি ইহারও পরের পর, সেই স্বয়ম্ভুকে শরণ গ্রহণ করি। এক তোমাকে বহু মনে করিয়া মানুষ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় ছাড়া আর কি বলা যায়? "পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতোযে" অজ্ঞলোক ভগবান্‌কে না বুঝিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। ব্রহ্মা বলেন—জড় ও জীবে আপনাকে ধরিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া সাধুগণ সর্ব্বাশ্রয় আপনাকে হৃদয়ে অন্বেষণ করেন, আবার প্রত্যাগাত্মাস্বরূপে আপনাকে দর্শন করেন। তাহাদের ক্ষেত্রেই "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" শ্রুতি সার্থক হয়।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

আপনার পাদপদ্ম কৃপাকরুণায় আপনার যথার্থ মহিমা জানা যায়, উহা ভিন্ন দীর্ঘকাল অনুসন্ধানেও কেহ জানিতে পারে না। যাহারা জড় বাদের

চক্রব্যূহে পড়িয়া কেবল অর্থনৈতিক সমুন্নতিকে বড় বলিয়া ভাবেন তাহারা ভাগবতের একটি শ্লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন, এই পরিদৃশ্য ভোগ্য সংসারের মূল কোথায় ?

যস্মিনিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথা তন্তুবিতান সংস্থঃ।
য এষ সংসার তরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥

কাপড়ের আশ্রয় সূত্র, বিশ্বের কর্ম্মবৃক্ষের আশ্রয় শ্রীভগবান। কর্মময় সংসার বৃক্ষের সুখ ও দুঃখ দুই ফল। ভোগী কামী জনগণ দুঃখের ফল ভোগ করে দুঃখ পায়। ত্যাগী নিষ্কাম জন সুখের ফল পরমাত্মার রস পায়। সেই ব্যক্তি গুরুর উপদেশে পরম তত্ত্ব জানিতে পারে, তুমিও পার।

অধ্যাত্মবাদীর নামে যাহারা জড় বিদ্যার সমালোচনা ও অনুশীলন করে, তাহারা ধর্ম জগতের হিতকামী নয়। জড় বিজ্ঞান আমাদিগকে জাতিগোষ্ঠির মধ্যে উন্নত আসনের অধিকারী করিবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনয়ন করিবে এবং দেহ দৈহিক সুখ সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি করিবে, কিন্তু সুপ্রাচীন পুরাণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধনধান্য ভোগ ঐশ্বর্য্য-প্রমত্ত জনগণের পরিণতির কথাও আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লভ্য ত্যাগ বৈরাগ্য পরমেশ্বর আরাধনা লৌকিক সুখের জন্য পরিহার করিতে হইলে মানব জীবনের অধ্যাত্ম চেতনার পরম উৎকর্ষের হানি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্য ভাগবত

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল প্রমাণ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করেন সেইগুলি আলোচনা করা

প্রয়োজন। ইহাতে ভাগবত যে নিগূঢ় সিদ্ধান্তের আকর তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ভগবানের বন্দনারও পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোষ্ঠীর চরণে প্রণাম করিয়া ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠতা, ভাগবতের "মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা" ভগবানের এই উক্তি দ্বারা তিনি সমর্থন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, বৃন্দাবন দাস শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনায় বলেন—

"ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥

শ্রীনিত্যানন্দ বলরাম অভিন্ন স্বরূপ। তিনিই সহস্র বদন শ্রীঅনন্তদেব ভগবানের শয্যা, আসন, পাদুকা প্রভৃতি রূপে এই সঙ্কর্ষণ বলদেব। ইঁহারই বন্দনায় শঙ্কর ও পার্ব্বতীর সন্তোষ।

তিনি বলেন,—

পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হৈয়া॥
পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত কথা।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম গাথা॥

সর্ব্বসাধারণে জানে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছেন। মধু মাধব দুই মাস বৃন্দাবনে বলরামের অবস্থান ও রাসলীলার কথা চৈতন্য ভাগবত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেই প্রমাণ শ্লোক উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে বলেন—

সেই সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥

শুধু প্রমাণ নয় তাঁহার নির্দ্দেশ—

ভাগবত শুনি যার রামে (বলরামে) নহে প্রীত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পথে সে জন বঞ্চিত॥

শ্রীভাগবত ও শ্রীগীতাই যে ভগবানের অবতারবাদের মূল আকর এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্যন্ত বাংলা দেশে যে ভাগবতের ভক্তিবাদ বিশেষ প্রচার লাভ করে নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোষ্ঠীবিচার প্রসঙ্গে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর মুখে আমরা শুনিতে পাই—

ভাগবত ধর্ম্ম হয় ইহার শরীর।
দেব দ্বিজ গুরু পিতৃ মাতৃভক্ত বীর॥

ভাগবত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য পণ্ডিতগণের সমীপে অগোচর ছিল না। নামকরণ দিবসে ব্রাহ্মণগণ গীতা ভাগবত পাঠ করিয়াছেন।

সর্ব্ব শুভক্ষণ নামকরণ সময়ে।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়ে॥

শিশুর ভবিষ্যৎ প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য কতগুলি মাঙ্গলিক দ্রব্য ধরিতে দেওয়া হয়। এইভাবে ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি নবকুমার শচীনন্দনের সম্মুখে রাখা হইল।

জগন্নাথ বোলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥

তখন সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন ভাগবত ধরেন। বালক গৌরাঙ্গ নারীগণের আদরেও ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তাহাকে সুস্থ করিবার জন্য নারীগণ হাত তালি দিয়া হরিনাম করে। বালক তাহাতেই শান্ত হয়।

নদীয়ার নারীগণ তখন সর্ব্বদাই হরিনাম করে। তাহাদের দ্বারা হরিনাম উচ্চারণ করাইবার সুকৌশল বালক গৌরাঙ্গের—

তান ইচ্ছা বিনা কোনো কর্ম্ম সিদ্ধ নহে।
বেদ শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥

নন্দনাচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভমিলন দিবস বৈষ্ণব জগতে এক বিরাট সন্ধিক্ষণ। সমগ্র ভারতের প্রতিটি তীর্থে যাহার অন্বেষণ করিয়া ছুটিয়া পরিশেষে নদীয়ায় আসিয়াছেন নিত্যানন্দ অবধূত, আজ তাঁহার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের প্রভুটির সম্মুখে আনন্দে স্তম্ভিত। তিনি একদৃষ্টি হইয়া বিশ্বম্ভরের মুখমণ্ডল শোভা দেখিতেছেন। স্তব্ধ নিত্যানন্দ তত্ত্ব গৌরসঙ্গী ভক্তগণ বুঝিতে পারিতেছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন শ্রীবাস পণ্ডিতকে ভাগবতের একটি শ্লোক উচ্চারণ করিতে বলিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনক কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধর সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
বৃ‍ন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥

মহাভাগবতের সমীপে ভাগবতের মাধুরী প্রকাশ হইল।

তখন শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মুর্চ্ছিত হৈয়া নাহিক চেতন॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমিক ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীহরিবাসরের আনন্দ সঙ্কীর্ত্তন নবযুগে নবসাধনার প্রবর্ত্তন। এই উৎসবের আনন্দ যাহারা পাইয়াছেন তাহারা ধন্য। শ্রীল বৃন্দাবন দাস দুঃখ করিয়া বলেন—

হইল পাপীষ্ঠ জন্ম তখনে না হৈল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥

কলিযুগে আশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাস সুতে॥

সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দ ইতিপূর্ব্বে এরূপ কখনো কেহ দেখে নাই।

নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত জীবন!
আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘন ঘন॥
যাহা নাহি দেখে, শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে॥

বৈষ্ণবগণ ভাগবতের ধর্ম্মসম্বন্ধে সুন্দর সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা আমরা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই।

নিন্দায় নাহিক লভ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
সভার সম্মান—ভাগবত ধর্ম্ম হয়ে॥

এই উদার মতবাদ বিশ্বের চমৎকৃতি। বৈষ্ণবের বিশ্বাস।

ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্ন্যাস করিলে সে মূর্ত্তি পুজ্য হয়।
জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর বেদে কয়॥

সন্ন্যাস ধর্ম্মের মহিমা ও ভাগবত মতের মহিমা তুলনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস বলেন—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিব সেহো নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল গোখরম্। ১১।২৯

* * *

প্রবিষ্ট জীব কলয়া তত্রৈব ভগবানিতি॥

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য ধরি ॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সভারে প্রণতি।
সে-ই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি ॥
শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহা মহাভাগ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অনুগ্রহে অভিমানী ভাগবত ব্যাখ্যাতা দেবানন্দের বৈষ্ণবে আদরবুদ্ধি হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ভাগবত শ্রবণে ভাবাবিষ্ট ক্রন্দনপরায়ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসকে যিনি ব্যাখ্যা স্থান হইতে ভাগবত-কথা ব্যাঘাতক মনে করিয়া বাহির করিয়া দেন, সেই দেবানন্দ পণ্ডিত ভক্ত সঙ্গগুণে বুঝিয়াছেন—

কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত আদি সর্ব্বশাস্ত্রে কহিয়াছে দঢ় ॥

একদিন পণ্ডিত দেবানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সমীপে আসিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণে লজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন—বক্রেশ্বর পণ্ডিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বিদ্যমান। দেবানন্দ, তুমি সেই বক্রেশ্বরের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছ। তাহার সঙ্গগুণে অতীর্থও তীর্থরূপে পরিণত হয়। মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে দেবানন্দ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—প্রভু, তুমি এই জগতের উদ্ধার করিবে বলিয়া আসিয়াছ। আমি যদিও এই নবদ্বীপেই আছি তথাপি তোমার আনন্দময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। আমি অজ্ঞ হইয়াও ভাগবত ব্যাখ্যার অভিমানে নিজেকে পরম বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিয়াছি। আমি আমার ভুল বুঝিয়াছি। এখন তোমার আজ্ঞা চাই। কি ভাবে ভাগবত ব্যাখ্যা করিব বা অপরকে পড়াইব তাহার নির্দ্দেশ দাও।

দেবানন্দের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করেন উহা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনীয়। তিনি বলেন—

শুন বিপ্র ভাগবতে এই ব্যাখানিবা।
ভক্তি বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা॥
সবারেই এই ভাগবতের ব্যাখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।

*　　　*　　　*

না বাখানে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায়
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের কৃপা পাত্র

মহাপ্রভু মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই নাহি বুঝে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন॥

শ্রীভাগবত প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গস্বরূপ। উহাতে মধুর ও পরম রহস্যময় কৃষ্ণলীলা বর্ণিত আছে। স্বয়ং প্রকাশ ভাগবত ব্যাসের হৃদয়ে কৃষ্ণকৃপায় প্রকাশিত। এরূপ ভক্তিরসপূর্ণ ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াও অনেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের মহিমা খ্যাপন করিতে চেষ্টিত হন। তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। তুমি কিন্তু কখনও ভক্তিভিন্ন মুক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইও না। ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব ভক্তিতত্ত্ব বিস্তারে। আরও শুন—

ভাগবত পুস্তকো থাকয়ে যার ঘরে।
কোনো অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥

ভাগবত পুজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠন শ্রবণে ভক্তি পায়॥

ভাগবত এই কথা ভক্ত ও শাস্ত্র এই দুই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাগবত পূজা, পাঠ ও শ্রবণে ভক্ত নিজেও ভাগবতরূপে পরিণত হন।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর মুখে ভাগবত রহস্য প্রকাশ করিয়া বলেন শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীমদ্ভাগবতের রসের মূর্ত্তি।

ভাগবত রস নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যিনি সঙ্কর্ষণ, সহস্র বদন অনন্ত দেব তিনিই সহস্র বদনে ভাগবত রসমাধুরী অনুক্ষণ গান করিয়াও উহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। ভাগবত মহিমা অনন্ত অপার।

বৈষ্ণব, শেষ, রমা, অজ, ভব, এমন কি নিজের বিগ্রহ হইতেও ভগবানের প্রিয়। এ সম্বন্ধে ভাগবত প্রমাণ—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দেখিলেন সংসারে ভক্তিবিমুখ লোকের সংখ্যাই অধিক। তিনি নিজে এই কৃষ্ণবিমুখতা ভক্তিবিমুখতা দূর করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই কার্য্য সাধনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইল গীতা ও ভাগবত।

নিরন্তর পড়ায়েন গীতা ভাগবত।
ভক্তি বাখানে মাত্র গ্রন্থের যে মত॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শ্রবণে মহাপ্রভু সন্তোষ লাভ করিতেন।

সঙ্কীর্ত্তন ভাগবত পাঠ ব্যবহারে।
বিদূষক লীলায় কি অশেষ প্রকারে॥
জন্মায়েন প্রভু সন্তোষ শ্রীবাস।
যার ঘরে প্রভুর সর্ব্বদা প্রকাশ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীভাগবতকে বেদের সমান গৌরব প্রদান করিয়াছেন। বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম একপর্য্যায়ে ব্যবহার ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যথা— বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণ তত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম॥

ভাগবতের প্রসিদ্ধ শ্লোকাবলীর তাৎপর্য্য নির্ণয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কাব্য রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, উহা অপরাজেয়। অতি সুসংযত অল্পাক্ষরে শ্লোকের অর্থ চৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারে যেমন আছে, এরূপটি আর কোথায়ও নয়। ভাগবতের শ্লোক প্রমাণ উল্লেখ করিবার মুখবন্ধ কি সুন্দর তাহা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। একটি নমুনা দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥

* * *

প্রকাশ বিশেষে তেহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান॥

তার পরই দেখিতেছি ভাগবতের শ্লোক—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্লোকের তাৎপর্য্য বর্ণনার চাতুর্য্য যথা—

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

ইহা হইতে সহজ সরল কোন্‌ ভাষা আছে যাহা দ্বারা ভাগবতীয় পদ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারিত? আরও পরিস্ফুট ভাবে তিনি বলিয়াছেন—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাহার রূপ॥

ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রচারে ব্রতচারী কৃষ্ণদাস যে ভাবে সেই শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলিকে পয়ারের সহজ ছন্দে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতার পরিচায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও অবতারত্ব প্রমাণ বিচারে তিনি বলেন—

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ॥

গোপীনাথ আচার্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যে ঈশ্বরত্বের বিচার সেই প্রসঙ্গে দেখা যায়—সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে ভাগবত বর্ণিত মহাভাগবতের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া একজন মহাভাগবত বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী, তাহার উপর আর কিছু তিনি ভাবিতে পারেন না। গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুকে পরম ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান বলিয়া বুঝিয়াছেন। কাজেই তিনি দুঃখিতভাবে বলেন—

ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রমাণ।
সেই দুই গ্রন্থ বাক্যে নাহি অবধান॥

সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥

এই বলিয়া ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোক প্রমাণ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মন ফিরিয়া গিয়াছে। এখন তিনি মহাপ্রভুর একজন ভক্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণ ধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম।

এমন কি একান্ত ভক্তির প্রেরণায় ভাগবতের তাৎপর্য গ্রহণে এখন শুধু ভক্তির মহিমাই দর্শন হয়। তাহাতেই দেখিতে পাই, ভাগবতের শ্লোকস্থিত পদের পাঠ অন্যথা করিতেও তিনি দ্বিধা করেন না।

যথা— ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোক শেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥
তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণ।
ভুঞ্জান এবাত্ম কৃতং বিপাকং
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে।
জীবেত যো 'মুক্তিপদে' স দায়ভাক॥

এই শ্লোকেই পাঠ ফিরান হইল 'ভক্তিপদে'—তখন—

প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহা পাঠ হয়।
ভক্তিপদে কেনে পড় কি তোমার আশয়॥
ভট্টাচার্য কহে মুক্তি নহে ভক্তি ফল।
ভগবদ্‌ বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভাগবতের মুখ্য প্রয়োজন সম্বন্ধে যে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, উহা বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রোজ্‌ঝিত কৈতব ধর্ম—মুক্তির

অভিসন্ধি রহিত শুদ্ধ ভক্তিই যে ভাগবত প্রতিপাদ্য এখানে উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাযুজ্য মুক্তি সম্বন্ধে ভট্টাচার্য বলেন—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুক্তিপদের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া বলেন,—মুক্তি পদে যার সেই ঈশ্বরকেও মুক্তিপদ নাম দেওয়া যায়। তাহা হইলে আর শ্লোকের পাঠ ফিরাইবার প্রয়োজন থাকে না। সার্বভৌমের অন্তর ভক্তি প্লাবনে বিশুদ্ধ হইয়াছে।

সার্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি।
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্যদোষে কহন না যায়॥

ভাগবত সেবার ফল ভট্টাচার্যের জীবনে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রচার করিয়াছেন, ভগবান কিভাবে ভক্তের নিকট ঋণী হইয়া থাকেন। তিনি বলেন—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

ভগবানের মুখের বাক্য যথা—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ॥

যা মাভজন্ দুর্জয় গেহশৃঙ্খলাঃ।
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

এই শ্লোকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের উল্লেখ করা হইয়াছে—যাহাতে সর্বেশ্বর ভগবান বশীভূত এবং ঋণী বলিয়া স্বীকার করেন, উহা ভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য—এখানেই ভাগবতের অপূর্বতা। অপর কোনো শাস্ত্রে এরূপ প্রেম সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাগবতেই মহাভাগবতের বা পরমশ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ বর্ণিত আছে।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাহা যাহা দৃষ্টি পড়ে তাহা ইষ্ট স্ফূর্ত্তি॥

সবভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

সনাতন শিক্ষা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাগবতের আগু শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। সনাতন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন—

অতি ক্ষুদ্র জীব মুই নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন বলিলেন অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ সত্যত্রেতাদ্বাপরাদি যুগে যে সকল অবতার হইয়াছেন তাঁহাদের কথা আমরা শাস্ত্রেই দেখিয়া থাকি উহা হইতেই অবতার প্রসঙ্গ বিচারণীয় হইয়া থাকে। ভগবান যে পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, সে কথা শাস্ত্র হইতেই শিক্ষা পাই। আবার শাস্ত্রই অবতার পুরুষের আগমন সময়, তাহার রূপ, তাঁহার কার্য্য প্রভৃতি বর্ণনা করেন। অতএব কেহ স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়া কোনো জীববিশেষকে অবতার বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিলে প্রতিপদেই তাহাকে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে হইবে। শাস্ত্র

ছাড়া ভগবানকে প্রমাণ করার চেষ্টা শাস্ত্র অমান্য করা এবং ভগবানকে অস্বীকার করা।

গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীনিবাস আচার্য

শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস নীলাচল নিবাসী শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সমীপে আগমন করিলেন। পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভুর অদর্শন দুঃখ সাগরে নিমগ্ন। অনবরত অশ্রুধারা। শ্রীনিবাসকে বাৎসল্য স্নেহে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। কি করুণ মধুর সম্ভাষণ তাঁহার। তিনি বলেন—

ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ।
পড়াইতে তোমারে আমারো ছিল সাধা।
কারে কি কহিব হৈল বিপরীত বাধা॥

আর কথা বলিতে পারেন না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয় আত্মসম্বরণ করিয়া আবার তিনি ভাগবতের শ্লোক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। শ্রীনিবাসের প্রতি তাঁহার অসীম কৃপা। গদাধর পণ্ডিত বলেন—"শ্রীনিবাস তুমি বৃন্দাবনে যাইবে, সেখানে তোমার ভাগবত সমালোচনার পূর্ণ সুযোগ হইবে। তুমি সফল মনোরথ হইবে।" এই সকল কথা বলিয়া তিনি একখানা জীর্ণ ভাগবতের পুঁথি আনিয়া শ্রীনিবাস আচার্যকে দিলেন—এই গ্রন্থ সেই গ্রন্থ যাহা নরেন্দ্র সরোবর তীরে মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে পাঠ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীনিবাস শ্রীগ্রন্থ করিয়া নমস্কার।
অক্ষর দেখিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥

শ্রীচৈতন্য প্রভু গদাধর নেত্রজলে।
মধ্যে মধ্যে বর্ণলোপ পাঠ নাহি চলে॥

প্রেমের চিহ্নাঙ্কিত শ্রীভাগবত পুঁথি দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিলেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীভাগবত

বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রশংসায় মুখর গ্রন্থকার শ্রীহরিভক্তি বিলাসে স্কন্দপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলেন—

পৌরাণং বৈষ্ণবং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমথবাপি চ
শ্লোকপাদং পঠেদ্‌যস্তু গোসহস্রফলং লভেৎ।

পুরাণসম্বন্ধি হরিমহিমা প্রকাশক শ্লোকের একটি, অর্দ্ধাংশ বা একপাদ অধ্যয়ন করিলেও সহস্র ধেনু দানের ফল লাভ হয়।

শ্রীভাগবতের কথাতো সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। যাঁহাদের গৃহে ভাগবত শাস্ত্র আছে, তাঁহাদের পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষেরা আনন্দে নৃত্য করেন।

ধারয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে
আস্ফোটয়ন্তি বল্‌গন্তি তেষাং প্রীতাঃ পিতামহাঃ॥

দান যদি করিতে হয়, ভাগবতই দান কর। এই দান শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। দাতা বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারেন।

যচ্ছন্তি বৈষ্ণবভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটি সহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসন্তি তে॥

প্রতিদিন ভাগবত পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লাভ হয়।

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশ পুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

পদ্মপুরাণে গৌতম অম্বরীষ কথা প্রসঙ্গে দেখা যায়—

শ্লোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা।
লিখিতং তিষ্ঠতি যস্য গৃহে তস্য সদা হরিঃ॥
বসতে নাত্র সন্দেহো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।

এক শ্লোক, অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশও ভাগবতের লিখিত থাকিলে সেই গৃহে শ্রীহরি বাস করেন। গরুড় পুরাণে ভাগবতকে সামবেদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ। (১) কর্ম, (২) জ্ঞান ও (৩) দেবতাভেদে বেদের তিনকাণ্ড প্রসিদ্ধ। ভাগবত কর্মকাণ্ড বর্ণিত যাগ যজ্ঞ দান প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্মানুষ্ঠানে ও দানে স্বর্গাদি ভোগ, কে কাহার বেশী সুখ অধিকার করিল, ইহা লইয়া পরস্পর দ্বেষ ও মাৎসর্য্য বোধ জাগ্রত হয়। ভাগবত শ্রবণে ভক্তি স্বভাবে সে জাতীয় ভাব দূর হয় এবং পরম আসক্তির ফলে প্রীতির উদ্রেক হয়। ফলে মাৎসর্যগন্ধ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য কর্মকাণ্ড-বিষয় হইতে ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

ভাগবতে বাস্তব পারমার্থিক বস্তুর জ্ঞান হয়। বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিক দ্রব্যগুণাদি বিচার করিয়াছেন, কিন্তু পারমার্থিক সত্য বিচার স্ফুট ভাবে করেন নাই। ভাগবতে পারমার্থিক বস্তু ও তাহার অংশ জীব—তাঁহার শক্তি মায়া—তাঁহার কার্য জগৎ বিচার করিয়া এইগুলি যে সেই পরমার্থ বস্তু হইতে পৃথক্ নয় তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দিক-দিয়া জ্ঞানকাণ্ড বর্ণিত বিষয় হইতেও ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা। দেবতাকাণ্ড দেবতার মহিমা বলিয়াছেন। তাঁহাদের স্তব স্তুতি করিলে দেবতার সান্নিধ্য হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হয় এরূপ কথা পাওয়া যায় না। ভাগবত ঘোষণা করিয়াছেন, ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা করিলেও ভগবান সেই সময় হইতেই সেই ভাগ্যবানের হৃদয়ে তাঁহার রূপ লাবণ্য লীলামাধুর্য পার্ষদ বান্ধব সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সর্ব্বদা অনুভূত হইতে থাকেন। অতএব দেবতাকাণ্ডের বিষয় হইতে ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

অযত্নেই কেবল কৃপায় ভাগবত প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে পারা যায় বলিয়া সাধনান্তর নিরপেক্ষ। এই দিক্ দিয়া অন্য সাধন হইতে ইহার

শ্রেষ্ঠতা। সাধক সাধনায় ক্লেশ অনুভব করিলে তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। ভাগবত পরম সুখদায়ক কাজেই সাধকের দিক্ দিয়াও ইহার শ্রেষ্ঠতা। তৃতীয়তঃ সাধ্য বিচারেও দেখা যায়, অন্য সাধন তাপত্রয় নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হয় বটে, সংসার বীজ বা দুঃখ বীজ ধ্বংস করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। ভাগবত ত্রিবিধ তাপের বীজ উন্মূলিত করিয়া প্রেম দান করে; অতএব অন্য সকল সাধ্যতত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

শাণ্ডিল্য ও ব্রজরহস্য

শাণ্ডিল্য মুনি গোত্র প্রবর্ত্তক পরমাচার্য। তাঁহার ভক্তিসূত্র শাণ্ডিল্য-সূত্র নামে প্রসিদ্ধ। উপনিষদেও শাণ্ডিল্যবিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ অংশ সগুণ সর্ব্বাধার রসময় পরতত্ত্বের নির্দ্দেশ দিয়াছে। ব্রজরহস্য বর্ণনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় স্কন্দ পুরাণে।

গুণাতীতং পরংব্রহ্ম ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে।
সদানন্দং পরং জ্যোতির্মুক্তানাং পদমব্যয়ম্॥

প্রাকৃত গুণাতীত ব্যাপক পরব্রহ্ম যিনি সদানন্দস্বরূপ মুক্তপুরুষের পরম গতি পরম জ্যোতি তাহাকে ব্রজ বলে। সেই রহস্যময় ব্রজেই সদানন্দ বিগ্রহ আত্মারাম এবং আপ্তকাম নন্দনন্দনকে প্রেমিক ভক্ত অনুভব করেন। তাঁহার আত্মা রাধিকা। তাঁহার সহিত রমণেই কৃষ্ণের আত্মারামতা।

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ॥

তাঁহার বাঞ্ছিত গাভী গোপ গোপিকা নিত্যলীলা প্রভৃতি সর্ব্বদাই আছে এইজন্য তিনি আপ্ত কাম।

কামাস্তু বাঞ্ছিতাস্তস্য গাবো গোপাশ্চ গোপিকাঃ।
নিত্যাঃ সর্বে বিহারাদ্যা আপ্তকামস্ততস্ত্বয়ম্॥

কৃষ্ণের লীলা বাস্তবী ও ব্যবহারিকী ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ জীবের জন্য ব্যবহারিকী লীলা। বাস্তবী লীলা স্বসংবেদ্যা। সাধারণ জীব প্রাকৃত নয়নে বৃন্দাবন মথুরাকে দেশবিশেষ রূপেই দর্শন করে। তাহাতেই মনে হয়, এই স্থানে কোনোকালে কৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন। এখন সেই সকল লীলাস্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। অপ্রাকৃত দর্শন ও মনে প্রেমিক কিন্তু সেরূপভাবে এই বৃন্দাবন মথুরা সম্বন্ধে ধারণা করে না।

অত্রৈব ব্রজভূমিঃ সা যত্র তত্ত্বং সুগোপিতম্।
ভাসতে প্রেমপূর্ণানাং কদাচিদপি সর্বতঃ॥

পরম রহস্যময় ব্রজভূমি প্রেমিকগণ দর্শন করেন। ব্যবহারিক লীলায় দৃষ্টিসম্পন্ন অনধিকারী ব্যক্তি বৃন্দাবন শূন্য বলিয়াই দেখে। পারমার্থিক ভাবে এখানে কৃষ্ণ নিত্যই অবস্থান করেন। মহতের অনুগ্রহে এই প্রেমদৃষ্টি লাভ হয়। ব্রজধাম গোলক বা শ্বেতদ্বীপ বলিয়াও পরিচিত। প্রাকৃত সৃষ্টির বাহিরে বিরজা কোথাও নদীরূপে আর কোথাও সমুদ্র বলিয়া বর্ণিত। ইহাকে কারণ সমুদ্র বলা হয়। এই কারণেরও অতীত পরব্যোম বা চিন্ময় আকাশ। চিন্ময় আকাশে জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক, ইহাকেই ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় মণ্ডল বলা হয়। এই পরমাকাশে দেবদেবীগণের ধাম অন্তর্ভূক্ত। সকলের উপর চরম ও পরম ধাম কৃষ্ণলোক বা দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন।

শ্রীমদ্ভাগবতে লোকান্তর সংবাদ

স্বর্গ নরক কোনো দেশ বিশেষ অথবা মনেরই কোন অবস্থা বিশেষ এ সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। প্রাচীন সমাজেও এই বিষয়ের আলোচনা হইত। চক্ষুর আড়ালে সব কিছুই আমাদের সংশয় উৎপন্ন করে। কতগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেগুলিকে অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা গ্রহণ

করিতে হয়। অনুমান করিতে হইলেও আংশিকভাবে প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত অগ্নি সম্বন্ধে অনুমান করা যায়, তাহার অস্তিত্বের হেতু ধূম দর্শনে। ধূম দর্শন প্রত্যক্ষ. উহারই উপর নির্ভর করিয়া অপ্রত্যাক্ষ অগ্নির অনুমান। কেননা যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। তাহার উদাহরণ, যেমন রন্ধনশালা প্রভৃতি। এই ভাবে যেখানে অনুমান করাও নির্দ্দোষভাবে চলে না, সেখানে আমাদের শব্দপ্রমাণ বা বেদানুগত শাস্ত্র বাক্যকে প্রমাণ স্বীকার করা ভিন্ন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ কবা অসম্ভব। লৌকিক কোনো যুক্তি প্রদর্শন সে বিষয়ে নিরর্থক।

ভাগবতে রাজা পরীক্ষিৎ নরক সম্বন্ধে এইভাবে প্রশ্ন করিয়াছেন, "নরকা নাম ভগবন্ দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রিলোক্যা আহোস্বিৎ অন্তরাল ইতি।" শুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কবিয়া বলেন—অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ (৫।২৬)। নরক দেশবিশেষই বটে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূ'ত। পৃথিবীর নীচে অতল, বিতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, সুতল ও পাতাল। এই সপ্ত পাতালের নীচে নরক। ভারতের দক্ষিণ দিকে এই স্থান নির্দ্দিষ্ট। পাপাচরণ করিলে এই স্থানে যম যাতনা ভোগ হয়। প্রধান পাপের ভোগ নারকীয় যোনিতে হওয়ার পর পৃথিবীতে যাতনাময় অবশিষ্ট ভোগ হয়। পৃথিবীতে দুঃখ ভোগ গৌণ নরক। মানুষ কিছু কিছু পুণ্যের ফল ভূ-স্বর্গেও ভোগ করে, সেইরূপ কিছু কিছু পাপের ফলও এখানে ভোগ হয়। এগুলি গৌণ ভোগ।

কপিলদেব দেবহূতি মাতাকে বলেন—

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥ (৩।৩০)

এই সংসারেই কাহারও নানারূপ ভোগের সামগ্রীতে স্বর্গসুখের মত আর

কাহারও রোগাদি দ্বারা নরক যন্ত্রণার মত স্বর্গ ও নরক গৌণভাবে ভোগ হয়। পাপ নিরত ব্যক্তির চরিত্রই প্রমাণ। পরনিন্দা, নিষ্ঠুরতা, অপবিত্রতা, নাস্তিকতা, দেবতা অস্বীকার, এইগুলি পাপের পরিণাম। ভাগবত বলেন—

ইত্থং কর্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।

আভূত সংপ্লবাৎ সর্গ প্রলয়াবশ্নুতেহ বশঃ॥ (১১।৩)

পাপকর্মনিরত জীব বার বার জন্মমরণ যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য। স্বপ্নে দেখা যায়, এক মানুষই দেশ দেশান্তরে কত মানুষের মূর্তি ধরিয়া নিজেই নিজেকে দেখিতেছে ; অথচ বুঝিবার ক্ষমতা নাই যে, আমি ঘুমাইয়া অচেতন অবস্থায় এই মিথ্যা দর্শন করিতেছি। জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই স্বপ্ন সবই অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মানুষের জন্মমৃত্যুও এই রকম একটা বিরাট অজ্ঞান ঘুমের বৃত্তির মত। কোনোও দেহ সম্বন্ধে যখন জীব-আত্মার খুব আত্মীয়তা বোধের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহের অভিমান হয়, তখন সেই আকর্ষণময় দেহের টানে তাহার জন্ম স্বীকার হয়। আবার কর্মের দোষে বা গুণে যখন কোনো দেহসম্বন্ধ অভিনিবেশ ছুটিয়া যায়—নতুন কোনো সূক্ষ্মদেহের আকর্ষণে আর পূর্ব্ব-শরীর সম্বন্ধে স্মৃতি থাকে না, তখন সেই মানুষের মৃত্যু হইল বলা হয়। জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে এই কথাগুলি ভাগবতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—

জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্বভাবেন ভূরিদ।

বিষয়াস্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ॥

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎস্মরেৎ পুনঃ।

জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ॥ (১১।২২)

শ্রীকৃষ্ণের কথায় আরও জানা যায়—কর্মই মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর কারক।

কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে।

সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে॥ (১০।২৪)

স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম আমাদের বন্ধনের উপর বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করে। ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম জন্মজন্মান্তরের বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। সেই কথাও বলা আছে—এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ। তএবাত্ম বিনাশায় কল্পতে কল্পিতাঃ পরে॥

ভারতবর্ষের জন্ম হীনকর্মে জীবন যাপনের জন্য নয়। সৎকার্যই করা কর্ত্তব্য।

পবিত্র ভারতভূমিতে মনুষ্য জন্ম হৈল যার।
জীবন সফল কর করি পর উপকার॥ (চৈঃ চঃ)

ভারতের মানুষ হওয়া দেবতার বাঞ্ছিত। ধর্মের জন্যই ভারতের গৌরব। ধর্মহীন হইলে ভারতেব ভারতীয়ত্ব দূব হইবে। রাজর্ষি ভরত তপস্যায় জ্ঞানে পরমেশ্বব আরাধনার আদর্শে ভারতকে স্বর্গীয় দেবতার লোভনীয় করিয়াছিলেন। দেবতারা বলেন—আমরা যে সকল যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান প্রভৃতি সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে এই স্বর্গে আসিয়াছি এই ভোগ শেষে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে যেন আমরা ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিতে পারি, আর 'শ্রীহরির সেবাই একান্ত কর্ত্তব্য' এই স্মৃতি যেন আমাদের থাকে।

যদ্যত্র নঃ স্বর্গ সুখাবশেষিতং
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনং
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্মনঃ স্যাদ্
বর্ষে-হরির্যদ্ভজতাং শং তনোতি॥ (৫।১৯)॥

ভাগবতেও নরকের বর্ণনা আছে। একুশ রকম যাতনা পুর্ণ নরকের কথা বলিয়া শুকদেব বলেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। দেহের পাপ, মনের পাপ, বাক্যের পাপ, সমূলে বিনষ্ট না হইলে মৃত্যুর পর অত্যন্ত যন্ত্রণা

ভোগ আছে। হয় নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত কর, আর না হয় ভগবানের সমীপে শরণাগত হও। ভাগবতের এই সঙ্কেত।

ন চেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ
কৃতস্যকুর্য্যান্মন উক্তি পাণিভিঃ।
ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি
যে কীর্ত্তিতা মে ভবতস্তিগ্ম যাতনাঃ॥

পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে অনাদর না দেখাইয়াও শুকদেব ঘোষণা করিয়াছেন—

স্তেণঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ
স্ত্রিরাজ পিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে।
সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্
নামব্যাহরণং বিষ্ণোঃ যত স্তদ্বিষয়া মতিঃ (৬।২)

লোকান্তরে দুঃখদায়ক কর্মফল ভোগ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে যে সকল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, ঐগুলি পাপ নষ্ট করে সত্য, কিন্তু পাপের বীজ নষ্ট করিতে সমর্থ নয়। প্রায়শ্চিত্তের পরেও আবার পাপে প্রবৃত্তি আসে। ভাগবত বলেন, ভগবদ্‌ভক্তি পাপের বীজ ধ্বংস করিয়া দেয়।

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎপ্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥

পাপের আত্যন্তিক নাশ করিতে হইলে শ্রীহরির গুণানুবাদ কীর্ত্তন ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

তৎকর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ। (৬।২)

শ্রীভগবানের গুণানুবাদকীর্ত্তন চিত্ত শোধন করে। যাহারা কর্ম্মবীজ

সমূলে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অবশ্যই হরিকীর্ত্তন করিবেন। কর্মবীজ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত জীবের জন্মমৃত্যুর অবসান হয় না। নানারকম দুঃখ ভোগকরিয়া জীব পরাধীনভাবে প্রলয়কাল পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগকরে। মরণশীল মানব মৃত্যুভয়ে ভীত। কত লোক লোকান্তরে তাহার গমনাগমন করিতে হয়। কোথাও সে নির্ভয় হইতে পারে না। সর্ব্বকারণকারণ আদিপুরুষ ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিলে সে নির্ভয় হইতে পারে। এই কথা ভাগবত বলেন—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
সর্ব্বান্ লোকান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎ পাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥ (১০।৩)

মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবমাত্রেরই জন্মমৃত্যু হইবে।

মৃত্যুর সময়ে কি ভাবে এক দেহ হইতে দেহান্তর হয়, সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন ভাগবত।

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলুকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ॥

জল মাটি আকাশ বাতাস অগ্নি এই পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন শরীর ত্যাগের সময় জীবাত্মা পূর্ব্ব কর্মদ্বারা পরিচালিত হয়। নূতন দেহ, যদিও উহা তখনও সূক্ষ্মরূপেই, তাহার কাছে উপস্থিত হয়, সেই দেহ সম্বন্ধে জীবাত্মার পূর্ণ আবেশ হইলে পূর্ব্ব ভৌতিক দেহ ত্যাগ হইয়া যায়। তাহার দেহান্তরে যাওয়া যেন এক পা আগে ভূমিতে ফেলিয়া আর এক পা তুলিয়া লওয়া। তৃণ জলুকা (জোঁক) যেমন এক তৃণ হইতে নিজের

শরীর প্রলম্বিত করিয়া অপর তৃণ অবলম্বন করে এবং পূর্ব্বতৃণ ছাড়িয়া দেয় জীবাত্মাও সেইরূপ এক শরীর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করে। মনুসংহিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংস্পৃষ্টস্তদামূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥

জীবাত্মা অণুর ন্যায় হইয়া স্থাবর জঙ্গমের যে কোন রূপে প্রবেশ করে, সেই সঙ্গে পূর্ব্ব মূর্ত্তি ত্যাগ করে। লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে সাংখ্য দর্শনের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাউক।

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্মপর্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥

যদি বলা যায় ধর্মাধর্মহেতু সংসার। সূক্ষ্ম শরীরের আবার ধর্মাধর্ম-যোগ কেমন করিয়া হইবে? আর তাহার দেহান্তর সংসরণই বা কেমন করিয়া হয়? এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলেন, সূক্ষ্ম শরীর ভাবসমূহের দ্বারা অধিবাসিত হইয়া দেহান্তরকে আশ্রয় করে। ধর্ম অধর্ম জ্ঞান অজ্ঞান বৈরাগ্য অবৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি মানবীয় ভাব। এইগুলির যোগে বুদ্ধি। বুদ্ধি যুক্ত সূক্ষ্ম শরীর। সেই সূক্ষ্ম শরীর আবার ভাবের দ্বারা অধিবাসিত। তাহার দৃষ্টান্ত দিলে বলিতে হয়, যেমন সুগন্ধি চাঁপা ফুলের সম্পর্কে কাপড়ও গন্ধযুক্ত হইয়া যায়, ঠিক তেমনই সূক্ষ্ম শরীরও ঐ সকল ভাব উহাতে না থাকিলেও উহাদের সম্পর্কেই বাসিত হইয়া লোকান্তরে গমন করে। দেহের সঙ্গে ষড়্ভাবাধিকার স্বীকার করিতেই হয়।

(১) জায়তে ইতি পূর্ব ভাবস্যাদিমাচষ্টে নাপরভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি। অর্থাৎ পূর্বভাবের আদিকে বলা হয়, পরের ভাবটি বলাও হয় না, নিষেধ করাও হয় নাই, এই 'জায়তে' কথায়।

(২) অস্তি ইতি উৎপন্নস্য সত্বস্যাবধারণম্ অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তুর সত্বা অবধারণ 'অস্তি'।

(৩) বিপরিণমতে ইতি প্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদ্বিকারম্ তাহার অর্থ যেভাবে বস্তু ছিল, তাহার সেই তত্ত্ব হইতে বিকার হওয়া।

(৪) বর্দ্ধতে ইতি স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ম্ সংযোগিকানাং বার্থানাম্। বস্তু যেরূপ থাকে উহার সহিত আরও কিছু সংযুক্ত হওয়ার নাম বৃদ্ধি।

(৫) অপক্ষীয়তে ইত্যপর ভাবস্যাদিমাচষ্টে। পরের পরিণত অবস্থার আদি ভাবের নাম অপক্ষয়।

(৬) বিনশ্যতি ইতি ন পুর্ব্বভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি। বিনাশ কথায় বস্তুর পুর্ব্বভাব বলা হইল না অথচ নিষেধ করাও হইল না অথচ বস্তুর অভাব স্বীকার করা হইল। এই ষড্ভাব বিকার ত্রিগুণময়।

স্বপ্ন দর্শন যেমন পুর্ব্বদৃষ্ট অথবা শ্রুত বিষয়ে হয়। একা স্বপ্ন দ্রষ্টা যেমন অনেক হইয়া নিজেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় রূপ হইয়া যায়, ঠিক মৃত্যু সময়েও পূর্ব্বাভ্যস্ত দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের চিন্তায় জীব অধীর হইয়া কোনো বিশেষ দেহে আসক্তি বশতঃ সেই দেহে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভি নিবিষ্ট চেতনঃ।
দৃষ্ট শ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥ (১০।২)

কোন্ দেহে জন্ম হইবে সেই বিষয়ে প্রেরণা দেয় অদৃষ্ট বা দৈব। পঞ্চ মহাভূত রচিত মায়াময় দেবতা, মানুষ, পশু, স্থাবর বা নর নারীদেহ ক্রমে ক্রমে মৃত্যুকালে দেখা যায়। কর্মের অধীন জীব অভিনিবেশ সহ সেই দেহের কোনটা আমিই, এইরূপ ভাবনায় তাহার সঙ্গে জন্মগ্রহণ করে।

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে।

পাপের ফল যন্ত্রণাময় মৃত্যু। দেহত্যাগের পরও বহুদুঃখ ও ভয়ের কথা ভাগবত নানা প্রসঙ্গে বলেন। কপিল-দেবহূতি সংবাদে দেখা যায়, পাপীর দুঃখময় গতির নির্দ্দেশ।

যাতনাদেহমাবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তোদীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা॥

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। তাহাতে আতিবাহিক যাতনাময় দেহে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা বর্ণনাতীত। ভাগবত বলেন, খুব দ্রুতগতিতে দীর্ঘপথ যাইতে হয় বলিয়া শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। আবার নরকে যে দুঃখ সে তো ভীষণাতি-ভীষণ। মানুষ ঋষিঋণ, দৈবঋণ ও পিতৃঋণ এই ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শাস্ত্র অধ্যয়ন, পূজা অর্চনা ও শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা ঋণের দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অন্যথা অধোগতি হয়।

ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষিপিতৄণাং প্রভো।
যজ্ঞাধ্যয়ন পুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য্য ত্যজন্ পতেৎ॥ (১০।৮৪)

বহুজন্ম স্বধর্মাচরণ করিলে জীব ব্রহ্মার পদও লাভ করিতে পারে। পুণ্যের প্রভাবে ব্রহ্মলোকের পর শিবলোকও পাইতে পারে। যাহারা ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত তাঁহারা ভক্তির মহিমায় যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে। সেখানে সে নিত্যলীলানন্দ ভগবানের প্রিয়রূপে চিরদিন অবস্থান করে। জন্মমরণ আর হয় না। ভাগবত বলেন—

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ (৪।২৪)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পুরুষার্থ বিচার

প্রাচীনেরা মানুষের জীবনের চারিটি প্রধান প্রার্থনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার মধ্যে কোনোটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট আর কোনোটি অপকৃষ্ট। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক্ দিয়া বিচার করা হইয়াছে। দুঃখ দূর করিয়া সুখ লাভ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। নানা ভাষায় এবং ভঙ্গীতে এই কথাটি অভিব্যক্ত হইয়াছে। চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম এবং অর্থকে দুঃখহানি এবং সুখ প্রাপ্তির উপায় বলা যাইতে পারে। তবে ধর্ম অনুশীলনে সুখ প্রাপ্তি সাক্ষাৎভাবে না হইলেও উহা অদৃষ্ট উপায় আবার ভোগে ক্ষয় হয় এইরূপ বলা যায়। অর্থ কিন্তু সুখ প্রাপ্তির দৃষ্ট উপায় বলিয়াই বিবেচিত হয়। কামের চরিতার্থতার দ্বারা সুখ পাওয়া যায় বটে কিন্তু উহা অনিত্য বালয়া উপাদেয় নয়। সাধকগণ একমাত্র মোক্ষকেই নিত্য সুখময় ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষার্থের বিচার বিস্তৃত থাকিলেও উহাতে তুচ্ছতাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় ভক্তিপথে।

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্ ॥

হে ভগবন্! তোমার কথারূপ অমৃত সমুদ্রে মহানন্দে বিহারশীল কৃতী-পুরুষগণ চতুর্বর্গ সুখকেও তৃণের মত মনে করে। শুধু তাহাই নয়, ভক্ত বলেন, হে জগদ্গুরু ভগবন্! তোমার দর্শনের আনন্দ সমুদ্রে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদ তুল্য তুচ্ছ বলিয়া আমার মনে হয়।

ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যাপি জগদ্গুরো॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ আমাকে সেরূপভাবে সাধিতে পারে না, যেরূপ আমার প্রতি ভক্তি করিতে পারে।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ধর্ম আর অর্থ এই দুইটি সাক্ষাৎ-ভাবে সুখরূপ নয়। উহারা কেবল সুখের উপায়। অতএব পুরুষার্থ বিচারে আদরণীয় না হউক। তৃতীয় পুরুষার্থ অর্থাৎ কাম উহার ফল সুখ, সেটিও আবার জন্য পদার্থ বলিয়া বিনষ্ট হয়। এই দোষে পুরুষার্থ-রূপে গ্রহণের অযোগ্য। অতএব চতুর্থ মোক্ষই শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ। কিন্তু যখন আমরা দেখি, সেই ব্রহ্মানন্দরূপ মোক্ষ সুখকেও তুচ্ছ বলিয়া বলা হয় এবং সমগ্র চতুর্বর্গকেই তৃণের মত হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, তখন স্বতঃই উন্নততর কোনো পদার্থে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মোক্ষ কথায় সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি, সারূপ্য প্রভৃতি অবস্থার কথা বুঝায়। অতএব সাযুজ্য নামক মুক্তিই যে একমাত্র মোক্ষ শব্দের প্রতিপাদ্য তাহাও বলা যায় না। মুক্তির বৈশিষ্ট্য গ্রহণে অযোগ্যতা উহার বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিতে পারে না। অন্ধ সুবর্ণের বর্ণ না দেখিতে পারিলেও উহার উজ্জ্বলতা বিনষ্ট হয় না। সর্বরূপ, সর্বরস, সর্বগন্ধ, সর্বশব্দ, সর্বস্পর্শস্বরূপ পরতত্ত্বের অনুভবে বৈচিত্রী অস্বীকার এক অদ্ভুত ভাবনাবিলাস।

প্রসিদ্ধ চারিটি পুরুষার্থের অনাদর করিয়া ভাগবতগণ যে পথের সঙ্কেত করিয়াছেন উহার ফল ভগবৎপ্রেম। এই প্রেমের পথের পথিক

নির্ণয় করিয়াছেন,—এই পথ হইতে সংসারীর আর কোনো মঙ্গলময় পথ নাই। ইহা হইতেই ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিলাভ হইবে।

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ২।২।৩৩

ভগবান্ বিশ্বক্‌সেন বিষ্ণুর কথায় যদি প্রীতি না জন্মায় তাহা হইলে অনুষ্ঠিত ধর্ম যেরূপই হউক না কেন উহা বৃথা শ্রম।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

যত কিছু সাধনা সকলেই মিলিত ভাবে ভক্তির আনুকূল্য করিয়া সাধনার মর্যাদা লাভ করে। ভক্তির উদয় না হইলে সাধনার গৌরব দাম্ভিকতায় পর্যবসিত হয়। দান, ব্রত, তপ, জপ, বেদপাঠ, সংযম, আরো অনেক মঙ্গলের পথ শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাদের সিদ্ধি ভক্তিরূপে পরিণতি হইলে।

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥

ভাগবতে দেখিতে পাই, ভগবান ব্রহ্মা তিনবার নিপুণ ভাবে বিচার করিয়া বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া কি ভাবে পরমাত্মা শ্রীহরিতে প্রেম হইতে পারে তাহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ২।২।৩৪

ভক্তিকে কোথাও ফল আর কোথাও সাধন বলা হইয়াছে। উভয়ত্র সাধ্য প্রেমেরই উৎকর্ষ সূচিত হয়। এই দিক্ দিয়া আলোচনায় বুঝা যায়, পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া প্রেমকে যে নির্ণয় করা হইয়াছে, উহা অযৌক্তিক

নয়। যদি কেহ বলে যে, মুক্তির কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রেম সম্বন্ধে এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ কোথায় আছে? তদুত্তরে বলা যায়, যে সকল শাস্ত্রবাক্য সাধনভক্তির উল্লেখ করিয়া পুরুষার্থ চারিটি গ্রহণের অযোগ্য নির্ণয় করিয়াছে, উহাদের অভিপ্রায়ও সাধ্য প্রেমে। এই ভাবে দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ, এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে যুক্তি-যুক্ত।

কেহ যদি এরূপ আশঙ্কা করে যে, প্রেমতো মুক্তির অনন্তর প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। অতএব ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থের পর আর প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তাহার উপর বলা যায়—ভগবৎ প্রেম লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাধনায় প্রবৃত্ত সাধকের ভগবৎ প্রেমেরই উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকত্ব যুক্তিসঙ্গত, আনুষঙ্গিক মুক্তি নয়। প্রধানের অনুসারেই অপ্রধানেরও পরিচয় হয় এই ন্যায়।

ভগবৎপ্রেমই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ ইহা যুক্তি ও প্রমাণ-বলে সিদ্ধান্তিত হইলে, কায়িক বাচিক ও মানস ব্যাপার শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ প্রভৃতি সাধনভক্তি সেই প্রেমেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ব্যবহার হয়। ভক্তি শব্দের দুই প্রকার অর্থ করিলে সাধনভক্তি ও সাধ্যভক্তি প্রেম এই উভয়ই পাওয়া যায়। "ভজনং ভক্তিঃ" এই ভাবে অর্থ করিলে প্রেমকে বুঝায় —"ভজতি অনয়া" এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্তিসাধন বুঝায়। কোনো অর্থই অসঙ্গত নয়।

এই বিষয়গুলি চিন্তা করিলে দেখা যায়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এবং প্রেম জীবের প্রার্থনীয় এই পঞ্চ পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম দুইটী স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ প্রাকৃত অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ উহাদিগকে পরিত্যজ্য বলিয়া বিচার করেন। তৃতীয় কাম উহাও স্বরূপতঃ প্রাকৃত বলিয়া হেয়। যে

ক্ষেত্রে প্রত্যবায় না ঘটাইয়া ধর্ম্মময় কর্ম নিজের আশ্রয়কে শোধন করে এবং চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের পথে সহায়তা করে, সেই স্থলে ধর্ম হেয় না হইয়া উপাদেয় বলিয়াই বিবেচিত হয়। মোক্ষ ও প্রেম স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত। তথাপি সাধনার উল্লেখ করিতে যাইয়া উহাদেরও অপর সাধনের সহিত সমান ভাবেই উল্লেখ করা হয়। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥

জনগণের পরম মঙ্গল বিধান করিবার ইচ্ছায় আমি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটী যোগের কথা বলিয়াছি। ইহা ভিন্ন মঙ্গলের উপায় আর কোথাও নাই। এই উক্তিতে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলেও জ্ঞানের অন্তর্গত ভাবেই অষ্টাঙ্গ যোগকে বুঝিয়া লইতে হইবে।

বেদোক্ত নিত্যকর্ম—সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠানে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। ফলে মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই অবস্থায় চিত্ত যদি বিগলিত না হয়, ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মুক্তি লাভ হয়। এই ক্রম ভিন্ন ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন সহায়ে চিত্ত যদি বিগলিত হয় তাহার ফলে রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ভগবৎপ্রেমের প্রকাশ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এইরূপ অধিকারভেদে পৃথক্ ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রধান ভাবে ভক্তি রসের প্রতিপাদনই ভাগবতের বিষয়বস্তু। সেই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। রসের বিচার করিতে বসিলেই প্রধান ভাবে চারিটী প্রশ্ন মনে জাগে। (১) রস সম্বন্ধে প্রমাণ কি (২) রস সম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজন কি (৩) রসের স্বরূপ কি (৪) রস কি ভাবে অনুভব হয়? প্রমাণের অধীন প্রমেয় সিদ্ধি। লক্ষণের দ্বারাই প্রমাণ নির্ণয় হয়। যাহারা রস সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন সেই অভিজ্ঞ আচার্যগণের উপস্থাপিত প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং

আগম এই তিনটী প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। রস বিচারে বিচিত্র মতবাদ দেখা যায়। রস শাস্ত্রের অনুকূল ভরতাদির নাট্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি প্রভৃতি বৈয়াকরণিকগণের ব্যঞ্জনাদি বিচার প্রসঙ্গ এবং পারমার্থিক রসের অনুকূল শাণ্ডিল্যমুনি প্রভৃতির সূত্রের তাৎপর্য যথোপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ, ব্যাকরণের অনুমান এবং ভক্তিসূত্রের আগম, এই ত্রিবিধ প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য প্রমাণ এই তিনেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই তিনটী প্রমাণের দ্বারাই রস নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

রস স্বপ্রকাশ। উহাকে বিচার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার অপেক্ষা নাই। তথাপি প্রমাণাদির অপেক্ষা কেন, উহা পরে বিচার করা যাইবে। রসের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরস কাব্যপাঠক অথবা অভিনয়দর্শক সহৃদয় সামাজিকের অনুভূতি। সে সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। রসের অনুমান প্রমাণ সম্বন্ধে বলা যায়,—নিজের আত্মার সুখের জন্যই পতি, পুত্র, বিত্ত প্রিয় হয়। অতএব আত্মা যে নিরতিশয় প্রেমের আস্পদ ইহা অনুমান করা যায়। আত্মা রসের অভিন্ন। উহা আত্মার স্বরূপ-বিবেচনা প্রসঙ্গে প্রতিপাদন করা যাইবে। তৃতীয়তঃ আগম প্রমাণ—"রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি বাক্যে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল ইত্যাদি বিচারে শ্রুতিসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে মতান্তর নাই।

রসের প্রয়োজন সম্বন্ধে বিচারে অন্তরে বাহিরে নিরতিশয় আনন্দ সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন, একথা বলিলে অসঙ্গত হয় না। রসের প্রয়োজন অর্থাৎ রসানুভূতির ফল ; মূলতঃ উহা সুখ। ইহাকে মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে বিচার করিয়া দেখা যায়। ফলান্তরের ইচ্ছার বিষয়তা গৌণ সুখ। আর ফলান্তরের ইচ্ছার অনধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছার আস্পদ মুখ্য সুখ।

সাধারণত লৌকিক জগতে যে সুখের কথা লইয়া ব্যবহার হয়, উহা প্রকৃত সুখ নয়। তাহার কারণ উহা বিনাশশীল—এবং দুঃখের দ্বারা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত। এই জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বলিয়াছেন, বিচারবান্ ব্যক্তির সমীপে পরিণামে দুঃখদায়ক গুণময় রাজ্যের সকলই দুঃখময়। দুঃখ মিশ্রিত হওয়ায় তথাকথিত সুখও মধুমিশ্রিত বিষের মত পরিত্যজ্য। মহর্ষি গৌতম এইরূপ হেয় দুঃখ ধ্বংস করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। বাস্তব সুখের সন্ধান না পাইয়া সংসারী জীবগণ সুখের আভাসেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। অজ্ঞানীর সংসারে এই দুরবস্থা।

"ব্রহ্মানন্দ জ্ঞাত হইলে আর ভয় থাকে না।" "সেই আনন্দের অল্পমাত্র লাভ করিয়া জীবগণ আনন্দে প্রাণ ধারণ করে" ইত্যাদি বেদ-বাক্যে যে তাৎপর্য অবগত হওয়া যায়, উহা আত্মস্বরূপের আনন্দ, পরিণামে দুঃখ বা কালুষ্য দোষের সংস্পর্শবিহীন। এই বেদ আগম উপনিষদ্ জ্ঞানের পথচারিগণ নির্ণয় করিয়াছেন।

আমাদের বিচারণীয় এই রসতত্ত্ব সাহিত্য এবং দর্শনের পরম উপজীব্য এবং পরমাত্মস্বরূপ সম্বন্ধযুক্ত। ব্রহ্মা, ভরতমুনি এবং অন্যান্য আচার্যগণের প্রমাণ পরিপুষ্ট রসশাস্ত্ররূপে কথিতশাস্ত্র অপর কোনো দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া আশঙ্কা করার যোগ্য নয়।

লোকায়ত মতবাদ অনুসরণকারী অনাত্মবাদী। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতানুসারী আত্মার শাশ্বত স্থিতি স্বীকার করে না। অতএব তাহাদের আনন্দ অনুভব শশ-শৃঙ্গের ন্যায় অমূলক। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণের মতে পরতত্ত্বের নিত্যতা সিদ্ধ হইলেও নিরানন্দতা তাহার স্বরূপ। তাহার আনন্দস্বরূপতা দুঃখমিশ্রিত ও আবৃত। অতএব ইষ্টসিদ্ধি হয় না।

কপিলের সাংখ্য অথবা পাতঞ্জল যোগ দর্শন অনুসারেও পূর্বের ন্যায়

দোষ আছে বলিয়া অভীষ্ট পুরণ হয় না। যাজ্ঞিক মীমাংসাবাদীর নীতি অনুসরণেও দুঃখের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মুক্তির দশায় কোনো ক্ষেত্রে নিত্যসুখের অভিব্যক্তির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও উহার অর্থান্তর করা যায়। যে হেতু মুক্তির পুর্বপর্যন্ত নিত্যসুখের অভিব্যক্তি আছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। এই রীতিতেই অবশিষ্ট অন্যান্য দার্শনিক যাঁহারা আত্মার আনন্দস্বরূপতা স্বীকার করেন্ না, তাহাদিগের বিচারও দোষযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

উপনিষৎকে মূল প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া যে সকল মতবাদের প্রসার হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পাঁচটি প্রধান। যথা—(১) অদ্বৈতবাদ (২) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (৩) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (৪) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (৫) দ্বৈতবাদ। এই সকল মতবাদী ঔপনিষদ আত্মতত্ত্বকে নিত্যস্বরূপে ও আনন্দস্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও রসশাস্ত্রের আচার্যগণ যে ভাবে সেই তত্ত্বের রসরূপতা প্রতিপাদন করিতে অভিলাষী তাহা ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই।

রসশাস্ত্র প্রতিপাদন পরায়ণ দার্শনিকগণের মত এই যে, আত্মাই রসস্বরূপ। "রসো বৈ সঃ" "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বাং" "আনন্দাদ্ধোবেমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বৈদিক বচন স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা আত্মারই নির্দ্দেশ করে। এই আত্মা যদিও ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান প্রভৃতি শব্দের পর্যায়বাচক এবং উপক্রম উপসংহারাদি যুক্তি দ্বারা উহাই বুঝা যায়, তথাপি আত্মাশব্দে সচ্চিদানন্দরূপ জীবকেও বুঝা যায়। জীব প্রতিবিম্বই হউক, পরিচ্ছিন্নভাবেই হউক অথবা স্বরূপতই হউক "যথাগ্নেবিস্ফুলিঙ্গা" "মমৈবাংশোজীবলোকে" "অংশোনানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তসূত্রের ব্যবস্থা অনুসারে সেই জীব তাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি অনুসারে সচ্চিদানন্দরূপ। তবে সিন্ধুর সহিত বিন্দুর যেরূপ পার্থক্য সেই

প্রকার জীবের সহিত পরমাত্মার পার্থক্য চিন্তা করা যায়। যে কোনো দিক্ দিয়া বিচারেই দেখা যায়, জীব সর্বাংশে পরমাত্মার সদৃশ নয়। জগৎকর্তৃত্বাদি ব্যাপার জীবে নাই। ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—"জগদ্‌ব্যাপার বর্জ্জং" ইত্যাদি। সৃষ্টিস্থিতি পালন প্রভৃতি পরমাত্মার তটস্থ লক্ষণ। আর জীব পরমাত্মাব তটস্থা শক্তি।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের তিনটী প্রধান শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে। (১) স্বরূপশক্তি (২) তটস্থাশক্তি (৩) বহিরঙ্গাশক্তি। স্বরূপশক্তির আবার তিনটি বিভাগ করা হইয়াছে। (ক) সন্ধিনীশক্তি (খ) সম্বিৎশক্তি (গ) হ্লাদিনীশক্তি। জীব তত্ত্বতঃ ভগবানের স্বরূপের সজাতীয় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়। অথচ সর্বপ্রকারে বিজাতীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে বিলক্ষণ। এইজন্য জীবকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। এই ভাবে যে জীবের স্বরূপ নির্ণয় কবা হইয়াছে, সেও যে রসবাচ্য নয়, তাহা বলা যায় না। রসসমুদ্রের বিন্দুও রসভিন্ন অন্য পদার্থ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই রসশাস্ত্রের আচার্যগণ রসকে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দুইভাগে বিভাগ কবিয়া দেখিয়াছেন। এই রসবিচাবের মূল অগ্নিপুরাণে। আচার্য ভরতমুনি উহা বিস্তার করিয়াছেন ভরতনাট্যশাস্ত্রে।

জীবগণ অনাদিকাল হইতে প্রপঞ্চসংসারচক্রে ভ্রমণশীল। পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির পদ্ধতি তাহারা অনুশীলন কবে নাই। তাহাদিগের হৃদয় বিবিধ বাসনা দ্বারা আক্রান্ত। কাব্যের তাৎপর্য চিন্তা করিবার মত তাহাদের যোগ্যতা আছে। এইজন্য অসত্য পথে থাকিয়াও সত্যের সন্ধান দিবে এই রীতি অনুসরণে আগে মিশ্রি দিয়া পরে ঔষধ খাওয়ানোর ন্যায়ে ভরত মুনি প্রাকৃত রসের বিচার দ্বারা চরম গন্তব্য পরম রসের সম্মুখীন করিবার জন্য নাট্যশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত জীব পরমরসের মাধুরীসম্পৎ অনুভবগোচর করিতে না পারে

তাহার নিকট দুষ্কর মোক্ষ সাধনের শ্রবণাদি বিষয় উপস্থাপিত করা সার্থক হয় না। অনাদিকাল হইতে পুঞ্জীভূত যে অজ্ঞান জীবকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে, চিরকাল সঞ্চিত বিচিত্র কর্মের জাল যাহা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সেই সকল হইতে নির্মুক্ত না হইয়া যাহাতে জীব রসাস্বাদ পাইতে পারে এবং সেই অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াও যাহাতে জীব রসাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে, সেই পথ প্রদর্শনের জন্যই দিব্যজ্ঞান মন্দর পর্বত সহায়ে বেদক্ষীরসাগর মন্থন করিয়া নাট্যবৃন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন ভরতমুনি। রসসম্বেদনে যাহারা সাধারণ অধিকারী তাহারা এই কাব্য ও নাট্যরস ভোগ করিয়া চমৎকৃতি লাভ করেন। ইহাদ্বারা প্রথম অধিকারী সামাজিকের যথার্থই শ্রেষ্ঠ উপকার হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরুষার্থবর্গের প্রত্যেকটীর সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। ভাগবত রসের ব্যাপক। প্রয়োজন সিদ্ধির পার্থক্য হেতু পৃথক পন্থার স্বীকার করিতেই হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। তাহা যদি না হয়, তবে অনেক শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়। রসশাস্ত্রের উপজীব্য রস। সেই রসের প্রাকৃত আলম্বন হইলে উহাকে প্রাকৃত রসই বলিতে হইবে আর যেখানে আলম্বন মায়াতীত গুণাতীত আত্মারাম পরম রসস্বরূপ ভগবান সেখানে রসকে অপ্রাকৃতই বলিতে হয়। ভাগবত রস অপ্রাকৃত। ভরতাচার্য স্পষ্টভাবে এই অপ্রাকৃত রসের কথা না বলিলেও তাহার রসবিচার পদ্ধতিতে উহা ধ্বনিত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে এই অপ্রাকৃত রসের স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ও প্রেমপত্তন

রসিকোত্তংস কবির অদ্ভুত রচনা প্রেমপত্তন বাঙ্গালী পাঠকের সুপরিচিত না হইলেও একেবারে অপরিচিত বলা যায় না। "শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় (১৩৪৯ সাল) এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছি। প্রেমপত্তনে শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি বা রতির বিপরীত গতির পরিচয় পাওয়া যায়। মরমী সাধকের জীবনে এই বিপর্য্যয়ের ভাব অনেক ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রসিকোত্তংস সেই অন্তরতম ভাবটীকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ দিয়া পরিষ্কার করিয়াছেন। ভগবৎপ্রীতি অধর্ম্মকেও ধর্ম্মরূপে পরিণত করে। এই ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য তিনি একাদশ স্কন্ধের এই শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যম্॥

যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে তাহাকে আর দেবতা, ঋষি, ভূতগণ, পিতৃপুরুষগণ বা মনুষ্যগণ কাহারও দাসত্ব করিতে হয় না। যেগুলি কর্ত্তব্য বলিয়া বলা হইয়াছে সেগুলি না করিলেও কিছু আসে যায় না। আপাততঃ এই কথাগুলি বিপরীত বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নয়, দশম স্কন্ধে দেখিতে পাই গোপীগণ বলিতেছেন,

হে কৃষ্ণ! হে প্রিয়! তুমি ধর্ম্মজ্ঞানী হইয়া আমাদের পতিসেবা এবং বান্ধবগণের পরিচর্য্যা করিবার স্বধর্ম্ম উপদেশ দিতেছ। সেই সব তোমার উপদেশ তোমাতেই থাকুক। তুমি উহা পালন কর। যেদিন হইতে তোমার চরণ স্পর্শ করিয়াছি, সেদিন হইতে পতি বা অন্য কোনো আত্মীয়ের সমীপে যাইতেও ইচ্ছা হয় না।

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্ নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভি-
রার্ত্তিদৈঃ কিম্
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥
(ভাঃ ১০।২৯।৩২)

প্রেমের পথে অসত্যকেও সত্য এবং সত্যকেও অসত্য করিলে উহা দোষের না হইয়া গুণেরই হয়। গর্গমুনি বলেন—

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাত স্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১০।৮।২১৪

ব্রজরাজ আপনার এই শ্রীমান্ পুত্র পুর্বে কোনো সময় বসুদেবের পুত্র-রূপে জন্মিয়াছিলেন এই নিমিত্ত অভিজ্ঞগণ ইহাকে বাসুদেব বলেন।

মিথ্যা ও সত্যের বিনিময় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণ লীলা প্রসঙ্গে। বালকগণ সত্য বলেন—কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে, আর কৃষ্ণ বলেন—সকলেই মিথ্যা বলে—তিনি মাটী মোটেই খান নাই।

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষংপশ্য মে মুখম্॥ ১০।৮।৩৫

রসময়ীলীলামুকুটমণি রাসলীলায় স্বাগতং 'ভো মহাভাগা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রতিযাতু ততো গৃহান্' পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাক্য আপাততঃ প্রত্যাখ্যান বাক্য মনে হইলেও রসিকগণ উহা অনৃত এবং প্রেমগর্ভ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। প্রত্যুত্তর প্রদানে গোপীগণের বাক্যও দৈন্যকারুণ্য প্রকাশক 'মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং' প্রভৃতি বাক্য বিপরীত ভাবসূচক বলিয়াই রসিকগণের আস্বাদ্য হইয়াছে। প্রিয়ের সমীপে সুন্দরী রামাগণের দৈন্য প্রকাশ হইলে রতির গৌরব নষ্ট হয়। অতএব গূঢ়ার্থ অনুসন্ধেয়।

বসুদেব নিজের পুত্রকেই নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছেন। তথাপি

জানিয়াই তিনি বলেন—ভ্রাত নন্দ, তুমি অধিক বয়স পর্যন্ত অপুত্রক থাকিয়া শেষ বয়সে পুত্র লাভ করিয়াছ, তোমার পরম ভাগ্য; এখানেও অসত্যকে সত্য বলিয়া বলা হইল। ইহার হেতু বাৎসল্য রসের সমাধান।

প্রেমে অনাচারও সদাচার বলিয়া গৃহীত। মুরলীর-ধ্বনি শ্রবণে আকুল ব্রজের গোপী। আত্মীয়গণের পরিবেশন, শিশুর দুগ্ধপান, পতির শুশ্রূষা, ভোজন, ত্যাগ উচ্ছিষ্টভাবেই কৃষ্ণ সমীপে গমন, প্রসিদ্ধই আছে।

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্
* * * কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥

সখ্যপ্রেমে পুলিন ভোজনরসে বামহস্তে দধিমাখা খাদ্য, দাঁড়াইয়া ভোজন এবং সখাগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন, কৃষ্ণের অনাচার হইলেও প্রশংসনীয়।

বিভ্রদ্‌বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু—
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্ নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্‌বালকেলিঃ॥

১০।১৩।১১

প্রেমে অনাদরের মধ্যেও পরমাদর লক্ষ্য করা যায়। মাতার স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনা তাহার দৃষ্টান্ত। দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ অপরাধী। মাতা যশোমতী তাহাকে ধরিয়াছেন। শাসন করিবেন, হাতে যষ্টি। তখন পুত্রের অবস্থা দেখিলেন—কৃষ্ণ কাঁদিতেছে—কাজল মার্জ্জনা করিয়া মুখমণ্ডল কালি আর জলে মাখিতেছে—ভয়বিহ্বল দৃষ্টি। এই অবস্থায় তিনি আর কি করেন—

ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাতদ্বীর্যকোবিদা॥

কৃষ্ণ বিরহ কাতর গোপীদের বাক্যেও মধুররতিকৃত অনাদরের মধ্যে পরমাদরের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কেহ উদ্ধবকে শুনাইয়া বলেন—

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধ ধর্মা
স্ত্রীয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বা বেষ্টয়দ্ ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য
স্তদলমসিত সখ্যৈ র্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ॥ ১০।৪৭।১৭

সেই কৃষ্ণ এরূপ নিষ্ঠুর যে রামাবতারে দাশরথি হইয়া ব্যাধের মত বালীকে বিদ্ধ করেন, আর সীতার প্রণয়ে পরাজিত হইয়া সূর্পণখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়াছেন। সেই অবলা কামপরবশ হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, এই ছিল তাহার মস্তবড় অপরাধ। বামনাবতারেও বলি-মহারাজের উপহার সমগ্র পৃথিবী কাকের মত ছলনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, আবার তাহাকেই বন্ধন করিলেন। সেই কালো কৃষ্ণে আর আমাদের বন্ধুতার প্রয়োজন নাই, এরূপ মনে করিয়াও যে তাহার কথা কিছুতেই ছাড়িতে পারিনা; ইহাই হইয়াছে দায়। প্রণয়গর্ভ এই বাক্য অনাদরেও আদরের সূচক।

প্রেমে পরাজয়কে শ্রীকৃষ্ণ জয়ের অধিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন; গোপী প্রেমে তাহার ঋণ স্বীকার এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—

ন পারয়েহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
১০।৩২।২২

আমি দেবতার পরমায়ু পাইলেও তোমাদের প্রীতির প্রতিদান দিতে অসমর্থ। তোমরা যে দুর্জয় গৃহাসক্তি ছিন্ন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, সেই প্রেমের তুলনা কোথাও নাই, প্রত্যুপকারের

উপায়ও নাই। জয়ের অধিক এই পরাজয়। প্রেমের স্পর্শে নিকৃষ্টও উৎকৃষ্ট হইয়া যায়। উদ্ধব বলেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনার্যপথং চ হিত্বা ভেজু র্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

এই গোপীগণ আত্মীয় স্বজন ও আর্যগণের অবলম্বিত প্রশংসিত পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। অহো, এই প্রেমবতী ব্রজরামাগণের চরণরেণু স্পর্শের অধিকার পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতা বা ক্ষুদ্র ওষধিবৃক্ষের মধ্যেও আমার জন্মলাভ হইবে কি? উহাও মনুষ্য জন্ম হইতে উৎকৃষ্ট জন্ম।

প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সারথি, দূত এবং ভৃত্যের কার্য্য করিয়াছেন—উহার উৎকৃষ্টতা প্রমাণিত হইয়াছে প্রেম বিচারে।

প্রেমে মরণের মধ্য দিয়া নব জীবন লাভ হয়। ভাগবতে বিপ্রপত্নী প্রসাদন প্রসঙ্গে এবং রাস প্রসঙ্গে উভয় ক্ষেত্রে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

গৃহাভ্যন্তরে রুদ্ধা গোপী সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে উপপতিভাবে ভাবনা করিলেও ধ্যানের তীব্রতায় তাহার সকল দোষ দূর হইয়া গেল। তিনি গুণময় দেহ ত্যাগ করিলে নবদেহে শ্রীরাসমণ্ডলে প্রবেশের সুযোগ পাইলেন।

প্রেম পত্তনে রসিকোত্তংস ভাগবত হইতে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বিচার পূর্ব্বক রতিকৃত বিচিত্র বিপর্যয়ের সন্ধান দিয়াছেন। রসিক পাঠকের জন্য শুধু ইঙ্গিত করা হইল।

ওড়িয়া ভাগবত

কাশীরাম দাসের "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" শুনিয়াছি। "ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড। রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড" সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়িয়াছি। এবারে বাংলার পর ওড়িয়া ভাষায় ভাগবত। রচনা জগন্নাথ দাস। 'চৈতন্যমঙ্গল' 'রামরসায়নের' মত জগন্নাথ দাসের অনবদ্য কাব্যরচনা 'ভাগবত' সুরসংযোগে সঙ্গীত হয়। জগন্নাথ দাসের আবির্ভাব কাল লইয়া অল্পবিস্তর বিতর্ক উঠিয়াছে। কেহ বলেন, ইনি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। দিবাকর দাস নামক এক ব্যক্তির লিখিত "জগন্নাথ চরিতামৃত" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তাহারা বলেন—ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাহার পাণ্ডিত্য ও ভক্তির প্রভাবে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাহাকে 'অতিবড়ি' উপাধি দান করেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া যাজপুরে চলিয়া যান। পূর্বোক্ত বিষয়গুলির সমর্থক প্রমাণ মোটেই নাই। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী, তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। পুরী হইতে ছয় মাইল দূরে কপিলেশ্বরপুর গ্রামে জগন্নাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ভগবান দাস প্রসিদ্ধ পুরাণপাঠক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি পিতার সমীপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সুকণ্ঠ জগন্নাথ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই লোকরঞ্জক ভাগবত পাঠক হইলেন। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণাংশে বটগণেশের কাছে বসিয়া তিনি পুরাণপাঠ করিতেন। শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া তিনি "অতিবড়ি" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বড় ওড়িয়া মঠে জগন্নাথ দাসের যে গুরুপরম্পরা আছে তাহা এইরূপ— (১) শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, (২) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত (৩) হৃদয়ানন্দ (৪) বলরাম দাস (৫) অতিবড়ি জগন্নাথ দাস (৬) রামকৃষ্ণ দাস ও

অন্যান্য। হৃদয়ানন্দ শিষ্য শ্যামানন্দ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর প্রকটলীলা দর্শন করিতে পারেন নাই। শ্যামানন্দের গুরুভ্রাতা 'বলরাম দাস' আর ইঁহার শিষ্য 'অতিবড়ি জগন্নাথ' দাস। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক হইতে পারেন না। দিবাকর দাসের মত ওড়িয়া ভাষায় লিখিত অন্য কোন গ্রন্থে সমর্থিত বা উক্ত হয় নাই।

জগন্নাথ সহজ কাব্য ছন্দে ভাগবত রচনা করিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোকানুবাদে স্থানে স্থানে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলানুগত হইলেও দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক ভাগবতকে তিনি ত্রয়োদশ স্কন্ধ করিয়াছেন। আবার কয়েকটি নূতন অধ্যায় সংযোজনও এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

লোকজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিবার জন্য গ্রন্থকার স্বচ্ছ গ্রাম্য ভাষার প্রয়োগেও রসসৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিত জনসাধারণ সকলেরই সমীপে তাহার রচনা আদরণীয় হইয়াছে। কণ্ঠে কণ্ঠে আজও শুনা যায়, জগন্নাথ দাসের ছন্দগীত ভাগবত।

শ্রীধর স্বামী ভাগবত ব্যাখ্যারম্ভে আরাধ্য শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রণাম করিয়াছেন। জগন্নাথ দাসও অনুরূপ বন্দনা করিয়া প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। শুধু বেদান্ত তত্ত্বব্যাখ্যা নয়, সাংখ্যদর্শনের কথারও অবতারণা করিয়া তিনি বলেন—

মৃত্তিকা বিকার জেমন্ত জল অনলে সুযন্ত্রিত
রূপ অরূপ স্থিতি তিনি যাহা যোগরে অনুমানি
স্বভাবে নোহ যে এমন্ত এ সাংখ্য যোগিংকর মত।

ভনিতায়—

তার চরণে নিত্যধ্যান করি তরন্তি সুজ্ঞ জন॥
সে হরিপাদ হৃদে ধরি প্রবন্ধে গীত নাদ করি।
অশেষ জগতের হিতে বন্দই দাস জগন্নাথ॥

শম্যাপ্রাশ সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে। ভাগবতীয় ব্যাস নারদ মিলন হয় এই স্থানে। জগন্নাথ গঙ্গা বলিয়াছেন। হয়তো তিনি নদীমাত্র অর্থেই নানাস্থানে গঙ্গা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবত বলেন, রাজা পরীক্ষিতের পত্নী ইরাবতী। 'স উত্তরস্য তনয়ামুপযেমে ইরাবতীম্' (১।১৬।২) জগন্নাথ বলেন—

বিরাধ সুত সুতা থিলা স্নেহে সে পরীক্ষিতে দেলা।

অতি সুন্দর রূপকান্তি নাম তাহার কলাবতী ॥ (১।১৬)

বিরাটরাজ এখানে বিরাধ তাহার পুত্র উত্তর, কন্যা উত্তরা। অর্জ্জুন উত্তরার সঙ্গে নিজপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ দিলেন। উত্তরার গর্ভজাত সন্তান পরীক্ষিৎ। উত্তর পরীক্ষিতের মাতুল। উত্তরের কন্যা ইরাবতী তাহার মাতুল কন্যা অর্থাৎ ভগ্নী। দাক্ষিণাত্যে মাতুল কন্যা বিবাহের রীতি আছে—উত্তর ভারতেও সম্ভব ছিল। জগন্নাথ ইরাবতীর নাম "কলাবতী" করিয়াছেন। অন্যত্র ভদ্রবতীও দেখা যায়—

গোমিথুনের প্রতি অত্যাচারনিরত কলিকে পরীক্ষিৎ কোথায় দেখেন সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ ভাগবতে নাই, জগন্নাথ বলেন, সরস্বতী তীরে।

সে রাজা সরস্বতী কূলে বিজয় চতুরঙ্গবলে।

* * *

তৎক্ষণে সরস্বতীকূলে। পশিলা গোমিথুন বেলে। (১।১৭)

লীলাবতার প্রসঙ্গে বরাহদেবের আবির্ভাব "পদ্মকল্পে" হইয়াছিল। জগন্নাথ বলেন—পদ্মকল্পের অন্তে হরি শূকররূপে অবতরি। ভাগবতে হিরণ্যাক্ষ বধের কথায় কল্প উল্লেখ নাই। লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামী নির্ণয় করেন, চাক্ষুষ মন্বন্তরে হিরণ্যাক্ষ বধ। এই চাক্ষুষ মন্বন্তর ব্রাহ্মকল্পের অন্তর্গত। এইভাবে বরাহদেব ব্রাহ্মকল্পে আবির্ভূত।

ব্রাহ্মকল্প ও পাদ্মকল্প এক হইলে বিরোধ হয় না। কল্পগণনায় 'পদ্মকল্প' উল্লেখ নাই। যথা—১। শ্বেতবরাহ ২। নীললোহিত ৩। বামদেব ৪। গাথান্তর ৫। রৌরব ৬। প্রাণ ৭। বৃহৎকল্প। ৮। কন্দর্প ৯। সত্য ১০। ঈশান ১১। ধ্যান ১২। সারস্বত ১৩। উদান ১৪। গরুড় ১৫। কৌর্ম ১৬। নারসিংহ ১৭। সমাধি ১৮। আগ্নেয় ১৯। বিষ্ণুজ ২০। সৌর ২১। সোমকল্প ২২। ভাবন ২৩। সুপ্তমালী ২৪। বৈকুণ্ঠ ২৫। আর্চিষ ২৬। বল্মীকল্প ২৭। বৈরাজ ২৮। গৌরীকল্প ২৯। মাহেশ্বর ও ৩০। পিতৃকল্প। (প্রভাসখণ্ডম্ —তত্ত্বসন্দর্ভধৃত) জগন্নাথ দাস ভাগবতের মূলেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতিটি শ্লোক বক্তৃপ্রভৃতির উল্লেখ করিয়াও শ্লোকের পাঠান্তর বা অর্থবোধ ব্যতিক্রম—কোন কোন ক্ষেত্রে মূল তাৎপর্যের অন্যথা করিয়াছেন।

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং
মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধং।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাবসিদ্ধঃ
পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ॥ (৩।৫।১)

এই শ্লোকানুবাদ—

শুনহে কুরুনৃপবর গঙ্গার তীরে সে বিদুর।
সে গঙ্গাতীরে উপবন দৃঢ় নিশ্চলে যোগাসন॥
অগাধ বোধ সাধে ঋষি বৃক্ষের তলে সেহু বসি।
মৈত্রেয় নাম তাহাংকর তেজে উদয় কি ভাস্বর॥

গঙ্গাদ্বার গঙ্গাতীর তো বটেই, হরিদ্বার বলিলেই ভাল হইত। মূলে উপবন না থাকিলেও উহা কবি কল্পনা করিয়াছেন। বৃক্ষতলে উপবেশন বা যোগাসন অথবা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভৃতি নাই, উহাও অনুবাদে

স্বচ্ছন্দে লেখা হইয়াছে। 'সৌশীল্য গুণাভিতৃপ্ত' বিদুরের বিশেষণ, আর 'অগাধ জ্ঞানবান' ইহা মুনির বিশেষণ। জ্ঞানের অনুশীলন করেন ঋষি এরূপ কথা মূলে নাই।

এরূপ ব্যতিক্রম অন্যত্রও দেখা যায়। পৃথিবীর দুঃখে ভগবৎসমীপে দেবতাগণের গমন ও স্তব প্রসঙ্গে দশম স্কন্ধে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন জগন্নাথ দাস। বলরামের জন্মকথাও জগন্নাথ নূতন সংযোজনা করিয়াছেন।

জগন্নাথ দাস বলেন—

সিংহ পৌর্ণমী দিনসার রোহিণী প্রসবে কুমর
ধবল জ্যোতিরূপ পুনি শিরে শোভিত সপ্ত ফেণী
নপুত্র ঘরে পুত্র জাত আনন্দে হুয়ে নন্দচিত্ত।

ঝুলন পূর্ণিমায় রোহিণী মাতা ধবলকান্তি সপ্তফণাশোভিতশির বলরামকে প্রসব করেন। নন্দগৃহে পুত্র ছিল না। অপুত্রকের ঘরে পুত্র জন্মগ্রহণ করার ফলে নন্দমহারাজের আনন্দের আর সীমা নাই।

শ্রাবণী-পূর্ণিমা অর্থাৎ ঝুলন পূর্ণিমায় বলরামের জন্মাভিষেক এবং সন্ধ্যায় ঝুলনে ঝুলানো হয়। বিশেষতঃ ঢাকা সহরে এই রীতি বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল। বহু গৃহস্থের ঘরেই বলরামের বিগ্রহ ছিল। ছেলেমেয়েদেরও নিজস্ব ঠাকুর রেবতীরমণ থাকিত। সারা বৎসর তুলিয়া রাখা হইত আর এই ঝুলন পূর্ণিমার দিনে বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদে অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া ঝুলানো হইত। আমরা বাল্যকালে শুনিতাম—

ঝোলেরে বলরাম, খায় কলা শব্‌রী আম।

শব্‌রী আম চলিত কথা—পেয়ারা ফল। বলরামের জন্মদিন লইয়া বহু মতান্তর আছে।

প্রচলিত ভাগবতে 'রাস প্রসঙ্গ' ২৯শ অধ্যায় হইতে আরম্ভ। অধ্যায় বৃদ্ধির ফলে জগন্নাথের 'রাস প্রসঙ্গ' ৩০ অধ্যায়ে আরম্ভ হইয়াছে।

গোপী এ বৃন্দাবতী নামে থিলা সে কৃষ্ণ সন্নিধানে।
পূর্বে সে তপ অছি করি গোবিন্দ তার ভুজ ধরি ॥
ছন্দিলে গোপীংকর মন কৃষ্ণ হোইলে অন্তর্ধান ॥

বৃন্দাবতী কে? ভাগবত কোন গোপীর নাম করেন নাই। সঙ্কেতে, রাধার সূচনা আছে। জগন্নাথ বলেন, ইনি পূর্বে তপস্যা করিয়াছেন। তাই গোবিন্দ তাহার হাত ধরিয়া অপর গোপীর মন মুগ্ধ করেন অন্তর্হিত হন। ইহার নাম বৃন্দাবতী।

কৃষ্ণান্বেষণ পর্বে প্রিয়ার পদচিহ্নসহ কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখা যায়। সেখানে সঙ্গিনী প্রিয়া গোপীকে কৃষ্ণ কি ভাবে ত্যাগ করিয়া যান সে কথা নতুন ভাবে বলেন—

মু এবে ন পারই চালি।
শুনি হসিলে বনমালী ॥
বইলে বস মোর কন্ধে
কৃষ্ণ বসিলে বালিকুন্দে ॥
শুনি গোপিকা তোষ হই
বলিলা কৃষ্ণ কন্ধে যাই ॥
উঠিলে প্রভু চক্রধর।
কামিনী ধরি আছ শির ॥
কেতেহেঁ কৃষ্ণ যাই।
অন্তর হেলে ভাবগ্রাহী ॥

এখানে গোপী কৃষ্ণের কাঁধে চাপিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে ধরিয়া বসিয়াছেন। অল্প দূরে যাইতে না যাইতে কৃষ্ণ অন্তর্হিত। ফল হইল

গোপী ভূমিতে লুণ্ঠিত—মূর্চ্ছিত। এক দণ্ডের পর মূর্ছাভঙ্গ চোখে জল ধূলি হইতে উঠিয়া কৃষ্ণান্বেষণ।

'দণ্ডে মুরছিত উঠি লোড়ই গোপীনাথ'

বালুর ঢিপিতে কৃষ্ণের উপবেশন, স্কন্ধে আরোহণ, মস্তকে ধরিয়া থাকা, কিছুদূর যাওয়ার পর অন্তর্ধান নূতন সংযোজন। শ্রীধরস্বামী বলেন, 'তস্যাং স্কন্ধারোহোদ্যতায়ামন্তর্হিত ইত্যর্থঃ। স্কন্ধে আরোহণের উদ্যোগেই অন্তর্ধান।

বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার লীলা পৃথকরূপে বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তারতম্যে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম ভাবনা করা হয়। বৃন্দাবনে পূর্ণতম অভিব্যক্তি। ওড়িয়া ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে গোপ ও যাদব এই দুইভাবে দেখা হয়। বৃন্দাবন ও মথুরার লীলায় কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণ গোপ। দ্বারকালীলায় কৃষ্ণ যাদব। কংসহন্তা কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইলেও গোপলীল। ৪৭ অধ্যায়ে দ্বারকালীলা আরম্ভ। ৪৮ অধ্যায়ে উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসাইয়া ৪৯ অধ্যায় হইতে দ্বারকালীলা আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৯০ অধ্যায়। ওড়িয়া ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৯৬ অধ্যায়। (১) দেবতাদের স্তব (২) সুদর্শন মোক্ষ (৩) শঙ্খচূড় বধ (৪) অক্রূর প্রেরণ (৫) বিদ্যাপঠন (৬) মিত্রবিন্দা সত্যা ও লক্ষণার বিবাহ (৭) বলদেবের তীর্থযাত্রা প্রভৃতি অবলম্বনে অধিক অধ্যায় রচিত হইয়াছে। ৮৬তম অধ্যায়ে না হইয়া ৯৩তম অধ্যায়ে বেদস্তুতি শ্রুত্যধ্যায়। ৯৫তম অধ্যায়ে অর্জুন কথা এবং ৯৬তম অধ্যায়ে যদুবংশ বর্ণিত। অনুবাদ সর্বত্র মূলানুগত না হইলেও সরস, শ্রবণসুখদ। কবি ভণিতায় বলেন—

কহই দাস জগন্নাথ সুজন হিতে ভাগবত।

ওড়িয়া ভাষায় ভাগবত রহস্য সমাজ জীবনে ভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছে। সমালোচকের দৃষ্টিতে মনে হইবে ইহাতে জ্ঞানবাদের প্রাচুর্য রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, ভক্তির মন্দাকিনী তাহাতে কিছুমাত্র বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

গোপলীলার পর কংসকে নিহত করিয়া কৃষ্ণ পিতা মাতা বসুদেব দেবকীর সহিত মিলিত হইয়া বলেন—বিধাতা বলবান। আমাদের মিলন কংসের ভয়ে ব্যাহত ছিল দীর্ঘ দিন। আজ তাহার শেষ হইল। আমরা আত্মগোপন করিয়া ছিলাম।

কংসের ডরে বেণী ভাই।
এতেক দিন গোপে থাই॥

পিতামাতার সন্তোষ বিধান করিয়া উগ্রসেনকে মুক্ত করেন, মথুরার সিংহাসনে বসাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উগ্রসেনের অভিষেক করেন।

উগ্রসেনকু আনাইলে।
রাজ আসনে বসাইলে॥
কহিলে প্রভু দেবরাজা।
আম্‌হে সকল তোর প্রজা॥
তু ভোজ বংশ নৃপবর।
বহিবু রাজ্য মহাভার॥
এমন্ত কহি বনমালী।
আপনে কলে নিউ লি॥.

গঙ্গাজল স্বর্ণকুম্ভে লইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্য সহযোগে কৃষ্ণ অভিষেক করিলেন—

সুবর্ণ কুম্ভে গঙ্গা নীর।
দধি অক্ষত গন্ধ সার॥

গোবিন্দ তোলি বেণী করে।
ঢালিলে উগ্রসেন শিরে॥
নানা উৎসবে অভিষেক॥
স্বর্গে দেখন্তি সুরলোক॥

এই প্রসঙ্গ ভাগবতের সঙ্গে তুলনীয়।

এবমাশ্বাস্য পিতরৌ দেবকীসুতঃ
মাতামহস্তূগ্রসেনং যদূনামকরোন্নৃপম্।
আহ চাস্মান্ মহারাজ প্রজাশ্চ গুপ্তুমর্হসি।
যযাতি শাপাদ্ যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে।

ভাঃ ১০।৪৫।১২, ১৩

প্রসিদ্ধ সুদামা বিপ্রকে শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন শ্রীদাম।

অথাশীতিতমে কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং গৃহাগতং।
সম্পূজ্যাপৃচ্ছদর্থেপ্সুং গুরুবাসকথাং মুদা॥

জগন্নাথদাস ইহার নাম দিয়াছেন দামোদর। ৮৭তম অধ্যায়ের শেষ পুষ্পিকায় যথা—দরিদ্র দামোদর নিস্তারণে মোক্ষণো নাম ইত্যাদি।

ওড়িয়া সাহিত্যে এই ভাগবত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। খাড়েঙ্গা ভাগবত, পট্টনায়ক ভাগবত, পরীক্ষিৎ ভাগবত প্রভৃতি আরও ভাগবত থাকা সত্ত্বেও ইহার আদর যথেষ্ট। আসাম প্রদেশে নামঘরে বেদীর উপর ভাগবত কৃষ্ণবিগ্রহ স্বরূপে পূজিত হয়। উড়িষ্যাতেও শ্রীবিগ্রহ-মন্দির প্রভৃতি পবিত্র স্থানে ভাগবতেরও নিত্যপূজা হয়। তুলসীদাস কৃত রামচরিত-মানস যেরূপ হিন্দীভাষাভাষী সকল সাধারণের পরম আনন্দদায়ক এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার বাহন, জগন্নাথ দাস কৃত ভাগবতও অনুরূপভাবে ওড়িয়া জনসাধারণের চিত্তে কাব্যছন্দে শিক্ষামৃত ছড়াইয়া চিরন্তন মঙ্গলের নিদান হইয়া রহিয়াছে।

কামরূপদেশীয় বৈষ্ণব ও ভাগবত

ভাগবত ধর্ম প্রচারে কীর্ত্তন প্রধানতম অঙ্গ। শঙ্করদেব "কীর্ত্তনঘোষা" কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তমণ্ডলী ভাবমুগ্ধ। স্বরলহরীর সঙ্গে অপার্থিব আনন্দস্রোত প্রবাহিত। ধূপ ধূনার গন্ধে আমোদিত নামঘরে ঐ কাহার অঙ্গসৌরভ শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তগণকে চঞ্চল করিল—সকলেই জিজ্ঞাসু। এই অপূর্ব গন্ধ কখনও তো অসমপ্রদেশে অনুভূত হয় নাই। ইহা যে শ্রীক্ষেত্রধামের জগন্নাথদেবের মন্দিরের গন্ধ! দ্রোণ কুসুম গন্ধ! জগন্নাথদেব কি সত্যই শঙ্করের 'কীর্ত্তনঘোষা' শুনিবার জন্য উড়িষ্যা হইতে সুদূর অসমপ্রদেশে বরদোয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? ভক্তের আগ্রহে ভগবান্ সব কিছুই করেন। সর্বসমর্থ তাঁহার কিছুই অসম্ভব নয়।

পাঁচশত বর্ষ পূর্বে বরদোয়াতে শঙ্কর মহাপুরুষ বার ভূঞাদেরই কোনো এক শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অনুযায়ী ভক্তেরা "শরণীয়া" বলিয়া পরিচিত। বৈষ্ণবগুরু শঙ্কর বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এখানে ভাগবত ধর্মামৃতে তাহার পূর্ণাভিষেক হয়। তাঁহার অভ্যুদয়:কালে অসমপ্রদেশে নানারূপ দলাদলি ও মতবিরোধের প্রসার ছিল। সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি দূর করিবার জন্য এই মহাপুরুষ ভাগবত ধর্মকেই পরমশ্রেষ্ঠ উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পণ্ডিত জগদীশ মিশ্র শ্রীধর স্বামীর টীকা সহিত একখানা ভাগবত শঙ্করকে উপহার প্রদান করেন। তদবধি এই ভাগবত তাঁহার সাধনার পরম সঙ্গীরূপে গৃহীত হয়। ভাগবতের রস তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, এমন কি তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহরূপে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পূজা প্রবর্তন করিয়াছেন।

যখন নদীয়ায় শ্রীঅদ্বৈতের 'ভাগবত সভা', শ্রীবাসের শ্রীঅঙ্গনে 'কীর্ত্তন

মঙ্গল', প্রায় সেই কালেই অসমপ্রদেশে 'কীর্ত্তনঘর' 'নামঘর' ও 'সত্র' স্থাপিত হইতে থাকে। অসমপ্রদেশে এই সকল ধর্মপ্রতিষ্ঠান সংগঠনেঃ বাংলার ও উড়িষ্যার প্রভাব কতখানি তাহা আজও সুনির্দিষ্ট হয় নাই। একদিকে উড়িষ্যার মহিমাসক্ত শঙ্করদেব অপর দিকে "গুরুবংশাবলী" বর্ণিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সন্তানের "চৈতন্যপন্থী"দের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

অসমীয় ভাষায় শঙ্করদেব ভাগবতোক্ত প্রধান লীলাসমূহের অনুবাদ করেন কবিতায়। এইগুলি "নামঘরে" ভজন অবসরে নিয়মিতভাবে কীর্ত্তিত হয়। রাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ অসমপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু রাসলীলা কীর্ত্তন শুনা যায়। বেদীর উপর বিগ্রহ শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ।

'অজামিল উপাখ্যান', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' 'হরমোহন', 'বলি ছলন' 'গজেন্দ্র-উপাখ্যান', 'চব্বিশ অবতার বর্ণনা', প্রভৃতি শঙ্করদেবের সার্থক রচনা। ভাগবতের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম স্কন্ধ কথা তিনি বিস্তার করিয়া বর্ণনা করেন। দশম স্কন্ধের লীলা বর্ণনায় তিনি তাহার কাব্য শক্তি ও কল্পনার বিলাসের যে অপূর্ব সমন্বয় করিয়াছেন উহা রসিকজনের পরমাস্বাদ্য হইয়াছে। 'শিশুলীলা', 'রাসক্রীড়া', 'কংসবধ', 'গোপী-উদ্ধব সংবাদ', 'কুঁজীর বাঞ্ছাপুরণ', 'অক্রূরের বাঞ্ছাপুরণ' প্রভৃতি দশমের পুর্ব্বার্দ্ধ অবলম্বনে বিরচিত। উত্তরার্দ্ধ অবলম্বনে তিনি লিখিয়াছেন 'জরাসন্ধর যুদ্ধ', 'কালযবন বধ', 'মুচুকুন্দস্তুতি', 'স্যমন্তকহরণ' 'নারদর কৃষ্ণদর্শন', 'বিপ্রপুত্র আনয়ন', 'দামোদর বিপ্রাখ্যান', 'দৈবকীর পুত্র আনয়ন', 'বেদস্তুতি', 'রুক্মিণীর প্রেম কলহ', 'ভৃগু পরীক্ষা' প্রভৃতি গীতাবলী। ভাগবতের উপাখ্যান ইঁহার সাবলীল ভাষার মাধ্যমে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে প্রতিটি সঙ্গীতে।

বোলন্ত শুকে শুনা নৃপবর্ষ
বাঢ়য় স্কন্ধর যি তাতপর্য
কৃষ্ণ বিনে নাই অপর দেব
জানিয়া কৃষ্ণর করিয়ো সেব ॥

'ভাগবতর তাৎপর্যে' তিনি বলেন—

শুকদেব নৃপবর পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—এই দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতের তাৎপর্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোনো দেবতা নাই। ইহাই ভাল করিয়া জানিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর।

যাহার আছে পুণ্য অসংখ্যাত।
সি সি পাতে কাণ কৃষ্ণ কথাত।
যে হি সে কৃষ্ণক বোলো আপুন।
শুনিয়ে কৃষ্ণ দেবতার গুণ ॥

জন্মজন্মান্তরে অগণিত, পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকিলে তবেই না কৃষ্ণ কথা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকিবে। শ্রবণরুচি সকলের হয় না। যাহার পুণ্য আছে সে কৃষ্ণকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়, সে-ই কৃষ্ণের গুণ লীলা শ্রবণ করে।

অজামিল উপাখ্যানে বিষ্ণুদূতগণের রূপ ভাগবতের বর্ণনা—

সর্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ।

শঙ্করদেব এই অংশের অনুবাদে বলেন—

সবারে সুন্দর শ্যাম কলেবর
পীতবস্ত্রে আতি রঞ্জে।
চারিয়ো প্রসন্ন বদনমণ্ডলে
পূর্ণ চন্দ্রমাকো গঞ্জে ॥

পদ্মপত্র সম আয়ত লোচন
ভ্রুযুগে করে কান্তি।
নাসাতিলফুল অধর রাতুল
দান্ত মুকুতার পান্তি॥
শিরত রত্নর কিরীট কর্ণত
মকর মুণ্ডল দুলে।
চারিয়ো আজানুলম্বিত পদ্মর
মালা শোভা করে গলে॥

বড় অক্ষরে ছাপা অংশ কবির কল্পনায় সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীহরিকীর্ত্তনই যে পরম সাধন, পরম গতি, এই তত্ত্ব তিনি সুন্দরভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। দ্বাদশ স্কন্ধের কথা উদ্ধার করিয়া উপসংহারে শুকদেব যে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনকেই জ্ঞান কর্ম সকল যোগ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।

দ্বাদশ স্কন্ধর তত্ত্ব উদ্ধরি
কহিলন্ত শুকে উপসংহরি
জ্ঞানত কর্মত করি সম্প্রতি।
হরিকীর্ত্তনে সে পরম গতি॥

হরিনামের মহিমা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, অনেকে বেদ বেদান্তের দোহাই দেয়। আমি তাহাদিগকে বলি তাঁহারা একবার ভাল করিয়া ভাগবত বিচার করিয়া দেখুন। তাঁহারা বৃথা নিন্দা করেন। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিন, ভাগবত বর্ণিত হরিকীর্ত্তন করুন। পুরাণ-সূর্য ভাগবত। সকল পুরাণের রহস্য ইহাতেই দেখা যায়। উপনিষদের বেদান্তসূত্রেই পরম তত্ত্ব এই ভাগবতেই রহিয়াছে।

তেবেসে বুজো তার মুনিসাই ॥
পুরাণ স্র্য্ব ভাগবত
দেবাস্তরো ইটো পরমতত্ত্ব ॥

হরিনাম রসে মগ্নচিত্ত শঙ্কর অজামিল কথার উপসংহারে বলেন—কৃষ্ণদাস শঙ্কর বলিতেছে সকলে শুনুক, তোমরা কেহ যেন হরিনাম ছাড়িও না। জানা নাই কোন্ দিন এই দেহ যাইবে, আবাব কবে ভারতে মানুষ-জন্ম হইবে।

কৃষ্ণর কিঙ্করে ভণিল শঙ্করে
শুনিয়োক সর্বজন।
হেন জানি আন আল এডি
করিও হরি কীর্ত্তন ॥
কোন দিন ইঠো শরীর পডয়
কেতিক্ষণ নেয় যম।
আউর কি সেম্বিরে ভারত ভুমিতে
হৈবাহা মানুষ-জন্ম ॥
কোটি কোটি জন্ম অন্তরে যাহার
আছে মহাপুণ্যরাশি।
যিনি কদাচিত মনুষ্য হোবয়
ভারতবরিষে আসি ॥

প্রহ্লাদ চরিত্রে তিনি দুইটি প্রধান ভাগ করিয়াছেন। প্রথমাংশ পূর্বকথা আর দ্বিতীয়াংশে ভক্তজীবন ও নৃসিংহ আবির্ভাব। তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জয় বিজয়রূপে বৈকুণ্ঠবাস এবং পতন সংবাদ প্রভৃতি ধরা হইয়াছে প্রথম ভাগে। চরিত্র আরম্ভে শঙ্করদেব বলেন—

বোলন্ত শুকে শুনা পরীক্ষিত।
ভক্ত প্রহ্লাদর কহো চরিত্র॥
যুধিষ্ঠির আগে নারদ কৈল।
শুনিয়ো প্রহ্লাদের যেন হৈল॥

মূল কথা কিন্তু আরম্ভ হইয়াছে, মৈত্রেয়বিদুর-সংবাদ একটু পরে। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির সৌভাগ্য সম্বন্ধে তিনি উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলেন দুর্ভাগা লোক সেখানে যাইতে পারে না।

গোবিন্দর গুণ-চরিত্র বাজে
শুনে গ্রাম্য কথা যিটো নিলাজে।
বৈকুণ্ঠ ন যায় সিটো ভাগ্যশূন্য
কুকথায় হরে সমস্তে পুণ্য॥

দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ প্রসঙ্গ শঙ্করদেব প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণর চরণ চিন্তিবেক হৃদয়ত।
আছন্ত ঈশ্বর হরি সমস্তে ভূতত॥
হেন জানি প্রাণীক করিবা সতকার।
তেবে সে কৃষ্ণত রতি হৈবেক তোমার॥

চরিত্র বর্ণনায় ভাগবতের কোনো কোনো অংশ সংক্ষিপ্ত হইলেও ভক্ত, ভক্তি, দেবতার মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়াও ভাগবত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অতি মনোরমভাবে শঙ্করদেব উপস্থাপিত করেন। হিরণ্যকশিপু বলে—

মোক বিকথ্থস অরে বর্ব্বর
মোত পরে আছে আউর ঈশ্বর?

পেহলাইব কাটি তোক খাম্ভা ধরি।
দেখো কোন মতে রাখন্ত হরি ॥
হরি সে যদি জগতর ঈশ।
কৈত আছে তার কহ উদ্দিশ ॥

শুনিয়া প্রহ্লাদে বোলয় বাণী
ব্যাপক বিভু প্রভু চক্রপাণি ॥
সবাতো আছন্ত জগতস্বামী
স্ফটিকর তম্ভে দেখোহো আমি ॥

কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু অস্ত্র লইয়া উঠিলেন। স্তম্ভে মুষ্টির আঘাত করিলেন।

ভাঙ্গিল তম্ভত হানিয়া মুঠি
তম্ভর ভিতরে শুনিল নাদ।
প্রলয়মেঘের যেন সম্বাদ ॥

নরসিংহ আবির্ভূত হইলেন। বর্ণনা সুললিত ও অতি সরস।

সত্য করিবাক লাগি নিজ ভৃত্যবাণী
তম্ভতে বেকত ভৈলা প্রভু চক্রপাণি ॥

অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা প্রসিদ্ধ কথা। গজেন্দ্রকৃত স্তোত বহু গূঢ়ার্থপুর্ণ হইলেও শঙ্করদেব ঐ অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শুক নিগদতি রাজা নৃপবর।
মিলিল অদ্ভুত যুদ্ধ গ্রাহ গজেন্দ্রর ॥
কতোকালে গজেন্দ্রের বল ভৈল হানি।
গ্রাহর বাঢ়িল বল পিয়া স্বাদ পানী ॥

সরোবরে দেবল ঋষি স্নান করিতে নামিয়াছেন। হূহূ গন্ধর্বও সেই সময় জলক্রীড়ার আমোদে প্রমত্ত। সে ডুব দিয়া আসিয়া ঋষির পায়ে

টান দিয়া রঙ্গ করিতেছিল। দেবল মুনি বিরক্ত হইয়া অভিশাপ দিলেন—কুমীরের মত ব্যবহার তোর, কুমীর হইয়াই জলে বাস কর। সেই হইতে গন্ধর্ব কুমীর হইয়াই আছে। গজেন্দ্রও অভিশপ্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। একদা অগস্ত্য ঋষি তাহার সমীপে সমাগত হইলে তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য আদর দেখানো হয় নাই বলিয়া ঋষি তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলেন—অভিমানী রাজা তুমি হস্তী হইয়া থাক। সেই অভিশপ্ত হস্তী ও গ্রাহের যুদ্ধ। হাতী যখন দেখে তাহার আত্মীয় বান্ধব কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। সে সরোবরের জলে ডুবিয়া যায়, তখন তাহার সদ্‌বুদ্ধির উদয় হইল।

শুণ্ডে মেহ্রাই পদ্ম গোট উপরক তুলি।
গজেন্দ্রে শরণ লৈল ত্রাহি হরি বুলি ॥

শরণাগত গজরাজের উদ্ধারে শ্রীহরি ছুটিয়া আসিলেন। তাহার দুঃখ গেল, অভিশাপের অন্ত হইল। গ্রাহও মুক্ত হইল।

আথে বেথে শীঘ্রে হরি গরুড়র স্কন্ধে।
ভকতক রাখিবাক আসিলা প্রবন্ধে ॥
গরুড়র নামি হরি পরম বিক্রমে।
শুণ্ডে ধরি তরক তুলিলা গ্রাহে সমে ॥
চক্রে ধরি তেখনে ছিরিলা গ্রাহ মুখ।
হরির প্রসাদে গজেন্দ্রর গৈল দুঃখ ॥

*　　　*　　　*

কৃষ্ণ পরশনে গ্রাহো শাপক নিস্তরি।
দিব্যরূপ ধরিয়া স্বর্গত গৈলা লড়ি ॥

গজেন্দ্রমোক্ষ কথার পর অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত শঙ্করমোহন অধ্যায় আলোচনীয়।

ততো দদর্শোপবনে বরস্ত্রিয়ং
বিচিত্রপুষ্পারুণপল্লবদ্রুমে।
বিক্রীড়তীং কন্দুকলীলয়া লসদ্-
দুকূলপর্যস্তনিতম্বমেখলাম্॥ (৮।১২।১৮)

ভাগবতের বর্ণনায় মোহিনীর যে রূপ উহাকে শঙ্করদেব যেন তাহার বর্ণনার সরলতায় অধিকতর সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন।

হেন মহা দিব্যবন
দেখিলন্ত ত্রিনয়ন
দিব্য কন্যা এক আছে তাতে।
কোটি লক্ষ্মী সম মোহে
কটাক্ষে ত্রৈলোক্য মোহে
ভণ্টাখেরি খেলে দুয়ো হাতে॥

ভাঁটাখেলায় মগ্ন এই দিব্য নারীর রূপ বর্ণনায় শঙ্কর অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন, যাহা ভাগবতে না থাকিলেও নারীর বর্ণনায় অসঙ্গত হয় নাই বলা যায়।

তপ্ত সুবর্ণর সম জ্বলে দেহা নিরুপম
ললিত বলিত হাত পাব।
চক্ষুকমলর পাশি মুখে মনোহর হাসি
সঘনে দরশৈ কাম ভাব॥
ঊর্দ্ধক ক্ষেপন্ত ভণ্টা করন্ত কটাক্ষ ছটা
লীলা গতি দেখাই ঘুরে পাক।
সোলকে উচ্ছল খোপা খসে পারিজাত থোপা
বাম হাতে সম্বরন্ত তাক॥

মোহিনী মূর্ত্তির অনুসরণ করিয়া শঙ্কর মোহিত। তাহার অঙ্গাবরণ নাই।

শিবের নয়নে মনে মোহিনী ভিন্ন আর কিছু নাই। তাহাকে পাওয়ার উৎকণ্ঠা বর্ণনাতীত। শিব বলেন, কৈলাসে তুমিই অধিশ্বরী হইবে। আর আর সকলে তোমার দাসী হইবে। আমি তোমার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া থাকিব। আমার বেশ পরিবর্ত্তন করিব। জটা মুণ্ডন করিয়া তোমার আদেশ মত চলিব। সর্প পরিত্যাগ করিয়া দিব্য অলঙ্কার ধারণ করিব, কঙ্কালমালা ছাড়িয়া স্বর্ণমণিহার গলায় দিব। বাঘছাল আর থাকিবে না, দেবতার যোগ্য বস্ত্র পরিধান করিব। অগুরু চন্দন ভস্মের স্থান অধিকার করিবে। তুমি যাহা বলিবে সেই করিব। মোহিনীরূপে মুগ্ধ শঙ্করের বর্ণনা শঙ্করদেব করিতেছেন—

স্ত্রীবুলি বৃক্ষক চুম্বন্ত আঙ্কোবালি।
দেখিয়া হাসন্ত নারীরূপে বনমালী ॥

শঙ্করদেবের রচনায় 'বলি ছলন' একটি নতুন অধ্যায়। ভাগবতে বামন-দেবের আগমন, ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা, দৈতরাজ বলির সর্বস্ব নিবেদন প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু বামনদেবের বাক্য অনুসারে ভূতলে প্রবেশের পর দৈত্যরাজের কি হইল তাহার আর কোনো কথা নাই। এইখানে প্রসঙ্গটির আরম্ভ।

শুকমুনি বোলন্ত শুনিয়ো পরীক্ষিত।
বামনর বাক্যে বলি সুতল পুরীত ॥
নিয়মিলা দানবক বিষ্ণুধর্ম কই।
আপুনি থাকিলা পাছে মুখ্য গৃহ লই ॥

বৈষ্ণব বলির বিষয়ভোগে অনুরাগ নাই। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন আর বিরোচনপুত্র বলি। ভক্তিধর্মই তাহার জীবনে প্রধান। দিব্য সভায় মাধবের সুদর্শন চক্র সভসদ্। তাহার ভয়ে দৈত্যগণ নিঃশব্দ। প্রহ্লাদ কৃষ্ণকথা বলেন, আর সকলে শুনিয়া থাকেন। দ্বারে প্রহরী আছেন

আপনি শ্রীহরি। শ্যামল শরীর, শিরে কিরীট উজ্জ্বল, কমললোচন ; মকর কুণ্ডল শোভা ; কণ্ঠে কৌস্তুভ, করে কঙ্কণ কেয়ূর ; কটিতে মেখলা, পাদপঙ্কজে নূপুর ; বহ্নি উজ্জ্বল পীতবসন, গলে চরণবিলম্বিত বনমালা।

প্রসন্নবদন হরি করে ধরি গদা।
বলির সম্মুখ হয়া থাকন্ত সর্বদা ॥

হরি দর্শনে অনুক্ষণ তাহার অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। দৈত্যরাজ বলি আর সুখের দিকে ফিরিয়াও দেখেন না। মুখে সর্বদাই কৃষ্ণনাম। কখনো কখনো দাঁড়াইয়া তাল ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তন করেন। প্রহ্লাদ গান শিখাইয়া দেন, তিনি পরম আনন্দে নৃত্য করেন। গোবিন্দ দর্শনে চিত্ত বিগলিত হয়, অঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠে। কখনও স্তব্ধ হইয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন। হাসি কান্নায় নানা ভাবে ভক্ত বাউলের মত উঠিয়া আবার নৃত্য করেন।

হেন ভক্তিভাবে দৈত্যেন্দ্রের দিন যায়।
বলি সম ভাগ্যবন্ত ত্রৈলোক্যত নাই ॥

সত্যই তো ত্রিলোকে এমন ভক্ত আর কে আছেন যাহার কাছে নিত্যই শ্রীহরি অবস্থান করেন। বলি যে শ্রীহরির পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছেন তাই তাহার এরূপ ভাগ্যোদয়।

দানবেরা যখন দেখিল বলি বৈষ্ণব হইয়াছেন। বিষয়ে বৈরাগ্য, রাজকার্যে মন নাই, তাহারা বিদ্রোহ করে। হরিনাম শুনিবে না। তাহারা সভা ছাড়িয়া যায়। ভক্তের নিন্দা করে। সুদর্শন আর স্থির থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব বিদ্বেষীর শাস্তি বিধানে কৃতসঙ্কল্প সুদর্শন দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করে!

জলে যেন সূর্যকোটি বিরাট শবদে উঠি
ক্রোধে খেদি গৈল পাছে পাছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত। দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, উদরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন, ব্রহ্ম মোহন, কালিয় দমন প্রভৃতি ভাগবত কথায় দার্শনিক তত্ত্বের বিচার ছাড়াও সুন্দর নাটকীয় ভঙ্গীর বর্ণনা দর্শনীয়। শ্রীরাস কামজয়লীলাকে তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। বংশীধ্বনি শ্রবণে বিহ্বল গোপী কৃষ্ণদর্শনে যাইতেছেন, সেই বর্ণনায় শঙ্কর বলেন—

কতো গোপী যায় গাই দোহনক এড়ি।
আখাতে থাকিল দুগ্ধ চরু সৈতে পড়ি॥
পিয়ন্তে আছিল শিশু তাহাকো ন গণি।
পতি শুশ্রূষাকো এড়ি যায় কতো জনী॥

এই অভিসার বলিতেও ভক্তির মহিমা প্রকাশ রীতি তাহার কাব্যে লক্ষ্যের বিষয়—

তথাপি কৃষ্ণক পাইলা গোপিকা সকল।
ভকতর কর্ম যেন ন ভৈল বিফল॥

রাসলীলার ফলশ্রুতি শঙ্করদেব অতিশয় সরলভাবে শুনাইয়া দিয়াছেন।

জগত অন্তর্যামী নারায়ণ
তান কোন পরদার গমন
যাহার স্মরণে পাতক মোযে।
তাঙ্ক কি করব ইসব দোযে॥
শৃঙ্গার রসে যার আছে রতি।
তাকে শুনি হৌক নির্ম্মল মতি॥
ভকতর পদে আপুনি হরি।
ক্রীড়িলা রঙ্গে নরদেহা ধরি॥

শঙ্করদেব যুগল গীতকেও রাসলীলার অন্তর্ভুক্ত করিয়াই লইয়াছেন। কৃষ্ণ গোচারণে গমন করিলে গোপীর ভাব বর্ণনে তাহার সাবলীল

ভাষা একটি রসাল ধারার পরিচয় দিয়াছে। শেষের দিকে তিনি বলেন—

ভোজন কর। তুমি যদুরাজে।
বসিয়া রঙ্গে গোপশিশু মাজে ॥
কোন বুঝিবেক তোমার লীলা।
কটাক্ষে ভূমির ভার হরিলা ॥
কৃষ্ণর কিঙ্কর শঙ্করে ভনে।
গোপাল কেলি শুনা সর্বজনে ॥

মহারাষ্ট্রে ভাগবত প্রবাহ

বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রে আচার্যবন্দনার ধারা পরম্পরা প্রাপ্ত। ভাগবত মুক্তকণ্ঠে গুরুমহিমা বলিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে আচার্যরূপে তাঁহাকেই জানিবার বিধান দিয়াছেন। গুরু ও কৃষ্ণ শাস্ত্র প্রমাণে অভিন্ন বর্ণিত হইলেও এরূপ এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেষত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এতদুভয় স্বরূপে যে, তাহাতে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ হইতেও অগ্রপূজার পাত্র হইয়াছেন তাঁহারই কৃপামূর্তি নরদেহে ভগবদাবির্ভাব গুরুদেব। সমষ্টি গুরুস্বরূপে পরম পুরুষোত্তম সকলেরই সমভাবে ভগবদভিন্ন বিগ্রহরূপে পরিপূজনীয় হইলেও ব্যষ্টি গুরুর বৈশিষ্ট্য অনায়াসেই উপলব্ধির বিষয় হয়, সাধুগণের বাণী ও সদাচার সমীক্ষার মাধ্যমে। ভগবদারাধনার প্রারম্ভেই শ্রীগুরুর আজ্ঞা, তাঁহারই বন্দনা আরাধনা। উহা লঙ্ঘন করিলে ভগবানের আরাধনা ক্রমের ব্যতিক্রম হয়। সাধুগণ প্রদর্শিত এই নীতি সনাতনী। মহারাষ্ট্র দেশের সন্তশিরোমণি একনাথ তাহার ভাগবত ব্যাখ্যার প্রারম্ভে গুরুবন্দনা করিয়া বলেন,—

সন্তোষঞ্চ গুরুং বন্দে পরং সংবিতদায়কং।
শান্তসিংহাসনারূঢ়মানন্দামৃতভোগদং ॥

শ্লোকটির সরলার্থ এই যে পরমজ্ঞানপ্রদাতা সন্তোষমূর্তি গুরুদেবকে প্রণাম করি। তিনি শান্তভাবের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া আনন্দামৃত ভোগ দান করেন।

যাহার অভাব বোধ আছে সন্তোষ তাহার নাই, থাকিতে পারে না। লৌকিক অলৌকিক উভয়প্রকার অভাব দূরীভূত হইলেই সন্তোষ সম্পদের অধিকার লাভ হয়। গুরুদেবের লৌকিক অভাব থাকা অসম্ভব নয়। ছত্রপতি শিবাজী হয়ত মনে ভাবিয়াছিলেন বনবাসী রামদাসের অর্থানুকূল্য করিয়া সন্তোষ সম্পাদন করা সম্ভব হইবে। এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার সমীপে প্রভূত অর্থ প্রেরণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু সন্তোষমূর্তি সমর্থ স্বামী রামদাস যখন ছত্রপতির প্রেরিত অর্থ সম্পদ প্রত্যাখান করিলেন তখনই শিবাজীর নির্মল দৃষ্টিতে গুরুমূর্তি ফুটিয়া উঠিল বাস্তব হইয়া। শিবাজী আত্মনিবেদন করিলেন সমর্থ স্বামীর চরণে।

পরাত্মচেতনায় সম্বুদ্ধ ভগবৎকৃপারসঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব উচ্ছ্বলিত অলৌকিক সাধন-সম্বেদন সুরধনীর ভগীরথ। অগণিত প্রাণ সেই নিরলস অমৃত নির্ঝরে নিত্য নবভাব সরসতায় অনন্ত জীবন সংগীতের মূর্চ্ছনা আবিষ্কার করিয়া ধন্য হয়। পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারেই পরম সন্তোষ। একটি মৃত্তিকার পিণ্ড পরিচয়ে মৃন্ময় সকল বস্তুর পরিচয়ের মত যে একের দর্শনে সকল দর্শনের পূর্ণতা লাভ করে; তাঁহারই আবির্ভাব যাঁহার জীবন সাধনায় হইয়াছে তাহার আর অসন্তোষ থাকিবার হেতু কোথায়? তাহার জীবন পূর্ণতার অভিব্যঞ্জনা, অখণ্ড নিদর্শন, অভঙ্গ সন্তোষের পরমাদর্শ। ইনিই মর্ত্যমূর্তিতেও অমৃত সন্তোষস্বরূপ শ্রীগুরু। তাহার

দান পরমজ্ঞান, গুহ্যাতিগুহ্য জ্ঞান। যে জ্ঞান খুব কাছে না আসিলে ভাল না বাসিলে একান্ত আপনার না হইলে পাওয়া যায় না, দেওয়া হয় না—দিলেও গ্রহণ হয় না। সংশয়, সন্দেহ, সংকোচ, প্রমাদ, আলস্য, অবিশ্বাস, জাড্য, অনাগ্রহে প্রদত্ত জ্ঞানও অঙ্কুরিত হয় না, হইতে পারে না। প্রেম প্রীতি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, অনুকুল-ভাবনা, জিজ্ঞাসা অনুসন্ধিৎসা, বিনয়, সেবা, অস্ফুটকে প্রস্ফুটিত করে, অপ্রত্যাশিতকেও করে পরমাস্বাদ্য। সনক সনন্দনাদি শান্তভক্ত। তাহাদেব শান্ত ভাব—যে ভাবে ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা থাকে না। পুর্ণানন্দ লাভে অশান্ত সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি একতান হইয়া লগ্ন হইয়া থাকে সেই পবমতত্ত্বে। শ্রীগুরুমূর্তি সেই শান্ত ভাবাদর্শ। ক্ষুব্ধ হওয়ার কাবণ সত্ত্বেও তাহার ক্ষোভ নাই, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন মাত্রাস্পর্শ সুখ-দুঃখ আসে যায়, সেই তরঙ্গোত্তীর্ণ না হইলে পবানন্দের ভূমিস্পর্শ সম্ভবই নয়। শান্তভাবের সিংহাসনে আরূঢ পরম আনন্দের ভোগদান নিরত সেই গুরুদেবকে নমস্কার।

"শান্তসিংহাসনারূঢ" কথাটিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের পরমাত্মনিষ্ঠাসম্পন্ন বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের একটি শ্লোক মনে পড়িল।

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

এই শ্লোকে ঠাকুর বিল্বমঙ্গল স্বানন্দসিংহাসনারূঢ গুরুদেবের সমীপে অদ্বৈতনিরাকার তত্ত্বদর্শনে দীক্ষা গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। আর উহা হইতেও পরম আকর্ষণ অনুভব করেন গোপীজনবল্লভের। তিনি বলেন—গোপবধুর প্রিয় শঠনায়ক বলপুর্বক আমাদিগকে তাঁহার দাসী কবিযাছেন। ভাগবতে বর্ণিত পরমপুরুষোত্তমের আরাধনাই পরম অমৃতাস্বাদ। ভাগবত-গুরুদেব সেই পরম আনন্দই দান করেন।

মহারাষ্ট্রে বিঠোবা-পাণ্ডুরঙ্গকে মধ্যমণি করিয়া বারকরী গোষ্ঠী প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়াছে। পণ্ডরপুরে প্রতিবর্ষে যে বিরাট মেলা হয় এমন আর মহারাষ্ট্রে কোথাও হয় না। এ সময় যেখানে যত বারকরী ভক্ত বৈষ্ণব আছেন তাঁহারা তো মিলিত হইবেনই উপরন্তু অন্যান্য প্রদেশ হইতেও লক্ষাধিক লোক বিট্‌ঠলকে দর্শনের নিমিত্ত আগমন করেন। মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ গোষ্ঠী থাকিলেও বিঠোবা ভক্ত বারকরী সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে প্রচুর। সন্ত জ্ঞানেশ্বর, নামদেব; জনার্দন স্বামী, একনাথ প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর স্মরণীয় গুরুবর্গ।

সন্ত কৃপা ঝালী। ইমারত ফলা আলী।
জ্ঞানদেবে রচিলা পায়া। রচিয়েলে দেবালয়া॥
নামা তয়াচা কিংকর। তেণেঁ কেলা হা বিস্তার।
জনার্দন একনাথ। ধ্বজা উভারিলা ভাগবত।
ভজন করা সাবকাশ। তুকা ঝালা সে কলস॥

সাধুসন্তের কৃপায় ইমারত হইল। জ্ঞানদেব প্রারম্ভ স্তম্ভ রচনা করিয়া দেবালয় নির্মাণ করিলেন। নামদেব তাঁহারই দাস, তিনি কিন্তু সেই দেবালয়কে বিস্তৃত করিলেন। জনার্দন স্বামীর সেবক একনাথ কিন্তু সেই দেবালয়ের উপর ভাগবতের ধ্বজা উড়াইলেন। অবসর মত ভজন কর। তুকা উহার উপর স্বর্ণ কলস স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞানদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বোক্ত সাধুগণ মহারাষ্ট্রে বৈষ্ণব ভাবের বিরাট প্লাবন আনিয়াছেন। ইহার ফলে অপরের কথা কি অন্ত্যজ পর্যন্ত সকলেই ভক্তিমুক্তির সমান অধিকার পাইয়াছেন। সন্ত তুকারামের কথায়—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চাণ্ডালাহী অধিকার
বালে ভোলে নারীনর। আদিকরুনি বেশ্যাহী
ঘারে থারে লহা ন থোর। যতি ভলতে নারীনর
করাবা বিচার ন লগে চিন্তা কবণাসী॥

জাতি বিচার ভক্তিপথে অন্তর্হিত। জ্ঞানেশ্বরীতে যে মতবাদ প্রচারিত উহা অদ্বৈত ভাবনার সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ। একনাথ জ্ঞানেশ্বরের বাণীর মধ্যেই ভক্তিবাদ, ভাগবত ধর্ম এবং শ্রীবিগ্রহ আরাধনার উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম প্রচারে একনাথের দান অনবদ্য। চতুঃশ্লোকী ভাগবত ও একাদশস্কন্ধের ব্যাখ্যায় তাঁহার ভাব, ভক্তি ও কাব্যশক্তির স্বাক্ষর চিরন্তন হইয়া আছে। একনাথী ভাগবত যেন জ্ঞানেশ্বরীর এক অভিনব ভাষ্য। বারকরী সম্প্রদায়ে জ্ঞানেশ্বরীর পরেই একনাথী ভাগবতের সমাদর। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গৌরব বর্ণনা-শৈলী রসিক ভক্ত সম্প্রদায়ের শুধু নয়, কাশীক্ষেত্রেও সুপবিত্র সাধু সমাজেরও পরমবিস্ময়ের বস্তু।

শুনা যায়, একাদশ স্কন্ধের মাত্র দুটি অধ্যায় ব্যাখ্যাত হইলে কোনো এক ব্রাহ্মণ কাশীতে গঙ্গাধারে উহা পাঠ আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্র প্রাকৃতভাষায় ভাগবতের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া কাশীক্ষেত্রস্থ এক পণ্ডিতাভিমানী সন্ন্যাসী উহার মধ্যে দোষ দেখাইয়া উহা যে অশাস্ত্রীয় তাহাই প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে পৈঠানে পাঠাইলেন একনাথকে কাশীতে নিয়া আসিবার জন্য যাহাতে সাক্ষাৎভাবে তাহার ব্যাখ্যার খণ্ডন করা যায়।

এদিকে কাশী হইতে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়াছে শুনিয়াই সাধু একনাথ অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি ভাবেন সন্ন্যাসীর মূর্তিতে বিশ্বেশ্বরই তাঁহাকে যাইবার আদেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধালু একনাথ কাশীতে আসিলেন। পুর্বোক্ত সন্ন্যাসী নিজের মঠে তাঁহাকে স্থান দিলেন এবং যুক্তি বলে তাহার ব্যাখ্যা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য সন্ন্যাসী যতই যুক্তি দেখান ততই তিনি নিজে দেখেন তাঁহার সম্মুখে একনাথ নয় শ্রীকৃষ্ণই বসিয়া আছেন। এই দিব্যদর্শনে তাঁহার অভিমান তো দূর

হইয়া গেলই তদুপরি তিনি একনাথের সমীপে শরণ গ্রহণ করিয়া সেবকরূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কাশীতে অবস্থান করিয়াই একনাথ ভাগবত ব্যাখ্যা পুর্ণ করেন।

একনাথ উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিলেন—ভাষার গৌরব কিছু নয়, শ্রীহরিনামেরই গৌরব। শ্রীরাম-নাম শ্রীকৃষ্ণনাম যে ভাষায় বর্ণিত হউক উহার ফলে তারতম্য হয় না। কেহ সংস্কৃত ভাষায় বলিলেই ভগবান্ উহা গ্রহণ করেন আর প্রাকৃত ভাষায় বলিলে উহা ভগবানের কাছে আদরণীয় হইবে না এমন কথা স্বীকার করা যায় না। সংস্কৃত ভাষার স্রষ্টাও যিনি প্রাকৃত ভাষার স্রষ্টাও তিনি।

সংস্কৃত বাণী দেবেং কেলী
তরী প্রাকৃত কায় চোরাপাসোনি ঝালী ?

সংস্কৃত দেবতার সৃষ্টি আর প্রাকৃত চোরের সৃষ্টি হইতে পারে কি? সংস্কৃত বা প্রাকৃত যে ভাষায় হউক না কেন হরিকথা নিবন্ধময় সকল ভাষাই পবিত্র বলিয়া মানিতে হইবে।

ভক্ত প্রবর যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয় তিনি বন্দনা করেন। আমার পিতামহের পিতা অর্থাৎ প্রপিতামহ ভানুদাস ছিলেন পরম ভক্ত। ভগবানের সমীপে ভক্তের সম্বন্ধ হেতু এই বংশ অতিশয় প্রিয়। আবাল্য সূর্যের উপাসক পরম পবিত্রকীর্ত্তি ভানুদাস অভিমানশূন্য সেই মহাত্মা চিদ্‌ভানুর দর্শনে কৃতার্থ। শ্রীভগবান কৃপাপুর্বক তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া ধন্য করেন। ভানুদাসের পুত্র চক্রপাণি আর ইঁহার পুত্র সূর্যনারায়ণ। সূর্যনারায়ণ আচারবান্ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, তাঁহার স্ত্রী রুক্মিণীদেবী। একনাথ ইঁহাদের একমাত্র সন্তান, বাল্যেই পিতৃমাতৃ বিয়োগ হওয়ার ফলে সংসারে একা। পুর্ব পুরুষ পরম্পরা বন্দনা করিয়া তিনি বলেন—

বন্দুং ভানুদাস আতাং যো কাং পিতামহাচা পিতা।

জ্যাচেনি বংশ ভগবন্তা ঝালা সর্ব্বথা প্রিয়কর ॥

বৈষ্ণবকুলে জন্মলাভ করিয়া একনাথ নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলিয়া অনুভব করেন। তিনি বৈষ্ণব বন্দনায় সহস্রমুখ। তিনি বলেন—

তে বৈষ্ণব কুলীং কুলনায়ক নারদ, প্রহ্লাদ, সনকাদিক ॥

উদ্ধব, অক্রুর, শ্রীশুক, বশিষ্ঠাদিক নিজভক্ত ॥

বৈষ্ণবকুলনায়ক বলিয়া তিনি যাঁহাদের নাম করিয়াছেন তাঁহারা চিরদিন নমস্য। দেবর্ষি নারদ, প্রহ্লাদ, চতুঃসন, উদ্ধব, অক্রুর, শ্রীশুক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ভগবানের নিজভক্ত।

তিনি বলেন—ভগবানের প্রাণের কথা ভাগবত। উহা বিদ্যা বুদ্ধি অভিমানে বুঝা যায় না। যাহার চিত্ত সর্বদা ভগবানে লাগিয়া থাকে কেবল তিনিই ভাগবত রহস্য বুঝিতে পারেন। এই তত্ত্ব তিনিই লাভ করেন।

তো ম্হণে শ্রীভাগবত তেং ভগবন্তাচেং হৃদ্‌গত।

ত্যাসী চ হোয় প্রাপ্ত জ্যাচেং নিরন্তর চিত্ত ভগবন্তীং ॥

শ্রীকৃষ্ণ অবতার লোকোত্তর চমৎকৃতিময়। তিনি চোর হইয়াও পরমব্রহ্ম ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা নয় কি? পরমদেবতা ব্যভিচার করেন ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারে কি? স্ত্রী পুত্র লইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। অধর্মে ধর্মবুদ্ধি, অকর্মে কর্মসিদ্ধি, অনিয়মে নিয়ম স্থাপন করিলেন—তিনি সর্বদোষের অতীত।

একনাথের ভাষায়—

অধর্মে বাঢ়বিলা ধর্ম, অকর্মে তারিলেং কর্ম।

অনেমে নেমিলা নেম। অতি নিঃসীম নিদুষ্ট ॥

ভাগবতের শিক্ষা ভগবৎসঙ্গে অন্যসঙ্গ ত্যাগ, তাঁহারই ভোগে ভোগ, আর

ত্যাগ বিনাই বিষয়ান্তরের ত্যাগ। এই নবধর্মের, ভাগবতধর্মের বাহক হইলেন একনাথ।

শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের সমীপে নিজের পরমগুরু দেবর্ষির প্রশংসা করিয়া বলেন—মুক্তগণের অগ্রণী, ব্রহ্মচারীগণের শিরোমণি, যোগীবৃন্দের বন্দনীয় শিরোভূষণ, ভক্তমণ্ডলীর পরমশ্রেষ্ঠ ভাগবত, ব্রহ্মানন্দের সমুদ্র আত্মজ্ঞানের পূর্ণচন্দ্র তিনি ব্যাসদেবের শ্রীগুরুদেব আর আমার পরম গুরু মহামুনীশ্বর শ্রীনারদ।

তো ম্হণে ব্যাসাচাহী নিজ গুরু
আনি মাজাহী পরমগুরু
শ্রীনারদ মহামুনীশ্বরু।

মহামুনীশ্বরের রূপাঙ্কনে একনাথের নিষ্ঠা একান্তই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। দেবর্ষির জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনায় অনুরণিত হয় সামাজিকের ভাবপরিমণ্ডলে। চারিত্রিক গুণাবলীর সঙ্কলনে ভাবগরিষ্ঠ হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত প্রবাহে পাঠকের মনটিকে অনাস্বাদিত পূর্ব বৈকুণ্ঠলোকের মহামাধুর্য রসের সন্ধান প্রদান করে বলিলে অত্যুক্তি হইবে মনে হয় না। সদ্গুরুপরম্পরায় ভাগবত লাভ হয়, একনাথ এই সত্যটিকে বিকৃত করেন নাই। শ্রদ্ধা ভক্তি ভিন্ন ভাগবত বুঝা যায় না। এই কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন তাই বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা ভাগবতং ভাবং অভাবং কাব্যপাঠতঃ।
পঠনাৎ পদব্যুৎপত্তি র্জ্ঞানপ্রাপ্তিশ্চ ভক্তিতঃ॥

ভাগবতের ভাবগ্রহণ করিতে হইলে ভক্তিভাবেই উহা লাভ হয়। কেবল কাব্য সমালোচনায় ভাগবত ভাব ধরা পড়ে না। একটি একটি পদের বিশ্লেষণ অথবা ব্যাকরণসম্মত বিচারের ফলেও ভাগবতরসের ছোঁয়া পাওয়া যায় না। সর্বপ্রকার বিচারবুদ্ধি ভক্তিপ্রবাহে ভাসিয়া যায়, একথা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভক্তি হইলেই বান্ধবগণের মধ্যে ভোগ সম্বন্ধে আকর্ষণ ক্ষীণ হইয়া যায়। অন্যদিকের আকর্ষণ যে পরিমাণে কমিয়া যাইবে ভাগবতে প্রবেশও সেই পরিমাণে সরল হইবে। মনটিকে ভগবানের পাদপদ্মে তুলিয়া রাখিয়া ভাগবতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অর্থগুলি পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যতদিন নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ভাগবতের ব্যাখ্যার দায়িত্ব বহন করিবে দেখিবে উহা বড়ই কঠিন এবং পূর্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া ভাগবত পদ্য বিশ্লেষণ করা দুরূহ ব্যাপার। জীবনে যদি কোন দিক্ দিয়া মহতের কৃপার স্পর্শলাভ হয় সঙ্গে সঙ্গে পটপরিবর্তন হইয়া যায়। তখন এমন করিয়া ভাগবত মর্মার্থে মন লাগিয়া যায় যে, উহা অন্যব্যক্তির সমীপে একেবারেই চিন্তার অগম্য।

সাধু একনাথ এমনই এক শুভ সংস্পর্শে আসিয়া ভাগবত রসিকের জীবন সঙ্গতিকে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ভক্তিতেই ভাগবত লাভ। পদব্যুৎপত্তিতে নয়। আমরা প্রাচীনের মুখে ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছেন—পাঁচটি লক্ষণ আছে ব্যাখ্যার, উহা না জানিলে কোনো কথা ব্যাখ্যা করা চলে না।

পদচ্ছেদো পদার্থোক্তির্বিগ্রহ বাক্যযোজনা।
প্রকরণস্য সংগতির্ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥

ভাগবত ব্যাখ্যাতৃবর্গ এই নীতিকে অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই পরম্পরাক্রমে ভাগবতের পঠন পাঠন রসাস্বাদন সম্ভব হইয়াছে। এই পথের আদর্শ পুরুষ শ্রীধরস্বামীপাদ। তাঁহার অদ্ভুত জন্মকথা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ ভাগবতগোষ্ঠীর পরমসম্পদ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামীপাদের অনুগত ভাবেই ভাগবতের ব্যাখ্যা সাধুসম্মত বলিয়া নির্দেশ দান করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

বল্লভ ভট্টের সহিত মহাপ্রভুর মিলন প্রসংগে এই সংবাদটি প্রদান করেন ।

একদিন বল্লভভট্ট মহোদয় আসিয়া জানাইলেন তিনি ভাগবতের টীকা করিয়াছেন মহাপ্রভুকে শুনাইতে পারিলে খুব আনন্দ লাভ করিবেন। মহাপ্রভু ভঙ্গী করিয়া ভাগবতের তাৎপর্য সংকেতে বুঝাইয়া বলেন,

ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত অর্থ শুনিতে নহি অধিকারী॥
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রদিনে॥

ভাগবতের তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণে। যিনি নিশিদিন শ্রীকৃষ্ণনাম সংখ্যাপুর্বক গ্রহণ করেন ভাগবতার্থ তিনিই লাভ করিয়াছেন। কথা শুনিয়া বল্লভভট্ট আগ্রহের সহিত পুনরায় বলেন হাঁ্যা, আমি কৃষ্ণনামের অর্থও খুব বিস্তার করিয়াছি। উহা আপনাকে শুনাইতে চাই—আপনি একটু শ্রবণ করুন।

······কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে॥

কৃষ্ণনামের বহু বিস্তৃত অর্থ করা অর্থই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সুদৃঢ় মানসের অভাব। মহাপ্রভু তাই সন্দেহ নিরসনের জন্য স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিলেন—

প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥

শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামী নামকৌমুদী গ্রন্থে বলেন—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

এই প্রমাণ বাক্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করিয়াছেন মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত সমর্থনে। প্রভু বলেন—

এই অর্থমাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥

অন্য একদিনের কথাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে। সেদিন বল্লভ ভট্ট ভক্তগণ পরিবৃত মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া বলিলেন,—ভাগবতের ব্যাখ্যায় আমি কিছু নতুন সংযোজনা করিয়াছি—

ভাগ্যেতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাহা সেই পড়ে জানি।
একবাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি।

বল্লভ ভট্ট শ্রীধরস্বামীকৃত ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া নতুন তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন। লীলার মধ্যে তিনি সাংখ্যতত্ত্ব অবধারণ করিয়া কখনো কখনো যৌগিক ব্যাখ্যা করিয়া ভাগবত রহস্য বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আরও বলিয়াছেন শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যায় পূর্বাপর সংগতি পাওয়া যায় না। যেখানে যেমন বুঝিয়াছেন কখনো জ্ঞানের আর কখনও ভক্তির প্রাধান্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বল্লভভট্টের ভাগবত ব্যাখ্যায় গর্বানুভব করিবার ভাবটি বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে বলিলেন—ভট্টপ্রবর তবে শ্রবণ করুন। এই সংসারে দেখা যায়, যে নারী অনুগত না হইয়া স্বামীর বাক্য খণ্ডন করে, স্বামীর কথা মানে না, তাহাকে ব্যভিচারিণী বেশ্যার মধ্যে গণনা করা যায়।

* * স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।

কথা শুনিয়া বল্লভ ভট্ট বুঝিলেন যে, শ্রীধরস্বামীর অনুগত ব্যাখ্যা না হইলে উহা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অনুমোদন লাভ করিতে পারে না। ভাগবতার্থ প্রকাশে শ্রীধরস্বামী পরমশ্রদ্ধেয় অগ্রগামী পথিকৃৎ। একনাথ ভাগবত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে যাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া তিনি শ্রীধর স্বামীর উল্লেখ করেন।

আতাং বন্দুং শ্রীধর। ভাগবত ব্যাখ্যাতা সধর।
জয়াচী টীকা পাহতাং অপার অর্থ সাচার পৈঁ অসে॥

ব্যাখ্যাতৃবর্গের প্রধান শ্রীধর স্বামীকে বন্দনা করিয়া তিনি বলেন, শ্রীধরের টীকা দর্শন করিলে ভাগবতের সামগ্রিক অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বাণীর সার্থকতা কবিত্ব শক্তির প্রকাশে। কাব্যের সার্থকতা রসরচনা, আর রসের পরাবধি পরতত্ত্বের বিনির্ণয়ে। একনাথের ভাগবতে ইহার সার্থক রূপায়ন। ওবীছন্দে রচনায় তাহার বাণী জ্ঞানেশ্বরের সার্থক অনুসরণ করিয়াছে। ওবীছন্দ রচনায় কাব্যশক্তির অপর্যাপ্ত বিকাশ দেখা দিয়াছে। তাহার কবিতা প্রাকৃত বর্ণনায় নয় জীবনের রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, যে রসচেতনা পরমেশ্বর প্রীতিতে পরতত্ত্ব আরাধনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

মারাঠী সাহিত্যে একনাথের অবদান অসামান্য। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ তৎকাল প্রচলিত ওবীছন্দে বিরচিত হইলেও বিষয়বস্তুর পার্থক্যহেতু সাহিত্যরসিকের বিশেষ চমৎকৃতির উপাদান। ভাবার্থ রামায়ণ চল্লিশ হাজার ওবী। ভাগবত কুড়ি হাজার ওবী, এতদ্ভিন্ন আনন্দ লহরী, চিরঞ্জীব স্তব, শুকাষ্টক, স্বাত্মসুখ, হস্তামলক, চতুঃশ্লোকী ভাগবত, রুক্মিণীস্বয়ংবর, বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় পাঁচ হাজার ওবীছন্দ রচনা সামাজিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিরাট সাহিত্য মহারাষ্ট্র জীবনছন্দে জ্ঞান ও ভক্তির গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিয়াছে।

ভাগবত ও গ্রন্থসাহেব

প্রণব বাচক। বাচ্য পরমব্রহ্ম। ওঁকার সত্যমূর্ত্তি। ভাগবত সেই সত্যের ধ্যান পরায়ণ, গুরুমুখে সেই সত্যের সন্ধান। গুরুমুখ-বাক্য মন্ত্র। মন্ত্র প্রণব, ওঁকার, ভগবানের নাম। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ সেই নাম মন্ত্র। গুরুর মুখে সমুচ্চারিত নাম মন্ত্র সর্বসিদ্ধি দায়ক, সর্ব ক্লেশ নাশক, পরম মঙ্গল প্রাপক। গুরুবর্গের সাধনা বেদান্ত অনুমোদিত। তাঁহাদের প্রার্থনা স্তবস্তুতিই সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ভাগবত স্তুতিময়। গ্রন্থ সাহেবও স্তুতিময়। প্রার্থনা সঙ্গীত সংগ্রহেই গ্রন্থসাহেবের বৈশিষ্ট্য। পদাবলী সাহিত্যে যেমন ভাগবতধর্ম রসপ্রকীর্ণ হইয়া আছে বিভিন্ন যুগের ভক্তকণ্ঠে সঙ্গীত প্রার্থনাগুলিতেও সেইভাবে ভক্তিরস বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সমগ্র গ্রন্থসাহেবে। গুরু ভগবৎকৃপার অবতার, অভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ। আচার্যরূপে ভগবান্ জীবের অজ্ঞান দূর করেন। সেই আচার্য গুরুবর্গের ভাব সংকলনে গ্রন্থসাহেব সমষ্টি গুরুর আসনে আসীন। প্রথম কথা—ইক ওঁকার সতি নাম করতা। পুরুখু নিরভউ নিরবৈরু অকাল মূরতি অজুনি সৈভং গুরু প্রসাদি জপু।

এক প্রণব ওঁকার সত্যনাম। কর্ত্তা পুরুষ নির্ভয় নির্বৈর নির্দ্বন্দ্ব কালাতীত বিগ্রহ অজ এবং স্বয়ম্ভু। গুরু কৃপার-প্রসাদে তাহার সত্য নাম পাওয়া যায়। সেই সত্য নাম জপ কর।

আদি সচু জুগাদি সচু হৈভী সচু নানক হোসীভী সচু। সৃষ্টি পূর্বে সৃষ্টি আরম্ভে সৃষ্টির মধ্যে এবং ভবিষ্যতে চারিকালেই এক সত্যস্বরূপে সেই পরম পুরুষ আছেন। গুরু কৃপায় তাঁহাকে পাওয়া যায়।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

হে ভগবন্, তুমি সত্য পালন কর, সত্যপরায়ণতা তোমার সুপ্রসিদ্ধ, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালেই আছ, সত্য বলিয়া প্রতিভাত বস্তুর উদ্ভব স্থান তুমি, সত্যেই তোমার প্রতিষ্ঠা, সত্যের সত্যতার প্রমাণ তুমি। বাক্য ও ব্যবহারে সর্বপ্রকারে সত্যাত্মক তোমার শরণাপন্ন আমরা। ভাগবতের এই শ্লোকের রহস্য বিদ্যা লইয়াই গ্রন্থসাহেবের সূচনা।

ভাগবতের ভগবদ্দাস্যভাব নানকের স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ বাণীতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বলেন

তু হ্যায় নিরঙ্কার কর্তার নানক বান্দা তেরা।

হে ভগবন্, তুমিতো নিরহঙ্কার কর্তা কিন্তু নানক তোমার সেবক ইহা ভুলিয়া যাইও না।

শিখগুরুবর্গ এক দুই করিয়া নবম গুরু পর্যন্ত সাধারণ জনগণকে উজ্জীবিত করিয়াছেন, তাহাদের অলৌকিক সাধন মহিমায় ও ভজনের আগ্রহে নবম গুরু তেগবাহাদুর পর্যন্ত আসিয়া সেই ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হইলে তিনি আত্মদান করিয়া শিখধর্মের আদর্শকে সংরক্ষিত করেন। ইহাদের মধ্যে পঞ্চম গুরু এই গ্রন্থ সাহেবের সংকলয়িতা বলিয়া পরিচিত। যে সকল ভজন ও উপদেশ শিখগণের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে মুখে মুখে বেদ মন্ত্রের মতই চলিয়া আসিতেছিল ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া 'গ্রন্থ সাহেব' হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের সাধুগণের বিরচিত পদ ও ভজন সংগীত আছে। গ্রন্থসাহেবে কবীর, ত্রিলোচন, বেণী রবিদাস, নামদেব, ধনা, শেখ ফরিদ, জয়দেব, ভীখণ, সেনা, পীপা স্বধন, রামানন্দ, পরমানন্দ সুরদাস প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধ্যাত্ম সাধকগণের প্রার্থনা ও সাধন সঙ্গীত আছে।

গুরু নানক (পঞ্জাব অধুনা পাকিস্তান) নানকানা নামক স্থানে ১৫২৬ সংবতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাণে ভাগবত ধর্মের প্রভাব

পড়িয়াছিল ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শ্রী নাম সাধনার উপরে তাঁহার বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন—

হিরদৈ নামু সরব ধনু ধারণু, গুরু পরসাদী পাইএ।
অমর পদারথ তে কিরতারথ সহজ ধিআনি লিব লাইএ॥

শ্রীহরিনামের ধ্যান ধারণা করিলে অমৃত পদার্থ লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রীগুরু প্রসাদেই উহা সম্ভব হয়। শ্রীগুরু কৃপা ভিন্ন সাধনার ভূমিতে বিচরণ সম্ভব নয়, ইহা তিনি বিশেষ করিয়া "বাহগুরু" মন্ত্রে প্রচার করিয়াছেন। গুরুনিষ্ঠা, নাম-নিষ্ঠা, সৎসঙ্গ ও স্মরণ সম্বন্ধে তাহার অনবদ্য ভাবনা গ্রন্থসাহেবের পংক্তিতে পংক্তিতে প্রচারিত হইয়াছে। ভাগবতে বর্ণিত নবাঙ্গ ভক্তির কথা 'গ্রন্থসাহেবে' সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গুরুমুখী ভাষায় এই গ্রন্থই বেদতুল্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, নানা ভাবের পদ ও পদাবলীতে বর্ণিত। বিশেষ কয়িয়া প্রতিটি মহলা বা অধ্যায়ে গুরুকৃপা স্মরণ করিয়া যে নাম মহিমা কীর্তিত হইয়াছে, উহা অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত। গুরু নানক বলেন—

মনরে রাম ভগতি চিতু লাইএ।
গুরুমুখি রাম নাম জপু হিরদৈ সহজ সেতী ধরি জাইএ॥
ভরম ভেতু ভউ কবহু ন ছুটসি, আবত জাত ন জানী।
বিনু হরিনাম কোউ মুকুতি ন পাবসি ডুবি মুএ বিনু পানী॥
ধন্ধা করত সগলি পতি খোবসি ভরমু ন মিটসি গবারা।
বিনু গুরু সবদ মুকুতি নহিং কবহীং অঁধুলে ধন্ধু পসারা॥
সকল নিরঞ্জন সিউ মনু মানিআ মনহী তে মনু মুআ॥
অন্তরি-বাহরি একো জানিআ নানক অবরু ন দূআ॥

শ্রীরামের ভক্তিহৃদয়ে ধারণ কর, শ্রীগুরু মুখে কীর্তিত নাম হৃদয়ে জপ কর।

ভ্রম ভেদবুদ্ধি কখনও ছুটিতে চায় না, কোথা হইতে আসা কোথায় যাওয়া তাহার ঠিক পাওয়া যায় না। শ্রীহরিনামভিন্ন ভববন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়ার আর উপায় নাই। মিথ্যা সংসারে বদ্ধ হইয়া সকলই হারাইতে হয়। গুরুদেবের দান নামমন্ত্র ভিন্ন কোনো কিছুই হইবার নয়। তাহার কৃপা ভিন্ন সকলই মিথ্যা। অন্তরে বাহিরে এক অখণ্ড নিরঞ্জন মঙ্গলায়তন শ্রীহরিকে জানিয়া বুঝিয়া লও, নানক এই কথাই বলেন। দ্বিতীয় কেহ নাই। রামনামভিন্ন জন্ম বৃথা খাওয়া বিষ, বলা বিষ, নাম বিনা নিষ্ফল ভ্রমণ। যত বড পণ্ডিত হইয়া যত যত ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করনা কেন—সন্ধি-কর্ম-ক্রিয়া কাল, যত কিছু বিচার কর গুরুমুখে নাম-মন্ত্র ভিন্ন জীবের মুক্তি নাই।

রাম নাম বিন্থ বিরথে জগি জনমা।
বিখু খাবৈ, বিখু বোলৈ বিন্থ নাবৈ নিহফলু মরি ভ্রমণা
পুহতক পাস বিআকরণ বখানৈ সংধিআ করম তিরকাল করৈ।
বিন্থগুরু সবদ মুকতি কহাঁ প্রাণী, রাম নাম বিন্থ উরঝি মরৈ ॥

বৈরাগ্যের আদর্শ গুরু অংগদ সংসারের মিথ্যাত্ব খ্যাপন করিয়া বলেন—

নানক, ডুনিআ কীআং বডি আঙ্গ আং অগি সেতী জালি।
এহ্নী জলীঈ নামু বিসারিআ ই কন চলিয়া নালি ॥

সংসারের অভিমানে আগুন লাগিয়াছে। এই অভিমানে মুখে জ্বালা হইয়াছে প্রভুর নাম ভুলাইয়া দিয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ সংসারের কেহ তোমার সঙ্গে যাইবে না। গুরু অমর দাস ছিলেন গুরু অংগদের উত্তরাধিকারী। ইনি ভগবন্নামকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া বুঝিয়া ছিলেন, তাই তিনি বলেন, যিনি আমার প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখেন তাঁহাকে কেমন করিয়া ভুলিব ? যিনি সর্বত্র সমানভাবে বিরাজিত তাঁহাকে ভুলিব কিরূপে? হরিনাম বিট্‌ঠলের নাম ভুলিয়া গেলে তো মরিয়াই যাইব।

হরিকে নাম বিট্‌ঠল বলি জাউ ।
তু বিসরহি তঁকি হী মরি জাউ" ॥

গুরু অমর দাসের সেবকগণের মধ্যে রামদাস ছিলেন ধৈর্যের ও সহিষ্ণুতার খনি। ইনি গুরু অমরদাসের আজ্ঞায় সাতবার একটি চৌতারা নির্মাণ করিয়াছিলেন। গুরুর সন্তোষের জন্য বার বার নির্মিত চৌতারা ভাঙ্গিয়া আবার গড়িতে তাহার ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই। ইহারই পুরস্কার স্বরূপ তিনি গুরুপীঠে আসীন হইয়াছিলেন। গুরুভক্তির আদর্শ রামদাস বলেন—যখন শ্রীহরিনাম কীর্তন চলে সেই সময়টি সুখে সুখে যায়, সফল হয়।

সংসার দুঃখময় একথা সকল দর্শনেই বলা হইয়াছে। এই দুঃখকে দূর করিবার উপায়ই সাধন। শিখের সাধন স্মরণ। সুখমনীতে বলা হইয়াছে "সিমরউ সিমর সুখ পাবত" স্মরণ কর বার বার স্মরণ করিতে করিতে সুখ পাইবে। মুমুক্ষ ব্যক্তি পরমদেবতা—যিনি সুখময় অখণ্ড আনন্দ তাহাকে স্মরণ করিয়া সুখময় হইয়া যাইবে। ভাগবতের কথায় শুনিতে পাই ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণের ফলে সকল দুঃখ দূর হইয়া যায় প্রহ্লাদের। এমন কি সেই আনন্দে আত্মহারা প্রহ্লাদের বিষ অমৃত এক হইয়া যায়, মৃত্যুর ভয় তিনি জয় করেন। তাঁহার স্মরণের প্রার্থর্ঘে ভগবান প্রস্তরময় স্তম্ভের মধ্যেও দর্শন দান করিয়া অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস দূর করিয়া দিলেন।

স্মরণের ফল বলিয়া শেষ করা যায় না। স্মরণে গর্ভবাস হয় না। সকল দুঃখ দূর হয়; এমন কি যমযাতনাও ভোগ করিতে হয় না, মৃত্যুকে জয় করা যায়। স্মরণে কি না হয়? সৌভাগ্য সিদ্ধি, জ্ঞান, ধ্যান ও প্রসন্না বুদ্ধি লাভ হয় স্মরণে। প্রভুর স্মরণে সুফল ফলে। যাহাকে তিনি স্মরণ করাইয়া দেন, সে-ই স্মরণ করিতে পারে। নানক বলেন—স্মরণকারীর চরণে প্রণাম।

যে সিমরহি যে আপ সিমরায়।
নানক তাকে লাগউ পায়॥

শ্রীহরি স্মরণের মহিমা বর্ণনায় গুরু নানক সহস্র মুখ হইয়াছেন। তিনি বলেন—স্মরণের মত আর শ্রেষ্ঠ সাধন কি আছে? এই স্মরণের ফলে অগণিত জীব নিস্তার পাইয়াছে। সংসারের তৃষ্ণা মিটাইতে শ্রীহরির স্মরণ অব্যর্থ। সর্বপ্রকার সুখপ্রদান করিতে স্মরণের মত আর কেহ সমর্থ নয়। ধন জন দেহ গৃহ তাহারই সুখের নিদান হয়, যাহার মনে সর্বদা স্মৃতি জাগরক থাকে। স্মরণ যাহারা করেন তাহারাই ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন, তাহাদের ব্যবহার নির্মল।

প্রভকউ সিমরহি তিন আতমজীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন নিরমল রীতা॥

তাঁহার কৃপা ভিন্ন কেহ তাহাকে স্মরণ করিতে পারে না।

সিমরহি সে জন যিন কউ প্রভ মায়া।
নানক তিন জন শরণী পয়া॥

শ্রীভাগবতে শ্রীহরি যোগেশ্বরের বাক্যে এই স্মরণের মহিমায় ভাগবত ধর্মের মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বা ভাগবত প্রধান কাহাকে বলে?—দেহ ধারণের সঙ্গে মানুষের ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে লগ্ন থাকিয়াও যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে না, সেই মানুষ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া শ্রীহরি স্মরণের গুণে ভাগবত প্রধান বলিয়া আখ্যাত হন।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুত্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥

ভাগবত আরও বলেন—

ত্রিভুবনের সকল সম্পৎ করতলগত হইলেও যিনি লব নিমেষার্ধের

অন্তও ইন্দ্রাদি দেবগণের বন্দিত শ্রীহরির চরণারবিন্দ স্মরণ হইতে বিচ্যুত হন না, তিনিই বৈষ্ণব প্রধান।

ত্রিভুবন বিভব হেতবেপ্যহকুণ্ঠস্মৃতি রজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লব নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

শ্রীহরিনামের মহিমা গ্রন্থ সাহেবের প্রতিটি পরিচ্ছেদে উদাত্ত কণ্ঠে বর্ণিত হইয়াছে আর তাহা না হইবে কেন? ভক্তগণই যে এই গ্রন্থে তাহাদের প্রাণের আকুতি দিয়া এই গ্রন্থকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। আমরা শুনি শ্রীহরিনামই মুক্তি, হরিনামই যুক্তি। হরিজনের হরিনামই রূপ; হরিনামই রঙ্গ। শোভা, ঐশ্বর্য; ভোগ; পূজা সবই শ্রীনাম। এই সম্পদ শ্রীভগবান তাহার ভক্তদের নিজেই দান করিয়াছেন। ভক্তভিন্ন উহার মহিমা বুঝিবে কে?

হরি হরিজন কৈ মাল খজিনা।
হরি ধন জন কউ আপ প্রভ দিনা॥

ভক্তও অনেক লোককে হরিনাম দিয়া মুক্ত করিতে সমর্থ তাহাদের সঙ্গে কত কত মানুষ তরিয়া যায়।

হরি কি ভগত মুকত বহু করৈ।
নানক জন সংগ কেতে তরৈ॥

শ্রীহরিনামই পারিজাত কানন। শ্রীহরিনামই সাধকের কামধেনু।

পারিজাত ইহু হরিকা নাম।
কামধেন হরি হরিগুণ গান॥

ভাগবতে আদি অন্তে ভগবানের নাম মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। কেবল একটি কথা শুনিলেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে। ভাগবত বলেন—অগ্নি যেরূপ বুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়াই ইন্ধন কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া ফেলে সেইরূপ উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিলে বুদ্ধির অপেক্ষা

না করিয়াই অবোধ বা জ্ঞানী সকলেরই পাপ সমানভাবে দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

শ্রীহরিনামই যে সকল ধর্মে সকল কর্মে শ্রেষ্ঠ সাধন ভাগবতের এই নির্মল সিদ্ধান্ত গ্রন্থসাহেবে মুক্তকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে। ভাগবত-ধর্মের এই রূপাভিসার বিশেষ লক্ষণীয় তাই আমরা শুনিতে পাই—

সরব ধর্মমহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
হরিকো নাম জপি নির্মল কর্ম।
সগল ক্রিয়ামহি উত্তম কিরিয়া।
সাধ সংগ দুর্মতি মল হিরিয়া॥

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ যে রমণ তিনি যে অন্তরে বাহিরে সমানভাবেই রমণীয় ক্রীড়া করেন, তাহাও শিখের কণ্ঠে সমুচ্চারিত। যে পরমেশ্বর সকল সুখের মূল, যিনি আবাল্য তোমার সকল সুখ দান করিয়া সর্বগুণের পরমাশ্রয় হইয়া আছেন, তাহার দিকে যদি তুমি দৃষ্টি না দাও তোমাকে মূঢ় ভিন্ন আর কোন্ আখ্যা দেওয়া যায়?

রমইয়া কে গুণ চেত পরাণী।
কবন মূলতে কবন দ্রিষ্টানী॥

যিনি সকল প্রাণীতে রমণ হইয়া আছেন প্রাণে তাহাকে জানিয়া বুঝিয়া রাখ। সকলের মূল যিনি তাহার আর দৃষ্টান্ত কোথায় কেমনে পাইবে?' তিনি তুলনা রহিত। তাঁহার প্রসাদে ধরার বুকে সুখাবস্থিতি, তাঁহারই প্রসাদে পুত্র মিত্র ভ্রাতা বনিতার সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া দিন যায়। তাঁহারই প্রসাদে শীতল জল, সুখদায়ক পবন হিল্লোল তাঁহারই করুণায় অগ্নির তাপ তাঁহারই প্রসাদে সকল প্রকার রসাস্বাদন হয়। এমন কৃপালুকে ভুলিয়া থাকা অত্যন্ত অশোভন।

যিহ প্রসাদি ধর উপর সুখ বসহি—।
সুত ভ্রাত মিত বনিতা সংগি হসহি—॥
যিহ প্রসাদি পিবহি শীতল জলা।
সুখদাই পবন পাবকে অমুলা॥
যিহ প্রসাদি ভোগহি সভ রসা।
সগল সামগ্রী সংগী সাথ বসা॥

ভগবানের কৃপা ভিন্ন কোনো কিছুই হয় না। বিশ্বের প্রতিটি ব্যাপারে তাঁহারই কৃপার প্রভাব অনুভব। তাঁহারই প্রসাদে কার্যে সফলতা আর তাঁহারই প্রসাদে সত্য বস্তুর লাভ। মনটি তাঁহারই কৃপা ভাবনায় নিরত রাখ।

যিহ প্রসাদি তেরে কারয পুরে।
তিসহি জান মন সদা হজুরে॥
যিহ প্রসাদি তুঁ পাবহি সাচ।
রে মন মেরে তুঁ তাসিউ রাচ॥

সাধুসঙ্গের মহিমা অফুরন্ত। সৎসঙ্গে মুখ উজ্জ্বল হয় মলিনতা যায় অভিমান দূর হয় জ্ঞানের প্রকাশে প্রভুর সান্নিধ্য উপলব্ধি হয়। তাঁহার নামরত্ন লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। সাধুসঙ্গ বিফলে যায় না। পরব্রহ্ম সাধুর হৃদয়ে বাস করেন সঙ্গগুণে জীবের জীবন সার্থক হয়। সাধু সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ কর, হরিগুণ গান কর, ভুলিবে না হরিকে। উদ্ধার হও। শ্রীহরিকে মিষ্ট লাগিবে সর্বজীবে প্রভুকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে সাধুর সঙ্গ ফলে।

সাধ কৈ সংগি শুনউ হরি নাউ।
সাধ সংগি হরি কৈ গুণ গাউ॥

* * *

সাধ কৈ সংগি লাগৈ প্রভু মিঠা।
সাধ কৈ সংগি ঘট ঘট ডিঠা॥

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুসঙ্গে হরিকথায় পরমার্থ লাভ হয়, এই কথাগুলি নানা ভঙ্গিতে ভাগবতের মতই গ্রন্থসাহেবেও বলা হইয়াছে।

ভক্তকবি সুরদাস ও ভাগবত

গুজরাটে সাধু তুকারাম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে তিনি এক লক্ষ অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, আর এগুলি সবই ভাগবত ধর্মের মহিমাসূচক। সুরদাসও নাকি সোয়া লক্ষ পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যপ্রতিভাকে সাহিত্যিকগণ যেভাবে সমাদর করিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ জনগণ আজও অগণিত পদ পদাবলী গান করিয়া কবি সুরদাসের স্মৃতি পূজা করে। ব্রজবুলি সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ এই পদগুলি। ব্রজলীলা সম্বন্ধে তাঁহার পদগুলির মধ্যে দেশীয় ভাষার একটি স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। উহার মধ্যে বহুল পরিমাণে গ্রাম্য শব্দ ব্যবহৃত। উহা ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, অথচ ভাগবত প্রসঙ্গই উহাতে সুরসাল কাব্যছন্দে প্রকাশিত। ভাগবতের বিশেষ বিশেষ লীলার বর্ণনায় তাঁহার যে গভীর প্রেম প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায় উহা অসাধারণ। "সুর সাগর" সহস্রাধিক পদের সংগ্রহ বটে। পণ্ডিতেরা বলেন, সমগ্র গ্রন্থ বা সংগ্রহ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ভাগবতের লীলা সূচনায় কবির যে কৃতিত্ব তাহাই আমরা কয়েকটি পদ হইতে আস্বাদন করিব। তিনি বলেন, করুণা সিন্ধুর কথা বলিবার ভাষা নাই। কপট বেশে হিংসা

করিতে আসিয়াও বকানুজা পুতনা রাক্ষসী মাতৃগতি লাভ করিয়াছে। বেদ উপনিষৎ যাহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলেন, তিনি সগুণস্বরূপে নন্দ মহারাজের বাছুরী বাঁধিয়া থাকেন। উগ্রসেনের বিপদের কথায় কাতর চিত্ত হইয়া কংসকে বধ করিলেন। উগ্রসেনকে রাজা করিলেন। নিজে তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন।

করনী করুণাসিন্ধুকী মুখ কহন ন আবৈ।
কপট হেত পরসৈ বকী, জননী গতি পাবৈ॥
বেদ উপনিষদ জাসু কৌ নিরগুণহি বতাবৈ।
উগ্রসেন কী আপদা সুনি সুনি বিলখাবৈ॥
কংস মারি রাজা করৈ আপহু সির নাবৈ।

শ্রীহরিকে যে যেখানে থাকিয়া স্মরণ করুক না কেন শ্রীহরি সেখানেই ছুটিয়া যান। তিনি যে দীনবন্ধু ভক্তকৃপানিধি বেদ পুরাণে এই কথা বিঘোষিত আছে।

সুত কুবের কে মত্ত মগন ভএ।
বিষৈ রস নৈননি ছাএ॥
মুনি সরাপ তৈ ভএ জমলতরু।
তিন্হ হিত আপু বঁধাএ॥

সুদামা বিপ্রের কথা স্মরণ করিয়া কবি বলেন—

পট কুচৈল দুরবল দ্বিজ দেখত
তাকে তন্দুল খাএ
সংপতি দৈ বাকী পতিনী কৌ
মন অভিলাষ পুরাএ

অভিশপ্ত গজরাজ সরোবরের মধ্যে জলপান করিতে গেল। সরোবরে অভিশপ্ত গ্রাহ। সে তাহাকে টানিয়া অগাধ জলে লইয়া যায়। গ্রাহ

গজেন্দ্রের এই কথা ভাগবতে প্রসিদ্ধ। গজরাজ নিরুপায় হইয়া ভগবান্ শ্রীহরিকে স্মরণ করেন। তাহার আকুল আহ্বানে শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়া নিজ করস্থিত চক্রদ্বারা গ্রাহের কণ্ঠ ছেদন করিয়া গজরাজকে উদ্ধার করিলেন। কবি বলেন—

জব গজরাজ গহ্যৌ গ্রাহ জল ভীতর
তব হরিকৌ উর ধ্যাএ
সো ততকাল ছুড়াএ।

গুরু সন্দীপনীর মৃতপুত্র আনয়নের কথা কে না জানেন

কলানিধান সকল গুণ সাগর
গুরু ধৌ কহা পঢ়াএ
তিহি উপকার মৃতক সুত জাঁচে
সো জমপুর তৈ ল্যাএ॥

কবি সুরদাস ভগবানের বিভিন্ন অবতার লীলা বর্ণনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় তিনি অন্যান্য অবতার লীলারও সংযোজনা করিয়া একই কবিতায় বহু লীলার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার একটি কবিতায় কবি হরি-বিমুখতার বেদনা প্রকাশ করিয়া বলেন—

ঐসেহি জনম বহুত বৌরায়ৌ
বিমুখ ভয়ৌ হরিচরণ কমল তজি মন সংতোষ ন আয়ৌ॥
জব জব প্রগট ভয়ৌ জল থলমে তব তব বপু বহু ধারে।
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ বস অতিহি কিএ অঘ ভারে॥

ভগবৎ কৃপায় অগণিত জীব নিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহাদের কথাই ভাগবতে প্রধানভাবে বলা আছে। সেই সকল জীবকে ভগবান্ উদ্ধার করিয়া সদ্‌গতি দিয়াছেন।

নৃগ কপি বিপ্র গীধ গণিকা গজ কংস কেসি খল তারে।
অঘ বক বৃষভ বকী ধেনুক হতি ভল জলনিধি তৈ উবারে॥
সংখচূড় মুষ্টিক প্রলম্ব অরু তৃণাবর্ত সংহারে।
গজ চানূর হতে দবনাসৌ ব্যালমথ্যো ভয় হারে॥
মৃতক জিবাই দিএ গুরুকে সুত ব্যাধ পরম গতি পাঈ।
নন্দবরুণ বন্ধন ভয় মোচন সূর পতিত সরনাঈ॥

মাধুর্য্যময়ী লীলার সহিত সমকালেই ঐশ্বর্য্য বর্ণনার চাতুর্য্য সুরদাসের একটি বিশেষত্ব। পাশাপাশি রাখিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন বিহারী গোপ গোপী সঙ্গে দর্শন করেন আবার রামাদি অবতার লীলারও উল্লেখ করেন। অথচ এই বর্ণনায় তাঁহার লীলাকথা কোনোমতেই ব্যাহত হয় নাই। তিনি বলেন যত দেখা যায় ততই নয়নের আনন্দ। মোহনের শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য বলিয়া হার মানিতে হয়।

ব্রহ্মা বাল বছরুবা হরি গয়ৌ সো ততছন সারিখে সবাঁরী।
কীন হৌঁ কোপ ইন্দ্র বরষা রিতু লীলা লাল গোবর্ধন ধারী॥
রাখী লাজ সমাজমাহি জব নাথ নাথ দ্রৌপদী পুকারী।
তীনি লোকতে তাপ নিবারন সূর স্যাম সেবক সুখকারী॥

ভাগবতে উপবর্ণিত ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, গজেন্দ্র কথা ছাড়াও পুতনা-মোক্ষ, যমলার্জুন ভঙ্গ, কালীয়মর্দ্দন, গোবর্দ্ধনধারণ প্রসঙ্গ প্রভৃতি সুরদাস তাঁহার কাব্যচ্ছটায় অতিশয় সুন্দররূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়াছেন। নামমহিমা প্রসঙ্গে অজামিল কথা, কৃপাপ্রসঙ্গে সুদামাবিপ্রের কথা তাহার কাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। তিনি বলেন—

জা পর দীননাথ ঢরৈ।
সোই কুলীন, বড়ো, সুন্দর সোই জিহিপর কৃপা করৈ॥

জাতিকুল জন্ম বিদ্যা কোনোটাই নয়, শুধু দীননাথ শ্রীভগবানের আনুকূল্যই

সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের মূল। ভগবৎকৃপা যাহার উপর পড়ে সে-ই কুলীন, মানী এবং সুন্দর বলিয়া প্রমাণিত হয়। শ্রীহরিদাস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনী—"মনসা নাথ মনোরথ পুরণ" তাঁহার সংকল্পেই সর্বপ্রকার কামনাপূর্ণ হয়। "অর্থ, ধর্ম, অরু, কাম, মোক্ষফল, চারি পদারথ দেত গনী" কোনো পুরুষার্থ তাহার অপ্রাপ্য থাকে না। তাহার প্রভুত্ব সকলের উপর—হরিকে জন কী অতি ঠকুরাঈ মহারাজ রিষিরাজ রাজমুনি দেখত রহে লজাঈ। তাহার ভাগ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকে। যাহার মন নন্দলালের প্রতি লাগিয়া যায় তাহার সমীপে আর কিছুই ভাল লাগে না। মীনকে দুধের সরোবরে ফেলিলেও তাহার শান্তি নাই, সে চায় জল। উহা ভিন্ন তাহার সুখ যে মোটেই নাই।

জাকৌ মন লাগ্যৌ নন্দলালহি তাহি ঔর নহিঁ ভাবৈ।
জৌ লৈ মীন দূধসৈঁ ডারৈ, বিনু জল নহিঁ সচু পাবৈ॥

লোকের প্রবৃত্তি দেখিয়া কবি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ইহারা শ্যামনাম অমৃতফল ফেলিয়া রাখিয়া মায়া নির্মিত বিষফলকে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে। আহা তাহাদের কি অবস্থা হইবে?

অচং ভৌ হন লোগনি কৌ আবৈ।
ছাড়ে শ্যামনাম অম্রিত ফল্ মায়া বিষফল ভাবৈ॥

নিজের মনটিকে বুঝাইয়া তাই তিনি বলেন, মানুষজন্ম পাইয়া কি করিলে? কুকুর শূকরের মত শুধু উদরপূর্ণ করিয়া খাইয়া দাইয়াই কাটাইলে শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে না? শ্রীভাগবত শুনিয়া তোমার নয়নে অশ্রু বর্ষণ হইল না? শ্রীগুরু কে? শ্রীগোবিন্দ কেমন, কিছু জানিলে না, বুঝিলেনা? হৃদয়ে ভাব ভক্তি কিছু দেখা দিল না? মন বিষয়েই পড়িয়া রহিল?

নর তৈঁ জনম পাই কহা কীনৌ।
উদর ভর্য়ৌ কুকর সূকর লৌ প্রভুকৌ নাম ন লীনৌ॥
শ্রীভাগবত সুনীনহি শ্রবননি, গুরুগোবিন্দ নহিঁ চীনৌ।
ভাব ভক্তি কছু হৃদয় ন উপজী, মন বিষয়মৈঁ দীনৌ॥

সাধু কবি নিজের জীবনটিকে শ্রীগোবিন্দের চরণে তুলিয়া ধরিয়া বলেন—

রে মন গোবিন্দকে হ্বৈ রহিয়ৈ।
ইহি সংসার অপার বিরত হ্বৈ
জমকী ত্রাস ন সহিয়ৈ॥

মন তুমি গোবিন্দের হইয়া থাক। এই সংসারে অনাসক্ত হও, যমের ভয় আর থাকিবে না। সুখদুঃখ যশ ভাগ্য প্রারব্ধ অনুসারে যাহা আসিয়া পড়ে উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও। শ্রীভগবানের ভজন করিয়াই শেষ সময় যাহা পাইবার বুঝিয়া লইও।

দুখ সুখ কীরতি ভাগ আপনৈ আই পরৈ সো গহিয়ৈ।
সুরদাস ভগবন্ত ভজন করি অন্তবার কছু লহিয়ৈ॥

কৃষ্ণলীলা মাধুরী প্রকাশে সুরদাস অতুলনীয় কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ লীলানুভূতির বিচিত্র স্পর্শ পাওয়া যায় তাহার কাব্য প্রতিভায়। ব্রজ রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গের জন্য তিনি প্রার্থনা করেন।

জাগিয়ে ব্রজ রাজকুমার কমল কুসুম ফুলে।
কুমুদবৃন্দ সকুচিত ভয়ে ভৃঙ্গলতা ভূলে॥
তমচুর খগরোর সুনত বোলত বনরাঈ।
রাঁভতি গো খরিকানি মৈ বছরা হিত ধাঈ॥
বিধুমলীন রবিপ্রকাশ গাবত নরনারী।
সুর-শ্যাম প্রতি উঠৌ অংবুজ করধারী।

স্বভাব বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত কবির সঙ্গীত সাধকের কণ্ঠে মধুবর্ষণ করিয়া চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে এই জাগরণ লীলা।

একদিন ছেলেরা আসিয়া মাতা যশোমতীর সমীপে নালিশ করিল কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে। মাতা রাগ করিয়া ছুটিয়া গেলেন। পুত্রের করে ধারণ করিয়া ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সত্যই সে মাটি খাইয়াছে কি না? কৃষ্ণ কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করে না সে কথা। মাতা বলেন, তবে কি এই সকল বালকেরা মিথ্যা দোষারোপ করে? যদি তোর কথাই সত্য তবে দেখি তোর মুখে মাটি আছে কি না? গোপাল মায়ের কথায় মুখ হাঁ করিয়া দেখায়। কী আশ্চর্য্য, এইটুকু মুখের মধ্যে যশোদা যে দৃশ্য দেখেন তাহাতে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি দেখেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঐ গোপালের বদনবিবরে। হাতের লাঠি মাটিতে পড়িয়া গেল, মাতা যশোমতী স্তব্ধ হইয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া আকুল হইলেন। কবির ভাষায়—

মো দেখত জসুমতি তেরৈ ঢোটা অবহ ঁা মাটি খাঈ।
যহ সুনি কৈ রিস করি উঠি ধাঈ বাহপ করি লৈ আঈ॥
ইককর দৌঁ ভুজ গহি গাঢ়ে করি ইক কর লীনহী সাঁটী।
মারতি হৌঁ তোহি অবহিঁ কনহৈয়া বেগি ন উগিলৈ মাটী।
ব্রজলরিকা সব তেরে আগেঁ ঝুটী কহত বনাঈ।
মেরে কহৈ নহী তু মানতি দেখবাবৌঁ মুখ বাঈ॥
অখিল ব্রহ্মণ্ড খণ্ডকী মহিমা দিখরাঈ মুখমাঁহি।
সিংধু সুমের নদী বন পর্বত চকিত ভঈ মন চাহি॥
করতৈ সাঁটি গিরত নহি জানী ভুজা ছাঁড়ি অকুলানী।
সুরকহৈ জসুমতি মুখ মুঁদৌ বলি গঈ সারঁগ পানী॥

ভাগবত সমালোচনায় দেখা গেল, মানব মনের পরম উৎকর্ষ সাধনায়

ইহার পরম উপযোগিতা। বেদান্তের সরল সরস উদার ব্যাখ্যা ভাগবত। সকল শাস্ত্রের সমন্বয় সিদ্ধান্ত ভাগবত-ধর্ম। সংসারের সর্বত্র পরমানন্দময়কে দর্শন করিবার রীতি ইহাতেই রহিয়াছে। প্রাণের দেবতাকে প্রিয়রূপে, বন্ধু, বান্ধব, পুত্রভাবে পাওয়ার উপায়ও ভাগবতেই আছে। এখানে শুষ্ক বৈরাগ্যের প্রতি বিরূপ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, আবার বৈরাগ্য বিচারহীন সাধনারও ব্যর্থতা প্রমাণিত করা হইয়াছে। ভোগাসক্তির নিন্দার সঙ্গে পরমেশ্বরপ্রীতি আসক্তির প্রশংসা আছে। কষ্টসাধ্য যোগক্রিয়ার অনাদর করিলেও সকল প্রকার সাধনায়ই যোগ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। বহুভাবে উপাসনার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা থাকিলেও ভাগবত ভক্তির বিশুদ্ধতা, সাধকের ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সূত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। মাটির সংসার অনিত্য ভঙ্গুর মায়াময় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইলেও সর্বভুতে ভগবদ্দর্শনের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। ত্যাগের মাধ্যমে পরম আনন্দের অনুভব ও প্রেমধন্য হওয়ার আবেদন ভাগবতের সর্বত্র।

উত্তুঙ্গ হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ হইতে সুদূর সমুদ্র বেলাভূমি, বদরী-নারায়ণ হইতে রামেশ্বর ধনুষ্কোটি, পাঞ্জাবের মরুপ্রান্ত হইতে মণিপুরের বনজঙ্গল, দ্বারকা হইতে কামরূপ বরদুয়ার পর্যন্ত ভাগবতধারা গঙ্গা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী, কৃষ্ণবেম্বার মতই রহিয়াছে। কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, পুষ্কর, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীক্ষেত্র, নদীয়া, বিষ্ণুকাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম, পণ্ডরপুর, সমভাবেই ভক্ত ও ভাগবতের মহিমায় সিদ্ধক্ষেত্র সুতীর্থের গৌরব লাভ করিয়াছে। ভাগবত ভাস্করের ভাস্বর প্রভায় সমগ্র ভারত ধর্মালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই পুণ্যালোকে ভারতের সংস্কৃতিময় জীবন-সংগতি, ভাব, ভাষা ও প্রাদেশিক সংহতির সাধু সমন্বয়-সূত্র নিরবচ্ছিন্ন হইয়া থাকুক।
